রাণা প্রতাপ সিংহ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্‌

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা

ভাদ্র—১৩৩২

মূল্য দেড় টাকা মাত্র

প্রকাশক — শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

সপ্তম সংস্করণ

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

উৎসর্গ

বঙ্গভূমির উজ্জ্বল রত্ন,

বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যের গুরু,

রসিক, উদার ও ভাবুক

চিরস্মরণীয়

স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র রায় বাহাদুরের

স্মৃতিস্তম্ভোপরি

এই প্রীতিমাল্য

সভক্তি সম্মানে

অর্পিত হইল।

নাটকে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের পরিচয়

পুরুষগণ

মেবারের রাণা	...	...	...	প্রতাপ সিংহ।
প্রতাপের পুত্র	...	...	...	অমর সিংহ।
প্রতাপের ভ্রাতা	...	...	...	শক্ত সিংহ।
ভারত-সম্রাট্	...	...	...	আকবর সাহ।
আকবরের পুত্র	...	...	...	সেলিম।
আকবরের সেনাপতি		...	...	মানসিংহ।
আকবরের অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ		...	...	মহাবৎ।
আকবরের সভাকবি		...	...	পৃথ্বীরাজ।

প্রতাপের সর্দ্দারগণ ও মন্ত্রী, ভীলসর্দ্দার মাহু, সম্রাটের সভাসদ্‌গণ, সৈন্যাধ্যক্ষ সাহাবাজ, দৌবারিক ইত্যাদি।

নারীগণ

প্রতাপের স্ত্রী	...	...	...	লক্ষ্মী।
প্রতাপের কন্যা	...	...	...	ইরা।
পৃথ্বীরাজের স্ত্রী	...	...	...	যোশী।
আকবরের কন্যা	...	...	...	মেহের উন্নিসা।
আকবরের ভাগিনেয়ী		...	...	দৌলৎ উন্নিসা।
মানসিংহের ভগিনী	...	...	...	রেবা।

পরিচারিকা, নর্ত্তকীগণ, ইত্যাদি।

প্রতাপ সিংহ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান · কমলমীরের কাননাভ্যন্তর ; সম্মুখে কালীর মন্দির। কাল—প্রভাত। কালীমূর্ত্তির নিকটে কুলপুরোহিত দণ্ডায়মান। কালীমূর্ত্তির সম্মুখে প্রতাপ সিংহ ও রাজপুত সর্দ্দারগণ দক্ষিণ জানু পাতিয়া ভূমিতলস্থ তরবারি স্পর্শ করিয়া অর্দ্ধোপবিষ্ট।

প্রতাপ। কালী মায়ের সম্মুখে তবে শপথ কর।

সকলে। শপথ কচ্ছি—

প্রতাপ। যে আমরা চিতোরের জন্য প্রয়োজন হয়ত প্রাণ দিব—

সকলে। আমরা চিতোরের জন্য প্রয়োজন হয়ত প্রাণ দিব—

প্রতাপ। যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়—

সকলে। যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়—

প্রতাপ। ততদিন ভূর্জ্জপত্রে ভক্ষণ কর্ব্ব—

সকলে। ততদিন ভূর্জ্জপত্রে ভক্ষণ কর্ব্ব—

প্রতাপ। ততদিন তৃণ-শয্যায় শয়ন কর্ব্ব—

সকলে। ততদিন তৃণ-শয্যায় শয়ন কর্ব্ব—

প্রতাপ। ততদিন বেশভূষা পরিত্যাগ কর্ব্ব—

সকলে। ততদিন বেশভূষা পরিত্যাগ কর্ব্ব—

প্রতাপ। আর শপথ কর, যে, আমাদের জীবিতবংশে ও বংশ-পরম্পরায় মোগলের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ-সূত্রে বদ্ধ হব না।

সকলে। আমাদের জীবিতবংশে ও বংশ-পরম্পরায় মোগলের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ-সূত্রে বদ্ধ হব না—

প্রতাপ। প্রাণান্তেও তার দাসত্ব কর্ব্ব না—

সকলে। প্রাণান্তেও তার দাসত্ব কর্ব্ব না—

প্রতাপ। তা'র আর আমাদের মধ্যে চিরকাল তরবারি মাত্র ব্যবধান থাক্‌বে।

সকলে। তা'র আর আমাদের মধ্যে চিরকাল তরবারি মাত্র ব্যবধান থাক্‌বে।

পুরোহিত "স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি" বলিয়া পূতবারি ছিটাইলেন।

প্রতাপ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দারগণও উঠিলেন। পরে তিনি সর্দ্দারগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"মনে থাকে যেন রাজপুত সর্দ্দারগণ যে, আজ মায়ের সম্মুখে নিজের তরবারি স্পর্শ ক'রে এই শপথ করেছো। এ শপথ ভঙ্গ না হয়।"

সকলে। প্রাণান্তেও না, রাণা!

প্রতাপ। কেন আজ এই কঠিন পণ,—জানো?

সর্দ্দারগণ চলিয়া গেল। প্রতাপ সিংহ উত্তেজিতভাবে মন্দিরের সম্মুখে পাদ-চারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কুল-পুরোহিত পূর্ব্ববৎ

নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন! ক্ষণেক পরে পুরোহিত ডাকিলেন—"প্রতাপ!"

প্রতাপ মুখ ফিরাইলেন।

পুরোহিত। প্রতাপ! যে ব্রত আজ নিলে, তা পালন কর্ত্তে পার্ব্বে?

প্রতাপ। নইলে এ ব্রত ধারণ কর্ত্তাম না!

পুরোহিত। আশীর্ব্বাদ করি—যেন ব্রত সম্পূর্ণ কর্ত্তে পারো প্রতাপ—এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

প্রতাপ উত্তেজিত হইয়াছিলেন। তিনি মন্দির-সম্মুখে পূর্ব্ববৎ পাদ-চারণ করিতে করিতে কহিলেন—"আকবর! অন্যায় সমরে, গুপ্তভাবে জয়মলকে বধ ক'রে চিতোর অধিকার করেছো। আমরা ক্ষত্রিয়; ন্যায়-যুদ্ধে পারি ত চিতোর পুনরধিকার কর্ব্ব। অন্যায় যুদ্ধ কর্ব্ব না। তুমি মোগল, দূরদেশ থেকে এসেছো। ভারতবর্ষে এসে কিছু শিখে যাও।—শিখে যাও—ধর্ম্মযুদ্ধ কারে বলে; শিখে যাও—একাগ্রতা, সহিষ্ণুতা, প্রকৃত বীরত্ব কারে বলে; শিখে যাও—দেশের জন্য কি রকম ক'রে প্রাণ দিতে হয়।" পরে কালীর সম্মুখে জানু পাতিয়া করযোড়ে কহিলেন—"মা কালী! যেন এই পণ সার্থক হয়, যেন ধর্ম্ম জয়ী হয়, যেন মহত্ত্ব মহৎই থাকে।—কে?"—প্রতাপ উঠিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন—তাঁহার ভ্রাতা শক্ত সিংহ দণ্ডায়মান।

প্রতাপ। কে? শক্ত সিংহ?

শক্ত। হাঁ দাদা, আমি।

প্রতাপ। তুমি এতক্ষণ কোথা ছিলে?

শক্ত। কতক্ষণ?

প্রতাপ। যতক্ষণ কালীর পূজা দিচ্ছিলাম!

শক্ত। এই কতক্ষণ?

প্রতাপ। হাঁ!

শক্ত। অঙ্ক কষ্‌ছিলাম।

প্রতাপ। অঙ্ক কষ্‌ছিলে?

শক্ত। হাঁ দাদা, অঙ্ক কষ্‌ছিলাম। ভবিষ্যতের অন্ধকারে উঁকি মার্চ্ছিলাম। জীবনের প্রহেলিকা সমূহের খণ্ডন কর্চ্ছিলাম।

প্রতাপ। কালীর পূজা দিলে না?

শক্ত। পূজা!—না দাদা, পূজায় আমার বিশ্বাস নাই। আর পূজা দিয়ে কিছু হয় না দাদা। কালী-মা ঐ জিভ্ বার ক'রেই আছেন—মূক, স্থির, চিত্রিত মৃন্মূর্ত্তি। কোন ক্ষমতা নাই, প্রাণ নাই। কালীর পূজা দিয়ে কিছু হয় না দাদা। তার চেয়ে অঙ্ক কষা ভাল। তাই অঙ্ক কষ্‌ছিলাম। সমস্যা-ভঞ্জন কর্চ্ছিলাম।

প্রতাপ। কি সমস্যা?

শক্ত। সমস্যা এই যে, জন্মান্তরবাদ সত্য কি না। আমি মানি না। কিন্তু হ'তেও পারে সত্য। মানুষ এ পৃথিবীতে এসে চলে' যায়, যেমন ধূমকেতু আকাশে এসে চলে' যায়। তা'কে এ আকাশে আর দেখা যায় না বটে, কিন্তু সে হয়ত আবার অন্য কোন আকাশে ওঠে।—আবার এও হতে পারে যে কতকগুলো শক্তির সমষ্টিতে মানুষের জন্ম, আবার তাদের বিচ্ছিন্নতায়ই তা'র মৃত্যু। এই "আমি" বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়, আর, একটা বড় "আমি", দশটা ক্ষুদ্র "আমি"তে পরিণত হয়।

প্রতাপ। শক্ত! জীবনে কি মনে মনে শুধু প্রশ্নই তৈরি কর্ব্বে, আর তা'র মীমাংসাই কর্ব্বে? প্রশ্নের শেষ নাই, নিষ্পত্তির চূড়ান্ত নাই। নিষ্ফল চিন্তা ছেড়ে, এস কার্য্য করি। সহজ বুদ্ধিতে যেমন বুঝি, যেমন স্বাভাবিক সরল প্রবৃত্তি, সেই রকমই অনুষ্ঠান করি।

এই সময়ে প্রতাপের মন্ত্রী ভীম সাহ প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—"রাণা!"

প্রতাপ। কি মন্ত্রী! সংবাদ কি?

ভীম। অশ্ব প্রস্তুত।

প্রতাপ। চল শক্ত, রাজধানীতে চল। অনেক কাজ কর্ব্বার আছে। চল, কমলমীরে চল।

শক্ত। চল যাচ্ছি।

প্রতাপ চলিয়া গেলেন; ভীম সাহ তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

শক্ত কিছুক্ষণ পাদচারণ করিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন—"জন্মভূমি? আমি তা'র কে? সে আমার কে? আমি এখানে জন্মেছি ব'লেই তার প্রতি আমার কোন কর্ত্তব্য নাই। আমি এখানে না জন্মে' সমুদ্র-বক্ষে বা ব্যোমপথে জন্মাতে পার্ত্তাম! জন্মভূমি? সে ত এত দিন আমাকে নির্ব্বাসিত করেছিল! চারটি খেতে দিতেও পারে নি। তা'র জন্য আমি জীবন উৎসর্গ কর্ত্তে যা'ব কেন প্রতাপ? তুমি মেবারের রাণা, তুমি তা'র জন্য জীবন উৎসর্গ কর্ত্তে পারো, আমি কর্ব্ব কেন? সে আমার কে?—কেউ না।"—এই বলিয়া শক্ত সিংহ ধীরে ধীরে সেই কানন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—কমলমীরের প্রাসাদনিকটস্থ হ্রদতীর। কাল—সায়াহ্ন। প্রতাপ সিংহের কন্যা ইরা একাকিনী সূর্য্যাস্ত দেখিতেছিলেন। অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিতে চাহিতে উল্লাসে করতালি দিয়া কহিলেন—"কি

গরিমাময় দৃশ্য! সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে।—সমস্ত আকাশে আর কেউ নাই, একা সূর্য্য! চার প্রহর কাল আকাশের জন্মভূমি বিচরণ করে', এখন অগ্নিময় বর্ণে বিশ্ব-জগৎ প্লাবিত করে' অস্ত যাচ্ছে। যেমন গরিমায় উঠেছিল, সেই রকম গরিমায় নেমে যাচ্ছে।—ঐ অস্ত গেল। আকাশের পীতাভা ক্রমে ধূসরে পরিণত হচ্ছে! আর যেন দেবারতির জন্য সন্ধ্যা সেই অস্তগামী সূর্য্যের দিকে শূন্য প্রেক্ষণে চাহিতে চাহিতে, ধীরপদবিক্ষেপে বিশ্বমন্দিরে প্রবেশ কচ্ছে!—কম্র সন্ধ্যা! প্রিয় সখি! কি চিন্তা তোমার ও হৃদয়ে!—কি গভীর নৈরাশ্য তোমার অন্তরে? কেন এত মলিন?—এত নীরব—এত কাতর?—বল, বল, প্রিয় সখি!"

ইরার মাতা লক্ষ্মী-বাই আসিয়া পশ্চাৎ হইতে ডাকিলেন—"ইরা!" —ইরা সহসা চমকিয়া উঠিলেন। পরে মাতাকে দেখিয়া উত্তর দিলেন "—কি মা?"

লক্ষ্মী। এখনো তুই এখানে কি কর্চ্ছিস্?

ইরা। সূর্য্যাস্ত দেখ্‌ছি মা। দেখ দেখি মা, কি রমণীয় দৃশ্য! আকাশের কি উজ্জ্বল বর্ণ! পৃথিবীর কি শান্ত মুখচ্ছবি! আমি সূর্য্যাস্ত দেখ্‌তে বড় ভালবাসি।

লক্ষ্মী। সে ত রোজই দেখিস্।

ইরা। রোজই দেখ্‌তে ভাল লাগে। সে পুরানো হয় না। সূর্য্যোদয়ও বেশ সুন্দর। কিন্তু সূর্য্যাস্তের মধ্যে এমন একটা কি আছে, যা' তা'তে নাই।—কি যেন গভীর রহস্য, কি যেন নিহিত বেদনা—যেন অসীম অগাধ বিষাদ-মাখানো—কি যেন মধুর নীরব বিদায়। বড় সুন্দর মা, বড় সুন্দর!

লক্ষ্মী। তোর যে ঠাণ্ডা লাগ্‌বে।

ইরা। না মা, আমার ঠাণ্ডা লাগে না,—আমার অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে। ঐ তারাটি দেখ্‌ছো মা?

লক্ষ্মী। কোন্ তারাটি?

ইরা। ঐ যে, দেখ্‌ছো না পশ্চিম আকাশে, অস্তগামী সূর্য্যের পূর্ব্বদিকে?

লক্ষ্মী। হাঁ দেখ্‌ছি।

ইরা। ওকে কি তারা বলে জানো?

লক্ষ্মী। না।

ইরা। ওকে শুকতারা বলে। ঐ তারাটি ছয় মাস উদীয়মান সূর্য্যের পুরশ্চর, আর ছয় মাস অস্তগামী সূর্য্যের অনুচর। কখন বা প্রেমরাজ্যের সন্ন্যাসী, কখন বা সত্যরাজ্যের পুরোহিত। মা, দেখ দেখি তারাটি কি স্থির, কি ভাস্বর, কি সুন্দর!—বলিয়া ইরা একদৃষ্টিতে তারাটির প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

লক্ষ্মী ক্ষণেক কন্যার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। পরে ইরার কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া কহিলেন—"এখন ঘরে চল্ ইরা,—সন্ধ্যা হ'য়ে এল।"

ইরা। আর একটু দাঁড়াও মা—ও কে গান গাচ্ছে?

লক্ষ্মী। তাই ত! এ নির্জ্জন উপত্যকায় কে ও?

দূরে জনৈক উদাসী গাইতে গাইতে চলিয়া গেল।

শঙ্করা—একতালা

সুখের কথা বোলোনা আর, বুঝেছি সুখ কেবল ফাঁকি।
দুঃখে আছি, আছি ভালো, দুঃখেই আমি ভাল থাকি।
দুঃখ আমার প্রাণের সখা, সুখ দিয়ে যা'ন চোখের দেখা,
দুদণ্ডের হাসি হেসে, মৌখিক ভদ্রতা রাখি'।

দয়া করে'মোর ঘরে সুখ পায়ের ধুলা ঝাড়েন যবে,
চোখের বারি চেপে রেখে, মুখের হাসি হাস্‌তে হবে,
চো'খে বারি দেখ্‌লে পরে, সুখ চলে' যা'ন বিরাগভরে ;
দুঃখ তখন কোলে ধরে' আদর করে' মুছায় আঁখি।

দুই জনে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া গানটি শুনিলেন। লক্ষ্মী-বাই কন্যার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার চক্ষু দুইটী বাষ্পভারাবনত।

ইরা সহসা মাতার পানে চাহিয়া কহিলেন—"সত্য কথা মা। অনেক সময় আমার বোধ হয় যে, সুখের চেয়ে দুঃখের ছবি মধুর :

লক্ষ্মী। দুঃখের ছবি মধুর !

ইরা। হাঁ মা। পথে হেসে খেলে অনেক লোক যায়। তাদের পানে কি কেউ চেয়েও দেখে ! কিন্তু তাদের মধ্যে যদি একটি অশ্রুসিক্ত, আনতচক্ষু, বিষণ্ণবদন ব্যক্তি দেখি, অমনি কৌতূহল হয় না যে, তাকে ডেকে দুটো কথা জিজ্ঞাসা করি ? আগ্রহ হয় না কি তা'র দুঃখের কাহিনী শুন্তে ? ইচ্ছা হয় না কি তার প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে, চুম্বনে তা'র অশ্রুটি মুছে নিতে ? যুদ্ধে যে জয়ী হয় ভাল লাগে তা'র ইতিহাস শুন্তে, না যা'র যুদ্ধে পরাজয় হয় তা'র ইতিহাস শুন্তে ?—কা'র সঙ্গে সহানুভূতি হয়। গান—উদাসের গান মধুর, না বিষাদের গান মধুর ? ঊষা সুন্দর, না সন্ধ্যা সুন্দর ? গিয়ে দেখে আস্‌তে ইচ্ছা হয়—সালঙ্কারা সৌভাগ্য-গর্ব্বিতা, সঙ্গীতমুখরা দিল্লী নগরী ? না বিগতবৈভবা, ম্লানা, নীরবা মথুরাপুরী—সুখে যেন মা কি একটা অহঙ্কার আছে। সে বড় স্ফীত, বড় উচ্চকণ্ঠ। কিন্তু বিষাদ বড় বিনয়ী, বড় নীরব।

লক্ষ্মী। সে কথা সত্য, ইরা।

ইরা। আমার বোধ হয় যে দুঃখ মহৎ, সুখ নীচ। দুঃখ যা জমায়, সুখ তা খরচ করে। দুঃখ সৃষ্টিকর্ত্তা, সুখ ভোগী। দুঃখ শিকড়ের মত

মাটী থেকে রস আহরণ করে, সুখ পত্র পুষ্পে বিকসিত হয়ে' সেই রস ব্যয় করে। দুঃখ বর্ষার মত নিদাঘতপ্ত ধরণীকে শীতল করে, সুখ শরতের পূর্ণচন্দ্রের মত তার উপরে এসে হাসে। দুঃখ কৃষকের মত মাটি কর্ষণ করে, সুখ রাজার মত তা'র জাত-শস্য ভোগ করে। সুখ উৎকট, দুঃখ মধুর।

লক্ষ্মী। অত বুঝি না ইরা। তবে বোধ হয় যে এ পৃথিবীতে যা'রা মহৎ, তা'রাই দুঃখী, তারাই হতভাগ্য, তা'রাই প্রপীড়িত। মঙ্গলময় ঈশ্বরের বিধানে এই নিয়ম কেন, তাই মাঝে মাঝে ভাবি।

এমন সময়ে প্রতাপ সিংহের পুত্র অমর সিংহ আসিয়া ডাকিল—"মা।"

লক্ষ্মী ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি অমর ?"

অমর। মা, বাবা ডাক্‌ছেন।

লক্ষ্মী কহিলেন—"এই যাই"—ইরাকে কহিলেন—"চল মা।"

লক্ষ্মী ও ইরা চলিয়া গেলেন।

অমর সিংহ হ্রদতটে একখানি শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের উপর গিয়া বসিল। পরে বলিল—"আঃ! সমস্ত দিন পরে একটু বিশ্রাম করে' বাঁচা গেল। দিবারাত্র যুদ্ধের উদ্যোগ। পিতার আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবল শিক্ষা, ব্যায়াম, মন্ত্রণা। আমি রাজপুত্র তবু যুদ্ধ ব্যবসা শিখ্‌ছি সামান্য সৈনিকের মত! তবে রাজপুত্র হ'য়ে লাভ কি ? তা'র উপরে স্বেচ্ছায় বৃত এই অসীম দারিদ্র্য, চিরস্থায়ী দৈন্য, দুরপনেয় অভাব,—কেন যে, কিছুই বুঝি না—ঐ কাকা যাচ্ছেন না ?—কাকা!"—

শক্ত সিংহ বেড়াইতে বেড়াইতে অমরের নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে ? অমর ?"

অমর। হাঁ কাকা। এ সময়ে আপনি এখানে ?

শক্ত। একটু বেড়াচ্ছি। এখানে একটু বাতাস আছে। ঘরে অসহ্য গরম। উদয়সাগরের তীরটি বেশ মনোরম।

অমর। কাকা, আপনি যেখানে ছিলেন সেখানে এমন হ্রদ নাই?

শক্ত। না অমর।

অমর। এই কমলমীর আপনার কেমন লাগ্‌ছে?

শক্ত। মন্দ নয়।

অমর। আচ্ছা কাকা! আপনাকে বাবা এখানে ডেকে এনেছেন কি মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব্বার জন্য?

শক্ত। না। তোমার পিতা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

অমর। আশ্রয় দিয়েছেন! আপনি কি তবে আগে নিরাশ্রয় ছিলেন?

শক্ত। এক রকম নিরাশ্রয় বৈকি।

অমর। আপনি ত পিতার আপন ভাই?

শক্ত। হাঁ অমর।

অমর। তবে এ রাজ্য ত বাবারও যেমন আপনারও তেমন।

শক্ত। না অমর। তোমার বাবা আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আমি কনিষ্ঠ।

অমর। হলেই বা!—ভাই ত!

শক্ত। শাস্ত্র অনুসারে জ্যেষ্ঠ ভাই রাজ্য পায়। কনিষ্ঠ ভাই পায় না।

অমর। এই নিয়ম কেন কাকা? জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না! তবে এ নিয়ম কেন?

শক্ত উত্তর দিলেন—"তা জানি না।" ভাবিলেন—"সমস্যা বটে! জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না। তবে এরূপ সামাজিক নিয়ম কেন হয়েছে? নিয়ম হওয়া উচিত ছিল যে শ্রেষ্ঠ, সেই রাজ্য পাবে! কেন সে নিয়ম হয় নাই, কে জানে—সমস্যা বটে!"

অমর। কি ভাব্‌ছেন কাকা?

শক্ত। কিছু নয়, চল বাড়ী চল। রাত্রি হয়েছে।

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজকবি পৃথ্বীরাজের বহির্ব্বাটী। কাল—প্রভাত। পৃথ্বীরাজ ও সম্রাটের সভাসদ্—মাড়বার, অম্বর, গোয়ালীয়র ও চান্দেরী-অধিপতি আরাম-আসনে উপবিষ্ট।

মাড়বার। প'ড় ত পৃথ্বী তোমার কবিতাটা। [অম্বরের দিকে চাহিয়া] অতি সুন্দর কবিতা।

অম্বর। আরে কেন জ্বালাতন কর? ও কবিতা ফবিতা রাখো। দুটো রাজসভার খোস্ গল্প করো।

মাড়বার। না না, শোন না। কবিতাটির যেমন সুন্দর নাম, তেমনি সুন্দর ভাব, তেমনি সুন্দর ছন্দ।

চান্দেরী। কবিতাটার নাম কি?

পৃথ্বীরাজ। "প্রথম চুম্বন।"

চান্দেরী। নামটা একটু রসাল ঠেক্‌ছে বটে—আচ্ছা পড়।

অম্বর। প্রথম চুম্বন! সে বিষয়ে কখন কবিতা হতে পারে?

পৃথ্বীরাজ। কেন হবে না।

মাড়বার। আচ্ছা, শোনই না কবিতাটা। যতক্ষণ তর্ক কচ্ছ ততক্ষণ সে কবিতাটা আবৃত্তি হয়ে যেত।—শোনই না।

অম্বর। আরে রেখে দাও কবিতা। পৃথ্বী! সভায় কোন নূতন খবর আছে?

পৃথ্বী। এঁ্যা—খবর আর কি—ঐ এক রাণা প্রতাপ সিংহের যুদ্ধ!

অম্বর। হুঁ! প্রতাপ সিংহের যুদ্ধ আকবর সাহার সঙ্গে! তা কখন হয়, না হতে পারে? সম্ভব হ'লে কি আমরা কর্ত্তাম না?

গোয়ালীয়র। হুঁ!—তা'লে কি আর আমরা কর্ত্তাম না?

চান্দেরী। হুঁঃ!

মাড়বার। "নহ বিকশিত কুসুমিত ঘন পল্লবে"। সুন্দর! সুন্দর! বেঁচে থাক পৃথ্বী।

অম্বর। মোটে ত মেবারের রাণা!

গোয়ালীয়র। একটা সামান্য জনপদ, তারি ত রাজা!

চান্দেরী। আর রাজাও ত ভারি! তার প্রধান দুর্গ চিতোর, তাও ত মোগল জয় করে নিয়েছে।

অম্বর। কথায় বলে ভূমিশূন্য রাজা, তাই।

মাড়বার। একটা বাহাদুরী দেখানো আর কি!

পৃথ্বী। হাঁ, প্রতাপ সিংহ বেশী বাড়াবাড়ি সুরু করেছে! সম্প্রতি তিনটে মোগল-কটক হঠাৎ আক্রমণ ক'রে নির্ম্মূল করেছে।

অম্বর। অহঙ্কার শীঘ্রই চূর্ণ হবে।

চান্দেরী। চল ওঠা যাক্, আবার এক্ষণি ত রাজ-সভায় হাজিরি দিতে হবে—এই বলিয়া উঠিলেন।

মাড়বার। "চল," বলিয়া উঠিলেন।

গোয়ালীয়র ও অম্বর নীরবে উঠিলেন।

অম্বর। আমি বলি এটা প্রতাপের দস্তুরমত গোঁয়ার্ত্তমি।

মাড়বার। আমি বলি এটা প্রতাপের দস্তুরমত ক্ষ্যাপামি।

চান্দেরী। আর আমি বলি এটা প্রতাপের দস্তুরমত বোকামী।

তাঁহারা এইরূপ মত প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

পৃথ্বী। এদের মধ্যে মাড়বারপতিই সমজদার।—এবার তৈয়ার কর্ত্তে হবে একটা কবিতা—বিদায় চুম্বনের বিষয়। বড় সুন্দর বিষয়! কি ছন্দে লেখা যায়? আমি দেখিছি যে কবিতা লিখ্‌তে বস্‌লে, ছন্দ বেছে নেওয়া ভারি শক্ত। তার উপরেই কবিতার অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য নির্ভর করে।

এই সময়ে পৃথ্বীর স্ত্রী যোশী প্রবেশ করিলেন।

পৃথ্বী। কি যোশী! তুমি যে বাহিরে এসে হাজির!

যোশী। আজ কি তুমি মোগল-রাজসভায় যাবে?

পৃথ্বী। যাবো বৈকি! তা আর যাব না? আজ সম্রাটের দরবারী দিন! আর আমিও লোকটা ত বড় কেওকেটা নই। মহারাজাধিরাজ ধূমধড়াক্কা ভারতসম্রাট্ পাতসাহ আকবরের সভাকবি। আবুল ফজল হচ্ছে নম্বর এক, আমি হচ্ছি নম্বর দুই।

যোশী কৃপাপ্রকাশক স্বরে কহিলেন "হায় তাতেও অহঙ্কার! যেটা অসীম লজ্জার হেতু, সেইটে নিয়ে অহঙ্কার!"

পৃথ্বী। তোমার যে ভারি করুণ রসের উদ্রেক হোল! সম্রাট্ আকবর লোকটা বড় যা তা বুঝি! আসমুদ্রক্ষিতীশানাং—জানো? সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত যাঁর পদতলে!

যোশী। ধিক্! একথা বল্‌তে বাধলোনা?—একথা বলতে লজ্জায়, ঘৃণায়, রসনা কুঞ্চিত হোল না? এতদূর অধঃপতিত! ওঃ!—না প্রভু, সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত এখনো আকবরের পদতলে নয়। এখনো আর্য্যাবর্ত্তে প্রতাপ সিংহ আছে। এখনো একজন আছে, যে দাস্যজনিত বিলাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, সম্রাট্‌দত্ত সম্মানকে পদাঘাত করে।

পৃথ্বী। হাঁ কবিত্ব-হিসাবে এটা একটা অতি সুন্দর ভাব বটে! এব

বেশ এই রকম একটা উপমা দেওয়া যায়—যে বিরাট্‌ সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাসে, গ্রাম নগর জনপদ সব ভেসে গিয়েছে; কেবল দাঁড়িয়ে আছে, দূরে অটল, অচল, দৃঢ় পর্ব্বতশিখর। যদিও সত্য কথা বল্‌তে কি, আমি সমুদ্রও দেখিনি জলোচ্ছ্বাসও দেখিনি।

যোশী। প্রাসাদ ছেড়ে স্বেচ্ছায় পর্ণকুটীরে বাস, ভূর্জ্জপত্রে আহার, তৃণশয্যায় শয়ন—যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়, ততদিন স্বেচ্ছায় গৃহীত এই কঠোর সন্ন্যাস ব্রত।—কি মহৎ! কি উচ্চ! কি মহিমাময়!

পৃথ্বী। কবিত্বহিসাবে দেখ্‌তে গেলে এ একটা বেশ ভাল ভাব। আর আমি উপরে যে উপমাটি দিলাম, তার সঙ্গে খুব মেলে।

যোশী। সুবিধা নয় কি রকম?

পৃথ্বী। এই দেখ, দারিদ্র্য হতে সচ্ছলতা অনেকটা আরামের—দারিদ্র্যে বিলাস ত নেইই, তার উপর এমন কি অত্যাবশ্যক জিনিষেরও অনাটন। শীতের সময় বেজায় শীত লাগে, খাবার সময় খেতে না পেলে, ক্ষিধেয় পেট চাঁ চাঁ করে; যদি একটা জিনিষ কিন্‌তে ইচ্ছে হোল যা সব সাংসারিক ব্যক্তির কখন না কখন হয়ই, হাতে পয়সা নেই; মেলা ছেলেপিলে হলে, তারা দিবারাত্রি ট্যাঁ ট্যাঁ ক'চ্ছেই।—এটা অসুবিধার বল্‌তে হবে।

যোশী। যে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য ব্রত নেয়, তার পক্ষে দারিদ্র্য এত কঠোর নয় প্রভু। সে দারিদ্র্যে এমন একটা গরিমা দেখে, এমন একটা সৌন্দর্য্য দেখে, যা রাজার রাজমুকুটে নাই, যা সম্রাটের সাম্রাজ্যে নাই। মহৎ হৃদয় দারিদ্র্যকে ভয় করে না—ভালবাসে; দারিদ্র্যে মাথা হেঁট করে না, মাথা উঁচু করে; দারিদ্র্যে নিভে যায় না, জ্বলে উঠে।

পৃথ্বী। দেখ যোশী! কবিতার বাহিরে দারিদ্র্যের সৌন্দর্য্য দেখা, অন্ততঃ সাদা চো'খে দেখা, কারও ভাগ্যে ঘটেনি।

যোশী। তবে বুদ্ধদেব রাজ্য ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন কি হিসাবে ?

পৃথ্বী। ভয়ঙ্কর বোকামীর হিসেবে। যার ঘর বাড়ী নেই, তার রাস্তায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জলে ভেজা—বুঝ্‌তে পারি। কিন্তু ঘর বাড়ী থাকা সত্ত্বেও যে এ রকম ভেজে, তার মাথার ব্যারাম—কবিরাজি চিকিৎসা করা উচিত।

যোশী। ঐ বোকামীই সংসারে ধন্য হয়, প্রভু! মহৎ হ'তে হ'লে ত্যাগ চাই।

পৃথ্বী। বলি মহৎ হ'তে হলে ত ত্যাগ চাই। কিন্তু নাই বা হ'লাম।

যোশী। প্রভু! মহৎ হওয়া তোমার মত বিলাসীর কাজ নয়, তা আমি জানি।

পৃথ্বী। দেখ যোশী!—প্রথমতঃ স্ত্রীজাতি অত সংস্কৃত ভাষায় কথা কৈলে একটু বাড়াবাড়ি ঠেকে; তার উপর দস্তুরমত নৈয়ায়িকের মত তর্ক কল্লে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়।

যোশী। চার্‌টি চার্‌টি করে খাওয়া আর ঘুমানো—সে ত ইতরজন্তুও করে! যদি কারো জন্য কিছু উৎসর্গ কর্ত্তে না পারো, যদি মায়ের সম্মানরক্ষার জন্য একটি আঙুলও না ওঠাতে পারো, তবে ইতর-প্রাণীতে আর মানুষে তফাৎ কি ?

পৃথ্বী। দেখ যোশী!—তুমি অন্তঃপুরে যাও। তোমার বক্তৃতার মাত্রা বেশী হচ্ছে। আমার মাথায় আর ধর্চ্ছে না।—ছাপিয়ে পড়্‌ছে। যা বলেছ আগে তা হজম করি, পরে আবার বোলো। যাও—

যোশী আর উত্তর না করিয়া চলিয়া গেলেন।

পৃথ্বী। মাটী করেছে!—হার স্বীকার কর্ত্তে হয়েছে। পার্ব্বো কেন ?

বোধ হচ্ছে সব ঘুলিয়ে দিলে। একে স্ত্রীলোকের বুদ্ধি, তার উপর যোশী উচ্চশিক্ষিতা নারী। পার্ব্বো কেন? সেই জন্যই ত আমি স্ত্রীলোকদের বেশী লেখা পড়া শেখার বিরোধী।—এঃ, একেবারে মাটি!

এই বলিয়া পৃথ্বী চিন্তিতভাবে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—চিতোরের সন্নিহিত ভয়াবহ পরিত্যক্ত বন! কাল—প্রভাত। সশস্ত্র প্রতাপ একাকী দাঁড়াইয়া সেই দূরবিসর্পী অরণ্যের প্রতি চাহিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পরে শুষ্ক স্বরে কহিলেন—"আকবর। মেবার জয় করেছ বটে! কিন্তু মেবার রাজ্য শাসন কচ্ছি আমি। এই বিস্তীর্ণ জনপদকে গৃহশূন্য করেছি। গ্রামবাসীদের পর্ব্বতদুর্গে টেনে এনেছি। আকবর! যত দিন আমি আছি, মেবার থেকে এক কপর্দ্দকও তোমার ধনভাণ্ডারে যাবে না। সমস্ত দেশে একটি বাতী জ্বাল্‌তেও কাউকে রাখিনি। সমস্ত রাজ্য ধূ ধূ কচ্ছে। প্রান্তরে পরিত্যক্ত শ্মশানের নিস্তব্ধতা বিরাজ কচ্ছে। শস্যক্ষেত্রে উলুখড় তরঙ্গায়িত। পথ বাবলা গাছের জঙ্গলে অগম্য। যেখানে মনুষ্য থাকৃত, সেখানে আজ বন্যপশুদের বাসস্থান হয়েছে! জন্মভূমি! সুন্দর মেবার! বীরপ্রসূ মা! এখন এই বেশই তোমাকে সাজে মা। তোমাকে আমার বলে' আবার ডাকৃতে পারি ত তোমার পায়ে স্বহস্তে আবার ভূষণ পরিয়ে দেব। নৈলে তোমাকে এই শ্মশানচারিণী তপস্বিনীর বেশই পরিয়ে রেখে দেবে মা।—মা আমার! তোমাকে আজ মোগলের দাসী দেখে আমার

প্রাণ ফেটে যায় মা!"—বলিতে বলিতে প্রতাপের স্বর বাষ্পরুদ্ধ হইল।

এই সময়ে একজন মেষরক্ষক-সমভিব্যাহারে জনৈক সৈনিক প্রবেশ করিয়া প্রতাপসিংহকে অভিবাদন করিয়া কহিল—"রাণা!"

প্রতাপ ফিরিয়া কহিলেন—"কি সৈনিক!"

সৈনিক। এই ব্যক্তি চিতোর-দুর্গপার্শ্বস্থ উপত্যকায় মেষ চরাচ্ছিল।

প্রতাপ মেষরক্ষকের প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—"মেষরক্ষক! এ সত্য কথা?"

মেষরক্ষক। হাঁ, সত্য কথা!

প্রতাপ। তুমি আমার আজ্ঞা জানো যে, মেবার রাজ্যের কোন স্থানে কর্ষণ কল্লে কিংবা গো মেষাদি চরালে, তার শাস্তি প্রাণদণ্ড?

মেষরক্ষক। তা জানি।

প্রতাপ। তথাপি তুমি মেষ চরাচ্ছিলে কি জন্য?

মেষরক্ষক। মোগল-দুর্গাধিপতির আজ্ঞায়।

প্রতাপ। তবে দুর্গাধিপতি তোমাকে রক্ষা করুন। আমি তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলাম।

মেষরক্ষক। দুর্গাধিপতি এ সংবাদ পেলে অবশ্যই রক্ষা কর্ব্বেন।

প্রতাপ। সে সংবাদ আমিই পাঠাচ্ছি। যাও সৈনিক, একে নিয়ে যাও, শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে রাখ। সপ্তাহকাল পরে এর প্রাণ-বধ হবে। মোগল-দুর্গাধিপতিকে আমি অদ্যই সংবাদ দিচ্ছি।—দেখ্‌বে, এর প্রাণবধের পরে যেন এর মুণ্ড চিতোরের দুর্গপথে বংশখণ্ডশিখরে রক্ষিত হয়। যাতে সকলে দেখে, যে, আমার আজ্ঞা ছেলেখেলা নয়; যাতে

লোকে বোঝে, যে, মোগল চিতোর-দুর্গ জয় কল্লেও, এখনো মেবারের রাজা আমি, আকবর নহে।—যাও নিয়ে যাও।

সৈনিক মেষরক্ষককে লইয়া প্রস্থান করিল।

প্রতাপ। নিরীহ মেষপালক! তুমি বেচারী বিগ্রহের মধ্যে পড়ে' মারা গেলে। রাবণের পাপে লঙ্কা ধ্বংস হয়ে গেল, দুর্য্যোধনের পাপে মহাত্মা দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ মারা গেল। তুমি ত সামান্য জীব।—এ সব বড় নিষ্ঠুর কাজ। কিন্তু নিষ্ঠুর হয়েছি—মা জন্মভূমি! তোমার জন্য। তাই তোমাকে ভূষণহীনা করেছি, প্রিয়তমা মহিষীকে চীরধারিণী কুটীর-বাসিনী করেছি, প্রাণাধিক পুত্রকন্যাদের দারিদ্র্যব্রত অভ্যাস করাচ্ছি—নিজে সন্ন্যাসী হয়েছি।—

এই সময়ে শস্ত্রধারী শক্ত সিংহ বামপার্শ্বস্থ শ্বাপদকঙ্কালের দিকে চাহিতে চাহিতে ধীরপদক্ষেপে সেস্থানে প্রবেশ করিলেন।

প্রতাপ। দেখে এলে?

শক্ত। হাঁ দাদা।

প্রতাপ। কি দেখ্‌লে।

শক্ত। স্থান পরিত্যক্ত।

প্রতাপ। জনমানব নাই?

শক্ত। জনমানব নাই।

প্রতাপ। কারণ?

শক্ত। কারণ-জিজ্ঞাসা কর্ব্বার লোক নাই।

প্রতাপ। মন্দিরের পুরোহিত কোথায়? তিনিই মোগল-সৈন্যের আগমনসংবাদ আমাকে দিয়েছিলেন। তিনি কোথায়?

শক্ত। আবাসে নাই।

প্রতাপ। তবে আমাদের আগমন নিষ্ফল।

শক্ত। নিষ্ফল কেন? এখানে অনেক বন্যপশু আছে। এস ব্যাঘ্র শিকার করি।

প্রতাপ। শেষে ব্যাঘ্র-শিকার!

শক্ত। নৈলে আর কি করা যায়। এমন সুন্দর প্রভাত। এমন নিস্তব্ধ অরণ্য, এমন ভয়াবহ নির্জ্জন পথ। এ সৌন্দর্য্য পূর্ণ কর্ত্তে রক্ত চাই। যখন মনুষ্য-রক্ত পাচ্ছি না, তখন পশুর রক্তপাত করা যাক্।

প্রতাপ। বিনা উদ্দেশ্যে রক্তপাত!

শক্ত। ভল্ল নিক্ষেপ অভ্যাস করাই উদ্দেশ্য হোক। আজ দেখ্‌বো দাদা, কে ভল্ল নিক্ষেপ কর্ত্তে ভালো পারে—তুমি কিংবা আমি।

প্রতাপ। প্রমাণ কর্ত্তে চাও?

শক্ত। হাঁ। [স্বগত] দেখি, তুমি কি স্বত্বে মেবারের রাণা, আমি যার কৃপাদত্ত অন্নে পরিপুষ্ট।

প্রতাপ। আচ্ছা চল। তাই প্রমাণ করা যাক্। শিকার, ক্রীড়া দুই হবে!

উভয়ে সে বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দৃশ্য পরিবর্ত্তন—বনান্তর। প্রতাপ ও শক্ত একটী মৃত ব্যাঘ্রদেহ পরীক্ষা করিতেছিলেন।

প্রতাপ। ও বাঘ আমি মেরেছি।

শক্ত। আমি মেরেছি।

প্রতাপ। এই দেখ আমার ভল্ল।

শক্ত। এই আমার ভল্ল।

প্রতাপ। আমার ভল্লে ও মরেছে।

শক্ত। আমার ভল্লে।

প্রতাপ। আচ্ছা, চল ঐ বন্য-বরাহ লক্ষ্য করি।

শক্ত। সমান দূর থেকে মার্ত্তে হবে।

প্রতাপ। আচ্ছা।

উভয়ে সে বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দৃশ্য পরিবর্ত্তন— বনান্তর। প্রতাপ ও শক্ত।

শক্ত। বরাহ পালিয়েছে।

প্রতাপ। তবে কারও ভল্ল লাগেনি।

শক্ত। না।

প্রতাপ। তবে কিছুই প্রমাণ হোল না—আজ থাক্, বেলা হয়েছে। আর একদিন দেখা যাবে।

শক্ত। আর একদিন কেন দাদা! আজই প্রমাণ হয়ে যাক্ না।

প্রতাপ। কি রকমে?

শক্ত। এস পরস্পরের দিকে ভল্ল নিক্ষেপ করি।

প্রতাপ। সে কি শক্ত সিংহ?

শক্ত। ক্ষতি কি?

প্রতাপ। না শক্ত—কাজ নাই, এতে লাভ কি হবে?

শক্ত। লোক্‌সানই বা কি? হদ্দ দেহের একটু রক্তপাত বৈত নয়। দেহে বর্ম্ম আছে! মর্ব্বো না কেউই—ভয় কি!

প্রতাপ। মর্ব্বার ভয় করিনা শক্ত।

শক্ত। না না, নেও ভল্ল! আমরা দুজনে আজ নররক্ত নিতে বেরিইছি—অন্ততঃ ফোঁটা দুই নররক্ত চাই। নেও ভল্ল, নিক্ষেপ কর।—[চীৎকার করিয়া] নিক্ষেপ কর।

প্রতাপ। উত্তম—নিক্ষেপ কর।

শক্ত। একসঙ্গে নিক্ষেপ কর।

উভয়ে ভূমিতলে তরবারি রাখিলেন। পরে উভয়ে পরস্পরের দিকে ভল্ল নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে প্রতাপের কুলপুরোহিত প্রবেশ করিয়া উভয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া কহিলেন—"এ কি! ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব! ক্ষান্ত হও।"

শক্ত। 'না না ব্রাহ্মণ! দূরে থাক। নইলে তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত।

পুরোহিত। মৃত্যুকে ভয় করি না—ক্ষান্ত হও।

শক্ত। কখন না। নররক্ত নিতে বেরিয়েছি। নররক্ত চাই।

পুরোহিত। নররক্ত চাও? এই নেও, আমি দিচ্ছি।

এই বলিয়া পুরোহিত ভূমি হইতে শক্তের পরিত্যক্ত তরবারি লইয়া স্বীয় বক্ষে তরবারি আঘাত করিয়া ভূমিতলে পড়িলেন।

প্রতাপ। এ কি গুরুদেব! কি কর্লে তুমি!

পুরোহিত কহিলেন—"কিছু না!—প্রতাপ! শক্ত! তোমাদের ক্ষান্ত কর্ব্বার জন্য এ কাজ করেছি।" তাঁহার মৃত্যু হইল।

প্রতাপ। কি কর্লে শক্ত?

শক্ত উদভ্রান্তভাবে কহিলেন—"সত্যই ত! কি কর্লাম!"

প্রতাপ। শক্ত! তোমার জন্যই সম্মুখে এই ব্রহ্মহত্যা হোলো। শুনেছিলাম যে; তোমাব কোষ্ঠীতে আছে যে, তুমিই একদিন মেবারের সর্ব্বনাশের কারণ হবে।—এতদিন তা বিশ্বাস হয়নি। আজ বিশ্বাস হোলো।

শক্ত। আমার জন্য এই ব্রহ্মহত্যা হোলো!

প্রতাপ। তোমাকে নিরাশ্রয় দেখে, আমি আদর করে' মেবারে এনেছিলাম। কিন্তু মেবারের সর্ব্বনাশের হেতুকে আর মেবারে রাখ্‌তে পারি না। তুমি এই মুহূর্ত্তে রাজ্য পরিত্যাগ কর।

শক্ত। উত্তম!

প্রতাপ। যাও।—আমি এখন এ ব্রাহ্মণের সৎকারের ব্যবস্থা করি পরে প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্ব। যাও।

উভয়ে বিপরীতদিকে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—অম্বর-প্রাসাদের স্তম্ভযুক্ত স্ফটিকনির্ম্মিত একটি বারান্দা। কাল—অপরাহ্ণ। মানসিংহের ভগিনী রেবা একাকিনী সেই স্থানে বিচরণ করিতেছিলেন, ও মৃদুস্বরে গান গাহিতেছিলেন।

গীত

হাম্বির—মধ্যমান।

ওগো জানিস্ ত, তোরা বল্ কোথা সে, কোথা সে।
এ জগৎ মাঝে আমারে যে প্রাণের মত ভালবাসে।
নিদাঘ নিশীথে, ভোরে, আধজাগা ঘুমঘোরে,
আশোয়ারির তানের মত, প্রাণের কাছে ভেসে আসে।
আসে যায় সে হৃদে মম, সৈকতে লহরী সম,—
মন্দারসৌরভের মত বসন্ত বাতাসে ;
মাঝে মাঝে কাছে এসে, কি বলে' যায় ভালবেসে,
চাইলে পরে যায় সে মিশে ফুলের কোণে, চাঁদের পাশে।

রেবার বৃদ্ধা পরিচারিকা প্রবেশ করিল।

পরিচারিকা। হাঁগা বাছা! তুমি আচ্ছা যাহোক্।

রেবা। কেন?

পরিচারিকা। তুমি এখানে বেড়িয়ে বেড়িয়ে খাসা হাওয়া খাচ্ছ, আর এদিকে আমি তোমার জন্যে আঁতিপাতি খুঁজে খুঁজে হয়রাণ।

রেবা। কেন? আমাকে তোর দরকার কি?

পরিচারিকা। দরকার কি! ওমা কি হবে গা! বলে 'দরকার কি'!—কথায় বলে 'যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়্শির ঘুম নেই।' "দরকার কি?" তোমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, আর তোমাকে নিয়ে দরকার কি? তবে কি আমাকে নিয়ে দরকার? ওমা বলে কি গো! আমার বিয়ে যা হবার তা একবার হয়ে গিয়েছে। মেয়ে মানুষের বিয়ে কি আর দু'বার করে' হয় বাছা? তা'হলে কি আর ভাবনা ছিল? আর এই বয়সে আমাকে বিয়ে কর্ব্বেই বা কে?—যখন আমার বিয়ে হয় বাছা তখন তোরা জন্মাস্নি। তখন আমিই বা কতটুকু। এগার বছোরও হয়নি—হাঁ, এগার বছরে পড়িছি বটে।

রেবা। তুই যা। তোর এখানে এসে বিড়ির বিড়ির ক'রে বক্তে হবে না।—যা বুড়ি।

পরিচারিকা। কথায় বলে 'যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।' আমি এলাম বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে, কোথায় তুমি লাফিয়ে উঠে আমার গলা ধরে' চুমো খাবে; না বল্লে কিনা 'যা বুড়ি।' না হয় আজ আমি বুড়িই হইছি। তাই বলে' কি কথায় কথায় বুড়ি বলে' গা'ল দিতে হয়। হাঁগা বাছা!—না হয় আজ বুড়িই হইছি। চিরকাল ত বুড়ি ছিলাম না। এককালে আমারও যৈবন ছিল, তখন আমার চো'ক দুটো ছিল টানা টানা, গাল দুটো ছিল টেবো, টেবো, আর গড়নটাও নেহাইৎ কিছু অমন্দ ছিল না।—মিন্সে তখন আমার কত খোসামোদ কর্ত্ত। একদিন কাছে ডেকে কত আদর করে'—

রেবা। কে তোর প্রেমের ইতিহাস শুন্তে চাচ্ছে?—যা, বিরক্ত করিস্‌নে বল্‌ছি। ভাল হবে না।

পরিচারিকা। ওমা সে কি গো! যাবো কি গো! তোমাকে ডাক্‌তে এসেছি। তোমার মা ডাক্‌ছিল, তা শেষে বলে, কিনা, "না ডেকে কাজ নাই।" বিয়ের সম্বন্ধ শুনেই একেবারে তেলে বেগুন। বর—বিকানীরের রাজা রায়সিংহ। হাঃ হাঃ হাঃ! ওমা সে পোড়ারমুখো কোথাকার এক ষাট্ বছরের বুড়ো, তিনকাল গিয়ে, এককালে ঠেকেছে। দেখ্‌তে মর্কটের মত; না আছে রূপ, না আছে যৌবন।

রেবা। আমাকে তবে দরকার নেই ত, তবে যা।

পরিচারিকা। দরকার নেই কি গো! ওমা বলে কি গো! তোমার বাপ না তাই শুনে তোমার মার সঙ্গে লুটোপাটি ঝগড়া;—এমন ঝগড়া কেউ দেখেনি মা, এমন ঝগড়া কেউ দেখেনি। কুরুক্ষেত্তর! এই মারে ত, এই মারে!

রেবা। এঁ্যা!

পরিচারিকা। সত্যি সত্যিই কিছু মারেনি।—তবে—

রেবা। তবে বল্‌ছিলি যে?

পরিচারিকা। আঃ! তোমার ঐ বড় দোষ। নিজেই বক্‌বে আর কাউকে কথা কইতে দেবে না; তা আমি বল্‌বো কি।—তোমার মা বলে যে,—'না—এমন বুড়োর হাতে আমার সোণার মেয়েকে সঁপে' দিতে পার্ব্ব না।' তা তোমার বাপ তাতে বলে 'ঠিক কথাই ত, এমন বুড়োর হাতে কিছু আর মেয়েকে সঁপে দিতে পার্ব্ব না।' তাই তিনি মেয়ের সম্বন্ধ কর্ত্তে মানসিংহকে পত্র লিখ্‌তে বসেছেন।

রেবা। তবে তিনি রাগেন নি ত?

পরিচারিকা। রাগেনি বটে; কিন্তু পুরুষ মানুষ ত! রাগ্‌তে

কতক্ষণ! আমার মিন্সে! সে একদিন এমনি রেগেছিল! বাবা, কি তার চোক রাঙানি! আমি বল্লুম 'ওগো তুমি রেগো না, তোমার পেটের অসুখ কর্ব্বে; ওগো তুমি রেগো না, তোমার পেটের অসুখ কর্ব্বে।' তার পর ভাই রাম সিং পাঁড়ে আসে, তাকে হাত ধরে' টেনে নিয়ে যায়, তবে রক্ষে। নৈলে সেই দিনই একটা কুরুক্ষেত্তর বাধ্‌ত নিশ্চয়। তার পরদিন মিন্সে এসে আমায় কি সাধাসাধি! যত আদরের কথা সে জানত, তা বলে' পায়ে ধরে, তবে আমি কথা কই। তার পরে আর এক দিন—

রেবা। জ্বালাতন কল্লে। যা বল্‌ছি।—যাবিনে?

পরিচারিকা। ওমা যাবো কি গো! তোমাকে দুটো সুখ-দুঃখের কথা কইতে এলাম; তাকি ছোট নোক বলে' এমনি করে' মেরে তাড়িয়ে দিতে হয়!—এই বলিয়া পরিচারিকা কাঁদিতে লাগিল।

রেবা। মাল্লাম কখন?

পরিচারিকা। না বাছা, তুমি মারোনি ত' আমি মেরেছি। বল মহারাজকে গিয়ে বল, রাণীকে গিয়ে বল, আমি মেরেছি। এত দিন কোলে করে' মানুষ কল্লাম, এখন তোমাদের চাকরী কর্ত্তে কর্ত্তে বুড়ি হইছি। আর কি! এখন তাড়িয়ে দাও। আমি রাস্তায় গিয়ে না খেয়ে মরি। আমার মিন্সেও নেই, যৈবনও নেই; তা তোমাদের ধর্ম্মে নেয়, তাড়াও। কোলে করে' মানুষ করেছি।—তখন তুমি এমনি ছোট্টটি ছিলে। তখন আর কিছু এত বড় হও নি!—একদিন তোমাকে নুকিয়ে রাসনীলে দেখ্‌তে নিয়ে গিইছিলাম। শুনে মহারাজ আমার গর্দ্দান নিতে বাকি রেখেছিল আর কি। বলে 'ওকে কি ওই ভিঁড়ের মধ্যে নিয়ে যেতে আছে।' তা আমি বল্লাম—

নেপথ্যে। রেবা, রেবা।

পরিচারিকা। ওই শুন্‌লে!

রেবা "যাই মা" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

পরিচারিকা ক্ষণমাত্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল; পরে উঠিয়া কহিল—"যাই, আমিও যাই। আর কা'র কাছে বক্‌বো।"

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় আকবরের মন্ত্রণাকক্ষ। কাল—প্রভাত।

আকবর ও শক্ত সিংহ উভয়ে পরস্পরের সম্মুখীনভাবে দণ্ডায়মান।

আকবর। আপনি রাণা প্রতাপ সিংহের ভাই?

শক্ত। আমি রাণা প্রতাপ সিংহের ভাই।

আকবর। এখানে আপনার আসার উদ্দেশ্য কি?

শক্ত। রাণার বিপক্ষে আমি মোগল-সৈন্য নিয়ে যেতে চাই; রাণাকে মোগলের পদানত কর্ত্তে চাই। রাণার সৈন্যদের রক্তে মেবারভূমি রঞ্জিত কর্ত্তে চাই।

আকবর। তা'তে মোগলের লাভ? মেবার হ'তে ত এক কপর্দ্দকও আজ পর্য্যন্ত মোগল-ধনভাণ্ডারে আসে নি।

শক্ত। রাণাকে জয় কর্ত্তে পার্লে প্রচুর অর্থ রাজভাণ্ডারে আস্‌বে। আজ রাণার আজ্ঞায় সমস্ত মেবার অকর্ষিত, নহিলে মেবার-ভূমি স্বর্ণপ্রসূ! সে দিন এক ব্যক্তি চিতোর-দুর্গাধিপতির আজ্ঞায় মেবারের কোন এক স্থানে মেষ চরাচ্ছিল; রাণা তার ফাঁসি দিয়াছেন।

আকবর। (চিন্তিতভাবে) হুঁ!—আচ্ছা, আপনি আমাদের কি সাহায্য কর্ব্বেন?

শক্ত। আমি রাজপুত্র, যুদ্ধ কর্ত্তে জানি, রাণার বিপক্ষে যুদ্ধ কর্ব্ব। আমি রাজপুত্র, সৈন্যচালনা কর্ত্তে জানি, রাণার বিপক্ষে মোগলসেনা চালনা কর্ব্ব।

আকবর। তা'তে আপনার লাভ।

শক্ত। প্রতিশোধ।

আকবর। এই মাত্র?

শক্ত। এই মাত্র।

আকবর। আপনাকে মোগলসেনা সাহায্য দিলে প্রতাপ সিংহকে জয় কর্ত্তে পার্ব্বেন?

শক্ত। আমার বিশ্বাস পার্ব্বো। আমি প্রতাপের সৈন্যবল জানি, যুদ্ধকৌশল জানি, অভিসন্ধি জানি, সৈন্যচালনাপ্রণালী জানি। প্রতাপ যোদ্ধা, আমিও যোদ্ধা! প্রতাপ ক্ষত্রিয়, আমিও ক্ষত্রিয়! প্রতাপ রাজপুত্র, আমিও রাজপুত্র! তবে প্রতাপ জ্যেষ্ঠ আমি কনিষ্ঠ। একদিন প্রসঙ্গক্রমে প্রতাপেরই পুত্র অমর সিংহ বলেছিল যে, জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না। সে কথায় সে দিন ধাঁধাঁ লাগিইছিল। আজ সেটা সত্য বলে' জেনেছি।

আকবর। "হুঁ"—এই মাত্র বলিয়া ভূমিতলে চক্ষু নিবিষ্ট করিয়া ক্ষণেক পাদচারণ করিতে লাগিলেন; পরে ডাকিলেন—"দৌবারিক!"

দৌবারিক প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল।

আকবর। মহারাজ মানসিংহকে সেলাম দেও।

দৌবারিক "যো হুকুম খোদাবন্দ" বলিয়া চলিয়া গেল।

আকবর পুনরায় শক্ত সিংহের সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"শুন্তে পাই যে আপনি রাণা প্রতাপ সিংহের কাছে কৃতজ্ঞ।"

শক্ত। কৃতজ্ঞ কিসে ?

আকবর। নয়! তবে আমি অন্যরূপ শুনেছি।—প্রতাপ সিংহ কখনো কি আপনার উপকার করেন নি ?

শক্ত। করেছিলেন। আমার পিতা উদয় সিংহ যখন আমাকে বধ কর্ব্বার হুকুম দেন—

আকবর সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ? আপনার পিতা আপনাকে বধ কর্ব্বার হুকুম দেন ?"

শক্ত। তবে শুনুন সম্রাট, আমার জীবনের ইতিহাস বলি। যখন আমার পাঁচ বছর বয়স, তখন একখানা ছোরা দেখে, তার ধার পরীক্ষা কর্ব্বার জন্য, আমার হাতে বসিয়েছিলাম। আমার কোষ্ঠীতে লেখা আছে যে, আমি এক দিন আমার জন্মভূমির অভিশাপস্বরূপ হবো। আমার পিতা যখন দেখ্লেন যে, আমি একখানা ছোরা নিয়ে নিঃসঙ্কোচে নিজের হাতে বসিয়ে দিলাম, তখন তিনি স্থির কর্ল্লেন যে, আমার কোষ্ঠী সত্য এবং আমার দ্বারা সব দুঃসাধ্য সাধন হ'তে পারে। তখনি তিনি আমাকে বধ কর্ব্বার হুকুম দিলেন।

আকবর। আশ্চর্য্য !

শক্ত। সম্রাট্! কেন আশ্চর্য্য হচ্ছেন ;—সম্রাট্ কি ভীরু উদয় সিংহকে জান্তেন না ? তিনি যদি চিতোর-দুর্গ অবরোধের সময় কাপুরুষের মত না পালাতেন, তা হলে চিতোরের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্ত যেত না !

আকবর। যুবক ! চিতোর রাজপুতের হাত হতে যে মোগলের হাতে এসেছে, সে চিতোরের সৌভাগ্য নয় কি ?

শক্ত। কেন সম্রাট্ ?

আকবর। আপনি বোধ হয় নিজেই স্বীকার কর্ব্বেন যে বর্ব্বর রাজপুত রাজ্য শাসন কর্ত্তে জানে না।

শক্ত। জনাব! বর্ব্বর রাজপুত কি বর্ব্বর মুসলমান, তা জানি না। তবে আজ পর্য্যন্ত কোন জাতিকে নিজে বল্‌তে শুনি নাই যে সে বর্ব্বর।

আকবর যুবকের স্পর্দ্ধায় ঈষৎ স্তম্ভিত হইলেন। পরে বিষয়-পরিবর্ত্তন মানসে কহিলেন—"আচ্ছা, শুনি তারপর আপনার ইতিহাস। আপনার পিতা আপনার বধের হুকুম দিলেন—তার পর?"

শক্ত। ঘাতকেরা আমাকে বধ্য-ভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দ সিংহের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি এক সময়ে আমাকে স্নেহচক্ষে দেখ্‌তেন। তাই আমাকে তাঁর উত্তরাধিকারী কর্ত্তে প্রতিশ্রুত হয়ে, রাণার কাছে গিয়ে আমার প্রাণ-ভিক্ষা ল'ন। আমি সালুম্ব্রাপতির পোষ্যপুত্র হবার পরে তাঁর এক পুত্র-সন্তান হয়। তখন প্রতাপ সিংহ মেবারের রাণা। তিনি সালুম্ব্রাপতির দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে' তাঁর রাজধানীতে আমাকে নিয়ে এসে, আমাকে সমাদরে রাখেন।

আকবর। আপনি মেবারের সর্ব্বনাশের মূল হবেন, এ কথা জেনেও?

শক্ত। হাঁ, এ কথা জেনেও।

আকবর। তবে আপনি প্রতাপ সিংহের কাছে কৃতজ্ঞ নহেন বল্লেন যে।

শক্ত। কৃতজ্ঞ কিসে? আমি অন্যায়ক্রমে স্বীয় জন্মভূমি, স্বীয় রাজ্য, স্বীয় স্বত্ব হতে বঞ্চিত হয়েছিলাম। প্রতাপ আমাকে রাজ্যে ফিরিয়ে এনে, কতক ন্যায়কার্য্য করেছিলেন। এরই জন্য কৃতজ্ঞতা!—তবু আমার স্বত্ব আমি ফিরে পাই নি। কি স্বত্বে তিনি মেবারের সিংহাসনে, আর আমি তাঁর আজ্ঞাবহ ভৃত্য! তিনি আর আমি এক পিতারই পুত্র। বটে তিনি জ্যেষ্ঠ, আমি কনিষ্ঠ। কিন্তু জ্যেষ্ঠ হলেই

শ্রেষ্ঠ হয় না। সম্রাট্! কে শ্রেষ্ঠ তাই একদিন পরীক্ষা কর্ত্তে গিয়াছিলাম। সহসা সম্মুখে এক ব্রহ্মহত্যা হওয়ায় সেটা প্রমাণ হয় নি। তা প্রমাণ করে' যদি প্রতাপ আমাকে নির্ব্বাসিত কর্ত্তেন—আমার ক্ষোভ ছিল না। কিন্তু তা যখন প্রমাণ হয় নাই, তখন আমাকে নির্ব্বাসিত করা অন্যায়। আমি সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ চাই!

আকবর ঈষৎ হাসিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রতাপ আপনাকে বিশ্বাস করেন?"

শক্ত। করেন।

আকবর। তবে আপনি তাঁকে বন্ধুভাবে ধরিয়ে দেন না কেন—যুদ্ধে প্রয়োজন কি?

শক্ত। সম্রাট্! তা আমার দ্বারা হবে না! তবে বান্দা বিদায় হয়।

আকবর। শুনুন। কেন? কি আপত্তি? যদি বিনা রক্তপাতে কার্য্যসিদ্ধি হয়, তবে বৃথা রক্তপাত কেন?

শক্ত। সম্রাট্, আপনারা সভ্য মুসলমান জাতি; আপনাদের এ সব ফেরপেঁচ্ শোভা পায়। আমরা বর্ব্বর রাজপুত—বন্ধুত্ব করি ত বুক দিয়ে আলিঙ্গন করি, আর শত্রুতা করি ত সোজা মাথায় খড়্গাঘাত করি। গুপ্ত ছুরিকার ব্যবহার জানি না। রাজপুত বন্ধুত্বেও রাজপুত, প্রতিহিংসায়ও রাজপুত। আমি ধর্ম্মে অবিশ্বাসী, নিরীশ্বরবাদী, সমাজদ্রোহী বটে। কিন্তু আমি রাজপুত। তার অনুচিত আচরণ কর্ব্ব না।

আকবর। মানসিংহ কিন্তু—কৈ—সে বিষয়ে দ্বিধা করেন না। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে তিনিই একা যুদ্ধকৌশল বোঝেন। তাঁর অর্দ্ধেক জয়ই কৌশলে! সৈন্যবল তিনি দেখান অনেক সময়, কিন্তু ব্যবহার করেন কদাচিৎ।

শক্ত। তা কর্ব্বেন না? নইলে তিনি মোগল-সেনাপতি না হ'য়ে ত আমিই মোগল-সেনাপতি হ'তাম।

আকবর। তিনিও ত রাজপুত।

শক্ত। হাঁ, তার মা বাবা শুনেছি উভয়েই রাজপুত ছিলেন।

আকবর নিহিত ব্যঙ্গ বুঝিলেন, কিন্তু দেখাইলেন যেন বুঝেন নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- "তবে?"

শক্ত। তবে কি জানেন জনাব! টেকো আঁব গাছের এক একটা আঁব কি রকমে উত্রে যায়, মানসিংহ রাজপুত হয়েও, কি রকম উত্রে গিয়েছেন। তার উপরে—" বলিয়া শক্তসিংহ সহসা আত্মসংবরণ করিলেন।

আকবর। তার উপরে কি?

শক্ত। তিনি হলেন সম্রাটের শ্যালকপুত্র, আর আমি সম্রাটের কেহই নই। তিনি মহাশয়ের সঙ্গে অনেক পোলাও কোর্ম্মা খেয়েছেন,—একটু মহাশয়দের ধাঁজ পাবেন না?

আকবর কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন। পরে কহিলেন—"আচ্ছা আপনি এখন যান, বিশ্রাম করুন গে! যথাযথ আজ্ঞা আমি কাল দেবো।"

শক্ত। যে আজ্ঞা—

এই বলিয়া শক্ত সিংহ সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

যতক্ষণ শক্ত দৃষ্টিপথের বহির্ভূত না হইলেন, আকবর তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। শক্ত চলিয়া গেলে আকবর কহিলেন—"প্রতাপ সিংহ, যখন তোমার ভাইকে পেয়েছি, তখন তোমাকেও মুষ্টিগত করেছি! এরূপ সৌভাগ্য মাঝে মাঝে না হ'লে কি এই বিপুল আর্য্যাবর্ত্ত আজ জয় কর্ত্তে পার্ত্তাম। যদি মহারাজ মানসিংহ সহায় না হতেন, তা হলে এ মোগল সাম্রাজ্য আজ কতটুকু স্থান বোপে থাক্‌তো!—এই যে মহারাজ আস্‌ছেন।"

মানসিংহ প্রবেশ করিয়া সম্রাট্‌কে বিনীত অভিবাদন করিলেন।

আকবর। বন্দেগি মহারাজ!

মানসিংহ। বন্দেগি জনাব! সম্রাট্‌ আমাকে ডেকেছেন?

আকবর। হাঁ মহারাজ! প্রতাপ সিংহের ভাই শক্ত সিংহকে দেখেছেন?

মানসিংহ। হাঁ, পথে যেতে দেখ্‌লাম। যতক্ষণ সম্মুখে ছিলেন ততক্ষণ তিনি আমার মুখের দিকে চেয়েছিলেন।

আকবর। যুবকটি বিদ্বান্‌, নির্ভীক, ব্যঙ্গপ্রিয়। সে এ বিশ্ব জগতে স্বার্থ ভিন্ন আর কিছুই দেখ্‌তে পায়নি। তবে ধাতু খাঁটী, গড়ে' নিতে পারা যাবে।

মান। তিনি চান প্রতিহিংসা!

আকবর। প্রতিহিংসা নয়; প্রতিশোধ। প্রেম কি হিংসা লোকটার মনে প্রবেশ করেনি। যা'র যতটুকু পাওনা, শেষ ক্রান্তি পর্য্যন্ত তা মিটিয়ে দিতে চায়, যা'র যতটুকু দেনা, শেষ ক্রান্তি পর্য্যন্ত আদায় কর্ত্তে চায়। লোকটা ধর্ম্ম মানে না, কিন্তু বংশ-গরিমা মানে।

মান। তবে সম্রাটের এখন কি আদেশ?

আকবর। মহারাজ কি শুনেছেন যে প্রতাপ সিংহ একজন মোগল-মেষরক্ষককে ফাঁসি দিয়েছে?

মান। না, শুনি নাই।

আকবর। তিনবার হঠাৎ আক্রমণ ক'রে তিনটি মোটল কটক নির্ম্মূল করেছে:

মান। সে কথা শুনেছি!

আকবর। আর কতদিন এই ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রকে ছেড়ে রাখা যায়?

তাকে আক্রমণের এর অপেক্ষা অধিক সুযোগ আর হবে না। মহারাজের কি মত?

মান। আমি ভাব্‌ছিলাম কি, যে, আমি শোলাপুর থেকে আস্‌বার সময় পথে প্রতাপ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' আস্‌বো; যদি কার্য্যে ও কৌশলে তাঁকে বশ কর্ত্তে পারি, অর্থাৎ বিনা রক্তপাতে কার্য্য উদ্ধার হয়, ভালো। না হয়, যুদ্ধ হ'বে।

আকবর। উত্তম! মহারাজ বিজ্ঞের মতই উপদেশ দিয়াছেন। তবে তাই হোক্। আপনি শোলাপুর যাচ্ছেন কবে?

মান। পরশ্ব প্রত্যুষে—

আকবর। উত্তম! তবে অন্য বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ মহারাজকে এখন একাকী রেখে যেতে হচ্ছে।

মান। যে আজ্ঞা।

আকবর মানসিংহকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মানসিংহ। আমি এই প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিলাম। রেবার বিবাহের জন্য পিতা পুনঃপুনঃ অনুরোধ করে পাঠাচ্ছেন। আমার ইচ্ছা যে প্রতাপ সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র অমর সিংহের সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব করে' দেখি, যদি প্রতাপকে সম্মত কর্ত্তে পারি। এই কলঙ্কিত অম্বর-বংশকে যদি মেবারের নিষ্কলঙ্ক রক্তে পরিশুদ্ধ করে' নিতে পারি। আমরা সব পতিত। এই কলঙ্কিত বিপুল রাজপুতকুলে—প্রতাপ, উড়ছে কেবল তোমারই এক শুভ্র পতাকা!—ধন্য প্রতাপ!—এই বলিয়া সেস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় মোগল-প্রাসাদ-অন্তঃপুরস্থ উদ্যান। কাল—অপরাহ্ণ। আকবর-কন্যা মেহের উন্নিসা একাকিনী বৃক্ষতলে বসিয়া মালা গাঁথিতে গাঁথিতে গান গাহিতেছিলেন।

খাম্বাজ—খং।

বসিয়া বিজন বনে, বসন-অঁাচল পাতি,
পরাতে আপন গলে, নিজমনে মালা গাঁথি॥
তুষিতে আপন প্রাণ, নিজ মনে গাই গান ;
নিজ মনে করি খেলা, আপনারে করে' সাথী :
নিজ মনে কাঁদি হাসি, আপনারে ভালবাসি,
—সোহাগ, আদর, মান, অভিমান দিন রাতি।

সহসা আকবরের ভাগিনেয়ী দৌলৎ উন্নিসা দৌড়িয়া প্রবেশ করিয়া মেহেরকে ঈষৎ ধাক্কা দিয়া কহিলেন—"মেহের ঐ দেখ্ দেখ্—এক ঝাঁক পায়রা উড়ে যাচ্ছে,—দেখ্ না বেকুফ্!"

মেহের। আঃ—পায়রা উড়ে যাচ্ছে তার মধ্যে আর আশ্চর্য্যটা কি? তাই আর দেখ্‌বো কি?—[গীত] "নিজ মনে কাঁদি হাসি—"

দৌলৎ। আশ্চর্য্য নৈলে কি কিছু আর দেখ্‌তে হবে না? আশ্চর্য্য জিনিস পৃথিবীতে কটা আছে মেহের?

মেহের। আশ্চর্য্য জিনিস? পৃথিবীতে আশ্চর্য্য জিনিস খুঁজ্‌তে হয়?

দৌলৎ। শুনি গোটাকতক আশ্চর্য্য জিনিস? শিখে রাখা যাক্।

মেহের মালা রাখিয়া একটু গম্ভীরভাব ধরিয়া কহিলেন, "তবে শোন্। এই দেখ, প্রথমতঃ এই পৃথিবীটা নিজে একটা অতি আশ্চর্য্য জিনিস;

কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, বিশ্রাম নেই, উদ্দেশ্য নেই, সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে মর্চ্ছে, কেউ জানে না,—কেন! তারপর মানুষ একটা ভাবি আশ্চর্য্য জানোয়ার; মাংসপিণ্ড হয়ে জন্মায়, তারপর সংসার তরঙ্গে দিন-কতক উলট-পালট্ খেয়ে, হঠাৎ একদিন কোথায় যে ডুব মারে, কেউ আর তাকে খুঁজে বের কর্ত্তে পারে না।—কৃপণ টাকা জমায়, ভোগ করে না; এটা আশ্চর্য্য!—ধনী টাকা উড়িয়ে দিয়ে শেষে ফতুর হ'য়ে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা ক'রে' বেড়ায়; এ আর এক আশ্চর্য্য! পুরুষ-মানুষগুলো—বুদ্ধি শুদ্ধি আছে মন্দ নয়, কিন্তু তবু বিয়ে করে' থয়েবন্ধনে পড়ে—না পারে খৈ খেতে, না পায় হাত খুল্‌তে—এটা একটা ভারি রকম আশ্চর্য্য।

দৌলৎ। আর মেয়েমানুষগুলো বিয়ে করে, সেটা আশ্চর্য্য রকম বোকামি নয়?

মেহের। সেটা দস্তুরমত স্বাভাবিক। তাদের ভবিষ্যতে একেবারে খাওয়া দাওয়ার বিষয় ভাব্‌তে হয় না। তবে আমি সম্রাট্ আকবরের মেয়ে হয়ে, যদি আর এক জনের পায়ে নিজেকে ছুঁড়ে দিই—হাঁ, সেটা একটা আশ্চর্য্য বটে। খাসা আছি—খাচ্ছি দাচ্ছি;—আমি যদি বিয়ে করি, তবে আমার দস্তুর মত চিকিৎসার দরকার।

দৌলৎ। তুই কি বিয়ে কর্ব্বিনে ঠিক করে' বসে' আছিস্?

মেহের। বিয়ে কর্ব্বো না ঠিক করেছি বটে, কিন্তু ব'সে নেই।

দৌলৎ। কি রকম?

মেহের। কি রকম! এই বয়স্থা কুমারী,—বিশেষতঃ হাতে কাজ কর্ম্ম না থাক্‌লে যে রকম হয়, সেই রকম। শুচ্ছি, বস্‌ছি, উঠ্‌ছি, বেড়াচ্ছি, হাই তুল্‌ছি, তুড়ি দিচ্ছি। শুন্‌তে বেশ কুমারী। কিন্তু এদিকে শু'য়ে শু'য়ে ওমরখাইয়াম পড়্‌ছি, চিত্তচকোরের চেহারাটা কড়ি-

কাঠের গায়ে এঁকে নিচ্ছি। সুবিধা হ'লে আল্‌সের ফোঁকর দিয়ে উঁকি মেরে দুনিয়াটা চিনে নিচ্ছি। আর পুরুষমানুষগুলোর মধ্যে মনের মতন কেউ হতে পারে কিনা, মনে মনে তাই একটা বিচার কচ্ছি,—" এই বলিয়া মেহের উন্নিসা শির নত করিয়া ঈষৎ হাসিলেন।

দৌলৎ। বিচার করে' কি কিছু ঠিক করে' উঠিছিস্ না কেবল বিচারই কর্চ্ছিস্? মনের মতন কি কাউকে পেলি?

মেহের পুনরায় গম্ভীর হইয়া কহিলেন—"এটা ভাই তোমার জিজ্ঞাসা করা অন্যায়। মনের মতন যদি পাইই, তা কি তোমাকে বল্‌তে যাবো?

দৌলৎ। বল্‌বিনে কেন? আমি তোর বোন্, আর অন্তরঙ্গ বন্ধু—

মেহের। দেখ্ দৌলৎ, তোর বন্ধুত্ব আমার হৃদ্দমদ্দ মাংস কেটে একটু ভেতর পর্য্যন্ত পৌঁছেছে—হাড়ে ঠেকেনি। এ বিষয়টা কিন্তু হাড়ের—মজ্জার জিনিস। শরীরের ভিতর যদি আর একটা শরীর থাকে, তা'রি জিনিস। একথা তোকে খুলে বল্‌তে পারি নে। তবে তুই যদি নেহাতই ধরাপাকড়া করিস্, আমার মনোচোরের চেহারাটা ইসারায় একটু বল্‌তে পারি।

দৌলৎ। আচ্ছা তাই শুনি, দেখি যদি তোর মনোচোরকে চিন্তে পাবি।

মেহের। তবে শোন্—আমার মনোচোরের চেহায়াটা কি রকম! নাক—আছে। কাণ—হাঁ, বিশেষ লক্ষ্য করে' দেখিনি, তবে থাকাই সম্ভব। সে হাস্‌লে মুক্তা ছড়িয়ে পড়ুক না পড়ুক, দাঁত বেরোয়। চেঁচিয়ে কাঁদলে—অবিশ্যি যদি সত্যি সত্যিই কাঁদে, তাতে তার চেহারাটার সৌন্দর্য্য বাড়েও না, আর গান গাচ্ছে বলে'ও ভ্রম হয় না।— আমার মনোচোরের নক্সা একরকম পেলি, বাকিটা মনে গ'ড়ে নিতে পার্ব্বি?

দৌলৎ। একবারে হুবহু। সত্যি কথা বল্‌তে কি মেহের তোর মনোচোরকে যেন চক্ষের সাম্‌নে দেখ্‌ছি।

মেহের। তা দেখ্‌। কিন্তু দেখিস্‌ ভাই, তাকে যেন ভালবেসে ফেলিস্‌ না। বাস্‌লে যে বিশেষ যায় আসে তা' নয়—এই যে সম্রাটের, আমাদের পিতার ত শতাধিক বেগম আছে। তবে না বাস্‌লেই ব্যাপারটা বেশ সোজা হয়ে আসে—

এমন সময়ে স্বীয় পরিচ্ছদ ঝাড়িতে ঝাড়িতে মন্দগতিতে সেই কক্ষে সেলিম প্রবেশ করিলেন।

সেলিম। তো'রা এখানে? তোরা এখানে কি কচ্ছিস্‌ মেহের!

মেহের। এই দৌলৎ বল্লে পৃথিবীতে যত আশ্চর্য্য জিনিস আছে তার একটা ফিরিস্তি দাও। তাই এতক্ষণ তা'র একটা তালিকা দিচ্ছিলাম।

সেলিম। আশ্চর্য্য জিনিসের কি ফিরিস্তি দিচ্ছিলি, শুনি।

মেহের। আবার বল্‌তে হবে? বল্‌না দৌলৎ, মুখস্থ বল্‌না! এতক্ষণ টিয়াপাখীর মত শিখ্‌লি ত, বল্‌না। আমি কি বল্‌ছিলাম তা আমার মনেও নেই, ছাই। দেখ সেলিম আমার কল্পনাশক্তি খুব আছে; কিন্তু স্মরণশক্তি নেই। দৌলৎ উন্নিসার কল্পনাশক্তি নেই; স্মরণশক্তি আছে। আমি যেন একটা খরুচে সওদাগর,—রোজগারও করি খুব; আবার যা পাই তা উড়িয়ে দিই। দৌলৎ খুব হিসেবী গেরোস্ত।—বেশী রোজগার কর্ত্তে পারে না বটে, কিন্তু যা পায় জমাতে পারে।—হাঁ, হাঁ, আমি বল্‌ছিলাম বটে যে, কৃপণ খেটে আজীবন টাকাই রোজগার কর্‌ছে, তার পুত্র বা প্রপৌত্রের উড়াবার জন্যে;—ঐ একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার।

দৌলৎ। কি এমন আশ্চর্য্য! বল ত সেলিম!

মেহের। আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়! বল ত সেলিম!

সেলিম। কিন্তু তোরা যে সব আশ্চর্য্য ব্যাপার বল্‌ছিস্, তার চেয়েও একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার হচ্ছে।

মেহের। কি রকম? কি রকম?

সেলিম। সম্রাট্ আকবরের সঙ্গে রাণা প্রতাপ সিংহের যুদ্ধ। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত সম্রাটের সঙ্গে এক ক্ষুদ্র জমীদারের লড়াই। এর চেয়ে আর কি আশ্চর্য্য আছে!

দৌলৎ। পাগল বোধ হয়।

সেলিম। আমারও সেই রকম জ্ঞান ছিল। কিন্তু অল্পদিনেই যে রকম সম্রাট্-সৈন্যকে ব্যতিব্যস্ত করে' তুলেছে, তাতে আর পাগল বলি কি করে। ১০০ রাজপুত, ৫০০ মোগল-সৈন্যের সঙ্গে লড়্‌ছে। কখন বা হারিয়ে দিচ্ছে।

মেহের। তোমরা একটা দস্তুরমত যুদ্ধ ক'রে তা'দের হারিয়ে দাও না কেন?

সেলিম। এবার তাই হ'বে। মানসিংহ শোলাপুর থেকে আস্‌বার সময়, পথে প্রতাপ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে', তার সৈন্যবল পরীক্ষা করে' আস্‌বেন। তিনি তাকে কথায় বশ্যতা স্বীকার করাতে পারেন ত ভালো; নৈলে যুদ্ধ হ'বে।

মেহের। যুদ্ধে তুমি যাবে?

সেলিম। আমি যাবো না? আমি যুদ্ধ কর্ব্ব না কি পঙ্গুর মত ঘরে বসে' থাক্‌বো?

মেহের। তবে আমিও সঙ্গে যাবো।

সেলিম। তুমি!

মেহের। তার আর আশ্চর্য্য কি?

দৌলৎ। তা'হলে আমিও যাবো।

সেলিম। সে কি? স্ত্রীলোক যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে কি?

মেহের। কেন যাবে না? তোমরা আমাদের কাছে এসে 'এমনি যুদ্ধ কল্লাম, অমনি যুদ্ধ কল্লাম' বলে' বড়াই কর। আমরা গিয়ে দেখ্‌বো, তোমরা সত্য সত্য যুদ্ধ কর কি না?

সেলিম। যুদ্ধ করি না ত কি বিনা যুদ্ধে জয় পরাজয় হয়?

মেহের। আমার ত তাই বোধ হয়।—এ পক্ষ কামান সাজিয়ে রাখে, ও পক্ষ কামান সাজিয়ে রাখে; তার পর একটা টাকার এক পক্ষ নেয় এ পিট, অন্য পক্ষ নেয় ও পিট, তার পরে একজন সেটা বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ঘুরিয়ে উঁচু দিকে ফেলে দেয়—মাটিতে পড়্‌লে যার দিকটা উপরে থাকে, সেই পক্ষের জয় সাব্যস্ত হয়।

সেলিম। তবে এত সৈন্য নিয়ে যাই কি জন্য?

মেহের। একটা হাঁক্ ডাক্ কর্ত্তে, এটা লোক দেখাতে। তুমি ত এই তালপাতার সেপাই, তুমি আবার যুদ্ধ কর্ব্বে। তোমার আর যুদ্ধ কর্ত্তে হয় না—কি বলিস্ দৌলৎ?

দৌলৎ। তা বৈকি।

মেহের। সেলিম দুধের ছেলে, ও যুদ্ধ কর্ব্বে কি?

সেলিম। বটে! তোমরা তবে নিতান্তই দেখ্‌বে?

মেহের। হাঁ দেখ্‌বো। কি বলিস্ দৌলৎ?

দৌলৎ। হাঁ দেখ্‌বো বৈকি!

সেলিম। আচ্ছা, আলবৎ দেখ্‌বে। আমি বাদসাহের অনুমতি নিয়ে এবার তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি। দেখ, যুদ্ধ করি কিনা—এই বলিয়া সেলিম চলিয়া গেলেন।

মেহের। হাঃ হাঃ হাঃ! দৌলৎ, সেলিমকে ক্ষেপিয়ে দিলেই হ'ল। ওর এমনি ত্মামাক্, যে তাতে ঘা' পড়্‌লে একেবারে অজ্ঞান।

এই সময়ে পরিচারিকা শশব্যস্তে প্রবেশ করিয়া—"সম্রাট্ আস্‌ছেন!"—বলিয়া চলিয়া গেল।

মেহের। পিতা? এ সময়ে হঠাৎ?

দৌলৎ। আমি যাই।

মেহের। যাবি কোথা? সম্রাটের কাছে আর্জ্জি কর্ত্তে হবে। দাঁড়া না।

দৌলৎ। না, আমি যাই।

মেহের। তুই ভারি ভীরু, কাপুরুষ। সম্রাট্ কি বাঘ না ভালুক? তোকে খেয়ে ফেল্‌বেন না ত!

দৌলৎ। "না আমি যাই"—এই বলিয়া ব্যস্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

মেহের। দৌলৎ সম্রাট্‌কে ভারি ভয় করে,—আমি ডরাই না। বাহিরে না হয় তিনি সম্রাট্। বাড়ীতে তাঁকে কে মানে?

সম্রাট্ আকবর প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

"মেহের এখানে একেলা বসে'?"

মেহের সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিয়া কহিলেন—"হাঁ, আপাততঃ একা বটে। দৌলৎ এখানে ছিল। আপনি আস্‌ছেন শুনে দৌড়্।"

আকবর। কেন?

মেহের। কি জানি! সম্রাট্‌কে শত্রুরা ভয় করে করুক আমরা ভয় কর্ত্তে যাবো কেন?

আকবর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি আমাকে ভয় কর না?"

মেহের। কিছু না। আমি ত দেখি যে, আপনি ত ঠিক মানুষের মতই দেখ্‌তে। তা সম্রাটই হোন্ আর তুর্কীর সুলতানই হোন্। ভয় কর্ত্তে যাবো কেন?—তবে মান্য করি।

আকবর। কেন?

মেহের। কেন? মান্য কর্ব্ব না!—বাবা! একে বাপ, তাতে বয়সে বড়!

আকবর। সত্য কথা মেহের। তোরাও যদি আমায় ভয় কর্ব্বি, তা'হলে আমায় ভালবাস্‌বে কে?—সেলিম এখানে এসেছিল না?

মেহের। হাঁ বাবা। ভাল কথা, রাণা প্রতাপ সিংহের সঙ্গে নাকি যুদ্ধ হবে।

আকবর। সম্ভব। মানসিংহ সেখানে যাচ্ছেন। তিনি ফিরে এলে সেটা স্থির হবে।

মেহের। সেলিম এ যুদ্ধে যাবেন?

আকবর। নিশ্চয়। তার যুদ্ধ শিক্ষা কর্ত্তে হ'বে! মানসিংহ চিরকাল থাক্‌বে না।

মেহের। পিতা! আমার একটা আর্জ্জি আছে।

আকবর। কি আর্জ্জি?

মেহের। মঞ্জুর কর্ব্বেন, বলুন আগে।

আকবর। বলা দরকার কি? জানো না কি মেহের, তোমাকে আমার অদেয় কিছু নাই।

মেহের। বেশ। তবে এ যুদ্ধ দেখ্‌তে দৌলৎ আর আমি যাবো।

আকবর। সেকি! স্ত্রীলোক যুদ্ধে যাবে কি?

মেহের। কেন, স্ত্রীলোক কি মানুষ নয়, যে চিরকালটা চাবিবন্ধ হয়ে থাকবে? তাদের সখ নেই?

আকবর। কিন্তু এ সখ কি রকম? এ কখন হ'তে পারে?

মেহের। খুব হ'তে পারে। শুধু হ'তে পারে না, তাই হ'বে। বাপ আব্‌দার কর্ত্তে পারে, আর মেয়ে আবদার কর্ত্তে পারে না?

আকবর। আমি কবে আবদার কল্লাম?

মেহের। কেন, সে দিন চিতোর জয় করে এসে বল্লেন, 'মেহের হিন্দু-শাস্ত্র থেকে একটা গল্প বল্ দেখি, যা'তে কোন ধার্ম্মিক বীর ছলে শত্রু বধ করেছে'। তা আমি বালি-বধের কথা বল্লাম; দ্রোণ-বধ কর্‌বার কথা বল্লাম। তখন আপনি হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলেন।

আকবর। সে আর এ সমান হোল?

মেহের। নাই বা হোল।—বাবা, আমি এ যুদ্ধে যাবোই।

আকবর। তাকি হয়?

মেহের। হয় কি না হয় দেখুন।

আকবর। আচ্ছা এখন যা। পরে বিবেচনা করে' দেখা যাবে। যুদ্ধই ত আগে হোক্।

উভয়ে বিপরীত দিকে গমন করিলেন।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান।—উদয়-সাগর-হ্রদতীর। কাল—মধ্যাহ্ন। একদিকে রাজপুত সর্দ্দারগণ—মানা, গোবিন্দ সিংহ, রাম সিংহ, রোহিদাস ও প্রতাপ সিংহের মন্ত্রী ভীম সা সমবেত; অপর দিকে মহারাজা মানসিংহ দণ্ডায়মান।

মানসিংহ। আমার অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজনের জন্য আমি রাণা প্রতাপ সিংহের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

ভীম। আমাদের আধুনিক অবস্থায় মানসিংহের অভ্যর্থনার যোগ্য আয়োজন কোথা থেকে কর্ব্বো। তবে আমরা জানি যে অম্বরের অধিপতি এই যৎসামান্য অভ্যর্থনা গ্রহণযোগ্য বিবেচনা কর্ব্বেন এবং সকল ত্রুটি মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

মানসিংহ। ভীম সা! প্রতাপ সিংহের আতিথ্যগ্রহণ করা আ'জ প্রত্যেক রাজপুতের পক্ষে সম্মানের কথা।

গোবিন্দ। মহারাজ মানসিংহ! আপনি সত্য কথা বলেছেন।

মানা। মহারাজ মানসিংহ কথায় মাত্র প্রতাপের স্তাবক। কিন্তু কার্য্যে তিনি প্রতাপের চিরশত্রু মোগলের পদ-লেহী।

রোহিদাস। চুপ কর মানা। মানসিংহ আকবরের শ্যালকপুত্র। তাঁর কাছে অন্যরূপ কি আচরণ প্রত্যাশা কর্ত্তে পারো?

ভীম। মানসিংহ যাহাই হউন, তিনি আ'জ আমাদের অতিথি। মানার কথা ধর্‌বেন না মহারাজ।

মানসিংহ। কিছু মনে করি নাই। মানা সত্য কথাই বলেছেন। কিন্তু এই কথাটি মনে রাখ্‌বেন যে, আকবরের শ্যালকপুত্র হওয়ার জন্য আমি নিজে দায়ী নহি; সে কার্য্য আমার স্বকৃত নহে। তবে আকবরের পক্ষে যুদ্ধ করি, একথা স্বীকৃত। কিন্তু আকবরের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ কি বিদ্রোহ নহে?

গোবিন্দ। কেন মহারাজ?

মানসিংহ। আকবর ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি।

মানা। কোন্ স্বত্বে?

মানসিংহ। শক্তির স্বত্বে। যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ স্থির হ'য়ে গিয়েছে, কে ভারতের অধিপতি।

রাম। যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি মানসিংহ! স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ একবৎসরে কি এক শতাব্দীতে শেষ হয় না। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের স্বত্ব পিতা হতে পুত্রে বর্ত্তে; সে স্বত্ব বংশপরম্পরায় চলে' আসে।

মানসিংহ। কিন্তু তা' নিষ্ফল। প্রভূতবল ও অপরিমিত-শক্তি আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, রক্তপাত করায় ফল কি?

রাম। মানসিংহ! ফলাফল ঈশ্বরের হাতে। আমরা নিজের বিবেচনামতে কাজ করে' যাই। ফলাফলের জন্য দায়ী নহি।

মানসিংহ। ফলাফল বিবেচনা না করে' কাজ করা মূঢ়তা নয় কি?

গোবিন্দ। মহারাজ মানসিংহ! এই যদি মূঢ়তা হয়, তবে এই মূঢ়তায় পৃথিবীর অর্দ্ধেক উচ্চপ্রবৃত্তি ও মহত্ত্ব নিহিত আছে! এই রকম মূঢ় হয়েই সাধ্বী স্ত্রী প্রাণ বিসর্জ্জন করে, কিন্তু সতীত্ব দেয় না। এই রকম মূঢ় হয়েই স্নেহময়ী মাতা সন্তানরক্ষার্থে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেয়। এই রকম মূঢ় হয়েই ধার্ম্মিক হিন্দু মুণ্ড দেয়, কিন্তু কোরাণ গ্রহণ করে না।—জেনো মানসিংহ! রাণা প্রতাপের দারিদ্র্যে এমন একটা গরিমা আছে, তাঁর এই আত্মোৎসর্গে এমন একটা মহৎ সম্মান আছে, যা মানসিংহের সম্রাট-পদরজোবিমণ্ডিত স্বর্ণমুকুটে নাই। ধিক্ মানসিংহ! তুমি যাই হও, হিন্দু। তোমার মুখে এই কথা ধিক্!

এই সময়ে অমর সিংহ প্রবেশ করিয়া মানসিংহকে কহিলেন—"মহারাজ মানসিংহ! পিতা বলেন—আপনি স্নাত হয়েছেন, তবে আপনার জন্য প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করে' তাঁকে সম্মানিত করুন।"

মানসিংহ। প্রতাপ সিংহ কোথায়?

অমর। তিনি অসুস্থ আজ কিছু আহার কর্ব্বেন না। আপনার আহারান্তে তিনি এসে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্বেন।

মানসিংহ। হাঁ! বুঝেছি অমর সিংহ। তাঁকে বোলো, এ অসুস্থতার কারণ আমি অবগত আছি। আমার সঙ্গে তিনি আহার কর্ত্তে প্রস্তুত নহেন। তাঁকে বল্‌বে, যে, এতদিন তাঁর সম্মানরক্ষার্থে আমাদের মান খুইয়েছি। আর সম্রাটের দাস হয়েও তাঁর বিপক্ষে আমি স্বয়ং এতদিন অস্ত্র ধরিনি; তাঁকে বোলো যে, আ'জ থেকে মানসিংহ স্বয়ং তাঁর শত্রু। তাঁর এ অহঙ্কার চূর্ণ না করি ত আমার নাম মানসিংহ নহে।

এই সময়ে প্রতাপ প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"মহারাজ মানসিংহ! উত্তম! তাই হোক্। প্রতাপ সিংহ স্বয়ং আকবরের প্রতিপক্ষ। আকবরের সেনাপতি মানসিংহের শত্রুতায় তিনি ভীত নহেন। মহারাজ মানসিংহ আজ রাণার অতিথি; নহিলে, এখানেই স্থির হয়ে যেত যে, কে বড়—সম্রাটের শ্যালকপুত্র মহারাজ মানসিংহ, না দীন দরিদ্র রাণা প্রতাপ। মহারাজের যখন ইচ্ছা সমরক্ষেত্রে রাণা প্রতাপ সিংহের সাক্ষাৎ পাবেন।"

মানসিংহ। উত্তম! তবে তাই হো'ক্। শীঘ্রই সমরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হবে।

রোহিদাস। তোমার ফুফো আকবরকে পার ত সঙ্গে কোরে নিয়ে এস।

প্রতাপ। চুপ কর রোহিদাস।

মানসিংহ সরোষে প্রস্থান করিলেন।

প্রতাপ। বন্ধুগণ! এতদিন সমরের যে উদ্যোগ করেছি, এখন তার পরীক্ষা হ'বে। আজ স্বহস্তে আমি যে অনল জ্বালিয়েছি, বীর-রক্তে সে অগ্নি নির্ব্বাণ কর্ব্বো। মনে আছে ভাই সে প্রতিজ্ঞা যে, যুদ্ধে যাই হয়—জয় কি পরাজয়—মোগলের নিকট এ উষ্ণীষ নত হবে না? মনে আছে সে প্রতিজ্ঞা, যে চিতোর উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন হয়•ত প্রাণ দিব?

সকলে। মনে আছে রাণা।

প্রতাপ। উত্তম! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

সকলে। জয়! রাণা প্রতাপ সিংহের জয়!

[যবনিকা পতন]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—পৃথ্বীর অন্তঃপুর-কক্ষ। কাল—রাত্রি। পর্য্যঙ্কে অর্দ্ধ-শয়ন পৃথ্বীরাজ; সম্মুখে তাঁহার স্ত্রী যোশীবাই দণ্ডায়মানা।

যোশী। যুদ্ধ বেধেছে—প্রতাপের আর আকবরের সঙ্গে; একদিকে এক ক্ষুদ্র জনপদের অধিপতি আর একদিকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত সম্রাট্।

পৃথ্বী। কি সুন্দর দৃশ্য। কি মহৎ ভাব!—আমি ভাব্‌ছি যে এটার উপর একটা কবিতা লিখবো।

যোশী। তুমি রাজকবি, বোধ হয় কবিতায় সম্রাটকেই বড় কর্ব্বে?

পৃথ্বী। সম্রাট্‌কে বড় কর্ব্বো না? তিনি হলেন সম্রাট্, তার উপরে আমি তাঁর মাহিনা খাই! এটা না হয় কলিকাল, তাই বলে' কি আমি নেমকহারামি কর্ব্ব।

যোশী। কলিকালই বটে! নহিলে প্রতাপের ভাই শক্ত, প্রতাপের ভ্রাতুষ্পুত্র মহাবৎ খাঁ, আজ এ যুদ্ধে প্রতাপের বিরুদ্ধে মোগল শিবিরে! নহিলে অম্বরপতি রাজপুতবীর মানসিংহ, রাজপুতানার একমাত্র অবশিষ্ট স্বাধীন-রাজ্য মেবারের স্বাধীনতার বিপক্ষে বদ্ধপরিকর!—নহিলে বিকানীরপতির ভাই ক্ষত্রিয় পৃথ্বীরাজ মোগল সম্রাট্ আকবরের

স্তাবক! হায়! চাঁদ কবি বলেছিলেন ঠিক, যে হিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক শত্রু স্বয়ং হিন্দু।

পৃথ্বী। তুমি সত্য কথা বলেছ যোশী—হিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শত্রু হিন্দু। [চিন্তা] ঠিক্! হিন্দুর প্রধান শত্রু হিন্দু।—ঠিক্!—হুঁ—ঠিক্—এই বলিতে বলিতে পর্য্যঙ্ক হইতে উঠিয়া, বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে শিরঃ সঞ্চালন করিতে করিতে, পশ্চাতে সম্বদ্ধ-করযুগ পৃথ্বী কক্ষ-মধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। যোশী নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পৃথ্বী। এটার উপর বেশ একটা কবিতা লেখা যায়। 'হিন্দুর প্রধান শত্রু হিন্দু!' এই রকম এর একটা সুন্দর উপমা দেওয়া যায়, যে মানুষের অনেক শত্রু আছে, যেমন বাঘ, ভালুক, সাপ, বাজ ইত্যাদি! কিন্তু মানুষের প্রধান শত্রু মানুষ! বাঘ ভালুক থাকে জঙ্গলে, সাপ থাকে গর্ত্তে, বাজ থাকে আকাশে। তাদের শত্রুতাতে বড় যায় আসে না। কিন্তু মানুষ পাশাপাশি থাকে—সে শত্রু হ'লে ব্যাপার বড় গুরুতর! কিম্বা অহংজ্ঞানের প্রধান শত্রু অহঙ্কার। কিম্বা—

যোশী। প্রভু! তুমি জীবনে কি শুদ্ধ উপমা খুঁজেই বেড়াবে?

পৃথ্বী। বড় সুন্দর ব্যবসা!—উপমাগুলো সংসারের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে' দেয়। তা'রা বুঝিয়ে দেয় যে কি বাস্তব জগতে, কি সংসারক্ষেত্রে, কি মনোরাজ্যে—সব জায়গায়, বিকাশ একই ধারায় চলেছে। বড় কবি সেই,—যে সে সম্বন্ধগুলি দেখিয়ে দেয়। উপমাই তা দেখাবার উপায়। কালিদাস বড় কবি কিসে?—উপমায়—'উপমা কালিদাসস্য!'—উঃ কি কবিই জন্মেছিলে কালিদাস! প্রণাম,—প্রণাম, কালিদাস! তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম!—হাঁ যোশী আমার শেষ কবিতা, সম্রাটের সভাবর্ণনা, শোননি, শোন—

যোশী। প্রভু, এই অসার কবিতা লেখা ছাড়ো !

পৃথ্বী থমকিয়া দাঁড়াইলেন; পরে বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন—কবিতা লেখা ছাড়বো ? তার চেয়ে বঁটিটা নিয়ে এসে এই গলাটা কেটে ফেল না কেন ? কবিতা লেখা ছাড়বো ? বল কি যোশী !"

যোশী। তুমি ক্ষত্রিয়, তুমি বিকানীরপতি রায়সিংহের ভাই ! তুমি হ'লে সম্রাটের চাটুকার কবি ! তুমি শূন্যগর্ভ কথার মালা গেঁথে এই দুর্লভ মানব-জন্ম ব্যয় করে' দিলে ! লজ্জাও করে না !

পৃথ্বী। পুনরায় বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন—"ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ"—এও সেই কালিদাস বলে গিয়েছেন। ভিন্নরুচির্হি লোকঃ—কি না, যেমন কেউ বা গান গাইতে ভালবাসে; কেউ বা তা শুনতে ভালবাসে। কেউ বা রাঁধতে ভালবাসে; কেউ বা খেতে ভালবাসে। প্রতাপ যুদ্ধ কর্ত্তে ভালবাসে, আমি কবিতা লিখ্‌তে ভালবাসি। প্রতাপ অসি ধরেছে, আমি মসী ধরেছি !"

যোশী। কি সুন্দর ব্যবসা ! এ কাব্যময় সংসারে এসে অসার কথার অসারতর মিল খুঁজে খুঁজে, জীবনটা কেবল বাঁশী বাজিয়ে কাটিয়ে দেবে ঠিক্ করেছো ?

পৃথ্বী। সেই রকমই ত ইচ্ছা। কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, যে পথের পথিক, আমিও যদি সে পথ অবলম্বন করেছি, তাতে কিছু লজ্জিত হবার কারণ দেখি না। কবিতা লেখা নীচ-ব্যবসা নহে।

যোশী। তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা !

পৃথ্বী। বুঝেছো ত ? তবে এখন এ রকম বৃথা বিতণ্ডা না করে', যা'তে আমার মেজাজ ঠাণ্ডা থাকে, সেই রকম খাদ্যের আয়োজন কর; যাও দেখি, দেখ খাবারের দেরী কত ?

যোশী চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে, পৃথ্বী একটু চিন্তিতভাবে

গৃহমধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন; পরে কহিলেন—"প্রতাপ! তুমি গৃহ-প্রতাড়িত হয়ে, রিক্তহস্তে একা এই বিশ্বজয়ী সম্রাটের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে কি কর্ব্বে? যে সাধনা নিশ্চিত নিষ্ফল, সে সাধনা কেন? এস আমাদের দলে মিশে যাও; পূর্ণ আহার পাবে, বাস কর্ব্বার জন্য প্রাসাদ পাবে, রাজ-সম্মান পাবে। কেন এই একটা গোঁয়ার্ত্তমি করে', একটা আদর্শ খাড়া করে' অনর্থক যত ক্ষত্রিয়-পুরুষদের সঙ্গে তাদের স্ত্রীদের ঝগড়া বাধিয়ে দেও!"—এই বলিয়া পৃথ্বী কক্ষ হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—হল্‌দিঘাটের গিরিসঙ্কট; সেলিমের শিবির। কাল—প্রাহ্ন! সেলিমের শিবিরে দৌলৎ ও মেহের প্রবেশ করিলেন।

মেহের। কৈ, সেলিম ত এখানে নেই।

দৌলৎ। তাই ত!

মেহের। ব্যস্। আমি বসে' তার অপেক্ষা কর্ব্ব।

দৌলৎ। তুই যে আ'জ চটিছিস্ দেখছি।

মেহের। চট্‌বো না?—এলাম যুদ্ধ দেখ্‌তে! তা কোথায় যুদ্ধ?—যুদ্ধের চেয়ে বেশী ফাঁকা আওয়াজই শুনছি! না! আমার পোষালো না। আমি আর এরকম নিশ্চিন্ত উদাসীনভাবে থাকতে চাই না! আমার আর এখানে এক দণ্ডও তিষ্ঠিতে ইচ্ছে কচ্ছে না। আমি আ'জই চলে' যাবো।

দৌলৎ। তোর ত মনের ভাব বুঝ্‌তে পার্ল্লাম না। তাড়াতাড়ি

এলি যুদ্ধ দেখ্‌তে ; এখন যুদ্ধ হব হব হচ্ছে, এমন সময় বলিস্‌ চলে' যাবো।'

মেহের। কোথায় যুদ্ধ! আজ পনর দিন দুই সৈন্য মুখোমুখি হ'য়ে বসে' রয়েছে, আর চোখ্‌ রাঙাচ্ছে! একটা যুদ্ধ হোলো কৈ! এতে ধৈর্য্য থাক্‌তে পারে না! ঐ শোন্‌—ঐ সেই ফাঁকা আওয়াজ। না, আমি আর থাক্‌তে পার্ব্বো না! আমি এখনি চলে যাবো।—এই যে সেলিম আস্‌ছে!

সসজ্জ সেলিম পরিচ্ছদ ঝাড়িতে ঝাড়িতে শিবিরে প্রবেশ করিলেন। ভগ্নীদ্বয়কে নিজের শিবিরে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কি!—তোমরা এখানে? আমার শিবিরে?"

দৌলৎ। দাদা, মেহের ত ভারি চটেছে—

সেলিম। কেন?

দৌলৎ। বলে—আজই চলে' যাবো।

সেলিম। কি রকম?

মেহের। [উঠিয়া] কি রকম! যুদ্ধ কৈ? যত কাপুরুষ রাজপুত-সৈন্য, আর যত কাপুরুষ মোগল-সৈন্য,—সঙের মত দাঁড়িয়ে আছে! মাঝে মাঝে হাঁক্‌ ডাক্‌ দিচ্ছে বটে, কিন্তু না হচ্ছে যুদ্ধ, না বাজ্‌ছে বাদ্যি! এই যদি যুদ্ধ হয় ত কাজ নেই দাদা, আমাকে মানে মানে বাড়ী রেখে এস!

সেলিম। তা কি হয়! যুদ্ধ হ'বে। মানসিংহ কাপুরুষ সেনাপতি, তাই আক্রমণ কর্ত্তে ভয় পাচ্ছে। আমি যদি সেনাপতি হ'তাম্‌—

মেহের। তুমি সেনাপতি নও! তবে কি তুমি একটা কাঠের পুতুল হয়ে' এসেছো? না, আমি সমস্ত ব্যাপারের ওপর চটে' গি'ছি! আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমি আর থাক্‌বো না।

সেলিম। তা কেমন করে' হ'বে। আগ্রায় অম্নি পাঠিয়ে দিলেই হোল? সোজা কথা কি না?

মেহের। সোজাই হোক্, বাঁকাই হোক্, আমাকে কাল সকালে আগ্রায় পাঠিয়ে দেবে ত দাও—নহিলে আমি রসাতল কর্ব্ব—[ভূমিতে সজোরে পদাঘাত করিলেন]।

সেলিম। কি রসাতল কর্ব্বে?

মেহের। আমি মহারাজ মানসিংহকে নিজে গিয়ে বল্‌বো, কি আত্মহত্যা কর্ব্ব,—আমার কাছে দুই সমান। সোজা কথা।—পরে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন—"আর আমি একদিনও এখানে থাক্‌ছিনে।"

সেলিম। তখন ত আস্‌বার জন্ম একবারে পাগল! স্ত্রীজাতির স্বভাব, যাবে কোথা!—তখন যে আমার পায়ে ধর্ত্তে বাকি রেখেছিলে।

মেহের। যে টুকু বাকি রেখেছিলাম সে টুকু এখন কর্চ্ছি!—এই বলিয়া সেলিমের পায়ে ধরিলেন।—"আমার ঘাট হয়েছে দাদা। আমি ভেবেছিলাম—সব বীর-পুরুষের সঙ্গে এসেছি। কিন্তু দেখ্‌ছি সব ভীরু, কাপুরুষ। একটা ভেড়ার মধ্যে যতটুকু সাহস আছে তাও তোমাদের নেই।—এই পায়ে ধর্চ্ছি। হয় কালই একটা এস্পার ওস্পার কর, নৈলে আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমার যুদ্ধের ওপর ঘৃণা জন্মে গিয়েছে।"

সেলিম। আচ্ছা, তুই দাঁড়া। আমি একবার মানসিংহের কাছে যাচ্ছি। তার পরে যা হয় করা যাবে।—বাবা, তুই ধন্যি মেয়ে! ভাগ্যিস্ তুই মাত্র ছোট বোন্,—তাতেই এই আব্‌দার!—এই বলিয়া সেলিম চলিয়া গেলেন।

দৌলৎ। আচ্ছা বাহানা নিইছিস্।

মেহের। নেবো না? এতে কোন ভদ্রলোকের মেজাজ ঠিক্ থাকৃতে পারে?

এই সময়ে "সেলিম, সেলিম" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে শক্ত সিংহ শিবির-মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও রমণীদ্বয়কে দেখিয়া—"ওঃ—মাফ কর্ব্বেন।" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন।

দৌলৎ। কে ইনি?

মেহের। ইনি শুনেছি রাণা প্রতাপের ভাই শক্ত সিংহ। দিব্য চেহারা,—না?

দৌলৎ। হাঁ—না—তা—

মেহের। সেলিমের কাছে শুনেছি—শক্তসিংহ খুব বিদ্বান্, আর তার উপরে অত্যন্ত ব্যঙ্গপ্রিয়! আহা, এসে এমন চট্ করে' চলে' গেলেন! থাক্‌লে, একটু গল্প করা যেত। এ যুদ্ধক্ষেত্র!—অত জেনানামি এখানে নাইবা কর্ল্লাম। আর সত্যি কথা বল্‌তে কি, মুসলমানদের এই বিষম আবরু প্রথার উপর আমি হাড়ে চটা!—আমাদের এই রূপরাশি কি দশজনে দেখলেই অম্‌নি ক্ষয়ে গেল! চল্ নিজের শিবিরে যাই,—কি ভাব্‌ছিস্?—আয়!—এই বলিয়া দৌলৎ উন্নিসার হাত ধরিয়া লইয়া মেহের বাহির হইয়া গেলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মানসিংহের শিবির। কাল মধ্যাহ্ন। সেলিম ও মহাবৎ মুখোমুখি দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিলেন।

সেলিম। মহাবৎ খাঁ! প্রতাপ সিংহের সৈন্যসংখ্যা কত জানো?

মহাবৎ। চরের হিসাব অনুসারে ২২০০০ আন্দাজ হ'বে। তার উপরে ভীল-সৈন্য আছে।

সেলিম। মোট ২২০০০? [পরিচ্ছদ ঝাড়িতে ঝাড়িতে] আর কিছু নাহোক, প্রতাপের স্পর্দ্ধাকে ধন্যবাদ দিই। ভারত-সম্রাটের বিরুদ্ধে যে ২২০০০ মাত্র সৈন্য নিয়ে দাঁড়ায়, সে মানুষটাকে একবার দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়।

মহাবৎ। সমর-ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তাঁর সাক্ষাৎ পাবেন। যুদ্ধে প্রতাপ সিংহ সৈন্যের পিছনে থাকে না, তাঁর স্থান সমগ্র সৈন্যের পুরোভাগে।

সেলিম। মহাবৎ! যুদ্ধের ফলাফলের জন্য আমরা তোমার সমরকৌশলের উপর নির্ভর করি। [পরিচ্ছদ ঝাড়িয়া] দেখ্‌ব—তুমি পিতৃব্যের উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র কি না!

মহাবৎ। যুদ্ধের ফল একরূপ নিশ্চিত! আমাদের সৈন্য মেবার-সৈন্যের প্রায় চতুর্গুণ। তার উপরে আমাদের কামান আছে, প্রতাপের কামান নাই। আর স্বয়ং মানসিংহ আজ মোগল-সৈন্যের অধিনায়ক!

সেলিম। এই মানসিংহের কথা শুন্তে শুন্তে আমি জ্বালাতন হইছি! স্বয়ং সম্রাট্ যুদ্ধবিগ্রহে মানসিংহের নাম জপ করেন, যেন মানসিংহ তাঁর ইষ্ট-দেবতা; যেন মানসিংহ ভিন্ন মোগল-সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হোত না!

মহাবৎ। সে কথা কি মিথ্যা সাহজাদা? তুষার-ধবল ককেশস্ হ'তে আরাকান, হিমগিরি হ'তে বিন্ধ্য—কোন প্রদেশ আছে যা মানসিংহের বাহুবল ভিন্ন মোগলের করায়ত্ত হয়েছে? সম্রাট্ তা' জানেন! আর তিনি প্রতাপকেও জানেন। তাই তিনি এ যুদ্ধে মানসিংহকে পাঠিয়েছেন।

সেলিম। ঢের শুনেছি মহাবৎ, মানসিংহের নাম ঢের শুনেছি! শুন্‌তে শুন্‌তে কর্ণ বধিরপ্রায় হয়েছে!

মহাবৎ। বিধাতার লিখন—কুমার, বিধাতার লিখন!

এই সময়ে মানসিংহ একখানি মানচিত্র লইয়া শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

মান। বন্দেগি যুবরাজ। বন্দেগি মহাবৎ! মেবার-সৈন্য প্রধানতঃ কমলমীরের পশ্চিমদিকের গিরিশ্রেণীতে রক্ষিত। কমলমীরের প্রবেশপথ অতি সঙ্কীর্ণ। দুদিকে অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণী, তার উপর রাজপুত-সৈন্য ও ভীল তীরন্দাজেরা অবস্থিত।—এই দেখ মানচিত্র।

মহাবৎ মানচিত্র দেখিয়া কহিলেন—"তবে কমলমীরে প্রবেশ দুঃসাধ্য?"

মান। দুঃসাধ্য নয়,—অসাধ্য! রাজপুত-সৈন্য সহসা আক্রমণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমরা শত্রুসৈন্যের আক্রমণ প্রতীক্ষা কর্ব্বো!

সেলিম। সে কি মানসিংহ! আমরা এরূপ নিরুদ্যমে কত দিন বসে থাক্‌বো?

মান। যতদিন পারি! দস্তুরমত রসদের বন্দোবস্ত আমি করেছি!

সেলিম। কখন না। আমরাই আক্রমণ কর্ব্বো!

মান। না যুবরাজ, আমরা শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা কর্ব্বো! যাও মহাবৎ, এই আজ্ঞা পালন করগে যাও!

সেলিম। তা হ'তে পারে না। মহাবৎ সৈন্যদিগকে কাল প্রত্যূষে শত্রুর বিপক্ষে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হও।

মান। যুবরাজ! সেনাপতি আমি।

সেলিম। আর আমি কি এ যুদ্ধে সাক্ষীগোপাল হ'য়ে এসেছি?

মান। আপনি এসেছেন সম্রাটের প্রতিনিধিস্বরূপ।

সেলিম। তার অর্থ?

মান। তার অর্থ এই যে, আপনি এসেছেন সম্রাটের নামস্বরূপ, ফার্ম্মানস্বরূপ, চিহ্নস্বরূপ। আপনাকে না নিয়ে এসে সম্রাটের একখানি চর্ম্ম-পাদুকা নিয়ে এলেও সমানই কাজ দেখ্‌তো!

সেলিম। এতদূর আস্পর্দ্ধা মানসিংহ! এই বলিয়া তরবারি উন্মোচন করিলেন।

মান। তরবারি কোষবদ্ধ করুন যুবরাজ! বৃথা ক্রোধ প্রকাশে ফল কি? আপনি জানেন যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আপনি আমার সমকক্ষ নহেন। আপনি জানেন সৈন্যগণ আমার অধীন, আপনার নহে।

সেলিম। আর তুমি আমার অধীন নও?

মান। আমি আপনার পিতার অধীন, আপনার অধীন নহি। এ যুদ্ধে তাঁর আজ্ঞা নিয়ে এসেছি। আপনার কার্য্যে আমি সাধ্যমত বাধা দিব না। কিন্তু যদি বাড়াবাড়ি দেখি, তবে বাতুলকে যেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, আপনাকেও সেইরূপ কর্ব্ব। তার কৈফিয়ৎ দিতে হয়, সম্রাটের কাছে দিব।—মহাবৎ! যাও, আমার আজ্ঞা পালন কর।

মহাবৎ সেলিমকে ক্রোধ-গম্ভীর দেখিয়া বাক্যব্যয় না করিয়া, নীরবে কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মানসিংহ "বন্দেগি যুবরাজ" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সেলিম। আচ্ছা, এ যুদ্ধ শেষ হো'ক্‌, তার পরে এর প্রতিশোধ নেবো!—ভৃত্যের এতদূর স্পর্দ্ধা!—এই বলিয়া সেলিম বেগে শিবির হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান সমরাঙ্গন।—শক্তসিংহের শিবির। কাল—অপরাহ্ণ। শক্ত একাকী দণ্ডায়মান।

শক্ত। এই মেবার। এই আমার জন্মভূমি মেবার! আজ আমার মন্ত্রণায় মোগল-সৈন্য এসে এই স্বর্ণপ্রসূ মেবার ছেয়েছে। অচিরে এই ভূমি তার নিজের সন্তানের রক্তে বিরঞ্জিত হ'বে। যে রক্ত সে তার সন্তানদের দিয়েছিল, তা' ফিরে পাবে। ব্যস্! শোধবোধ।—আর প্রতাপ। তোমার সঙ্গেও আমার শোধবোধ হবে! মেবার ছারখার কর্ব্বো, ও সেই শ্মশানের উপর প্রেতের মত বিচরণ কর্ব্বো। এই মাত্র, আর বেশী কিছু নয়। আমি মেবার রাজ্য চাই না, মোগলের কাছে কোন পুরস্কার চাই না। এর মধ্যে দ্বেষ নাই, লোভ নাই. হিংসা নাই। শুধু প্রতাপের কাছে একটা ঋণ ছিল, তাই পরিশোধ কর্ত্তে এইছি। প্রাকৃতিক অন্যায়, সামাজিক অবিচার, রাজার স্বেচ্ছাচার—আমার যতদূর সাধ্য, এর কিছু প্রতিকার কর্ব্বো। জাতি বৃহৎ, আমি ক্ষুদ্র। একা সে উদ্দেশ্য সাধন কর্ত্তে পারি না, তাই মোগলের সাহায্য নিইছি। কে বল্‌তে পারে যে. অন্যায় কাজ করেছি? কিছু অন্যায় করি নাই! বরং একটা বিরাট অন্যায়কে ন্যায়ের দিকে নিয়ে আস্‌তে যাচ্ছি। ঔচিত্যের শান্তিভঙ্গ হয়েছিল, আমি সেই শান্তি ফিরিয়ে আন্তে যাচ্ছি। কোন অন্যায় করি নাই।

এই সময়ে মেহের উন্নিসা সেই শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

শক্ত চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিলেন, "কে?"

মেহের। আমি মেহের উন্নিসা, আকবর সাহের কন্যা।

শক্ত সহসা সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন—"আপনি সম্রাটের কন্যা? আপনি যে আমার শিবিরে!"

মেহের। আপনি প্রতাপ সিংহের ভাই, আপনি যে তাঁর বিপক্ষ-শিবিরে?

শক্ত এরূপ অপ্রত্যাশিত উত্তর পাইয়া কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন। পরে ধীরে ধীরে কহিলেন—"হাঁ, আমি প্রতাপ সিংহের বিপক্ষ-শিবিরে।—আমি প্রতিশোধ চাই।"

মেহের। তাহ'লে আপনার চেয়ে আমার উদ্দেশ্য মহৎ। আমি ভাব কর্ত্তে চাই।

শক্ত বিস্মিত হইলেন।

মেহের। কি রকম? আপনি যে অবাক্ হয়ে গেলেন।

শক্ত। আমি ভাবৃছি।

মেহের। "তা বেশ ভাবুন না? আমিও ভাবি!"—এই বলিয়া মেহের বসিলেন।

শক্ত সিংহ উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতে লাগিলেন এবং কহিলেন—"আপনার এখানে আসার অভিপ্রায় কি, জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি?"

মেহের। পারেন বৈকি, খুব পারেন! আমি ভারি মুস্কিলে পড়েছি!

শক্ত। মুস্কিল। কি মুস্কিল?

মেহের। মহামুস্কিল! সেলিম আমার ভাই হ'ন, তা' জানেন বোধ হয়। আমি আর দৌলৎ উন্নিসা যুদ্ধ দেখ্‌তে এসেছি, তা'ও হয় ত শুনে থাক্‌বেন। এখন এলাম যুদ্ধ দেখ্‌তে; কিন্তু, কৈ,—যুদ্ধের নাম গন্ধও নেই! দুটো প্রকাণ্ড সৈন্য বসে' বসে' কেবল ত খাচ্ছে, এই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তা'ত দেখতে আসিনি। এখন বসে' বসে' কি করি বলুন দেখি? দৌলৎ উন্নিসার সঙ্গে এতক্ষণ বেশ গল্প কর্চ্ছিলাম। তা' সেও ঘুমিয়ে

পড়্‌লো!—বাবা, কি ঘুম! এই গোলযোগের মধ্যে কোন্ ভদ্রলোক ঘুমোতে পারে!—আমি এখন একা কি করি! দেখ্‌লাম—আপনিও এখানে একা ব'সে। তা' ভাবলাম—আপনার সঙ্গে না হয় একটু গল্পই করি। সেলিমের কাছে শুনেছি আপনি একটা বিদ্বান্ লোক।

শক্ত ভাবিলেন—আশ্চর্য্য বালিকা।—তিনি একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন।

শক্ত। না। আমি এ রকমে অভ্যস্ত নই।—সে যাহোক, কিন্তু আপনি আমার শিবিরে একাকিনী শুনে সেলিমই বা কি বল্‌বেন, সম্রাট্ আকবরই বা কি বল্‌বেন?

মেহের। সম্রাট্ আকবর কিছু বল্‌বেন না—সে ভয় নেই। তাঁর কাছে আমার একটা কথাই আইন কানুন। আর সেলিম! সেলিম বল্‌বেন আর কি? আমি তাঁর বোন্। আমাদের একই বয়স। তবে কি জানেন, মেয়েমানুষ অল্প বয়সেই বিজ্ঞ হ'য়ে পড়ে। তাই আমি যা' বলি, তিনি তাই শুনে যান, নিজে বড় কিছু বলেন না।—হাঁ, ভালো কথা! আপনি কি বিবাহিত?

শক্ত। না, আমার বিবাহ হয়নি।

মেহের। আশ্চর্য্য ত।

শক্ত। কি আশ্চর্য্য।

মেহের। আপনার বিয়ে হয়নি!—তা' আশ্চর্য্যই বা কি এমন! আমারও ত বিয়ে হয়নি।—তবে আপনার স্ত্রী যদি থাক্‌তেন, আর সঙ্গে যুদ্ধে আস্‌তেন, তা'হলে তাঁর সঙ্গে খুব ভাব কর্ত্তাম! তা' আপনার বিয়েই হয় নি—তা' কি হবে!

শক্ত। আমার দুর্ভাগ্য।

মেহের। দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানিনে! তবে বিবাহ করা একটা

প্রথা অনেক দিন থেকে চলে আস্‌ছে—মেনে চল্‌তে হয়। আচ্ছা প্রথম প্রেমিক ও প্রেমিকার কথাবার্ত্তা কি ধরণের? শুন্তে বড় কৌতুহল হয়। উপন্যাসে যে রকম আছে, সে রকম যদি কথাবার্ত্তা সত্যি সত্যিই হয় ত বড়ই হাস্যকর! ইনি বল্লেন, "প্রিয়ে, প্রাণেশ্বরী, তোমা বিহনে আমি বাঁচিনে," আর উনি বল্লেন যে, "নাথ, প্রাণেশ্বর, তোমাকে না দেখে আমি ম'লাম";—সব দুদিন, কি তিন দিনের মধ্যে—আগে চেনা-শুনা ছিল না,—দুতিন দিনের মধ্যে এমনি অবস্থা দাঁড়াল, যে পরস্পরকে না দেখে একেবারে বাঁচেন না!

শক্ত। আপনি দেখ্‌ছি কখন প্রেমে পড়েননি।

মেহের। না, সে সুযোগ কখনো ঘটেনি। আমি আজ পর্য্যন্ত কারো সঙ্গে প্রেমে পড়িনি। আর আমার সঙ্গে যে কেউ প্রেমে পড়্‌বে, তার কোন ভয় নেই!

শক্ত। কেন?

মেহের। শুনেছি যে, লোকে যার সঙ্গে প্রেমে পড়ে, তার চেহারা-খানা ভালো হওয়া চাই। সব উপন্যাসে পড়ি যে, নায়ক হইলেই গন্ধর্ব্বকুমার, আর নায়িকা হইলেই অপ্সরা হতেই হ'বে। বিশেষ কুরূপা রাজকন্যার কথা আমি ত শুনিনি—দেখেছি বটে।

শক্ত। কোথায় দেখেছেন?

মেহের। আয়নায়।—আমার চেহারাখানা মোটেই ভালো নয়। চোখ-দুটো মন্দ নয়, যদিও আকর্ণবিশ্রান্ত নয়! ভ্রূদুটো—শুনেছি যুগ্ম ভ্রূই ভালো; তা আমার ভ্রূদুটোর মধ্যে একেবারে ফাঁক! তারপরে আমার নাকটার মাঝখানাটা একটু উঁচু হ'ত ত, বেশ হ'ত। তা' আমার নাক চেপ্টা—চীনে রকম! অথচ আমার বাবা মা, দু'জনার নাকই ভালো। গালদুটো টেবা।—না, আমি দেখ্‌তে মোটেই ভালো নয়।

কিন্তু আমার বোন্ দৌলৎ উন্নিসা দেখ্‌তে খুব ভালো! আমি দেখ্‌তে যা খারাপ, সে তা পুষিয়ে নিয়েছে! তা সেটাতে তার চেয়ে আমারই লাভ বেশী। আমি দিনরাত্রি একখানা ভাল চেহারা দেখি;—কিন্তু সে ত দিবারাত্রি কিছু আয়না সাম্‌নে ধ'রে রাখ্‌তে পারে না!—

এই সময়ে সন্ন্যাসিনীবেশে ইরা শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

শক্ত। কে তুমি?

ইরা। আমি ইরা, প্রতাপসিংহের কন্যা।

শক্ত। ইরা?—আমার শিবিরে! সন্ন্যাসিনীবেশে! এ কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি!

ইরা বলিলেন—"না পিতৃব্য, স্বপ্ন নয়। আমি সত্যই ইরা। আমি আপনাকে একবার দেখ্‌তে এসেছি, পিতৃব্য!"—মেহের উন্নিসার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—"ইনি কে?"

শক্ত।—ইনি আকবর সাহের কন্যা মেহের উন্নিসা। [স্বগত] এ বড় আশ্চর্য্য যে, আমার শিবিরে এক সময়ে মোগলরাজের কন্যা ও রাজপুতরাজের কন্যা অনিমন্ত্রিতভাবে উপস্থিত।

মেহের ইরার কাছে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধোপরি হস্ত রাখিয়া কহিলেন—"তুমি প্রতাপসিংহের কন্যা?"

ইরা। হাঁ, সাহজাদি!

মেহের। আমি সাহজাদি টাদি নই। আমি মেহের! সম্রাট্ আকবরের মেয়ে বটে, কিন্তু তাঁর এরকম মেয়ে ঢের আছে! একটা বেশী বা একটা কমে বড় যায় আসে না—আমি বাবার সঙ্গে যুদ্ধে যাবার জন্য অনেক আব্‌দার করিছি, কিন্তু তিনি কোন মতে নিয়ে যাননি! তাই এবার নাছোড়বান্দা হ'য়ে সেলিমের সঙ্গে এসেছি—আমার একটি পিসতুত বোন্‌ও এসেছে, তার নাম দৌলৎ উন্নিসা।

ইরা। তিনি কোথায় ?

মেহের। তিনি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। বাবা—কি ঘুম!—আমি চিম্‌টি কেটেও তার ঘুম ভাঙ্গাতে পার্ল্লাম না। তার উপর এই যুদ্ধের গোলযোগে মানুষ ঘুমোতে পারে?—তুমিই বল!

ইরা। পিতৃব্য! আমার কিছু বল্‌বার আছে।

মেহের। বলনা! আমি এখানে আছি বলে, কিছু মনে করোনা ইরা! তোমার যদি এই ইচ্ছা যে, তুমি তোমার খুড়োকে যা বল্‌বে, তা কারো কাছে প্রকাশ না পায়, তা আমি যা শুন্‌বো, কাউকে বল্‌বো না, আমার মাথা কেটে নিলেও না! আমি পারি ত সে কথাবার্ত্তায় যোগ দেব! নৈলে কেবল শুনে যাবো। তোমার নাম ইরা বল্লে না? খাসা নাম! আর চেহারাখানা নিখুঁত!—কৈ, কথাবার্ত্তা চলুক না।—চুপ করে' রৈলে যে?—আচ্ছা বেশ, তোমরা কথাবার্ত্তা কও, আমি ততক্ষণ গিয়ে দৌলৎ উন্নিসাকে ডেকে নিয়ে আসি। সে তোমাকে দেখ্‌লে নিশ্চয়ই খুব খুসী হ'বে।—এই বলিয়া দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেলেন।

শক্ত। আশ্চর্য্য বালিকা বটে!—তুমি একাকিনী এসেছো?

ইরা। হাঁ।

শক্ত। তুমি এখানে একাকিনী নিরাপদে কেমন করে' এলে?

ইরা। নিরাপদে আস্‌বার জন্যই এ সন্ন্যাসিনীবেশ পরিছি!

শক্ত। প্রতাপ সিংহের জ্ঞাতসারে এসেছো?

ইরা। না পিতৃব্য, আমি তাঁকে জানিয়ে আসিনি।

শক্ত। প্রতাপ সিংহের কুশল ত?

ইরা। হাঁ, শারীরিক কুশল।

শক্ত। তিনি কি কর্চ্ছেন ?

ইরা। তিনি যুদ্ধোন্মাদ ! কখন সৈন্যদের শেখাচ্ছেন, কখন মন্ত্রণা কর্চ্ছেন, কখন সামন্তদের উত্তেজিত কর্চ্ছেন।

শক্ত। আর ভ্রাতৃজায়া ?

ইরা। তিনি সুস্থ। কিন্তু গত দু' তিন দিন রাত্রে ঘুমোননি, পিতার শিয়রে চৌকি দিচ্ছেন। পিতা ঘুমের ঘোরেও যুদ্ধই স্বপ্ন দেখ্‌ছেন। কখন চেঁচিয়ে উঠ্‌ছেন 'আক্রমণ কর' কখন বা ভৎসনা কর্চ্ছেন, কখন বা বল্‌ছেন 'ভয় নাই' ! কখন বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ছেন "শক্ত, তুমি শেষে সত্যিই তোমার জন্মভূমির সর্ব্বনাশের মূল হ'লে !'

উভয়ে অনেকক্ষণ নীরব রহিলেন। পরে ইরা অবনতমুখে ডাকিলেন—"পিতৃব্য !"

শক্ত। ইরা।

ইরা। এর কি কিছু কারণ আছে, যার জন্য আপনি—বাবার ভাই,—তাঁর বিপক্ষে স্বচ্ছন্দে মোগলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ; যার জন্য আপনি আ'জ হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর শত্রু হয়েছেন ?

শক্ত। এর কারণ ইরা, তোমার পিতা বিনা অপরাধে আমাকে দেশ থেকে নির্ব্বাসিত করেছেন।

ইরা। শুনেছি সেই ব্রহ্মহত্যা।—যে দেশকে উচ্ছন্ন কর্ত্তে আপনি অস্ত্র ধরেছেন, সেই গরীব ব্রাহ্মণ সেই দেশকে বাঁচাতে নিজের প্রাণ দিয়েছিল !—আপনার ইতিহাস একবার মনে করুন দেখি, পিতৃব্য ! সালুম্ব্রাপতি অনুগ্রহ করে' আপনাকে মৃত্যুর গ্রাস হতে রক্ষা করেছিলেন। আমার পিতা—আপনার ভাই, স্নেহবশে আপনাকে সালুম্ব্রাপতির কাছ থেকে নিজের কাছে নিয়ে এসে প্রতিপালন করেছিলেন। সেই সালুম্ব্রাপতির বিরুদ্ধে সেই আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে আপনি এই অস্ত্র

ধরেছেন? যাঁরা আপনাকে বাঁচিয়েছিলেন, তাঁদের প্রাণ নিতে আজ আপনি বদ্ধপরিকর!

শক্ত। সব সত্য কথা ইরা। কিন্তু সেই ভাই যে ভাইকে নির্ব্বাসন করেছেন, এ কথার তুমি উল্লেখ কর নাই।

ইরা। সে কথা সত্য। কিন্তু যদি ভাই একদিন আতঙ্কবশে অপরাধই করে থাকে পিতৃব্য,—পৃথিবীতে ক্ষমা বলে' কি একটা পদার্থ নেই! সে কি শুদ্ধ অভিধানে, শুদ্ধ উপন্যাসেই আছে? চেয়ে দেখুন পিতৃব্য, ঐ শ্যামল উপত্যকা; যে তাকে চরণে দল্‌ছে, চষ্‌ছে, সে প্রতিদানে তাকেই শস্য দিচ্ছে। চেয়ে দেখুন ঐ গাছ, গরু তাকে মুড়িয়ে খাচ্ছে, সে আবার তারই জন্য নূতন পল্লব বিস্তার কর্চ্ছে। হিংসার বাষ্প সমুদ্র হ'তে ওঠে, মেঘ সৃষ্টি করে, আকাশে ক্রোধে গর্জ্জন করে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার শীতল হ'য়ে আশীর্ব্বাদের মত সুমিষ্ট জলধারা সমুদ্রে বর্ষণ করে।—পৃথিবীতে কি সবই হিংসা, সবই দ্বেষ, সবই বিবাদ?

শক্ত। ইরা পৃথিবীতে ক্ষমা আছে; কিন্তু প্রতিশোধও আছে। আমি প্রতিশোধ বেছে নিইচি।

ইরা। কিসের প্রতিশোধ পিতৃব্য? নির্ব্বাসন দণ্ডের? পিতা আপনাকে নির্ব্বাসন করেছিলেন কি বিনা দোষে? কে প্রথমে সে দ্বন্দ্ব সূচিত করে, যা'র জন্য সে দিন সে ব্রহ্মহত্যা হয়? আর যদিই বা পিতা আপনাকে বিনাদোষে নির্ব্বাসিত করেছিলেন, কিন্তু তা'র পূর্ব্বে কি তিনি নিরাশ্রয় আপনাকে সস্নেহে নিকটে আনিয়ে পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন নাই?

শক্ত। কিন্তু তার পূর্ব্বে আমি অন্যায়রূপে পরিত্যক্ত, দূরীভূত, ও প্রতাড়িত হয়েছিলাম।

ইরা। সে অন্যায় আমার পিতৃকৃত নহে। উদয় সিংহ যা করেছিলেন, তা'র জন্য কৈফিয়ৎ দিতে পিতা বাধ্য নহেন। তিনি একবার আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, পরে না হয় আবার সেই আশ্রয় হতে বঞ্চিত করেছিলেন। তবে প্রতিশোধ কিসের? উপকারগুলো কি কিছুই নয় যে ভুলে যেতে হবে? আর অপকারগুলোই মনে করে' রাখ্‌তে হবে?

শক্ত স্তম্ভিত হইলেন; ইহার পর কি উত্তর দিবেন! ভাবিলেন, "সে কি! আমি কি ভ্রান্ত? নহিলে এই ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র প্রশ্নের উত্তর দিতে পার্চ্ছিনে!" কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন—"ইরা! আমি এর কি উত্তর দেবো বুঝে উঠ্‌তে পার্চ্ছিনে! ভেবে দেখ্‌বো।"

ইরা। পিতৃব্য! সমস্যা এত কঠিন নয়, আর আপনিও এত মূঢ় নন, যে এ সহজ জিনিস বুঝ্‌তে এত কষ্ট হচ্চে। প্রতিশোধ! উত্তম! যদি পিতাই অপরাধ করে থাকেন, তবে আপনার প্রতিশোধ পিতার উপর, স্বদেশের উপর নয়। স্বদেশ, জন্মভূমি—সে নিরীহ, তার উপর এ বিদ্বেষ কেন? সেই দেশকে উচ্ছন্ন কর্ব্বার জন্য আপনি এই মোগল-সৈন্য টেনে এনেছেন—যে দেশকে প্রতাপ সিংহ রক্ষা কর্ব্বার জন্য আজ প্রাণ দিতে প্রস্তুত!

শক্ত। ইরা! আমি বাল্যকাল হতেই জন্মভূমির ক্রোড় হ'তে বঞ্চিত।

ইরা। তবু সে জন্মভূমি।

শক্ত। সে নামে মাত্র। সে জন্মভূমির কাছে আমার কোন ঋণ নাই।

ইরা। ঋণ নাই থাকুক, বিনা অপরাধে তাকে মোগল-পদদলিত করার এ প্রয়াস কি অন্যায় অত্যাচার নয়? যদি প্রতাপ সিংহ আপনার

প্রতি অন্যায় করে' থাকেন, সে কৈফিয়ৎ তিনি দিতে বাধ্য, মেবার বাধ্য নয়।

শক্ত কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন—"ইরা তুমি বোধ হয় উচিত কথাই বল্‌ছো। আমি ভেবে দেখ্‌বো। যদি নিজের অন্যায় বুঝি তা'র যথা-সাধ্য প্রতিকার কর্ব্ব, প্রতিশ্রুত হচ্ছি।—কিন্তু এতদূর অগ্রসর হইছি, বুঝি ফিরে যাবার পথ নাই।

ইরা। পিতৃব্য! আমি যুদ্ধেরই বিরোধী। আমি পিতাকে যুদ্ধ হ'তে বিরত হ'তে সর্ব্বদা অনুরোধ করি! তিনি শুনেন না। তবে যুদ্ধ যখন হবেই, তখন আমার সহানুভূতি পিতার দিকে;—তিনি পিতা, আর মোগল শত্রু বলে' নয়। তা এই বলে', যে মোগল আক্রমণকারী, পিতা আক্রান্ত; মোগল প্রবল, পিতা দুর্ব্বল।

শক্ত। ইরা, তোমারই ঠিক্, আমারই ভুল! প্রতিশ্রুত হচ্ছি, এর যথাসম্ভব প্রতিকার কর্ব্ব।

ইরা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন আপনার সে চেষ্টা ফলবতী হয়।—পিতৃব্য, তবে প্রণাম হই।

শক্ত। চল, আমি তোমাকে রেখে আসি।

ইরা। না পিতৃব্য, আমি সন্ন্যাসিনী; কেহ বাধা দিবে না। তবে আসি পিতৃব্য।

শক্ত। এসো বৎসে!

ইরা চলিয়া গেলেন।

শক্ত। আমি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ বলে' অহঙ্কার করি। কিন্তু এই বালিকার কাছে পরাস্ত হোলাম!—তবে কি একটা বিরাট অন্যায়ের সূত্রপাত করেছি? তবে কি অন্যায় আমারই?—দেখি ভেবে!

শক্ত চিন্তামগ্ন হইলেন। এমন সময়ে দৌলৎ উন্নিসা সমভিব্যাহারে মেহের উন্নিসা প্রবেশ করিলেন।

মেহের। ইরা কোথায় ?

শক্ত। চলে' গেছে।

মেহের। চলে' গেছে ! বাঃ এ ভারি অন্যায় ! মহাশয় ! আপনি জানেন যে আমি দৌলৎকে ডেকে আস্তে গেছি কেবল এই উদ্দেশ্যে, যে ইরার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। আর আপনি অনায়াসে তাকে ছেড়ে দিলেন ? এ কি রকম ভদ্রতা !

শক্ত। মাফ কর্ব্বেন সাহজাদি ! আমি সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম। ইনিই কি আপনার ভগিনী ?

মেহের। হাঁ ইনি আমার ভগিনী দৌলৎ উন্নিসা। কি সুন্দর চেহারা দেখেছেন ?—দৌলৎ ! আর একটু ঘোম্‌টাটা খোল্‌ত বোন্‌ !

দৌলৎ। যাও—এই বলিয়া ঘোম্‌টা দ্বিগুণিত করিলেন।

মেহের। খোল্‌না। তোর মুখখানি ত একেবারে কাঁচা গোল্লাটি নয় যে, যে দেখ্‌বে সে তুলে নিয়ে টপ্‌ করে' গালে ফেলে দেবে।—খোল্‌না ভাই, খুলে তার পর বাড়ী নিয়ে গিয়ে যদি দেখিস্‌ যে তার একটু খয়ে গিয়েছে, তা'হলে আমাকে বকিস্‌।—খোল্‌না। সবলে দৌলৎএর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া কহিলেন—"এইবার ভাল করে' দেখুন,—দেখ্‌ছেন ! সুন্দরী কি না ?"

শক্ত। সুন্দরী বটে ! এত রূপ আমি দেখিনি। কি বলে' এ রূপকে বর্ণনা করি—জানি না।

মেহের। আমি কর্চ্ছি।—নিস্তব্ধ নিশীথে এস্রাজের প্রথম ঝঙ্কারের মত, নির্জ্জন বিপিনে অস্ফুট গোলাপকলিকার মত, প্রথম বসন্তে প্রথম মলয়হিল্লোলের মত—কেমন, হচ্ছে কিনা—

দৌলৎ। যাঃ!

মেহের। প্রথম যৌবনে প্রথম প্রেমের মধুর স্বপ্নের মত—

দৌলৎ মেহেরের মুখ চাপিয়া ধরিলেন।

মেহের কহিলেন—"মুখ চেপে ধরিস্ কিলা? ছাড়্, হাঁফ লাগে।" পরে শক্তকে কহিলেন—"কি বলেন! আমি অনেক রূপবর্ণনা অনেক উপন্যাসে পড়েছি। কিন্তু এমন এক কথায় এমন বর্ণনা কর্ত্তে পারি, যে আজ পর্য্যন্ত হাফেজ থেকে ফইজি পর্য্যন্ত কেউ সে রকম কর্ত্তে পারেননি।"

শক্ত। কি রকম?

মেহের। সে কথাটি এই, যে বিধাতা এ মুখখানি এর চেয়ে ভালো কর্ত্তে গিয়ে, যদি কোন জায়গায় বদ্‌লাতেন ত খারাপই হোত, ভালো হোত না!—ও কিলা! একদৃষ্টে ওঁর মুখপানে হাঁ করে' চেয়ে রইছিস্ যে! শেষে শক্ত সিংহের সঙ্গে প্রেমে পড়্‌লি নাকি!

দৌলৎ। যা!

মেহের। হুঁ, প্রেমের লক্ষণই সব বোধ হচ্ছে। হাঁ করে' চেয়ে থাকা, চো'খোচো'খি হলেই চো'খ নামিয়ে নেওয়া, কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্তিম হওয়া, তার উপর যা'র কথার জ্বালায় বাঁচা যায় না, তার মুখে কেবল ঐ এক কথা "যাঃ"—এসব কেতাবে যা যা লেখে সব মিলে যাচ্ছে যে রে! করেছিস্ কি! তা কি হয় যাদু! ওঁরা হোলেন রাজপুত, আমরা হোলাম মোগল!—তা হবে নাই বা কেন! বাবা মোগল, মা রাজপুত; তাদেরও ত বিয়ে হয়েছে।

দৌলৎ। যাঃ!—বলিয়া পলায়ন করিলেন। শক্ত ঈষৎ তদভিমুখে হঠাৎ অগ্রসর হইলে মেহের কহিলেন—"হয়েছে! আপনিও তাই! নহিলে ও যাচ্ছে নিজের শিবিরে, আপনি তাকে বাধা দিতে যান কি

হিসাবে? কিন্তু মহাশয় এ রকম যুদ্ধক্ষেত্রে এসে প্রেমে পড়া ত কোন কবিতায় বা উপন্যাসে লেখে না। দেখ্‌বেন সাবধান! এমন কাজটি কর্ব্বেন না।”—এই বলিয়া হাসিয়া প্রস্থান করিলেন।

শক্ত। আশ্চর্য্য বালিকাদ্বয়;—এক জন অপরূপ সুন্দরী, আর এক জন অসাধারণ মনীষিণী। অসামান্য রূপবতী এই দৌলৎ উন্নিসা, দুদণ্ড দাঁড় করিয়ে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে। আর মেহের উন্নিসাও দেখ্‌বার জিনিস বটে। এমন চপলা, এমন রসিকা, এমন আনন্দময়ী— আশ্চর্য্য বালিকাদ্বয়।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—হল্‌দিঘাট; প্রতাপের শিবির। কাল—মধ্যরাত্রি শিবির-বাহিরে একাকী বক্ষোপরি সম্বদ্ধবাহুযুগল প্রতাপ সিংহ দাঁড়াইয়া দূরে চাহিয়াছিলেন। পরে শুষ্কস্বরে কহিলেন—“মানসিংহ আমার আক্রমণের অপেক্ষা কর্চ্ছেন। আমিও তাঁর আক্রমণ প্রতীক্ষা কর্চ্ছি।—আমি আক্রমণ কর্ব্ব না। কমলমীরের পথ—এই গিরিসঙ্কট রক্ষা কর্ব্ব। আক্রমণ কর্ত্তাম, কিন্তু একদিকে অশীতি সহস্র সুশিক্ষিত মোগল-সৈন্য আর একদিকে বাইশ হাজার মাত্র অর্দ্ধশিক্ষিত রাজপুত-সৈন্য।—তার উপর মোগল-সৈন্যের কামান আছে, আমার কামান নাই।– হায়! এ সময় যদি পঞ্চাশটি মাত্র কামান পেতাম, তার জন্য এ ডান হাতখানি কেটে দিতে রাজি ছিলাম।—পঞ্চাশটি মাত্র কামান।”—এই বলিয়া ক্ষিপ্র পাদচারণ কবিতে লাগিলেন। এমন সময় গোবিন্দ সিংহ প্রবেশ করিয়া কহিলেন—“রাণার জয় হোক্‌।”

প্রতাপ। কে? গোবিন্দ সিংহ?

গোবিন্দ। হাঁ।

প্রতাপ। এত রাত্রে?

গোবিন্দ। বিশেষ সংবাদ আছে।

প্রতাপ। কি সংবাদ!

গোবিন্দ। মোগল-সৈন্যাধিপতি মানসিংহ তাঁর মতলব বদ্‌লেছেন।

প্রতাপ। কি রকম?

গোবিন্দ। শক্ত সিংহ কমলমীরের সুগম পথ মানসিংহকে দেখিয়ে দিয়েছেন। মানসিংহ তাই তাঁর সৈন্যের এক ভাগকে সেই পথ দিয়ে কমলমীরের দিকে যাত্রা কর্ত্তে আজ্ঞা দিয়াছেন।

প্রতাপ। শক্ত সিংহ?

গোবিন্দ। হাঁ রাণা। সেলিম ও মানসিংহের মধ্যে সৈন্যচালনা-সম্বন্ধে বিবাদ হয়। সেলিম রাজপুত-সৈন্য আক্রমণ কর্ব্বার জন্য আজ্ঞা করেন। মানসিংহ তা'র প্রতিরোধ করেন। পরে শক্তসিংহ এসে কমলমীরের সুগমপথ মানসিংহকে বলে' দেন। মানসিংহ সেই পথে কাল মোগলসৈন্য কমলমীরের দিকে পাঠাতে মনস্থ করেছেন।

প্রতাপ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; পরে কহিলেন—"গোবিন্দ সিংহ! আর কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই! সামন্তদের হুকুম দাও যে কাল প্রত্যূষে বিপক্ষের শিবির আক্রমণ করে। আমরা আর আক্রমণ প্রতীক্ষা কর্ব্ব না। আমরা আক্রমণ কর্ব্ব। যাও।"

গোবিন্দসিংহ চলিয়া গেলেন।

প্রতাপ বেড়াইতে বেড়াতে আপন মনে কহিতে লাগিলেন—শক্ত সিংহ! শক্ত সিংহ! হাঁ শক্ত সিংহই বটে। জ্যোতিষীগণনা মনে আছে, যে শক্ত সিংহ মেবারের সর্ব্বনাশের মূল হবে। আর বুঝি

আশা নাই! সেই গণনাই ফল্‌বে।—হোক্‌! তাই হোক্‌! চিতোর উদ্ধার কর্ত্তে না পারি, তার জন্য ত মর্ত্তে পার্ব্বো।"

পশ্চাৎ হইতে লক্ষ্মী প্রবেশ করিলেন।

লক্ষ্মী। জীবিতেশ্বর। এখনো জাগ্রত?

প্রতাপ। কত রাত্রি লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। দ্বিতীয় প্রহর অতীত! এখনো তুমি শোওনি!

প্রতাপ। চক্ষে ঘুম আস্‌ছে না লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। চিন্তাজ্বরেই ঘুম আস্‌ছে না! মন হ'তে চিন্তা দূর কর দেখি!—যুদ্ধ! সে ত ক্ষত্রিয়দের ব্যবসা! জয় পরাজয়! সে ত ললাট-লিপি। যা ভবিতব্য তা হবেই। জীবন মরণ! সে ও ত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ছেলেখেলা। কিসের ভাবনা?

প্রতাপ। লক্ষ্মী! আমি আজ্ঞা দিয়েছি কাল প্রত্যূষে মোগলশিবির আক্রমণ কর্ত্তে। সেই চিন্তায় মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়েছে। মাথায় শরীরের সমস্ত রক্ত উঠেছে! ঘুমাতে পার্চ্ছিনা।

লক্ষ্মী। চেষ্টা কর চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? ইচ্ছাশক্তি দিয়ে চিন্তাকে দমন কর! কাল যুদ্ধ! সে অনেক চিন্তার কাজ, অনেক পরিশ্রমের কাজ, অনেক সহিষ্ণুতার কাজ! আজ রাত্রিকালে একটু ঘুমিয়ে নেও দেখি। প্রভাতে নূতন জীবন, নূতন তেজ, নূতন উৎসাহ পাবে।

প্রতাপ। ঘুমাতে চাই, কিন্তু পারি না। জানি, গাঢ়নিদ্রায় নব জীবন দেয়, নব তেজ দেয়, নব উৎসাহ দেয়। হায়, আমার নয়নে নিদ্রা কে দিতে পারে!

লক্ষ্মী। আমি দিতে পারি!—এসে ঘুমাবে এস।

উভয়ে শিবিরাভ্যন্তরে গেলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—রমণীশিবিরবহির্দ্দেশ। কাল—মধ্যরাত্রি। মেহের উন্নিসা সেই নিস্তব্ধ নিশীথে রমণীশিবিরের বহির্ভাগে বেড়াইয়া মৃদুস্বরে গান গাহিতেছিলেন ;—

ভীমপলশ্রী—মধ্যমান।

বাঁধি যত মন ভাল বাসিব না তায়,
ততই এ প্রাণ তাঁরি চরণে লুটায়!
যতই ছাড়াতে চাই, ততই জড়িত হই—
যত বাঁধি বাঁধ—তত ভেঙ্গে যায়।

এমন সময় দৌলৎ উন্নিসা সেস্থানে প্রবেশ করিলেন।

দৌলৎ। মেহের এত রাত্রে তুই জেগে!

মেহের। আর তুই বুঝি ঘুমিয়ে?

দৌলৎ। আমার ঘুম হচ্ছে না।

মেহের। আমারও ঠিক ঐ অবস্থা। আমারও ঘুম হচ্ছে না।

দৌলৎ। কেন? তোর ঘুম হচ্ছে না কেন?

মেহের। বাঃ, আমিও যে ঠিক তাই তোকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে যাচ্ছিলাম। ভারি মিলে যাচ্ছে যে দেখছি! তোর ঘুম হচ্ছে না কেন দৌলৎ?

দৌলৎ। তুই কি কথা কাটাকাটি কর্ব্বি?

মেহের। এর জবাব নেই। সত্যি কথা বল্‌তে কি, এবার আমার হার— সম্পূর্ণ হার!—তবে শোন্! রাত্রি গভীর! সে তোরও, আমারও; উভয়েই জেগে,—তুইও আমিও। কারণ এক—ঘুম হচ্ছে না। যদি বলিস্ কেন ঘুম হচ্ছে না! তারও একই কারণ—সে কারণ প্রকাশ কর্ত্তে নেই,—তোরও নেই, আমারও নেই।

দৌলৎ। কি কারণ ?

মেহের। বল্‌ছি না যে তা প্রকাশ কর্ত্তে নেই ?

দৌলৎ। বল্‌না ভাই—কি কারণ ?

মেহের। ঐ তোর দোষ। বেজায় নাছোড়বান্দা! পরক করে' দেখ্‌ছিস্ টের পেইছি কিনা ? টের পেইছিরে, টের পেইছি।

দৌলৎ। কি—

মেহের। উঃ, মোগল-সৈন্যগুলো কি ঘুমুচ্ছে।

দৌলৎ। বল্‌না।

মেহের। এখেন থেকে তাদের নাসিকাধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

দৌলৎ। আঃ বল্‌না।

মেহের। দূরে রাজপুত-সৈন্যদের মশালের আলো দেখ্‌ছিস্ ?

দৌলৎ। বল্‌বিনে, বল্‌বিনে, বল্‌বিনে ?

মেহের। বোধ হয় চৌকি দিচ্ছে।

দৌলৎ। যাঃ, শুন্তে চাইনে!

মেহের। না শোন্।

দৌলৎ। না যাও, শুন্তে চাইনে!

মেহের। আঃ শোন্ না।

দৌলৎ। না তোর বল্‌তে হবে না!

মেহের। আমি বল্‌বোই।

দৌলৎ। আমি শুন্‌বো না।

মেহের। তোর শুন্তেই হবে।

দৌলৎ মুখ ফিরাইয়া রহিল।

মেহের তাহার মুখ নিজের দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল।

মেহের। তবে শুন্‌বি নে?—তবে শুনিস্ নে।—আঃ [হাই তুলিয়া] ঘুম পাচ্ছে। ঘুমাইগে যাই।

দৌলৎ। কোথায় যাস্! বলে' যা।

মেহের। তুই ত এক্ষণি বল্‌ছিলি যে শুন্‌বি নে।

দৌলৎ। না, বল্! আমি পরক কর্চ্ছিলাম।

মেহের। হুঁ—আমিও পরক কর্চ্ছিলাম।

দৌলৎ। কি?

মেহের। যে যা অনুমান করেছি তা ঠিক কি না!—তা দেখ্‌লাম ঠিক্। উপন্যাসে যা যা লেখে, মিলে যাচ্ছে! রাত্রিতে ঘুম না হওয়া, লুকিয়ে লুকিয়ে ভাবা—তাকে পাবো কি না পাবো সে ভাবনার চেয়ে পাছে তা কেউ টের পায় এই ভাবনাই বেশী হওয়া—যেমন কেউ পিছলে পড়ে' গিয়ে আছাড় খেয়েই প্রথম ভাবনা যে কেউ দেখিনি ত। তা আমার কাছে গোপন করিস্ কেন?—আমি ত তোর শক্ত সিংহকে কেড়ে নিতে যাচ্ছি নে।

দৌলত মেহেরের মুখ চাপিয়া ধরিল।

মেহের দৌলতের হাত ছাড়াইয়া কহিলেন—"বল্, ঠিক রোগ ধরিছি কি না?—মুখ নীচু করে' রইলি যে।"

দৌলৎ। যাও!

মেহের। বেশ যাচ্ছি! বলিয়া গমনোদ্যত হইলেন।

দৌলৎ। যাচ্ছিস্ কোথায় ভাই!—শোন্।

মেহের ফিরিয়া কহিলেন—"কি!—যা বল্‌বি বল্‌না। চুপ করে' রইলি যে! ধরিছি কি না।"

দৌলৎ। হাঁ বোন্! এ কি নিতান্ত দুরাশা?

মেহের। আশা?—কিসের!—মুখটি ফুটে বল্‌তে পারিস্‌নে?

আচ্ছা সেটা না হয় উহ্যই থাকুক। দুরাশা কিসের? মোগলের সঙ্গে রাজপুতের বিবাহ—এই প্রথম নয়।

দৌলৎ। তিনি স্বীকার নন্!

মেহের। কেমন করে' জান্লি যে তিনি স্বীকার নন?

দৌলৎ। তিনি গর্ব্বী রাজপুত রাণা উদয়সিংহের পুত্র।

মেহের। তুইও গর্ব্বী মোগল-সম্রাট হুমায়ুনের দৌহিত্রী। তুইই বা কম যাচ্ছিস্ কৈ?

দৌলৎ। যদি সম্ভব হয়—তবে—তবে—

মেহের। 'একবার চেষ্টা করে' দেখ্‌লে হয়'—এই কথা ত! আচ্ছা ধর, সে ভারটা আমি নিলাম; যদিও—সে ভারটা আর কেউ নিলে ভাল হোত।

দৌলৎ। কেন ভাই?

মেহের। সে যাক্ মরুক্‌গে ছাই। আচ্ছা দেখি, ঘটকালি-বিদ্যাটা জানি কি না।

দৌলৎ। তোর কি বোধ হয় যে হবে?

মেহের। বোধ?—বোধ টোধ আমার কিছু হয় না! আমি জানি হবে। মেহের যে কাজে হাত দেয়, সে কাজ পূরো হাসিল না করে' ছাড়ে না। এতে আমার প্রাণ যায় তাও স্বীকার। আর সত্য কথা বল্‌তে—কি—ব্যাপারটাতে আমার একটু কৌতূহল গোড়াগুড়িই জন্মেছে।

দৌলৎ। কিসে?

মেহের। তোর আর শক্ত সিংহের প্রথম দেখা আমিই করিইছি। সে মিলন সম্পূর্ণ না কল্লে আমার কি রকম বেখাপ্পা ঠেক্‌ছে—কাঠামটা খাড়া করেছি, এখন মাটী দিয়ে গড়ে' না তুল্লে এতখানি পরিশ্রম বৃথা

যায়। আমি বলিছি মেহের যা করে' অৰ্দ্ধেক করে, ফেলে রাখে না, শেষ করে' তব ছাড়ে! এখন চল্ দেখি একটু শুইগে। রাত যে পুইয়ে এল।

দৌলৎ। চল্ ভাই তোকে আর কি বল্‌বো।

মেহের। কিছু বল্‌তে হবে না। যা আমি যাচ্ছি'!

দৌলৎ উন্নিসা চলিয়া গেলেন।

মেহের। ভগবান্! রক্ষা কর। দৌলৎ জানে না যে, দৌলৎ উন্নিসা যার অনুরাগিণী, দুর্ভাগ্যক্রমে আমিও তার অনুরাগিণী! যেন সে কথা সে ঘুণাক্ষরেও জান্তে না পারে। সে কথা যেন একা তুমিই জানো ভগবান্, আর আমিই জানি। ভগবান্, এই বর দেও, যেন দৌলৎ উন্নিসার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কৰ্ত্তে পারি। তা'হলেই আমার বাঞ্ছা পূর্ণ হবে। নিজের জন্য অন্য বর চাহি না। কেবল এই বর চাই, যে এই দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তিকে দমন কৰ্ত্তে পারি। সেই শক্তি দাও। আমার কোমল হৃদয়কে কঠিন কর। আমার উন্মুখ প্রেমকে পরের শুভেচ্ছায় পরিণত কর।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—হল্‌দিঘাট সমরক্ষেত্র। কাল—প্রভাত। প্রতাপ সিংহ ও সমবেত রাজপুত সর্দ্দারগণ।

প্রতাপ। বন্ধুগণ! আজ যুদ্ধ। এতদিন ধরে' যে শিক্ষার আয়োজন করেছি, আজ তার পরীক্ষা হবে।—বন্ধুগণ! জানি, মোগল-সৈন্যের

তুলনায় আমাদের সৈন্য মুষ্টিমেয়। হোক্ রাজপুত-সৈন্য অল্প; তাদের বাহুতে শক্তি আছে।—বল্‌তে লজ্জা হয়, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়, চক্ষে জল আসে, যে এ যুদ্ধে বিপক্ষ-শিবিরে আমার স্বদেশী রাজা, আমার ভ্রাতা, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। কিন্তু আমার শিবির শূন্য নহে। সালুম্ব্রাপতি, ঝালাপতি চণ্ড ও পুত্তের সন্ততিগণ এ যুদ্ধে আমাদেব দিকে। আর এ যুদ্ধে আমাদের দিকে ন্যায়, আমাদের দিকে ধর্ম্ম, আমাদের দিকে রাজপুতগণের কুল-দেবতারা। যুদ্ধে জয় হোক্, পবাজয় হোক্, সে নিয়তিব হস্তে। আমরা যুদ্ধ কর্ব্ব। এমন যুদ্ধ কর্ব্ব, যা মোগলেব হৃদয়ে বহুশতাব্দী অঙ্কিত থাকবে; এমন যুদ্ধ কর্ব্ব, যা ইতিহাসেব পৃষ্ঠায় স্বর্ণ-অক্ষবে লিখিত হবে; এমন যুদ্ধ কর্ব্ব, যা মোগল-সিংহাসনখানি বিকম্পিত কর্ব্বে!—মনে রেখো বন্ধুগণ! যে আমাদেব বিপক্ষ বাজা অপব কেহ নহেন, স্বয়ং সম্রাট্‌ আকবব—যাঁর পুত্র আজ সমবাঙ্গনে, যাঁর সেনাপতি মানসিংহ স্বয়ং এ যুদ্ধে উপস্থিত! এ শত্রুর উপযুক্ত যুদ্ধই কর্ব্ব!

সকলে। জয় রাণা প্রতাপ সিংহেব জয়।

প্রতাপ। বাম সিং! জয় সিং! মনে রেখো যে তোমরা বেদ্‌নোর পতি জয়মলের পুত্র—চিতোররক্ষায় আকববেব গুপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রে যে জয়মল নিহত হয়। সংগ্রাম সিং! শিশোদীয় বীরপুত্তের বংশে তোমার জন্ম—ষোড়শবর্ষীয় যে বীর স্বীয় মাতা ও স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে সে চিতোর অবরোধে যুদ্ধ করেছিল। দেখো যেন তাদের অপমান না হয়। সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দ সিং! চন্দাওৎ রোহিদাস! ঝালাপতি মানা! তোমাদেরও পূর্ব্বপুরুষগণ স্বাধীনতাব যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। মনে থাকে যেন, আজ আবার সেই স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ। তাঁদের কীর্ত্তি স্মরণ করে' এ সমবানলে ঝাঁপ দেও।—বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

"জয় রাণা প্রতাপ সিংহের জয়" বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল।

দূরে শিঙ্গা বাজিল। দামামা বাজিল।

দৃশ্যান্তর (১)

স্থান—হল্‌দিঘাট সমরক্ষেত্র। কাল—প্রভাত। সেলিম ও মহাবৎ।

মহাবৎ। কুমার, প্রতাপ সিংহকে চিন্তে পার্চ্ছেন?

সেলিম। না।

মহাবৎ। ঐ যে দেখ্‌ছেন লোহিত ধ্বজা, তারি নীচে।—তেজস্বী নীল ঘোটকের পৃষ্ঠে—উচ্চ শির, প্রসারিত বক্ষ, হস্তে উন্মুক্ত কৃপাণ—প্রভাত সূর্য্যকিরণকে যেন কেটে শতধা দীর্ণ কচ্ছে; পার্শ্বে শাণিত ভল্ল!—ঐ প্রতাপ।

সেলিম। আর ও কে, প্রতাপ সিংহের ঠিক দক্ষিণ দিকে?

মহাবৎ। ঝালাপতি মানা।

সেলিম। আর বামে?

মহাবৎ। সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দ সিংহ!

সেলিম। কি বিশ্বাস ওদের মুখে! কি দৃঢ়তা ওদের ভঙ্গিমায়, ওরা আমাদের আক্রমণ কর্ত্তে আস্‌ছে। ধিক্ মোগল-সৈন্যদের! তা'রা এখনও প্রস্তরখণ্ডের মত নিশ্চল! আক্রমণ কর।

মহাবৎ। সেনাপতি মানসিংহের হুকুম আক্রমণ প্রতীক্ষা করা।

সেলিম। বিমূঢ়তা।—আমি বিপক্ষকে আক্রমণ কর্ব্ব।

মহাবৎ। যুবরাজ, মানসিংহের আজ্ঞা অন্যরূপ।

সেলিম। মানসিংহের আজ্ঞা!—মানসিংহের আজ্ঞা আমার জন্য নয়। ডাক আমার পঞ্চসহস্র পার্শ্বরক্ষক। আমি শত্রুকে আক্রমণ কর্ব্ব।

মহাবৎ। কুমার! জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিবেন না!

সেলিম। মহাবৎ তুমিও আমার অবাধ্য! যাও, এক্ষণেই যাও।

মহাবৎ। যে আজ্ঞা যুবরাজ।—বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেলিম। মানসিংহেব স্পর্দ্ধা যে সৈন্যাধ্যক্ষদিগের মধ্যে সংক্রামক হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। একজন সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষেব যে ক্ষমতা, আমার সে ক্ষমতাও নাই। কেহই আমাকে মান্‌তে চায় না।—গর্ব্বিত মানসিংহ! তোমাব শিব বড় উচ্চে উঠেছে। এ যুদ্ধ অবসান হোক্‌। তোমাব এই স্পর্দ্ধা চূর্ণ কর্ব্ব।—বলিয়া প্রস্থান কবিলেন।

দৃশ্যান্তব (২)

স্থান—হল্‌দিঘাট সমবাঙ্গন। কাল—অপরাহ্ণ। অশ্বারূঢ় সশস্ত্র প্রতাপ ও সর্দ্দাবগণ।

প্রতাপ। কৈ? মানসিংহ কৈ?

মানা। মানসিংহ নিজেব শিবিরে—প্রভু উষ্ণীষ আমায় দিন।

প্রতাপ। কেন মানা?

মানা। ঐ উষ্ণীষ দেখে সকলেই আপনাকে বাণা বলে' জান্তে পার্চ্ছে।

প্রতাপ। ক্ষতি কি?

মানা। শত্রুদল আপনাকে চিন্তে পেবে আপনাব দিকেই ধেয়ে আস্‌ছে।

প্রতাপ। আসুক! প্রতাপ সিংহ লুক্কায়িত হয়ে যুদ্ধ কর্ত্তে চায় না। সেলিম জানুক, মানসিংহ জানুক, মহাবৎ জানুক—যে আমি প্রতাপ সিংহ! সাধ্য হয়, সাহস হয়, আসুক আমাব সঙ্গে যুদ্ধে।

মানা। বাণা—

প্রতাপ। চুপ কর মানা। ঐ সেলিম না?

বোহিদাস। হাঁ বাণা।

উন্মুক্ত তরবাবি হস্তে সেলিম প্রবেশ কবিলেন।

সেলিম। তুমি প্রতাপ সিংহ?

প্রতাপ। আমি প্রতাপ সিংহ।

সেলিম। আমি সেলিম!—যুদ্ধ কর।

প্রতাপ। তুমি সাহসী বটে সেলিম!—যুদ্ধ কর!

উভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন,—সেলিম হঠিয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে মহাবৎ পিছন হইতে আসিয়া সসৈন্যে প্রতাপকে আক্রমণ করিলেন ও সেলিম যুদ্ধাঙ্গন হইতে অপসৃত হইলেন।

"কে কুলাঙ্গার মহাবৎ?"—এই বলিয়া প্রতাপ চক্ষু ঢাকিলেন।

"হাঁ প্রতাপ!"—এই বলিয়া মহাবৎ প্রতাপকে সসৈন্যে আক্রমণ করিলেন। ইত্যবসরে আর একদল সৈন্য আসিয়া পিছনদিক হইতে প্রতাপকে আক্রমণ করিল। প্রতাপ ক্ষত বিক্ষত হইলেন, এমন সময় মানা প্রতাপকে রক্ষা করিতে গিয়া অস্ত্রাহত হইয়া ভূপতিত হইলেন।

মানা। রাণা, আমি সাংঘাতিক আহত।

প্রতাপ। মানা ভূপতিত?

মানা। আমি মরি ক্ষতি নাই। আপনি ফিরে যান রাণা। শত্রু এখানে দলে দলে আস্‌ছে, আর রক্ষা নাই।

প্রতাপ। তুমি মর্ত্তে জানো মানা, আমি মর্ত্তে জানি না? আসুক্ শত্রু।

মহাবতের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রতাপ সিংহ সহসা স্খলিতপদে এক মৃতদেহের উপর পড়িয়া গেলেন। মহাবৎ খাঁ প্রতাপ সিংহের মুণ্ডচ্ছেদ করিতে উদ্যত, এমন সময়ে সসৈন্যে গোবিন্দ সিংহ প্রবেশ করিলেন।

মানা। গোবিন্দ সিংহ! রাণাকে রক্ষা কর।

গোবিন্দ সিংহ মহাবৎকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধ করিতে করিতে উভয় সৈন্য সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মানা। রাণা! আর আশা নাই, আমাদের সৈন্য প্রায় নির্ম্মূল, ফিরে যান!

প্রতাপ। কখন না। যুদ্ধ কর্ব্ব। যতক্ষণ প্রাণ আছে, পলায়ন কর্ব্ব না।—উঠিয়া কহিলেন—"দাও তরবারি।"

মানা। এখনো যান। বিপক্ষ শত্রুর বিরাট তরঙ্গ আস্‌ছে।

প্রতাপ। আসুক! তরবারি কৈ?—পরে প্রতাপ তরবারি গ্রহণ করিয়া "অশ্ব কৈ?" এই বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মানা। হায় রাণা, কার সাধ্য এ মোগলসেনানীবন্যার গতিরোধ করে! রাণার মৃত্যু সুনিশ্চিত। মা কালী—তোমার মনে এই ছিল।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—শক্ত সিংহের শিবির। কাল—সন্ধ্যা।

একাকী শক্ত।

শক্ত। যুদ্ধ বেধেছে! বিপুল—বিরাট যুদ্ধ! ঘন ঘন কামানের গর্জ্জন!—উন্মত্ত সৈন্যদের প্রলয়চীৎকার! অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহিত, যুদ্ধডঙ্কার উচ্চ নিনাদ, মরণোন্মুখের আর্ত্তধ্বনি! যুদ্ধ বেধেছে! এক দিকে অগণ্য মোগল-সেনানী আর এক দিকে বিংশতি সহস্র রাজপুত, এক দিকে কামান, আর এক দিকে শুদ্ধ ভল্ল আর তরবারি।—কি অসমসাহসিক প্রতাপ! ধন্য প্রতাপ! আজ আমি স্বচক্ষে তোমার অদ্ভুত বীরত্ব দেখেছি! আমার ভাই বটে। আজ স্নেহাশ্রুজলে আমার চক্ষু ভরে' আস্‌ছে। আজ তোমার পদতলে ভক্তিতে ও গর্ব্বে লুণ্ঠিত হতে ইচ্ছা হচ্ছে।—প্রতাপ! প্রতাপ! আজ প্রতি মোগলসৈন্যাধ্যক্ষের মুখে

তোমার বীরত্বকাহিনী শুন্‌ছি, আর গর্ব্বে আমার বক্ষ স্ফীত হচ্ছে। সে প্রতাপ রাজপুত, সে প্রতাপ আমার ভাই।—আজ এই সুন্দর মেবার-রাজ্য মোগল সৈন্যদ্বারা প্লাবিত, দলিত, বিধ্বস্ত দেখ্‌ছি, আর ধিক্কারে আমার মাথা নুইয়ে পড়্‌ছে। আমিই এই মোগলবাহিনী এই চির-পরিচিত সুন্দর রাজ্যে টেনে এনেছি।

এই সময়ে শিবিরে মহাবৎ খাঁ প্রবেশ করিলেন।

শক্ত। কি মহাবৎ খাঁ! যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ কি?

মহাবৎ। এ উত্তম প্রশ্ন শক্ত সিংহ! এ যুদ্ধের সময় যখন প্রত্যেক সেনানী যুদ্ধক্ষেত্রে, তখন তুমি নির্ব্বিবাদে কুশলে নিজের শিবিরে বসে'? এই তোমার ক্ষত্রিয়-বীরত্ব?

শক্ত। মহাবৎ! আমার কার্য্যের জন্য তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহি। আমি স্বেচ্ছায় যুদ্ধে এসেছি। কারো ভৃত্য নহি।

মহাবৎ। ভৃত্য নহ! এত দিন তবে মোগলের সভায় চাটুকার সভাসদ্ মাত্র ছিলে?

শক্ত। মহাবৎ খাঁ! সাবধানে কথা কহ।

মহাবৎ। কি জন্য শক্ত সিংহ?

শক্ত। আমার মানসিক অবস্থা বড় শান্ত নয়! নহিলে যুদ্ধের সময় শক্ত সিংহ শিবিরে বসে' থাকৃত না।

মহাবৎ। আর আস্ফালনে কাজ নাই! তুমি বীর যা, তা বোঝা গেছে।

শক্ত। আমি বীর কিনা একবার স্বহস্তে পরীক্ষা কর্ব্বে বিধর্ম্মী?—

এই বলিয়া শক্তসিংহ তরবারি নিষ্কাসন করিলেন।

মহাবৎও "প্রস্তুত আছি কাফের" বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে তরবারি নিষ্কাসন করিলেন।

ঠিক এই সময়ে নেপথ্য হইতে শ্রুত হইল—"প্রতাপ সিংহের পশ্চাদ্ধাবন কর! তা'র মুণ্ড চাই।"

শক্ত। এ কি! সেলিমের গলা নয়? প্রতাপ সিংহ পলায়িত? তার বধের জন্য মোগল তার পিছে ছুটেছে? আমি এক্ষণেই আস্‌ছি মহাবৎ! আমার অশ্ব?—এই বলিয়া শক্ত সিংহ অতি দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন।

মহাবৎ। অদ্ভুত আচরণ! শক্ত সিংহ নিশ্চয়ই প্রতাপ সিংহের রক্ত নিতে ছুটেছে! কি বিধিনির্ব্বন্ধ! প্রতাপ সিংহ আপন ভ্রাতুষ্পুত্রেরই তরবারির আঘাতে ভূপতিত! আর প্রতাপ সিংহের আপন ভাই-ই ছুটেছে প্রতাপের শেষ-রক্তে নিজের তরবারি রঞ্জিত কর্ত্তে!—এই বলিয়া মহাবৎ খাঁ চিন্তিতভাবে সে শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

নবম দৃশ্য

স্থান—হল্‌দিঘাট, নির্ঝরতীর। কাল—সন্ধ্যা। মৃতঘোটকোপরি মস্তক রাখিয়া প্রতাপ ভূশায়িত।

প্রতাপ। সব শেষ। তিন দিনের মধ্যে সব শেষ। আমার পনর হাজার সৈন্য ধরাশায়ী। আমার প্রিয় ঘোটক চৈতক নিহত। আর আমি নদীর তীরে শোণিতক্ষরণে দুর্ব্বল, ভূপতিত। আমাকে এখানে কে নিয়ে এসেছে? আমার চিরসঙ্গী বিশ্বাসী অশ্ব চৈতক। আমার বিপদ দেখে সে পালিয়েছে, আমার সংযতরশ্মি সত্ত্বেও, বাধা, বিপত্তি, নিষেধ, না মেনে পালিয়ে এসেছে। নিজের প্রাণ রক্ষার্থে নয়—সে ত নিজে প্রাণ দিয়েছে;—আমার প্রাণ রক্ষার্থে। পিছনে পিছনে কে যেন

পরিচিত স্বরে ডাকলে "হো নীল ঘোড়েকা সওয়ার! খাড়া হো।" ভেবেছে আমি পালাচ্ছি!—চৈতক! প্রভুভক্ত চৈতক! কেন তুমি পালিয়ে এলে! যুদ্ধক্ষেত্রে না হয় দুজনেই একত্রে মর্ত্তাম! শত্রুরা হাস্‌ছে, বল্‌ছে প্রতাপ সিংহ যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পালিয়েছে। চৈতক! মর্ব্বার পূর্ব্বে জীবনে একবার কেন তুই এমন অবাধ্য হলি! লজ্জায় আমি মরে' যাচ্ছি। আমার মাথা ঘুর্চ্ছে।

এই সময়ে সশস্ত্র খোরাসান ও মুলতানপতি প্রবেশ করিল।

খোরাসান। এই যে এখানে প্রতাপ।

মুলতান। মরে' গিয়েছে।

প্রতাপ উঠিয়া কহিলেন—"মরিনি এখনও! যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নি। অসি বা'র কর।"

মুলতান। আলবৎ।

খোরাসান। আলবৎ, যুদ্ধ কর।

প্রতাপ সিংহ খোরাসানের ও মুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। নিকটে কাহার স্বর নেপথ্যে শ্রুত হইল "হো নীল ঘোড়েকা সওয়ার! খাড়া হো।"

প্রতাপ। আরো আস্‌ছে। আর আশা নাই।

মুলতান। আত্ম সমর্পণ কর। তলওয়ার দাও।

প্রতাপ। পারো ত কেড়ে নেও।

পুনরায় যুদ্ধ হইল ও প্রতাপ মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। এমন সময়ে যুদ্ধাঙ্গনে শক্ত সিংহ প্রবেশ করিলেন।

শক্ত। ক্ষান্ত হও।

খোরাসান। আর এক কাফের।

মুলতান। মারো একে।

"তবে মর।"—এই বলিয়া শক্ত সিংহ প্রচণ্ড বেগে খোরাসান ও মুলতানপতিকে আক্রমণ করিলেন ও উভয়কে ভূপাতিত করিলেন।

শক্ত। আর ভয় নাই! এখন প্রতাপ সিংহ এক রকম নিরাপদ।—দাদা! দাদা!—অসাড়!—ঝর্ণার জল নিয়ে আসি।—এই বলিয়া শক্ত জল লইয়া আসিয়া প্রতাপ সিংহের মস্তকে সিঞ্চন করিয়া পুনরায় ডাকিলেন—"দাদা! দাদা! দাদা!"

প্রতাপ। কে? শক্ত!

শক্ত। মেবার-সূর্য্য অস্ত যায় নাই।—দাদা!

প্রতাপ। শক্ত! আমি তবে তোমার হস্তে বন্দী! আমায় শৃঙ্খল দিয়ে মোগল-সভায় বেঁধে নিয়ে যেও না, শক্ত! আমাকে মেরে ফেলে তার পরে আমার ছিন্ন-মুণ্ড নিয়ে গিয়ে তোমার মুনিব আকবরকে উপহার দিও! শুদ্ধ জীবিতাবস্থায় বেঁধে নিয়ে যেও না। আমার বড় ইচ্ছা ছিল, যে সমরক্ষেত্রে যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে প্রাণত্যাগ কর্ব্ব! কিন্তু ঠিক্ সেই সময়ে আমার অশ্ব চৈতক রশ্মি-সংযম না মেনে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে এসেছে! তা'কে কোনরূপেই ফেরাতে পার্লাম না। যদি সমরে মর্ব্বার গৌরব হ'তে বঞ্চিত হয়েছি, আমাকে বন্দী ক'রে সে লজ্জা আর বাড়িও না। আমাকে বধ কর। শক্ত! ভাই—না, ভাই বলে' ডেকে তোমার করুণা জাগাতে চাইনে। আজ তুমি জয়ী, আমি বিজিত। তুমি চক্রের উপরে, আমি নীচে। তুমি দাঁড়িয়ে, আমি তোমার পায়ের তলে পড়ে'! আমি হঠেছি। আর কিছুই চাই না, আমাকে বেঁধে নিয়ে যেও না! আমাকে বধ কর। যদি কখন তোমার কোন উপকার করে' থাকি, বিনিময়ে আমার এ মিনতি, সামান্য ভিক্ষা, এ শেষ অনুরোধ রাখো। বেঁধে নিয়ে যেয়ো না,—বধ কর। এই প্রসারিত-বক্ষে তোমার তরবারি হান।

শক্ত তরবারি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"তোমার ঐ প্রসারিত-বক্ষে আমাকে স্থান দেও, দাদা।"

প্রতাপ। তবে তুমিই কি শক্ত এখন এই মোগল-সৈনিকদ্বয়ের হাত থেকে আমার প্রাণ রক্ষা করেছো ?

শক্ত। বীরের আদর্শ, স্বদেশের রক্ষক, রাজপুতকুলের গৌরব, প্রতাপকে ঘাতকের হস্তে মর্ত্তে দিতে পারি না। তুমি কত বড়, এত দিন তা বুঝিনি। একদিন ভেবেছিলাম, তোমার চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠ। তাই পরীক্ষা কর্ব্বার জন্য সে দিন দ্বন্দ্বযুদ্ধ করি মনে আছে ? কিন্তু আজ এই যুদ্ধে বুঝেছি যে, তুমি মহৎ, আমি ক্ষুদ্র ; তুমি বীর আর আমি কাপুরুষ। নীচ প্রতিশোধ নিতে গিয়ে জন্মভূমির সর্ব্বনাশ করেছি ! কিন্তু যখন তোমাকে রক্ষা কর্ত্তে পেরেছি, তখন এখনও মেবারের আশা আছে। রাজপুতকুলপ্রদীপ ! বীরকেশরী ! পুরুষোত্তম ! আমাকে ক্ষমা কর।

প্রতাপ। ভাই, ভাই !

ভ্রাতৃদ্বয় আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন।

[যবনিকা পতন]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—সেলিমের কক্ষ। কাল—প্রাহ্ণ। সশস্ত্র ক্রুদ্ধ সেলিম উপবিষ্ট; সম্মুখে শক্ত সিংহ দণ্ডায়মান। সেলিমের পার্শ্বে অম্বর, মাড়বার, চান্দেরী-পতি ও পৃথ্বীরাজ শক্তের প্রতি চাহিয়া চিত্রার্পিতবৎ দণ্ডায়মান।

সেলিম। শক্ত সিংহ! সত্য বল! প্রতাপ সিংহের নিরাপদে পলায়নের জন্য কে দায়ী?

শক্ত। কে দায়ী?—সেলিম!—তোমার বিশেষণপ্রয়োগ সমুচিতই হয়েছে! প্রতাপ সিংহ যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে স্বেচ্ছায় পলায়ন করেন নি! এ অপবাদের জন্য তিনি দায়ী নহেন।

অম্বর। স্পষ্ট জবাব দাও! তাঁর পলায়নের জন্য কে দায়ী?

শক্ত। পলায়নের জন্য দায়ী তার ঘোটক চৈতক।

পৃথ্বীরাজ কাসিলেন।

সেলিম। তুমি তাঁর পলায়নের কোন সহায়তা করেছিলে কি না?

শক্ত। আমি প্রতাপের পলায়নে কোন সহায়তা করি নাই।

বিকানীর। খোরাসানী ও মুলতানী তবে কিসে মরে?

শক্ত। তলোয়ারের ঘায়ে।

পৃথ্বীরাজ হাস্য-সংবরণ করিবার অভিপ্রায়ে পুনর্ব্বার কাসিলেন।

অম্বর। শক্ত সিংহ! এখানে তোমাকে ব্যঙ্গ পরিহাস কর্ব্বার জন্য ডাকা হয় নি। এ বিচারালয়।

শক্ত। বলেন কি মহারাজ! আমি ভেবেছিলাম এটা বাসরঘর। আমি বিয়ের বর, সেলিম বিয়ের কনে, আর আপনারা সব শ্যালিকা-সম্প্রদায়।

পৃথ্বীরাজ এবার হাস্য-সংবরণ করিতে পারিলেন না।

সেলিম। শক্ত! সোজা উত্তর দাও।

শক্ত। যুবরাজ! প্রশ্ন কর্ত্তে হয় তুমি কর; সোজা উত্তর দেবো। এই সব পরভুক্ রাজপারিষদের প্রশ্নে আমার গায়ে জ্বর আসে!

সেলিম। উত্তম! উত্তর দাও! মোগল-সৈন্যাধ্যক্ষ খোরাসানী আর মুলতানীকে কে বধ করেছে?

শক্ত। আমি।

চান্দেরী। তা আমি পূর্ব্বেই অনুমান করেছিলাম।

শক্ত। বাঃ, আপনার অনুমানশক্তি কি প্রখর!

পৃথ্বীরাজ মাড়বারের প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

সেলিম। তুমি তাদের কেন বধ করেছো?

শক্ত। আমার ক্লান্ত মূর্চ্ছিত ভাই প্রতাপকে অন্যায় হত্যা হ'তে রক্ষা কর্ব্বার জন্য!

অম্বর। তবে তুমিই এ কাজ করেছো? কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক, ভীরু!

পৃথ্বীরাজ পুনর্ব্বার কাসিলেন।

শক্ত। জয়পুরাধিপতি! আমি বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারি, কৃতঘ্ন হ'তে পারি, কিন্তু ভীরু নই! দুজন পাঠান মিলে এক যুদ্ধশ্রান্ত ধরাশায়ী শত্রুকে বধ কর্ত্তে উদ্যত; আমি একাকী দুজনের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ করে' তাদের বধ করেছি—হত্যা করি নাই।

সেলিম। তবে তুমি বিশ্বাসঘাতকের কাজ করেছ স্বীকার কর্চ্ছ!

শক্ত। হাঁ কর্চ্ছি। এতে কি আশ্চর্য্য হচ্চ যুবরাজ! আমি বিশ্বাসঘাতক, বিশ্বাসঘাতকের কাজ কর্ব্ব না? আমি এর পূর্ব্বে স্বদেশের বিরুদ্ধে, স্বধর্ম্মের বিরুদ্ধে, স্বীয় ভাইয়ের বিরুদ্ধে, মোগলের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম। এ না হয় আর একটা বিশ্বাস-ঘাতকতার কাজ কল্লাম! আমাকে কি সম্রাট্ বিশ্বাসঘাতক জেনে প্রশ্রয় দেননি? অন্যায়-যুদ্ধে একবার না হয় প্রতাপকে মার্ব্বার জন্য বিশ্বাসঘাতক হয়েছিলাম; এবার না হয় তাকে অন্যায় হত্যা হতে রক্ষা কর্ত্তে বিশ্বাস-ঘাতক হয়েছি।—আর যে প্রতাপ আমার আপন ভাই, আর সে ভাই এমন ভাই, যে হীনাস্ত্র হ'য়ে চতুর্গুণ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

পৃথ্বীরাজ ঘাড় নাড়িলেন—তাহার অর্থ প্রতাপের বৃথা চেষ্টা।

মাড়বারপতি নির্ব্বিকারভাবে চান্দেরীপতির সহিত গুপ্ত কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

অম্বর। যে প্রতাপ সিংহ পর্ব্বত-দস্যু রাজবিদ্রোহী!

শক্ত। প্রতাপ সিংহ বিদ্রোহী, আর তুমি দেশহিতৈষী বটে, ভগবানদাস!

সেলিম। তুমি কি বল্‌তে চাও যে প্রতাপ বিদ্রোহী নয়?

শক্ত। প্রতাপ বিদ্রোহী! আর আকবরসাহ 'চিতোরের ন্যায্য অধিকারী! কিংবা তা হতেও পারে।

পৃথ্বীরাজ অসম্মতিপ্রকাশক শিরঃসঞ্চালন করিলেন।

সেলিম। তুমি তবে সম্রাট্‌কে কি বল্‌তে চাও?

শক্ত। আমি বল্‌তে চাই যে, সম্রাট্ ভারতের সর্ব্বপ্রধান ডাকাত! তফাৎ এই যে, ডাকাত স্বর্ণ রৌপ্য লুঠ করে, আর আকবর রাজ্য লুঠ করেন।

পৃথ্বীরাজ নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিলেন।

সেলিম। হুঁ—প্রহরী! শক্ত সিংহকে বন্দী কর।

প্রহরিগণ তাহাকে বন্দী করিল।

সেলিম। শক্ত সিংহ, বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি কি জানো?

শক্ত। না হয়, মৃত্যু। মরার বাড়া ত আর গাল নাই! আমি ক্ষত্রিয়, মৃত্যুকে ডরাইনে। যদি ডরাতাম, তাহলে মিথ্যা বল্‌তাম, সত্য বল্‌তাম না। যদি সে ভয়ে ভীত হতাম ত, স্বেচ্ছায় মোগল-শিবিরে ফিরে আস্‌তাম না। যখন সত্য কথা বল্‌তে ফিরে এসেছিলাম, তখন এ মনে করে' ফিরে আসিনি যে, সত্য বলে' মোগলের কাছে অব্যাহতি পাবো!—মোগলেব সঙ্গে অনেক দিন মিশেছি, মোগলকে বেশ চিনেছি। তোমার পিতা আকবরকে বেশ চিনেছি। তিনি এক কূট, বিবেকহীন, কপট, রাজনৈতিক। তোমাকে চিনেছি—তুমি এক নির্ব্বোধ, অনক্ষর বিদ্বেষপরায়ণ রক্তপিপাসু পিশাচ।

পৃথ্বীরাজ কারুণ্যব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ করিলেন।

সেলিম। আর তুমি গৃহ-প্রতাড়িত, মোগলের উচ্ছিষ্টভোজী, নেমকহারাম কুক্কুর।—চোখ রাঙাচ্ছ কি! বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু বটে, কিন্তু তার পূর্ব্বে এই পদাঘাত!—[পদাঘাত করিলেন]—কারাগারে নিয়ে যাও! কাল একে কুকুর দিয়ে খাওয়াব!—এই বলিয়া সেলিম প্রস্থান করিলেন।

শক্ত। একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে কেউ খুলে দাও; এক মুহূর্ত্তের জন্য। তার পর যে শাস্তি হয় দিও।

পৃথ্বীরাজ হতাশব্যঞ্জক অঙ্গ-ভঙ্গী করিলেন। প্রহরিগণ যুধ্যমান শক্তকে লইয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—দৌলৎ উন্নিসার কক্ষ। কাল—প্রাহ্ণ। মেহের ও দৌলৎ সেখানে দণ্ডায়মান। মেহের বেড়াইয়া বেড়াইয়া গাহিতেছিলেন।

বাঁরোয়া—ভরতঙ্গা।

প্রেম যে মাখা বিষে, জানিতাম কি তায়।
তা হ'লে কি পান করি' মরি যাতনায়!
প্রেমের সুখ যে সখি পলকে ফুরায়;
প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল রয়।
প্রেমের কুসুম সে ত পরশে শুকায়;
প্রেমের কণ্টকজ্বালা ঘুচিবার নয়।

দৌলৎ মেহেরকে ধাক্কা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলনা কি হয়েছে।"

মেহের। গুরুতর!—'প্রেমের সুখ যে সখি'।—

দৌলৎ। কি গুরুতর?

মেহের। বিশেষ গুরুতর।—'পলকে ফুরায়'।

দৌলৎ। কি রকম বিশেষ গুরুতর?

মেহের। ভয়ঙ্কর রকম বিশেষ গুরুতর। 'প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল রয়!"

দৌলৎ। যাঃ আমি শুন্‌তে চাইনে!

মেহের। আরে শোন্ না!—

দৌলৎ। না, আমি শুন্তে চাইনে।

মেহের। তবে শুনিস্ না।—তা শক্ত সিং কি কর্ব্বে বল।

দৌলৎ উন্নিসা উৎসুকভাবে চাহিলেন।

মেহের। কি কর্ব্বে বল। ভাইকে রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে নিজে প্রাণ হারাল।

দৌলৎ। মেহের!—

মেহের। সেলিম অবশ্য উচিত কাজই করেছে—বিদ্রোহীর প্রাণদণ্ড দিয়েছে। তার আর অপরাধ কি!

দৌলৎ। মেহের কি বল্‌ছিস্।

মেহের। কি আর বল্‌বো! লড়াই ফতে করে' এনেছিলাম, এমন সময়ে সেলিম ব'ড়ের কিস্তি দিয়ে মাৎ করে' দিলে।

দৌলৎ। সেলিম কি তবে শক্ত সিংহের প্রাণবধের আজ্ঞা দিয়েছে।

মেহের। সোজা গদ্যের ভাষায় মানেটা ঐ রকমই দাঁড়ায় বটে।

দৌলৎ। না, তামাসা।

মেহের। ভালো! তামাসা! কিন্তু শক্ত সিংহের কাছে বোধ হয় সেটা তত তামাসার মত ঠেক্‌ছে না। হাজার হোক পৈতৃক প্রাণ ত।

দৌলৎ। সেলিম শক্তের প্রাণদণ্ড দিয়েছেন কি হিসাবে?

মেহের। খরচের হিসাবে! সেলিম বেশ বিবেচনা করে' দেখ্‌লেন যে, বিধাতা যখন শক্ত সিংহকে তৈরী করেছিলেন, তখন একটু ভুল করেছিলেন!

দৌলৎ। সে কি রকম?

মেহের। এই, হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব যথাস্থানেই বসিয়েছিলেন, তবে সেলিম দেখ্‌লেন যে শক্তের ঘাড়টার উপর মাথাটা ঠিক বসেনি। তাই তিনি এ বেমানান মাথাটা সরিয়ে দিয়ে বিধির ভুলটা শোধ্‌রাবার

ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, শক্ত সিংহ তাতে কোন রকম প্রতিবাদ কল্লে না—

দৌলৎ। কিসের প্রতিবাদ!

মেহের। প্রতিবাদ নয়! মানান হোক বেমানান হোক, একটা মাথা জন্মাবার সময় ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল! অন্যের সে বিষয়ে আপত্তি গ্রাহ্যই হ'তে পারে না। আর একজন এসে যদি আমার মাথা ও ঘাড়ের চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়, সেটাই বা দেখ্‌তে কি রকম! দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ চেয়ে দেখি আমার মাথাটা পায়ের তলায় পড়ে'। দেখেই চক্ষুঃ স্থির আর কি!—কি! তুই যে চাখড়ির মত সাদা হয়ে গেলি!

দৌলৎ। মেহের! বোন্! তুই তাঁকে রক্ষা কর। জানিস্ বোন্! তাঁর যদি প্রাণদণ্ড হয়, তা হ'লে এক দিনও বাঁচ্‌বো না। আমি শপথ কর্চ্ছি যে তাঁর প্রাণদণ্ড হ'লে আমি বিষ খেয়ে প্রাণত্যাগ কর্ব্ব।

মেহের। প্রাণত্যাগ কর্ব্বি ত কর্ব্বি! তার আর অত জাঁক কেন! ঈঃ! তোর আগে অনেক লোক ওরকম প্রেমের জন্য প্রাণত্যাগ করেছে—অবশ্য যদি উপন্যাসগুলো বিশ্বাস করা যায়। আমার ত বিশ্বাস যে আত্মহত্যা করাতে এমন একটা বিশেষ বাহাদুরি কিছুই নাই, যা'তে সেটা রটিয়ে বেড়ানো যায়,—বিশেষ কর্ব্বার আগে! আত্মহত্যা ত কর্ব্বিই! সে ত অনেকেই করে' থাকে।

দৌলৎ। তবে কি কোনও উপায় নেই।

মেহের গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"ওর এক উপায় হচ্ছে আত্মহত্যা করা। তা ত তুই কর্ব্বিই। আর ত কোনই উপায় নেই। ওর উপায় এক আত্মহত্যা করা—তবে দেখ দৌলৎ! যদি আত্মহত্যা করিস্ই, তা'হলে এমন ভাবে করিস্, যাতে একটা নাম থেকে যায়।"

দৌলৎ। সে কিরকম ?

মেহের। এই, তুই তোর নিজের কার্পেটমোড়া কামরায় মখমলমোড়া গদিতে হেলান দিয়ে বস্। সাম্‌নে একখানা জরির কাজকরা কাপড়ে ঢাকা তেপায়ার উপর একটা রূপোর পেয়ালা—সেটা বেনারসি কাজ করা। তাতে একটু বিষ—বুঝিছিস্? তাকে তোর স্বর্ণালঙ্কৃত শুভ্র করে ধরে' একটা বেশ স্বগত কবিতা আওড়া। তারপর বিষপাত্রটা বিম্বাধরে ঠেকা! একটুমাত্র ঠেকাবি,—যাতে চিবুকটা উঁচু কর্ত্তে না হয়। তারপর একটা বীণা নিয়ে হেলে বসে' এই রকম করে' শক্ত সিংহকে উদ্দেশ করে একটা গান গাইবি—রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ—তাল মধ্যমান। তার পরে মরে' যা, সেই ভাবেই—ঢং বদ্‌লাস্ নে'। তা হলে তোর একটা নাম থেকে যাবে; ছবি বেরোবে; ভবিষ্যতে নাটক লিখ্‌বার একটা বিষয় হবে।

দৌলৎ। মেহের! তুই তামাসা কর্ব্বার কি আর সময় পেলিনে!

মেহের। তামাসা কর্‌বার এর চেয়ে সুবিধা কখন হবে না। দুজনার একবার মাত্র দেখা হোল—কুঞ্জে নয়, যমুনাপুলিনে নয়, চন্দ্রালোকে বক্ষরস হ্রদে নৌকা বক্ষে নয়—দেখা হোল শিবিরে—যুদ্ধক্ষেত্রে—অত্যন্ত গদ্যময় অবস্থায় বল্‌তে হবে! তাও নিভৃতে নয়, আর একজনের সম্মুখে, এমন কি, সেই দেখাটা করিয়ে দিলে। হঠাৎ চক্ষে চক্ষে সম্মিলন, আর অমনি প্রেম;—একেবারে না দেখ্‌লে প্রাণ যায়, পৃথিবী মরুভূমি ঠেকে—আর তা'র বিহনে আত্মহত্যা কর্ত্তে হয়।—এতেও যদি তামাসা না করি ত কিসে কর্ব্ব!

দৌলৎ। মেহের! সত্যই কি এর উপায় নাই! তুই কি কিছুই কর্ত্তে পাবিস্ নে? সেলিমের কাছে গিয়ে তার প্রাণ ভিক্ষা চাইলে কি পাওয়া যায় না?

মেহের। উঁহুঃ!—তবে তুই এক কাজ করিস্ ত হয়।

দৌলৎ। কি কর্ত্তে হবে বল। মানুষে যা কর্ত্তে পারে আমি তা কর্ব্ব।

মেহের। এই এমনি একটা অবস্থা করে' শুয়ে পড়্ যাতে বোঝা যায় যে, তোর খুব শক্ত ব্যারাম, এখন মরিস্ তখন মরিস্ এই রকম! হাকিম, কবিরাজ, ডাক্তারের যথাক্রমে প্রবেশ। কেউ সারাতে পারে না। আমি বলি সেলিমকে যে এর ওষুধ ফষুধে কিছু হবে না; এর এক বিষমন্ত্র আছে; আর সে মন্ত্র এক শক্ত সিংহই জানে। ডাক্ শক্ত সিংকে। শক্ত সিংহ আসা, মন্ত্র পড়া, ব্যামো আরাম, শক্তের সঙ্গে দৌলতের বিবাহ। সঙ্গীত!—যবনিকা পতন।

দৌলৎ। মেহের! বোন্! আমি মূর্খতা করে' থাকি, অন্যায় করে থাকি, হাস্যাস্পদ কাজ করে' থাকি, তথাপি আমি তোর বোন্ দৌলৎ। [ক্রন্দন]

মেহের। কি দৌলৎ। সত্যি সত্যিই কেঁদে ফেল্লি যে!—না না কাঁদিস্‌নে। থাম্! দৌলৎ! বোন্, মুখ তোল্।—ছিঃ কাঁদিস্‌নে। ভয় কি! আমি শক্তকে বাঁচাবো! তা যদি না পার্ত্তাম, তা'হলে কি তা'র প্রাণদণ্ড নিয়ে রঙ্গ কর্ত্তে পার্ত্তাম? তোর এই দশার জন্য তুই দায়ী নহিস্ বোন্, দায়ী আমি। আমিই সাক্ষাৎ ঘটিয়েছিলাম, আমিই তোর এ প্রেমকে নিভৃতে আগুলিয়ে তাকে রক্ষা করেছি। শক্তকে শুদ্ধ বাঁচানো নয়, তোর সঙ্গে শক্তের বিবাহ দেবো। যে কাজ মেহের সুরু করে, সে কাজ সে অসম্পূর্ণ রাখে না। ঈশ্বরকে সাক্ষী করে' বল্‌ছি যে, আমি তোর শক্তকে বাঁচাবো।—এখন যা মুখ ধুয়ে আয়। এক ঘড়ির মধ্যে যে তুই কেঁদে চোখে ইউফ্রেটিস্ নদী বহিয়ে দিলি—যা।

দৌলৎ চলিয়া গেলে মেহের গদগদস্বরে কহিলেন—"দৌলৎ উন্নিসা!

জানিস্ না বোন, আমার এই পরিহাসের নীচে কি আগুন চেপে রেখেছি। শক্ত! যতই তোমাকে আমার হৃদয় থেকে ছাড়াতে যাচ্ছি, ততই কেন জড়িত হচ্ছি! হাজারই চেপে রাখি, উপহাস করি, ব্যঙ্গ করি, এ আগুন নেভে না। আগে তোমার রূপে, বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। আজ তোমার শৌর্য্যে, বীর্য্যে ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়েছি। এ যে উত্তরোত্তর বাড়্তেই চলেছে।—না, এ প্রবৃত্তিকে দমন কর্ব্ব;—নিজের সুখের জন্য নয়; অবোধ অবলা মুগ্ধা বালিকা দৌলৎ উন্নিসার সুখের জন্য। সে যেন আমার প্রাণের নিহিত কথা জান্তেও না পারে ভগবান!—বড় ব্যথা পাবে। বড় ব্যথা পাবে।

এই সময়ে অলক্ষিতভাবে সেলিম সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—"মেহের উন্নিসা!"

মেহের। কে? সেলিম!

সেলিম। মেহের উন্নিসা একা! দৌলৎ কোথায়?

মেহের। এখনি ভিতরে গেল। আস্ছে।—সেলিম! তুমি নাকি শক্তের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছো?

সেলিম। হাঁ দিয়েছি।

মেহের। কবে প্রাণদণ্ড হবে?

সেলিম। কাল;—তাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।

মেহের। সেলিম! তুমি ছেলেমানুষ বটে। কিন্তু তাই বলে' এক জনের প্রাণ নিয়ে খেলা কর্ব্বার বয়স তোমার নাই।

সেলিম। প্রাণ নিয়ে খেলা কি! আমি বিচার করে' তা'র প্রাণদণ্ড দিইছি।

মেহের। বিচার! বিচারের নাম করে' পৃথিবীতে অনেক হত্যা হয়ে গিয়েছে। বিচার কর্ব্বার তুমি কে?

সেলিম। আমি বাদসাহের পুত্র। আমার বিচার কর্ব্বার অধিকার আছে।

মেহের। আর আমিও বাদসাহের কন্যা; তবে আমারও বিচার কর্ব্বার অধিকার আছে।

সেলিম। তোমার অভিপ্রায় কি?

মেহের। আমার অভিপ্রায় এই যে,তুমি শক্তসিংহকে মুক্ত করে দাও।

সেলিম। তোমার কথায়?

মেহের। হাঁ! আমার কথায়।

সেলিম উচ্চ হাস্য করিলেন।

মেহের। সেলিম! উচ্চ হাস্য কর, আর যা'ই কর, এই দণ্ডে শক্ত সিংহকে মুক্ত করে' দাও, নহিলে—

সেলিম। নহিলে?

মেহের। নহিলে আমি গিয়ে স্বহস্তে তা'কে মুক্ত করে' দেবো। আগ্রা-নগরীতে কারো সাধ্য নাই যে আমায় বাধা দেয়। তা'রা সকলেই সম্রাটকন্যা মেহের উন্নিসাকে জানে।

সেলিম। পিতা তোমাকে অত্যধিক আদর দিয়ে তোমার আস্পর্দ্ধা বাঁড়িয়ে দিয়েছেন।

মেহের। বাজে কথায় কাজ নাই। শক্ত সিংহকে মুক্ত করে' দিবে কি দিবে না?

সেলিম। জানো যে শক্ত সিংহ দুইজন মোগল-সেনানায়ককে হত্যা করেছে?

মেহের। হত্যা করে নাই। সম্মুখযুদ্ধে বধ করেছে।

সেলিম। সম্মুখযুদ্ধে বধ করেছে? না—বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছে? মোগলের পক্ষ হয়ে—

মেহের। সেলিম! এ যদি বিশ্বাসঘাতকতা হয় ত এ বিশ্বাস-ঘাতকতা স্বর্গীয় আলোকে মণ্ডিত। শক্ত সিংহ যদি তা'র ভাইকে সে বিপদে রক্ষা না করে' তাকে বধ কর্ত্ত, তুমি বোধ হয় তাকে প্রশংসা কর্ত্তে?

সেলিম। অবশ্য।

মেহের। আমি তা হ'লে তাকে ঘৃণা কর্ত্তাম।—সেলিম! সংসারে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ বড়, না ভাই ভাইয়ের সম্বন্ধ বড়? ঈশ্বর যখন মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, তখন কাউকে কারো প্রভু বা ভৃত্য করে' পাঠান নি। কিন্তু ভাইয়ের সম্বন্ধ জন্মাবধি। আমরণ তার বিচ্ছেদ হয় না। শক্ত যখন প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্বেষবশে প্রতি-হিংসা নেবার জন্য মোগলের দাসত্ব নিয়েছিল, তখন তোমাদের বোঝা উচিত ছিল যে এ মেঘ ক্ষণিকের; তখন তোমাদের বোঝা উচিত ছিল যে এ বিদ্বেষ ভ্রাতৃস্নেহের রূপান্তর মাত্র; সে রূপান্তর, বিরূপ, বিকট, কুৎসিত বটে, তবু সে ছদ্মবেশী ভ্রাতৃস্নেহ। প্রতিহিংসায় ভালবাসা লোপ পায় না সেলিম! চিরদিনের স্নিগ্ধমধুর বায়ুহিল্লোল ক্ষণিকের ভীষণ ঝঞ্ঝারূপ ধারণ করে মাত্র।

সেলিম। বাহবা, মেহের উন্নিসা। শক্তের পক্ষে খাসা সওয়াল করেছো। তোমার সঙ্গে তর্ক কর্ত্তে চাইনে। তুমি শক্ত সিংহের পক্ষ নেবে এর আর আশ্চর্য্য কি? তুমি তার প্রণয়ভিক্ষুক।

মেহের। মিথ্যা কথা!

সেলিম। মিথ্যা কথা?—তুমি নিভৃতে তা'র শিবিরে গিয়ে তা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করনি?

মেহের। করি না করি সে কৈফিয়ৎ আমি তোমার কাছে দিতে প্রস্তুত নই।

সেলিম। সম্রাটের কাছে দিতে প্রস্তুত হবে বোধ হয়?

মেহের। শক্ত সিংহকে মুক্ত করে' দিবে কি না!

সেলিম। না! তোমার যা ইচ্ছা তা কর—এই বলিয়া সেলিম চলিয়া গেলেন।

সেলিম চলিয়া গেলে মেহের ক্ষণেক ভাবিলেন, পরে একটু হাসিলেন; পরে কহিলেন—"সেলিম, তবে আমারই এই কাজ কর্ত্তে হবে! ভেবেছো পার্ব্বোনা—দেখ পারি কি না?—বলিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—কারাগার। কাল—শেষ রাত্রি। শৃঙ্খলাবদ্ধ শক্ত সিংহ উপবিষ্ট।

শক্ত।—রাত্রি শেষ হয়ে আস্‌ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্ষুদ্র পরমায়ুও শেষ হয়ে আস্‌ছে। আজ প্রভাত আমার জীবনের শেষ-প্রভাত। এই পেশল সুগৌর সুগঠন দেহ আজ রুধিরাক্ত হয়ে মাটিতে লোটাবে। সবাই দেখ্‌তে পাবে! আমিই দেখ্‌তে পাবনা। আমি! এ আমি কে! কোথা থেকে এসেছিলাম! আজ কোথায় যাচ্ছি! ভেবে কিছু ঠিক কর্ত্তে পারিনি, আঁক কষে' কিছু বেরোয় নি,—দর্শন পড়ে' এর মীমাংসা পাইনি। কে আমি! ৪০ বৎসর পূর্ব্বে কোথায় ছিলাম! কা'ল কোথায় থাক্‌বো! আজ সে প্রশ্নের মীমাংসা হবে।—কে?

হস্তে বাতি লইয়া মেহের প্রবেশ করিলেন।

মেহের। আমি মেহের উন্নিসা।

শক্ত। মেহের উন্নিসা! সম্রাট্ আকবরের কন্যা!

মেহের। হাঁ, আকবরের কন্যা মেহের উন্নিসা।

শক্ত। আপনি এখানে?

মেহের। আমি এসেছি আপনাকে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার কর্ত্তে।

শক্ত। আমাকে উদ্ধার কর্ত্তে?—কেন?—আমার নিজের সে বিষয়ে অণুমাত্রও আগ্রহ নাই।

মেহের সাশ্চর্য্যে কহিলেন—"সে কি! আপনার সে বিষয়ে আগ্রহ নাই? এমন সুন্দর পৃথিবী ত্যাগ কর্ত্তে আপনার মায়া হচ্ছে না?"

শক্ত। কিছু না। পুরাণো হয়ে গিয়েছে। রোজই সকালে সেই একই সূর্য্য উঠে, রাত্রিকালে সেই একই চন্দ্র, কখনও বা অন্ধকার। রোজই সেই একই গাছ, একই জীব, একই পাহাড়, একই নদী, একই আকাশ। নেহাইৎ পুরাণো হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর অপর পারে দেখি, যদি কিছু নূতন রকম পাই।

মেহের। জীবনে আপনার স্পৃহা নাই?

শক্ত। কৈ? জীবন ত এত দিন দেখা গেল। নেহাইৎ অসার। দেখা যাক্ মৃত্যুটা কি রকম। রোজ রোজ তার কীর্ত্তি দেখ্ছি। অথচ তার বিষয়ে কিছু জানি না। আজ জান্বো।

মেহের। আপনার প্রিয়জনকে ছাড়তে কষ্ট হচ্ছে না?

শক্ত। প্রিয়জন কেউ নাই। থাকলে হয়ত কষ্ট হোত। কাউকে ভালোবাস্তে শিখি নাই। আমাকে কেউ ভালবাসে নাই। কাহার কিছু ধারিনে। সব শোধ দিইছি। [স্বগত] তবে একটা ঋণ রয়ে গিয়েছে। সেলিমের পদাঘাতের শোধ দেওয়া হয় নাই। একটা কাজ বাকি রয়ে গিয়েছে।

মেহের। তবে আপনি মুক্ত হতে চান না?

শক্ত সাগ্রহে কহিলেন—"হাঁ, চাই সাহাজাদি! একবার মুক্তি চাই। ঋণ পরিশোধ হলে' আবার নিজে এসে ধরা দিব। একবার মুক্ত করে দিউন, যদি আপনার ক্ষমতা থাকে।"

মেহের ডাকিলেন—"প্রহরী।" প্রহরী আসিয়া অভিবাদন করিলে মেহের আজ্ঞা করিলেন—"শৃঙ্খল খোল।"

প্রহরী শৃঙ্খল খুলিয়া দিল। মেহের স্বীয় গলদেশ হইতে হীরকহার প্রহরীকে দিয়া কহিলেন—"এই হীরার হার বিক্রয় কোরো। এর দাম কম করেও লক্ষ মুদ্রা হবে। ভবিষ্যতে তোমার ভরণপোষণের ভাবনা ভাবতে হবে না।—যাও।" প্রহরী হার লইয়া প্রস্থান করিল।

শক্ত ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন—"একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আমার মুক্তির জন্য আপনি এত লালায়িত কেন?

মেহের। কেন? সে খোঁজে আপনার প্রয়োজন কি?

শক্ত। কৌতূহল মাত্র।

মেহের ভাবিলেন—"বলিই না, ক্ষতি কি? এখানেই একটা মীমাংসা হয়ে যাক্ না। পরে শক্তকে কহিলেন—"তবে শুনুন। আমার ভগ্নী দৌলৎ উন্নিসাকে মনে পড়ে?"

শক্ত। হাঁ, পড়ে।

মেহের। সে—সে আপনার অনুরাগিণী।

শক্ত। আমার?

মেহের। হাঁ, আপনার। আর যদি ভুল বুঝে না থাকি, আপনিও তার অনুরাগী।

শক্ত। আমি?

মেহের। হাঁ, আপনি।—অপলাপ কচ্ছেন কেন?

শক্ত। আমার মুক্তিতে তাঁর লাভ?

মেহের। তা তিনিই জানেন।—রাত্রি প্রভাত হয়ে আস্‌ছে;—আপনি মুক্ত। বাহিরে অশ্ব প্রস্তুত। যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন—কেহ বাধা দিবে না। আর যদি দৌলৎ উন্নিসাকে বিবাহ কর্ত্তে প্রস্তুত থাকেন—

শক্ত। বিবাহ!—হিন্দু হয়ে যবনীকে বিবাহ! কোন্ শাস্ত্র অনুসারে?

মেহের। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে। যবনীকে বিবাহ আপনার পূর্ব্ব-পুরুষ বাপ্পারাও করেন নি?

শক্ত। সে আসুরিক-বিবাহ।

মেহের। হোক্ আসুরিক। বিবাহ ত বটে।—আর শাস্ত্র? শাস্ত্র কে গড়েছে শক্ত সিংহ? বিবাহের শাস্ত্র এক। সে শাস্ত্র ভালবাসা। যে বন্ধনকে ভালবাসা দৃঢ় করে, শাস্ত্রের সাধ্য নাই যে সে বন্ধনের গ্রন্থি শিথিল করে। নদী যখন সমুদ্রে মিলিত হয়, উল্কা যখন পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়, মাধবীলতা যখন সহকারকে জড়িয়ে ওঠে, তখন কি তা'রা পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের অপেক্ষা করে?

শক্ত। শাস্ত্রের ভয় রাখি না সাহজাদি! যে সমাজ মানে না, তা'র কাছে শাস্ত্রের মূল্য কি!

মেহের। তবে আপনি স্বীকার?

শক্ত ভাবিলেন, "মন্দ কি! একটু বৈচিত্র্য হয়। আর নারী-চরিত্র পরীক্ষা করে' দেখা হয় নাই।—দেখা যাক্।"

মেহের। কি বলেন? স্বীকার?

শক্ত। স্বীকার।

মেহের। ধর্ম্ম সাক্ষী?

শক্ত। ধর্ম্ম মানি না।

মেহের। মানুন না মানুন। বলুন "ধর্ম্ম সাক্ষী।"

শক্ত। ধর্ম্ম সাক্ষী।

মেহের। শক্ত সিংহ! আমার অমূল্য হার আমার হৃদয় ছিঁড়ে আমার গলা থেকে উন্মোচন করে' তোমার গলায় পরিয়ে দিচ্ছি। যেন তার অপমান না হয়।—ধর্ম্ম সাক্ষী!

শক্ত। ধর্ম্ম সাক্ষী।

মেহের। চলুন।

শক্ত। চলুন।—যাইতে যাইতে স্বগত নিম্নস্বরে কহিলেন—"এতদিন আমার জীবনটা যাহোক একরকম গম্ভীরভাবে চল্‌ছিল। আজ যেন একটু প্রহসন ঘেঁসে গেল।"

মেহের। তবে চলে' আসুন। রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—পৃথ্বীর অন্তর্ব্বাটী। কাল—রাত্রি। যোশী একাকিনী হতাশভাবে দণ্ডায়মানা।

যোশী। যাক্ নিভে গিয়েছে। সমস্ত রাজপুতনায় একটা প্রদীপ জ্বল্‌ছিল। তাও নিভে গিয়েছে। প্রতাপ সিংহ আজ মেবার হতে দূরীভূত; বন হতে বনান্তরে প্রতাড়িত। হা হতভাগ্য রাজস্থান!

এই সময়ে ব্যস্তভাবে পৃথ্বী কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

পৃথ্বী। যোশী যোশী—

যোশী। এই যে আমি।

পৃথ্বী। রাজসভার শেষ খবর শুনেছো?

যোশী। না, তুমি না বল্লে শুন্‌বো কোথা থেকে।

পৃথ্বী। ভারি খবর।

যোশী। কি হয়েছে?

পৃথ্বী। হয়েছে বলে' হয়েছে!—তুমুল ব্যাপার!—চুপ করে' রৈলে যে!

যোশী। আমি কি বল্‌বো?

পৃথ্বী। তবে শোন!—শক্ত সিংহ কারাগার থেকে পালিয়েছে।

যোশী। পালিয়েছে?

পৃথ্বী। আরো আছে!—তার সঙ্গে দৌলৎ উন্নিসাও—এই বলিয়া পলায়নের সঙ্কেত করিলেন।

যোশী। সে কি?

পৃথ্বী। শোন, আরো আছে।—সেলিম মানসিংহের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে' সম্রাট্‌কে চিঠি লিখেছিলেন বলেছিলাম।

যোশী। হাঁ।

পৃথ্বী। সম্রাট্ গুর্জ্জর হ'তে কাল ফিরে আস্‌ছেন।

যোশী। কেন?

পৃথ্বী। বিবাদ মেটাতে!—আবার "কেন"?—বিবাদ ত বড় সোজা নয়।—একদিকে মানসিংহ, অন্যদিকে সেলিম—একদিকে রাজ্য, আর একদিকে ছেলে! কাউকেই ছাড়তে পারেন না। বিবাদ ত মেটাতে হবে।

যোশী। কি রকমে?

পৃথ্বী। এই সেলিমকে বল্‌বেন—'আহা মানসিংহ আশ্রিত'; আর মানসিংহকে বল্‌বেন—'আহা সেলিম ছেলে-মানুষ!'

যোশী। রাণা প্রতাপ সিংহের খবর নাই?

পৃথ্বী। খবর আর কি! চাঁদ এখন বনে বনে ঘুচ্ছেন! বলেছিলাম না, যে আকবর সাহার সঙ্গে যুদ্ধ! চাঁদ ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ ত দেখেন নি।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আকবরের কক্ষ। কাল—প্রভাত। আকবব অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় আলবোলা টানিতেছিলেন। সম্মুখে সেলিম দণ্ডায়মান।

আকবর। সেলিম! মানসিংহ তোমাকে অবমাননা করেন নি। তিনি আমার আজ্ঞামত কাজ করেছেন।

সেলিম। এর চেয়ে আর কি অবমাননা কর্ত্তে পার্ত্ত? আমি দিল্লীশ্বরেব পুত্র, আর সে একজন সেনাপতি মাত্র; হল্‌দিঘাট যুদ্ধক্ষেত্রে আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধে আমাকে তাচ্ছিল্য করে' সে নিজের আজ্ঞা প্রচার করেছে। একবার নয়; বার বাব।

আকবর চিন্তিতভাবে কহিলেন—"হুঁ! কিন্তু এতে মানসিংহের অপরাধ দেখি না।"

সেলিম। আপনি মানসিংহের অপরাধ দেখ্‌বেন কেন! মানসিংহ যে আপনার শ্যালকপুত্র—মানসিংহের এ রকম ঔদ্ধত্য সম্রাটের গুণেই হয়েছে।

আকবর। সেলিম, সাবধানে কথা কহ।—বল মানসিংহের অপরাধ কি?

সেলিম। তা'র অপরাধ আমার প্রতিকূল আচরণ করা।

আকবর। সে অধিকার আমিই তাঁকে দিয়েছিলাম। তিনি সেনাপতি।

সেলিম। তবে আমাকে এ যুদ্ধে পাঠানোর কি প্রয়োজন ছিল?

আকবর। কি প্রয়োজন ছিল? তোমাকে পাঠিয়েছিলাম এ যুদ্ধে তাঁর সহযোগী হতে, তোমাকে পাঠিয়েছিলাম যুদ্ধ শিখ্‌তে!

সেলিম। মানসিংহের অধীনস্থ কর্ম্মচারী হয়ে?

আকবর। কুমার! এই গর্ব্ব পরিত্যাগ কর। তুমি এই ভারত বর্ষের ভাবী সম্রাট্! শেখো, কি রকম করে' রাজ্য জয় কর্ত্তে হয়, জয় ক'রে শাসন কর্ত্তে হয়!—জানো, এই মানসিংহের কাছে আমি অর্দ্ধ আর্য্যাবর্ত্ত—শুদ্ধ আর্য্যাবর্ত্ত কেন, আফগানিস্থান জয়ের জন্য ঋণী?

সেলিম। সম্রাট্ ঋণী হতে পারেন কিন্তু আমি ঋণী নহি।

আকবর। বলিছি ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ কর। পরকে শাসন কর্ত্তে হ'লে সকলের আগে আপনাকে শাসন করা চাই। ভেবোনা সেলিম! যে, মানসিংহকে আমি অন্তরে শ্রদ্ধা করি। বরং তাকে ভয় করি। তাঁর দ্বারা কার্য্য উদ্ধার হলে' আমি তাঁকে পুরাতন পাদুকার ন্যায় পরিত্যাগ কর্ব্ব। কিন্তু যতদিন কার্য্য উদ্ধার না হয়, ততদিন মানসিংহকে সমাদর কর্ত্তে হবে।

সেলিম। সে আপনার ইচ্ছা। আমি কাফের মানসিংহের প্রভুত্ব স্বীকার কর্ব্ব না। যদি সম্রাট্ এ অপমানের প্রতিকার না করেন, আমি আল্লার নামে শপথ করেছি যে, আমি স্বহস্তে এর প্রতিশোধ নেবো। আমি দেখ্‌বো যে সে শ্রেষ্ঠ কি আমি শ্রেষ্ঠ—এই বলিয়া সেলিম তরবারিতে হস্তক্ষেপ করিলেন।

আকবর। সেলিম! যতদিন আমি জীবিত আছি, ততদিন সম্রাট্ আমি; তুমি নও।—কি সেলিম!—তোমার চক্ষে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ

দেখ্‌ছি। সাবধান! যদি ভবিষ্যতে এ সাম্রাজ্য চাও। নহিলে ভাবী সম্রাট্ তুমি নও।

সেলিম। সে বিচার সম্রাটের আজ্ঞার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে না, জান্‌বেন—এই বলিয়া সেলিম কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন।

আকবর কিঞ্চিৎ স্তম্ভিতভাবে কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন; পরে কহিলেন—"হা মূঢ় পিতা সব। এই সন্তানের জন্য এত করে' মর। ইচ্ছা কর্ল্লে যাকে মুষ্টির মধ্যে চূর্ণ কর্ত্তে পারো, তা'র দুর্ব্বিনীত ব্যবহার এরূপ নিঃসহায়ভাবে সহ্য কর!—ভগবান্! পিতাদের কি স্নেহদুর্ব্বলই করেছিলে! এও নীরব হয়ে সহ্য কর্‌তে হোল!—কে?—মেহের উন্নিসা!"

মেহের উন্নিসা কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"হাঁ পিতা আমি।"—এই বলিয়া তিনি সম্রাট্‌কে যথারীতি অভিবাদন করিলেন।

আকবর। মেহের! তোমার বিপক্ষে বিষম অভিযোগ শুনেছি।

মেহের। সেলিম দেখ্‌ছি এসে সে অভিযোগ পিতার সমক্ষে রুজু করেছেন। আমি সেই কথাই স্বয়ং সম্রাট্‌পদে নিবেদন কর্ত্তে এসেছি।

আকবর। এখন উত্তর দাও। শক্ত সিংহের পলায়নের জন্য তুমি দায়ী?

মেহের। হাঁ সম্রাট্! আমি তাকে স্বহস্তে মুক্ত করে' দিয়েছি।

আকবর। আর দৌলৎ উন্নিসা?

মেহের। তাকে আমি শক্ত সিংহের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছি।

আকবর ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন—"উত্তম!—শক্ত সিংহের সঙ্গে সম্রাট্ আকবরের ভাগিনেয়ীর বিবাহ! হিন্দুর সঙ্গে মোগলের কন্যার বিবাহ!"

মেহের। কাফেরের সঙ্গে মোগলের বিবাহ এই নূতন নয় সম্রাট্!

আকবর সাহেব পিতা হুমায়ুন সে পথ দেখিয়েছেন। স্বয়ং সম্রাট্ সে পথের অনুবর্ত্তী।

আকবর। আকবর কাফেরের কন্যা এনেছেন! কাফেরকে কন্যা দান করেন নি।

মেহের। একই কথা।

আকবর। একই কথা'!

মেহের। একই কথা।—এও বিবাহ, সেও বিবাহ!

আকবর। একই কথা নয় মেহের!—তুমি বালিকা; রাজনীতি কি বুঝ্বে?

মেহের। রাজনীতি না বুঝি, ধর্ম্মনীতি বুঝি।

আকবর। ধর্ম্মনীতি মেহের উন্নিসা? ধর্ম্মনীতি কি এতই সহজ, এতই সরল, যে তুমি তাকে এই বয়সে আয়ত্ত করে' ফেলেছো? পৃথিবীতে এত বিভিন্ন ধর্ম্ম কেন? একই ধর্ম্মের বিভিন্ন শাখা কেন হয়েছে? এত পণ্ডিত, এত বিজ্ঞ ব্যক্তি, এত সুধী মহাত্মা আছেন; কিন্তু কোন্ দুই ব্যক্তি ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে একমতাবলম্বী! আমি এত তর্ক শুন্লাম, এত ব্যাখ্যা শুন্লাম; পার্শী, খৃষ্টীয়, মুসলমান, হিন্দু মহামহোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা কর্ল্লাম; কৈ? কিছুই ত বুঝ্তে পারিনি। আর তুমি বালিকা, সেটাকে একেবারে মুঠোর মধ্যে ধরে' রেখেছো!

মেহের। সম্রাট্! কিসের জন্য এত তর্ক, এত যুক্তি, এত আলোচনা, বুঝি না! ধর্ম্ম এক! ঈশ্বর এক! নীতি এক! মানুষ স্বার্থপরতায়, অহঙ্কারে, লালসায়, বিদ্বেষে, তাকে বিকৃত করেছে। ধর্ম্ম!—আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দিকে চেয়ে দেখুন সম্রাট, দিগন্তপ্রসারিত সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখুন পিতা, সুপ্রসন্না শ্যামলা ধরিত্রীর দিকে চেয়ে দেখুন মহারাজ!—সেই এক নাম লেখা; সে নাম ঈশ্বর।

মানুষ তাকে পরব্রহ্ম, আল্লা, জিহোভা, এই সব ভিন্ন নাম দিয়ে পরস্পরকে অবজ্ঞা কচ্ছে, হিংসা কচ্ছে, বিবাদ কচ্ছে! মানুষ এক; পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন মানুষ জন্মেছে বলে' তা'রা ভিন্ন নয়। শক্ত সিংহও মানুষ, দৌলৎ উন্নিসাও মানুষ। প্রভেদ কি?

আকবর। প্রভেদ এই যে, দৌলৎ মুসলমান, আর শক্ত সিংহ কাফের। প্রভেদ এই যে, দৌলৎ উন্নিসা ভারতসম্রাট্ আকবরের ভাগিনেয়ী, আর শক্ত সিংহ গৃহহীন, প্রতাড়িত পথের কুক্কুর।

মেহের। শক্ত সিংহ মেবারের রাণা উদয় সিংহের পুত্র!

আকবর। শক্ত সিংহ যদি মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী হ'ত, এ বিবাহে আমার বিশেষ আপত্তি ছিল না। কিন্তু শক্ত বিধর্ম্মী।

মেহের। স্তব্ধ হউন সম্রাট্। জানেন, আমার মাতা—সম্রাজ্ঞী এই হিন্দু! মনে থাকে যেন!

আকবর। সম্রাজ্ঞী হিন্দু! কিন্তু সম্রাট্ হিন্দু নয় মেহের! সে সম্রাজ্ঞী আমার কে?

মেহের। সে সম্রাজ্ঞী আপনার স্ত্রী।

আকবর। স্ত্রী! সে রকম আমার একশটা স্ত্রী আছে। স্ত্রী প্রয়োজনের পদার্থ, বিলাসের সামগ্রী; সম্মানের বস্তু নহে।

মেহের। কি! সত্যই কি ভারতসম্রাট্ রাজাধিরাজ স্বয়ং আকবরের মুখে এই কথা শুন্‌লাম? 'স্ত্রী বিলাসের সামগ্রী, স্ত্রী প্রয়োজনের পদার্থ! সম্মানের বস্তু নহে!' সম্রাট্ জানেন কি যে এই 'স্ত্রী'ও মানুষ, তারও আপনার মত হৃদয় আছে, আর সে হৃদয় আপনারই হৃদয়ের মত অনুভব করে?—স্ত্রী বিলাসের সামগ্রী! আমি মায়ের কাছে শুনেছি যে, হিন্দুশাস্ত্রে এই স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, এই নারীজাতির যেখানে পূজা হয় সেখানে দেবতারা প্রসন্ন হন। নারীও সমান বল্‌তে পারে যে স্বামী

প্রয়োজনের সামগ্রী, বিলাসের বস্তু ! সে তা বলে না, কারণ তা'র হৃদয় মহৎ; সে তা বলে না, কারণ স্বামীর সুখেই তার সুখ, স্বামীর কাজেই তা'র আত্মোৎসর্গ।—হা রে অধম পুরুষ-জাত ! তোমরা এমনই নীচ, এতই অধম, যে, নারী দুর্ব্বল বলে' তার উপর এই অবিচার, এই অত্যাচার কর; আর তোমাদের লালসামিশ্রিত ঘৃণায় তাদের দুর্ব্বহ জীবনকে আরও দুর্ব্বহ কর !

আকবর। মেহের উন্নিসা ! আকবর তাঁর কন্যার সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করেন না; বিচার করেন না। তিনি কন্যার কাছে এরূপ উদ্ধত বক্তৃতা, এরূপ অসহনীয় আস্পর্দ্ধা, এরূপ পিতৃদ্রোহিতা প্রত্যাশা করেন না ! তোমার ও সেলিমের কাজ হচ্ছে—কোন প্রশ্ন না করে' আমার আজ্ঞা পালন করা। মনে থাকে যেন।—আকবর এই বলিয়া বিরক্তি-ভরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মেহের ক্রুদ্ধদৃঢ়স্বরে কহিলেন—"সম্রাট্, আমার কর্ত্তব্য কি তা আমি জানি। আমার কর্ত্তব্য এই যে, যে পিতা আমার মাতাকে সম্মান করেন না, বাঁদির মত, প্রয়োজন বা বিলাসের সামগ্রী মাত্র বলে' বিবেচনা করেন, আমার কর্ত্তব্য সে পিতার আশ্রয় পরিত্যাগ করা। হোন্ তিনি দিল্লীশ্বর, হোন্ তিনি পিতা।—এস তবে কঙ্কালসার দারিদ্র্য ! এস তবে উন্মুক্ত আকাশ, এস শীতের প্রখর বায়ু, এস জনশূন্য নিবিড় অরণ্য! তোমাদের ক্রোড়ে আজি আশ্রয়হীনা মেহেরকে স্থান দেও। আজ আমি আর সম্রাট্-কন্যা নহি। আমি পথের ভিখারিণী। সেও শ্রেয়ঃ। এ হেন রাজকন্যা হওয়ার চেয়ে সেও শ্রেয়ঃ।"

[নিষ্ক্রান্ত।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় মানসিংহের ভবন। কাল—সন্ধ্যা। মানসিংহ একাকী কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতেছিলেন।

মানসিংহ। পিতা রেবাকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন বোধ হয় তার বিবাহের জন্য। আর বোধ হয় তাঁর ইচ্ছা যে সে বিবাহ মোগল-পরিবারেই হয়। উঃ! আমরা কি অধোগামীই হয়েছি? ভেবেছিলাম যে মেবারের পবিত্র বংশগরিমার এ কলঙ্ক ধৌত করে' নেবো? কিন্তু সে আশা নির্ম্মূল হয়েছে।—প্রতাপ সিংহ! তোমার দম্ভ চূর্ণ কর্ব্ব। আমরা বংশগরিমা হারিয়েছি! তুমি সর্ব্বস্ব খুইয়ে তা বজায় রেখেছ। কিন্তু দেখ্‌বো তোমার উচ্চ শিরকে আমাদের সঙ্গে একদিন সমভূমি কর্ত্তে পারি কি না?—তোমাকে বন হতে বনে বিতাড়িত কর্ব্ব। তোমার মাথার উপর আকাশ ভিন্ন আর অন্য ছাউনি রাখ্‌বো না।

এই সময়ে সশস্ত্র সেলিম কক্ষমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মানসিংহ সাশ্চর্য্যে কহিলেন—"যুবরাজ সেলিম! অসময়ে!—বন্দেগি যুবরাজ!"

সেলিম। মানসিংহ! আমি তোমার কোন প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য আসি নাই। আমি প্রতিশোধ নিতে এসেছি।

মান। প্রতিশোধ?

সেলিম। হাঁ মানসিংহ, প্রতিশোধ!

মান। কিসের?

সেলিম। তোমার অসহনীয় দম্ভের।—মামুদ!

কক্ষে মামুদ প্রবেশ করিল।

সেলিম তাহার কাছ হইতে অস্ত্র লইয়া মানসিংহকে কহিলেন—"এই দুইখানি তরবারি—যেখানি ইচ্ছা বেছে লও।"

মান। যুবরাজ আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে। আপনি দিল্লীশ্বরের পুত্র। আমি তাঁর সেনাপতি। আপনার সহিত যুদ্ধ কর্ব্ব!

সেলিম। হাঁ যুদ্ধ কর্ব্বে! তুমি সম্রাটের শ্যালক ভগবানদাসের পুত্র! তোমার পিতার সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্ক, আমার নয়। তুমি সম্রাটের অজেয় সেনাপতি। সম্রাট্ তোমার দম্ভ সইতে পারেন, আমি সইব না!—নেও, বেছে নেও।

মান। যুবরাজ, স্বীকার করি, আপনি আমার বিশেষ প্রিয়পাত্র নহেন। তথাপি আপনি যুবরাজ, আপনার গায়ে অস্ত্রাঘাত কর্ব্ব না—যখন সম্রাটের নেমক খেয়েছি।

সেলিম। ভীরুতার ওজোর!—ছাড়্বো না! মানসিংহ অস্ত্র নেও। আজ এখানে স্থির হয়ে যাবে যে কে বড়—মানসিংহ না সেলিম।

মান। ক্ষান্ত হোন্ যুবরাজ সেলিম! শুনুন।

সেলিম। বৃথা যুক্তি। অস্ত্র নেও! আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কোন কথা শুন্‌বো না। নেও অস্ত্র!—এই বলিয়া মানসিংহের হস্তে তরবারি প্রদান করিলেন।

মানসিংহ অগত্যা তরবারি লইয়া কহিলেন—"যুবরাজ, আপনি কি ক্ষিপ্ত হয়েছেন?"

সেলিম। হাঁ, ক্ষিপ্ত হয়েছি, মহাবাজ মানসিংহ—এই বলিয়া সেলিম মানসিংহকে আক্রমণ করিলেন। মানসিংহ স্বীয় শরীব রক্ষা করিতে লাগিলেন।

মানসিংহ। ক্ষান্ত হোন্।

"রক্ষা নাই"—এই বলিয়া সেলিম পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন।

মানসিংহ চরণে আঘাত পাইয়া ধৈর্য্য হারাইলেন; গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"তবে তাই হোক্! যুবরাজ! আপনাকে রক্ষা করুন"—এই বলিয়া মানসিংহ সেলিমকে আক্রমণ করিলেন; ও সেলিম আহত হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন।

মানসিংহ। এখনও ক্ষান্ত হোন! নহিলে মুহূর্ত্তমধ্যে আপনার শির আমার পায়ের তলে লোটাবে।

"স্পর্দ্ধা"—এই বলিয়া সেলিম মানসিংহকে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন।

এই সময়ে আলুলায়িতকেশা স্রস্তবসনা রেবা সহসা কক্ষে প্রবেশ করিয়া উভয়ের মধ্যে অবস্থিত হইয়া হস্তোত্তোলন করিয়া কহিলেন—"অস্ত্র রাখুন! এ পরিবারভবন, যুদ্ধাঙ্গন নয়।"

সেলিম এই রূপজ্যোতিতে যেন ক্লিষ্টদৃষ্টি হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য বামহস্তে চক্ষু ঢাকিলেন; তাঁহার দক্ষিণ হস্ত হইতে তরবারি স্খলিত হইয়া ভূতলে পড়িল। যখন চক্ষু খুলিলেন, তখন সে জ্যোতি অন্তর্হিত হইয়াছে। তিনি অর্দ্ধ-উচ্চারিত স্বরে কহিলেন—"কে ইনি?—দেবী না মানবী?"

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—উদিপুর কাননস্থ পর্ব্বতগুহার বহির্ভাগ। কাল—সন্ধ্যা। প্রতাপ সিংহ একাকী দণ্ডায়মান ছিলেন।

প্রতাপ। কমলমীর হারিয়েছি! ধুর্ম্মেটী আর গোগুণ্ডা দুর্গ শত্রু-হস্তগত। উদিপুর মহাবৎ খাঁর করায়ত্ত। এ সব হারিয়েছি! এ দুঃখ

সহ্য হয়! ঘটনাচক্রে হারিয়েছি, আবার ঘটনাচক্রে ফিরে পেতে পারি। কিন্তু মানা আর রোহিদাস! তোমাদের যে সেই হল্‌দিঘাট যুদ্ধে হারিয়েছি, তোমাদের আর ফিরে পাবো না।

ধীরে ধীরে ইরা পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন।

প্রতাপ। ইরা! খাওয়া হয়েছে?

ইরা। হাঁ, বাবা, আমি খেয়েছি।—বাবা! এ কোন্ জায়গা?

প্রতাপ। উদিপুরের জঙ্গল।

ইরা। বড় সুন্দর জায়গা! পাহাড়টি কি ধূম্র, কি স্তব্ধ, কি সুন্দর।—

খাদ্য লইয়া লক্ষ্মী প্রবেশ করিলেন।

প্রতাপ। ছেলেপিলেদের খাওয়া হয়েছে?

লক্ষ্মী। হয়েছে। এই তোমার খাবার এনেছি, খাও।

প্রতাপ। আমি খাবো? খাবো কি লক্ষ্মী, আমার ক্ষুধা নাই।

লক্ষ্মী। না, ক্ষুধা আছে! সমস্ত দিন খাওনি!

ইরা। খাও বাবা, নইলে অসুখ কর্ব্বে।

প্রতাপ। আচ্ছা খাচ্ছি।—রাখো।

লক্ষ্মী, খাদ্য প্রতাপসিংহের সম্মুখে রাখিলেন। পরে কহিলেন—"আমি ছেলেপিলেদের শোবার আয়োজন করিগে"—এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

প্রতাপ সেই ফলমূল আহার করিয়া আচমন করিলেন; পরে কহিলেন—"এই ত রাজপুতের জীবন। সমস্ত দিন অনাহারের পর এই সন্ধ্যায় ফলমূলভক্ষণ। সমস্ত দিন কঠোর শ্রমের পর এই ভূমিশয্যা। এই ত রাজপুতের জীবন। দেশের জন্য পর্ণপত্রে এই ফলমূল

স্বর্গসুধার চেয়েও মধুর। মায়ের জন্য এ ধূলিশয়ন কুসুমের শয্যার চেয়েও কোমল।—

এই সময়ে ভীল-সর্দ্দার মান্থু আসিয়া রাণাকে অভিবাদন করিল।

প্রতাপ। কে? মান্থু?

মান্থু। হাঁ রাণা! হামি আছি, হামি আপনার আসার কথা শুনে পা দুহানি দেখ্‌তে এলাম!

প্রতাপ। মান্থু! ভক্ত ভীল-সর্দ্দার!

ইরা। মান্থু! ভাল আছ?

মান্থু। এই যে বহিন্ হামার! বহিন্ যে আরো কাহিল হয়ে গিয়েছে।

প্রতাপ। বেঁচে আছে এই আশ্চর্য্য মান্থু!—এ রুগ্ন শরীর, তার উপরে সেবার কথা দূরে থাকুক, বাসস্থান নাই, সময়ে আহার নাই। এই সমস্ত দিনের পরে এখন খান দুই রুটি খেলে!

মান্থু। মরে' যাবে বহিন্ মরে' যাবে। বড় কাহিল আছে। এ রকম কর্ল্লে বাঁচবে না।

প্রতাপ। কি কর্ব্ব মান্থু! বিঠুর জঙ্গলে খাবার উদ্যোগ করেছি, এমন সময় ৫০০০ মোগল-সৈন্য ঘেরাও কর্ল্লে। আমি দুশ অনুচর সঙ্গে করে, পার্ব্বত্য পথে এই দশ ক্রোশ হেঁটে এসেছি! এদের ডুলি করে' এনেছি!—মান্থু হতাশাব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী করিল।

মান্থু। এক খবর আছে রাণা!

প্রতাপ। কি?

মান্থু। ফরিদ খাঁর সেপাহী সব রায়গড়ে গিয়াছে। এখানে তাঁর ১০০০ সেপাহী আছে।

প্রতাপ। ফরিদ খাঁ!—কোথায় সে?

মান্নু। এখানে। আজ তার জন্মদিন। ভারি ধুম হবে। আজ তাকে ঘেরাও করা যায়।

প্রতাপ। কিন্তু আমার এখানে একশএর বেশী সৈন্য নাই।

মান্নু। হামার হাজারো ভীল আছে। তা'রা রাণার জন্য প্রাণ দেবে বাবা।

প্রতাপ। তবে যাও, তাদের প্রস্তুত হ'তে হুকুম দাও। আজ রাতে তা'র শিবির আক্রমণ কর্ব্ব।—যাও, শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও।

"যে আজ্ঞা, তা'রা রাণার জন্য প্রাণ দেবে বাবা। প্রণাম হই রাণা।—বহিন্ শরীরের যতন করিস্, যতন করিস্। নৈলে বাঁচ্‌বি না। মরে' যাবি।"—এই বলিয়া মান্নু চলিয়া গেল।

প্রতাপ। ভক্ত ভীল-সর্দ্দার! তোমার মত বন্ধু জগতে দুর্লভ। এই দুর্দ্দিনে তুমি আমাকে তোমার ভীল-সৈন্য দিয়ে দেবতার বরের মত ঘিরে আছো।

ইরা। অতি মৃদুস্বরে ডাকিলেন—"বাবা!"

প্রতাপ। কি মা!

ইরা। এই যুদ্ধ-বিগ্রহ কেন? এ সংসারে আমরা ক'দিনের জন্য এসেছি? এ সংসারে এসে পরস্পরকে ভালবেসে, পরস্পরের দুঃখের লাঘব করে' এ দুদিন না কাটিয়ে, বিবাদ করে' দুঃখ বাড়াই কেন বাবা?

প্রতাপ। ইরা! যদি আমরা শুদ্ধ পরস্পরকে ভালবেসে এ জীবন কাটিয়ে দিতে পার্ত্তাম, তা' হলে এ পৃথিবী স্বর্গ হোত।

ইরা। স্বর্গ কোথায়!—স্বর্গ আকাশে? না বাবা, এ পৃথিবীই একদিন সে স্বর্গ হবে। যে দিন এ বিশ্বময় কেবল পরোপকার, প্রীতি, ভক্তি বিরাজ কর্ব্বে, যেদিন অসীম প্রেমের জ্যোতিঃ নিখিলময় ছড়িয়ে পড়বে, যেদিন স্বার্থত্যাগেই স্বার্থলাভ হবে—সেই স্বর্গ।

প্রতাপ। সে দিন অনেক দূরে ইরা!

ইরা। আমরা যতদূর পারি তাকে এগিয়ে নিয়ে না এসে, এই রক্তস্রোত বইয়ে তাকে পিছিয়ে দিই কেন?

এই সময়ে বালকবেশিনী মেহের উন্নিসাকে লইয়া অমর সিংহ প্রবেশ করিলেন।

প্রতাপ। কে? অমর সিংহ?—এ কে?

অমর। এ বলে মহারাজা মানসিংহের চর। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না।

মেহের একদৃষ্টিতে প্রতাপ সিংহকে দেখিতেছিলেন।

প্রতাপ। বালক! তুমি মানসিংহের চর?

মেহের। আপনি রাণা প্রতাপ?—এই কুটীর আপনার বাসস্থান? এই ফলমূল আপনার ভক্ষ্য? এই তৃণ আপনার শয্যা?

প্রতাপ। হাঁ, আমি রাণা প্রতাপ! তুমি কে? সত্য কহ।

মেহের। মিথ্যা বল্‌বো না। কিন্তু সত্য বল্‌তে ভয় হয়; পাছে আপনি শুনে আমাকে পরিত্যাগ করেন।

প্রতাপ। পাছে তোমাকে পরিত্যাগ করি?

মেহের। আপনি রাজপুতকুলের প্রদীপ। আপনি মনুষ্যজাতির গৌরব। আমি আপনার বিষয় অনেক শুনেছি। অনেক কথা বিশ্বাস করেছি, অনেক কথা বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আজ যা প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি, তা অদ্ভুত, কল্পনার অতীত, মহিমাময়। রাণা, আমি মানসিংহের চর নহি।—বলিতে বলিতে ভক্তিতে, বিস্ময়ে, আনন্দে, মেহেরের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

প্রতাপ। তবে।

মেহের। আমি নারী।

প্রতাপ। নারী! এ বেশে! এখানে!

মেহের। এসেছিলাম অন্য উদ্দেশ্যে; কিন্তু এখন আমার ইচ্ছা যে আপনার পরিবারের সেবা করি।

প্রতাপ। বালিকা—তুমি কে তা এখনও বল নাই।

মেহের। স্ত্রীলোকের নাম জান্‌বার প্রয়োজন কি?

প্রতাপ। তোমার পিতার নাম?

মেহের। আমার পিতা আপনার, পরম-শত্রু।—প্রতিজ্ঞা করুন যে পিতার নাম শুন্‌লে আপনি আমাকে পরিত্যাগ কর্ব্বেন না। আমি আপনার আশ্রয় নিয়েছি।

প্রতাপ। আশ্রিতকে পবিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে।—আমি ক্ষত্রিয়।

মেহের। আমার পিতা—

প্রতাপ। বল—তোমার পিতা—

মেহের। আমার পিতা—আপনার পরম-শত্রু আকবর সাহ।

প্রতাপ স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন! পরে মেহেরের প্রতি তীক্ষ্নদৃষ্টি স্থাপন করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"সত্য কথা! না প্রতারণা!"

মেহের। প্রতারণা জীবনে শিখি নাই রাণা।

প্রতাপ। আকবর সাহার কন্যা আমার শিবিরে কি জন্য!—অসম্ভব!

মেহের। কিন্তু সত্য কথা রাণা।—আমি পালিয়ে এসেছি।

প্রতাপ। কি জন্য?

মেহের। বিস্তারিত বল্‌ছি এখনই—

ইরা। মেহের না?—হাঁ, চিনেছি।

প্রতাপ। কি! ইরা, এঁকে চেনো?

ইরা। হাঁ, চিনি বাবা। ইনি আকবর সাহার কন্যা মেহের উন্নিসা!

প্রতাপ। এঁর সঙ্গে তোমার কোথায় সাক্ষাৎ হয়েছিল?

ইরা। হল্‌দিঘাট সমরক্ষেত্রে।

প্রতাপ বিস্মিত হইলেন। পরে উঠিয়া কহিলেন—"মেহের উন্নিসা! তুমি আমার শত্রুকন্যা। কিন্তু তুমি আমার আশ্রয় নিয়েছো। যদিও সম্প্রতি আমার আশ্রয় দিবার অবস্থা নয়—আমি নিজেই নিরাশ্রয়; তবুও তোমাকে পরিত্যাগ কর্ব্ব না! এস মা, গুহার ভিতরে লক্ষ্মীর কাছে চল!"

অতঃপর সকলে গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—ফিনশরার দুর্গ। কাল—দ্বিপ্রহর দিবা। শক্ত সিংহ একাকী উদ্যানে বিচরণ করিতেছিলেন।

শক্ত। সেলিম! আমি এতদিন চুপ করে' এই দুর্গে বসে' আছি বলে' মনে কোরো না যে, আমি তোমার পদাঘাতের প্রতিশোধ নিতে ভুলে গিয়েছি। আগ্রা হতে পথে আসতে কতিপয় রাজপুত সৈন্য সংগ্রহ করে,' এই ফিনশরার দুর্গ দখল করেছি। কিন্তু তা ক'রেই নিশ্চিন্ত নাই। প্রতিশোধের একটা সুযোগ খুঁজ্‌ছি মাত্র। এর জন্য কত নিরীহ বেচারীকে হত্যা করেছি, আরো কত হত্যা কর্ত্তে হবে, কে জানে!—অন্যায় কর্চ্ছি? কিছু না! শ্রীরামচন্দ্র সীতার উদ্ধারের জন্য সহস্র সহস্র নিরীহ স্বদেশবৎসল রাজভক্ত রাক্ষস হত্যা করেন নি? কিছু অন্যায় কর্চ্ছি না।

জনৈক দূত প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল।

শক্ত। সংবাদ পেয়েছো দূত?

দূত। হাঁ। রাণা এখন বিঠুর জঙ্গলে। আর মানসিংহের কমলমীর জ্বালিয়ে দেওয়ার সংবাদ সত্য।

শক্ত। উত্তম! কাল রওনা হব!—দুর্গাধ্যক্ষকে এখানে পাঠাও!

দূত চলিয়া গেল। শক্ত কহিলেন—"মানসিংহ! এর প্রতিশোধ নেবো।—এই যে দৌলৎ উন্নিসা।"

সসঙ্কোচে দৌলৎ উন্নিসা প্রবেশ করিলেন।

শক্ত দৌলৎকে নীরব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি চাও দৌলৎ ?"

দৌলৎ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কহিলেন—"সুশীতল ছায়া।"

শক্ত। হাঁ, সুশীতল ছায়া।—আর কিছু কি বক্তব্য আছে দৌলৎ ?—নীরব রৈলে যে!

দৌলৎ। নাথ—এই বলিয়া দৌলৎ উন্নিসা পুনরায় স্তব্ধ হইলেন।

শক্ত। হাঁ 'নাথ'! তার পর ?—আচ্ছা দৌলৎ।—এই দুপুর রৌদ্রে 'নাথ, প্রাণেশ্বর' এই সম্বোধনগুলো কি রকম বেখাপ্পা ঠেকেনা ? প্রণয়ের প্রথম অধ্যায়ে ঐ বিশেষ্যগুলো একরকম চলে' যায়। কিন্তু বৎসরাধিক কাল পরে দিবা দ্বিপ্রহরে 'নাথ, প্রাণেশ্বর' এই শব্দগুলো কি একটা উত্তপ্ত রন্ধনশালায় পাচকের মল্লার রাগিণী ভাঁজার মত ঠেকেনা ?

দৌলৎ। নাথ। পুরুষের পক্ষে কি, জানি না! কিন্তু রমণীর প্রেম চিরদিনই সমান।

শক্ত। অর্থাৎ পুরুষের লালসা তৃপ্ত হয়। রমণীর লালসা তৃপ্ত হয় না। এই ত!

দৌলৎ। স্বামী স্ত্রীর কি এই সম্বন্ধ প্রভু ?

শক্ত। পুরুষ নারীর ত এই সম্বন্ধ। পুরোহিতের গোটা দুই অনুস্বার বিসর্গ উচ্চারণে তার বিশেষত্ব বাড়ে না।—আর আমাদের সেটুকুও হয় নাই। সমাজতঃ তুমি আমার স্ত্রী নও, প্রণয়িনী মাত্র।

দৌলৎ উন্নিসার কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্তিম হইল। তিনি কহিলেন—"প্রভু!"

শক্ত। এখন যাও দৌলৎ! নারীর অধরসুধাপান ভিন্ন পুরুষের আরো দুই চারিটা কাজ আছে।

দৌলৎ উন্নিসা ধীরে আনত মুখে প্রস্থান করিলেন। দৌলৎ দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে শক্ত কহিলেন—"এই ত নারী। নেহাৎ অসার!—নেহাইৎ কদাকার! আমরা লালসায় মাত্র তা'কে সুন্দর দেখি। শুদ্ধ নারী কেন, মনুষ্যই কি জঘন্য জানোয়ার! এমন অতি অল্প জন্তু আছে যে নগ্ন মনুষ্যের চেয়ে সুন্দর নয়! মনুষ্যশরীর এমনি জঘন্য যে, স্বীয় পুষ্টির জন্য নেয় যত সুন্দর সুস্বাদু, সুগন্ধ জিনিস; আর—ওষ্ঠদ্বয় নিষ্পীড়িত করিয়া কহিলেন—"আর বাহির করে কি বীভৎস ব্যাপার! শরীরের ঘামটা পর্য্যন্তও দুর্গন্ধ। আর এই শরীর স্বয়ং, মৃত্যুর পরে তাঁকে দুদিন গৃহে রাখ্‌লে, মন্দার সৌরভ ছড়াতে থাকেন।"

দুর্গাধ্যক্ষ প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"মহাশয়! কাল যাচ্ছেন?"

শক্ত। হাঁ প্রত্যূষে। হাজার সৈন্য এখানে তোমার অধীনে রৈল।—আর দেখ, আমার এই পত্নীর অস্তিত্ব যেন বাহিরে প্রকাশ না হয়।

দুর্গাধ্যক্ষ। যে আজ্ঞা।

শক্ত। যাও।

দুর্গাধ্যক্ষ চলিয়া গেলে শক্ত কহিলেন,—"সেলিম! আকবর! মোগল-সাম্রাজ্য! তোমাদের একসঙ্গে দলিত, চূর্ণ, নিষ্পিষ্ট কর্ব্ব"—এই বলিয়া সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—খুসরোজ মেলার আভ্যন্তরিক দৃশ্য। কাল—সন্ধ্যা। রেবা একাকিনী মালাব গুচ্ছ সম্মুখে রাখিয়া দণ্ডায়মানা। বিবিধবেশধারিণী রমণীগণ সেথান দিয়া যাতায়াত করিতেছিল। তিনি মেজেব উপর বাম-কফোনি এবং বাম কবতলে গণ্ডস্থল রাখিয়া উক্ত দৃশ্য দেখিতেছিলেন। এমন সময় একজন মহার্ঘভূষাভূষিতা ললনা আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখানে কি বিক্রয় হয়?'

রেবা। ফুলেব মালা।

আগন্তুক। দেখি এক ছড়া। এ কি ফুল?

রেবা। অপবাজিতা।

আগন্তুক। নামটি অনেকখানি; কিন্তু মালাটি ছোট। কত দাম?

রেবা। পঞ্চ স্বর্ণমুদ্রা।

আগন্তুক। এই নেও মুদ্রা! দাও মালাগাছটি। সম্রাটের গলায় পবিয়ে দেবো।—বলিয়া মালা লইয়া প্রস্থান কবিলেন।

রেবা। ইনি ত সম্রাজ্ঞী! কৈ! সম্রাট্‌কে দেখ্‌লাম না ত।

এই সময় অন্যরূপবেশধারিণী অপর এক মহিলা আসিয়া রেবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখানে ফুলের মালা বিক্রয় হয়?"

রেবা। হাঁ, বিক্রয় হয়।

২ আগন্তুক। দেখি -বলিয়া দেখিতে লাগিলেন। পরে একগাছি মালা লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ মালা গাছটি কি ফুলেব?

রেবা। কদম্ব।

২ আগন্তুক। এই নেও দাম—বলিয়া মালা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

রেবা। কি আশ্চর্য্য মেলা! এমন জিনিস নাই যা এখানে নাই! কাশ্মীরি শাল, জয়পুরের স্ফটিকপাত্র, চীনের মৃৎপুত্তলি, তুর্কীর কার্পেট, সিংহলের শঙ্খ—কি নাই?—এরূপ মেলা দেখিনি!

মালা-গলায় সম্রাট্ প্রবেশ করিলেন।

আকবর। এ মালা গাঁথা কার হস্তের?

রেবা। আমার হস্তের।

আকবর। তুমি কি মহারাজা মানসিংহের ভগিনী?

রেবা। হাঁ।

আকবর স্বগত কহিলেন—"সেলিমের উন্মত্ত অনুরাগের কারণ বুঝ্‌তে পাচ্ছি। ভারতের ভাবী সম্রাজ্ঞী হবার উপযুক্ত বটে।" পরে রেবাকে কহিলেন—"তোমার আর মালাগুলি দেখি"—বলিয়া দেখিতে লাগিলেন। "এ সমস্ত মালার দাম কত?

রেবা। সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।

আকবর। এই নাও দাম। আমি সবগুলিই ক্রয় কল্লাম—বলিয়া মূল্য প্রদান ও মালা গ্রহণ করিলেন।

রেবা। আপনি সম্রাট্ আকবর?

আকবর। যথার্থ অনুমান করেছো—এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

দৃশ্যান্তর। (১)

স্থান—খুসরোজ মেলার আভ্যন্তরীণ প্রান্তর। কাল—রাত্রি। নৃত্যগীত।

খাম্বাজ—একতালা।

একি, দীপমালা পরি' হাসিছে রূপসী এ মহানগরী সাজি'।
একি, নিশীথ পবনে ভবনে ভবনে, বাঁশরি উঠিছে বাজি'।
একি, কুসুমগন্ধ সমুচ্ছ্বসিত তোরণে, স্তম্ভে, প্রাঙ্গণে,
একি, রূপতরঙ্গ প্রাসাদের তটে উছলিয়া যায় আজি।

গায়—"জয় জয় মোগলরাজ ভারতভূপতি জয়"
দক্ষিণে নীল ফেনিল সিন্ধু, উত্তরে হিমালয় ;
আজ, তার গৌরব পরিকীর্ত্তিত নগরে নগরে—ভুবনে ;
আজ, তার গৌরবে সমুদ্ভাসিত গগনে তারকারাজি ।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—পৃথ্বীরাজের অন্তঃপুর কক্ষ। কাল—রাত্রি। পৃথ্বীরাজ কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন।

পৃথ্বী। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা, বৈকুণ্ঠে শ্রীপতি,
　　কৈলাসে মহেশ, স্বর্গে শচীপতি,
　　সমবীর্য্য ভূমণ্ডলে মহীপতি
　　　　ভারত-সম্রাট আকবর সাহা।

এই শেষটা খাপ্ খাচ্ছে না। আকবর কথাটা যদি তিন অক্ষরের হ'ত, শুন্তে হ'ত ঠিক! কিন্তু—

এমন সময়ে যোশী আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

পৃথ্বী। যোশী! খুসরোজ থেকে আস্‌ছো!

যোশী। হাঁ, প্রভু, খুসরোজ থেকে আসছি!

পৃথ্বী। কি রকম দেখ্‌লে! কি বিপুল আয়োজন!—কি বিরাট সমারোহ!—বলেছিলাম না! তা হবে না—আকবরসাহার খুস-রোজ—

ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা, বৈকুণ্ঠে শ্রীপতি,
কৈলাসে মহেশ, স্বর্গে শচীপতি,
সমবীর্য্য ভূমণ্ডলে মহীপতি
সম্রাট্ পাতসাহ আকবর সাহা।

যোশী। ধিক্ স্বামী! এই কবিতা আবৃত্তি ক'র্ত্তে লজ্জায় তোমার ক্ষত্রিয়-শির নুয়ে পড়্ছে না? গণ্ড আরক্তিম হ'চ্ছে না? রসনা সঙ্কুচিত হচ্ছে না? এই নীচ স্তুতি, এই তোষামোদ, এই জঘন্য মিথ্যাবাদ—

পৃথ্বী। কেন যোশী! আকবর সাহা এই স্তুতির যোগ্য ব্যক্তি। যিনি স্বীয় বাহুবলে কাবুল হ'তে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত এই বিরাট্ রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্; যিনি হিন্দু মুসলমান জাতিকে একসূত্রে বেঁধেছেন—

যোশী। যিনি হিন্দুরাজবধূকে আপনার উপভোগ্যবস্তুমাত্র বিবেচনা করেন,—বলে' যাও।

পৃথ্বী। তুমি আকবরকে দেখনি তাই বল্ছ।

যোশী। দেখেছি প্রভু! আজ দেখেছি। আর এই ছুরি যদি আমার সহায় না থাক্তো, তা হ'লে তোমার স্ত্রী এতক্ষণ আকবরের সহস্রাধিক বারাঙ্গনার অন্যতম হোত!

পৃথ্বী কহিলেন—"কি বল্ছো যোশী!"

যোশী। কি বল্ছি?—প্রভু! তুমি যদি ক্ষত্রিয় হও, যদি মানুষ হও, যদি এতটুকু পৌরুষ তোমার থাকে, তবে এর প্রতিশোধ নেও! নহিলে আমি মনে কর্ব্ব আমার স্বামী নাই—আমি বিধবা। নহিলে তোমার স্বত্ব নাই, যে স্বত্বে পত্নীভাবে আমাকে স্পর্শ কর।—কি বলবো প্রভু! এই সমস্ত কুলাঙ্গার, ভীরু, প্রাণভয়ে সশঙ্কিত হিন্দুদের দেখে পুরুষ-জাতির উপর ধিক্কার জন্মে; ঘৃণা হয়; ইচ্ছা হয় যে আমরা নিজের রক্ষার্থে নিজেই তরবারি ধরি!—হায়, এক অস্পৃশ্য যবন এসে কামালিঙ্গনের প্রয়াসে তোমার স্ত্রীর হাত ধরে! আর তুমি এখনো তাই দাঁড়িয়ে প্রশান্তভাবে শুন্ছো?

পৃথ্বী। এ সত্য কথা যোশী ?

যোশী। সত্য কথা ! কুলাঙ্গনা কখন মিথ্যা ক'রে নিজের কলঙ্কের কথা রটনা করে ? যাও, তোমার ভ্রাতৃবধূর নিকট শোনগে যাও,—আরও শুন্‌বে। যে সতীত্ব হাবিয়ে, ধর্ম্ম হারিয়ে, সম্রাট-দত্ত অলঙ্কার বাজাতে বাজাতে ঘরে ফিরে এল, আর সেই কুলটাকে তোমার ভাই বায় সিং প্রশান্তভাবে নিজের বাড়ীতে বধূ ব'লে পুনর্ব্বার গ্রহণ কর্ল্লেন। আর্য্য-জাতিব কি এতদূর অধোগতি হয়েছে যে রজতের জন্য স্ত্রীকে বিক্রয় করে ?—ধিক্—এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

পৃথ্বী। কি শুন্‌ছি ! এ সত্য কথা ! কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে। এখন কি কবি ?– কি আর কর্ব্ব ? আকবব সাহা সর্ব্বশক্তিমান্। কি আর ক'র্ব্ব ! উপায় নাই !

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—গিরিগুহা। কাল—সন্ধ্যা। ইরা রুগ্নশয্যায়। নিকটে মেহের উন্নিসা বসিয়াছিলেন।

ইরা। মেহের !

মেহের। দিদি !

ইরা। মা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাহিরে গেল কেন ?– আমি মর্ত্তে যাচ্ছি বলে' ?

মেহের। বালাই ! ও কথা বল্'তে নেই, ইরা !

ইরা। ও কথা বল্‌তে নেই কেন মেহের? পৃথিবীতে এর চেয়ে কি সত্য কথা আছে?—এ জীবন ক'দিনের জন্য? কিন্তু মরণ চির-দিনের। মরণসমুদ্রে জীবন ঢেউয়ের মত ক্ষণেকের জন্য স্পন্দিত হয় মাত্র! পরে সব স্থির। জীবন মায়া হতে পারে, কিন্তু মরণ ধ্রুব! চিরদিনের অসাড় নিদ্রার মধ্যে জীবন উত্ত্যক্ত মস্তিষ্কের স্বপ্নের মত আসে, স্বপ্নের মত চলে' যায়।—মেহের!

মেহের। বোন্!

ইরা। তুই মোগল-কন্যা, আমি রাজপুত-কন্যা! তোর বাপ আর আমার বাপ শত্রু! এমন শত্রু যে তাঁরা পরস্পরের মুখদর্শন করা বোধ হয় একটা মহাপাতক বিবেচনা করেন! কিন্তু তুই আমার বন্ধু; এ বন্ধুত্ব যেন অনেক দিনের—এ বন্ধুত্ব যেন পূর্ব্ব-জন্মের। তবু তোর সঙ্গে আলাপ ক'দিনের?—সেই পিতৃব্যের শিবিরে প্রথম দেখা মনে আছে?

মেহের। আছে বোন্।

ইরা। তার পর কে যেন স্বপ্নে আমাদের মিলন করিয়ে দিলে। সে স্বপ্ন বড় ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু বড় মধুর। আমার যেন বোধ হয় আমি তোকে ছেড়ে যাচ্ছি, আবার মিল্‌বো! তোর বোধ হয় না?

মেহের। আবার মিল্‌বো!—কোথায়?

ইরা। ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন—"ঐখানে! এখন তা দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না; কারণ জীবনের তীব্রালোক তাকে ঢেকে রেখেছে, যেমন সূর্য্যের তীব্র জ্যোতি কোটি জ্যোতিষ্ককে ঢেকে রাখে। যখন এ জ্যোতি নেমে যাবে, তখন সে অপূর্ব্ব জ্যোতির রাজ্য মহাব্যাপ্তির প্রান্ত হতে প্রান্ত পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌বে।—কি সুন্দর সে দৃশ্য!

মেহের নীরব হইয়া রহিলেন। ইরা আবার কহিতে লাগিলেন—

"ঐ যে দেখ্‌ছিস্‌ মেহের, ঐ আকাশ—কি নীল, কি গাঢ়, কি সুন্দর!—ঐ সন্ধ্যার সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, পৃথিবীকে যেন এক তপ্ত স্বর্ণবন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে! আকাশের ঐ রঞ্জিত মেঘমালা—কি রঙের খেলা, যেন একটা নীরব রাগিণী। এ সব কি আসল জিনিস দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌ মনে করিস্‌?"

মেহের। তবে কি বোন্‌?

ইরা। এ সব একটা পর্দ্দার উপর আসল সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবি মাত্র। সে আদিম সৌন্দর্য্য আছে—এর পিছনে। ঐ আকাশের পিছনে, ঐ সূর্য্যের পিছনে।

মেহের নীরব রহিলেন।

ইরা ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে কহিলেন—"ঘুম আস্‌ছে! ঘুমাই!"

এই সময় নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে প্রতাপ প্রবেশ করিলেন।

প্রতাপ নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঘুমোচ্ছে?"

মেহের। হাঁ, এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে!

প্রতাপ। মেহের! তুমি যাও বিশ্রাম করগে, আমি বস্‌ছি।

মেহের। না, আমি বসে' থাকি—আপনি সমস্ত দিবসের শ্রান্তির পর বিশ্রাম করুন।

প্রতাপ। না, আমার বিশ্রামের প্রয়োজন নাই।—যখন হবে, তোমাকে আবার ডেকে পাঠাবো।

মেহের। আচ্ছা।—বলিয়া উঠিলেন।

প্রতাপ। লক্ষ্মী কোথায়?

মেহের। ছেলেপিলেদের জন্য রুটি বানাচ্ছেন। ডেকে দেবো?

প্রতাপ। কাজ শেষ হলে' একবার আস্‌তে বলো।

মেহের উন্নিসা প্রস্থান করিলেন।

প্রতাপ। এই আমার জীবন। তিন দিন একাদিক্রমে বন হ'তে বনান্তরে ফির্চ্ছি—মোগলসৈন্যদের হাত এড়াতে। একবেলা আহার, হয়নি—খাবার অবসর অভাবে। তার উপর এই রুগ্ন কন্যায় আর একাহারী পুত্র কন্যাদের নিয়ে শশব্যস্ত—এই বলিয়া নিঃশব্দে ইরার পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। তিনি কিয়ৎকাল পরেই সহসা নেপথ্যে পুত্র-কন্যার রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

প্রতাপ। কাল মোগল-হস্তে বন্দী হতাম। কেবল বিশ্বস্ত ভীল-সর্দ্দারের অনুগ্রহে সে অপমান থেকে রক্ষা পেয়েছি। ভীলসর্দ্দার নিজের প্রাণ দিয়েছে আমাদের প্রাণ বাঁচাতে। এই রকম কত প্রাণ গিয়েছে আমার প্রাণরক্ষার্থে। তাদের স্ত্রীরা অনাথা হয়েছে, পরিবার নিরাশ্রয় হয়েছে, আমার জন্য—আমাকে বাঁচাতে। প্রতিজ্ঞা আর থাকে না; আর রাখ্‌তে পারি না।

এই সময়ে লক্ষ্মী প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইরা ঘুমোচ্ছে?"

প্রতাপ। হাঁ,, ঘুমোচ্ছে।—লক্ষ্মী! ছেলেরা কাঁদ্‌ছিল কেন?

লক্ষ্মী। তারা খাবার জন্য রুটি সম্মুখে রেখেছে, এমন সময়ে বন্য-বিড়াল এসে রুটি কেড়ে নিয়ে গিয়েছে।

প্রতাপ। তবে আজ রাতে উপায়?

লক্ষ্মী। আমাদের অংশ তাদের দিয়েছি। আমরা একদিন নিরাহারে থাক্‌তে পারি।

প্রতাপ ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে ডাকিলেন, "লক্ষ্মী!"

লক্ষ্মী। প্রভু!

প্রতাপ। লক্ষ্মী! তুমি আমার হাতে পড়ে' অনেক সয়েছো আর সইতে হবে না। এবার আমি ধরা দেবো।

লক্ষ্মী। ধরা দেবে! কেন নাথ?

প্রতাপ। আব পাবি না। চক্ষের সাম্‌নে তোমাদেব এ কষ্ট দেখ্‌তে পাবি না। আব কতকাল এই বকম শৃগালেব মত বন হতে বনে প্রতাড়িত হব! আহার নাই! নিদ্রা নাই। বাসস্থান নাই! আমি সব সহ্য কর্ত্তে পাবি! কিন্তু তুমি।—

লক্ষ্মী। আমি!—নাথ! তোমার আজ্ঞা পালন কবে'ই আমাব আনন্দ।

প্রতাপ। সহ্য কবাবও একটা সীমা আছে। আমি কাঠিন পুরুষ—সব সহ্য কর্ত্তে পাবি। কিন্তু তুমি নাবী—

লক্ষ্মী। নাথ! নাবী বলে' আমাকে অবজ্ঞা কবো না। নাবী-জাতি স্বামীব সুখে সুখ কর্ত্তে জানে, আবাব স্বামীর দুঃখ ঘাড় পেতে নিতে জানে। নাবী জাতি কষ্ট সইতে জানে। কষ্ট সইতেই তাব জীবন, আত্মোৎসর্গেই তার অপাব আনন্দ। নাথ! জেনো, যখন তোমাব পায়ে কাঁটাটি ফোটে, সে কাঁটাটি বিঁধে আমাব বক্ষে। আমবা নাবীজাতি, পিতামাতাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, স্বামীকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধবে' বক্ষা কর্ত্তে চাই; সন্তানকে বুকেব বক্ত দিয়ে পালন কবি।

প্রতাপ। আব এই পুত্র-কন্যাবা।—তাদের দুঃখ—

লক্ষ্মী। স্বদেশ আগে না পুত্র-কন্যা আগে?

প্রতাপ। লক্ষ্মী! তুমি ধন্য। তোমাব তুলনা নাই। এ দৈন্যে, এ দুঃখে, এ দুর্দ্দিনে, তুমিই আমাকে উচ্চে তুলে বেখেছো! কিন্তু আমি যে আব পাবি না। আমি দুর্ব্বল, তুমি আমাকে বল দাও; আমি তবল, তুমি আমাকে কঠিন কব, আমি অন্ধকাব দেখ্‌ছি, তুমি আমাকে আলো দেখাও।

ইবা। মা!

লক্ষ্মী। কি বল্‌ছো মা?

ইরা। কি সুন্দর! কি সুন্দর! দেখো মা কি সুন্দর!

লক্ষ্মী। কি মা?

ইরা। এক রঞ্জিত সমুদ্র! কত দেহমুক্ত আত্মা তা'তে ভেসে যাচ্ছে, কত অসীম সৌন্দর্য্যময় আলোকখণ্ড ছুটোছুটি কর্চ্ছে! কত মধুর সঙ্গীত আকাশ থেকে অশ্রান্ত ধারে বৃষ্টি হচ্ছে। চিন্তা মূর্ত্তিময়ী, কামনা বর্ণময়ী, ইচ্ছা আনন্দময়ী!

প্রতাপ লক্ষ্মীকে কহিলেন—"স্বপ্ন দেখেছে!"

ইরা সচকিতে জাগ্রত হইয়া কহিলেন—"যাঃ ভেঙে গেল?—একি মা, আমরা কোথায়?

লক্ষ্মী। এই যে আমরা মা!

ইরা। চিনেছি;—মেহের কোথা?

লক্ষ্মী। ডাক্‌বো?—ঐ যে আস্‌ছে।

নিঃশব্দে মেহের প্রবেশ করিলেন।

ইরা। তুমি কোথা গিয়েছিলে! এ সময় ছেড়ে যেতে আছে? আমি যাচ্ছি, দেখা ক'রে দুটো কথা ব'লে যাবো!

লক্ষ্মী। ছিঃ, কি বল্‌ছো ইরা?

ইরা। না, মা, আমি যাচ্ছি। তোমরা বুঝ্‌তে পার্চ্ছো না। কিন্তু আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি—আমি যাচ্ছি। যাবার আগে দুটো কথা বলে' যাই; মনে রেখো। বাবার শরীর অসুস্থ! কেন আর তাঁকে এই নিষ্ফল যুদ্ধে উত্তেজিত কর! আর সইবে না।—বাবা! আর যুদ্ধ কেন? মানুষের সাধ্য যা, তা করেছো! সম্রাট্ মনুষ্যত্ব খুইয়ে যদি চিতোর নিয়ে সুখী হন্, হোন্! কি হবে কাটাকাটি মারামারি করে'? সব

ছেড়ে দাও, আকবর চিতোর চান, নেন। তার সঙ্গে আরও কিছু তোমার থাকে, দিয়ে দাও! নেন তিনি সব নেন! ক'দিনের জন্য বাবা!—তবে যাই মা! যাই বাবা! যাই বোন্!— বাবা! আমার জায়গায় মেহেরকে বসিয়ে রেখে গেলাম! তাকে নিজের মেয়ের মত, আমার মত দেখো। কি শুভক্ষণে মেহের এখানে এসেছিলো; সে না এলে কাকে তোমাদের কাছে রেখে যেতাম? মেহের!—তুই আর আমি যে রকম বন্ধু হইছি, তোর বাপ আর আমার বাবা যেন পরিশেষে সেই রকম বন্ধু হন। তুই পারিস্ তো এঁদের মধ্যে শান্তিবারি ছিটিয়ে দিস্। মনে থাকে যেন বোন্।

মেহের। মনে থাক্‌বে ইরা!

ইরা। তবে যাই! বাবা—! মা! চরণধুলি দেও।—পিতামাতার চরণধুলি গ্রহণ করিয়া মেহেরকে কহিলেন,—"মেহের, যাই বোন্। বড় সুখের মৃত্যু এই। আমি বাপ মায়ের কোলে শুয়ে তাঁদের সঙ্গে শেষ কথা কয়ে মর্ত্তে পাল্লাম!—তবে যাই!"

লক্ষ্মী। ইরা! ইরা!— মা চলে গিয়েছে!

প্রতাপ। হা ভগবান্!

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আকবরের মন্ত্রণা-কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন। আকবর পত্রহস্তে উত্তেজিতভাবে কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতেছিলেন। সম্মুখে মহারাজ মানসিংহ দণ্ডায়মান।

আকবর। ধন্য মানসিংহ! তোমার অসাধ্য কার্য্য নাই! তোমার

অজেয় শত্রু নাই ! তুমি প্রতাপের মত দৃঢ় শত্রুকেও বিচলিত করেছো।— কৈ। পৃথ্বী এখনও এলেন না ?

মহাবৎ প্রবেশ করিলেন।

মহাবৎ। দিল্লীশ্বরের জয় হোক্।

আকবর। মহাবৎ! আজ আজ্ঞা দাও, প্রতি সৌধচূড়ায় শুভ্র চীনাংশুক পতাকা উড়ুক; রাজপথে যন্ত্রসঙ্গীত হোক; দিল্লীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে রাজপুত ও মুসলমান উৎসব সমিতি করুক; মন্দিরে, মস্‌জিদে, ঈশ্বরের স্তুতিগান হোক; আগ্রানগরী আলোকিত হোক; দরিদ্রকে অকাতরে অর্থ বিতরণ কর! আজ রাণা প্রতাপসিংহ আকবরের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেছে। বুঝেছো মহাবৎ! যাও শীঘ্র।

মহাবৎ "যো হুকুম জাঁহাপনা" বলিয়া প্রস্থান করিল।

এই সময় সেই কক্ষে পৃথ্বীরাজ প্রবেশ করিলে আকবর অগ্রসর হইয়া কহিলেন,—"পৃথ্বী! ভারী সুখবর! এ বিষয়ে তোমাকে একটা কবিতা লিখ্‌তে হবে।

পৃথ্বী। কি সংবাদ জাঁহাপনা ?

আকবর। রাণা প্রতাপসিংহ বশ্যতা স্বীকার করেছেন।

পৃথ্বী। একি পরিহাস জাঁহাপনা ?

আকবর। এই পত্র দেখ।—পৃথ্বীর হস্তে পত্র প্রদান করিলেন; পৃথ্বী পত্র পাঠ করিতে ব্যস্ত হইলেন।

আকবর। মানসিংহ! রাণা প্রতাপকে কি উত্তর দিব বল দেখি ?

মানসিংহ। এই উত্তর যে সম্রাটের নিকট তাঁহার আগমনের জন্য মেবারের রাণার উপযুক্ত সম্মান অপেক্ষা কর্চ্ছে।—পরে স্বগত কহিলেন— "কিন্তু প্রতাপ! যে সম্মান আজ হারালে, এ সম্মান সে মুক্তার কাছে নকল মুক্তা।"

পৃথ্বী। জাঁহাপনা, এ জাল-পত্র।

আকবর চমকিয়া উঠিলেন—"কিসে বুঝিলে জাল ?"

পৃথ্বী। এ কথা অবিশ্বাস্য! আমি অগ্নিকে শীতল, সূর্য্যকে কৃষ্ণবর্ণ, পদ্মকে কুৎসিত, সঙ্গীতকে কর্কশ কল্পনা কর্ত্তে পারি; কিন্তু প্রতাপের এ সঙ্কল্প কল্পনা কর্ত্তে পারি না। এ প্রতাপের হস্তাক্ষর নয়!

আকবর। প্রতাপ সিংহেরই হস্তাক্ষর! পৃথ্বী! কাল প্রভাত হ'তে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আগ্রানগরীতে উৎসবের আজ্ঞা দিয়েছি। যাই, এখন অন্তঃপুরে যাই। উৎসবের যেন কোন ত্রুটি না হয় মানসিংহ—আকবর এই বলিয়া দ্রুতপদক্ষেপে বাহির হইয়া গেলেন। আকবর চলিয়া গেলে মানসিংহ পৃথ্বীকে কহিলেন,—"কি বল পৃথ্বী!"

পৃথ্বী। আমাদের এক আশা—শেষ আশাদীপ নির্ব্বাণ হোল। এখন থেকে সম্রাটের স্বেচ্ছাচার অপ্রতিহত।

মানসিংহ। বুঝেছি পৃথ্বী তোমার মনের ভাব। তোমার আকবরের প্রতি ক্রোধের কারণ আছে।—যদি তুমি মেবারে গিয়ে প্রতাপকে পুনর্ব্বার যুদ্ধে উত্তেজিত কর্ত্তে চাও, আমি বাধা দিব না। কোন কথা কইব না।

পৃথ্বী। মানসিংহ! তুমি মহৎ।—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

মানসিংহ। প্রতাপ! প্রতাপ! তুমি কল্লে কি? আজ মেবারের সূর্য্য অস্তমিত হলো। আজ পর্ব্বতশৃঙ্গ খসে' পড়লো।—এই বলিয়া মানসিংহ ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—গিরিগুহা। কাল—রাত্রি। প্রতাপ ও লক্ষ্মী।

প্রতাপ। মেহের উন্নিসা কোথায় লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী। রন্ধন কর্চ্ছে।

প্রতাপ। মেহেরকে নিজের কন্যার মত ভালবেসেছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কবি যে, আমার ভাবী পুত্রবধূ যেন তার মত গুণান্বিতা হয়।

লক্ষ্মী নীবব বহিলেন।

প্রতাপ। ছিঃ লক্ষ্মী, আবার? কন্যা ইবা পুণ্যধামে গিয়েছে। সে জন্য দুঃখ কি?

লক্ষ্মী "নাথ"—বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

প্রতাপ। আব, আমাদেব আর কয় দিনই বা লক্ষ্মী। শীঘ্রই তাব সঙ্গে মিলিত হবো।—কেঁদো না লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। আমাকে ক্ষমা কর, আর কাঁদ্‌বো না। তুমি গুরু, আমি শিষ্যা, যেন তোমার উপযুক্ত শিষ্যাই হ'তে পারি প্রাণেশ্বর!—বলিয়া লক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে গোবিন্দসিংহ প্রবেশ করিয়া রাণাকে কহিলেন—"রাণা, আপনি বশ্যতা স্বীকার করেছেন বলে' আগ্রানগবে মহোৎসব হয়ে গেছে! গৃহে গৃহে নহবৎধ্বনি, নৃত্যগীত হয়েছিল; প্রতি সৌধচূড়ায় বিরঞ্জিত পতাকা উড়েছিল; রাজপথ আলোকিত হয়েছিল! ইহা রাণার পক্ষে সম্মানের কথা।

প্রতাপ ম্লান হাস্যে উত্তর করিলেন—"সম্মানের কথা বটে!"

গোবিন্দ। সম্রাট্ রাজসভায় আপনার জন্য তাঁর দক্ষিণ পার্শ্বে প্রথম আসন নির্দ্দেশ করেছেন!

প্রতাপ। সম্রাটের অসীম অনুগ্রহ!

এই সময়ে সেই গুহায় শক্ত সিংহ প্রবেশ করিলেন।

শক্ত। কৈ? দাদা কৈ?

প্রতাপ। কে? শক্ত?

শক্ত। হাঁ দাদা, আমি। আমি মোগলের সহিত যুদ্ধে তোমার সহায় হ'তে এসিছি।

প্রতাপ। আর প্রয়োজন নাই, শক্ত। আমি মোগলের কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করেছি।

শক্ত। তুমি আকবরের অনুগ্রহ ভিক্ষা কবেছ দাদা?

প্রতাপ। হাঁ, শক্ত। আর আকবরের সঙ্গে আমার বিবাদ নাই। যাক্ মেবার, যাক্ চিতোর, যাক্ কমলমীর।

শক্ত। পৃথিবী হাস্‌বে।

প্রতাপ। হাসুক!

শক্ত। মাড়বার, চান্দেরী হাস্‌বে।

প্রতাপ। হাসুক!

শক্ত। মানসিংহ হাস্‌বে।

প্রতাপ দীর্ঘনিঃশ্বাস সহ উত্তর করিলেন—"হাসুক! কি কর্ব্ব!"

শক্ত। দাদা! তোমাব মুখে একথা শুন্‌বো যে তা' স্বপ্নেও ভাবিনি।

প্রতাপ। কি কর্ব্ব ভাই!—চিরদিন সমান যায় না।

শক্ত। আমিও বলি, 'চিরদিন সমান যায় না।' এতদিন মেবারের দুর্দ্দিন গিয়েছে, এখন তাহার সুদিন আস্‌বে। আমি তার সূচনা করে' এসেছি!

প্রতাপ নিস্তব্ধ রহিলেন। শক্ত আবার কহিলেন—"জান দাদা, এখানে আস্‌বার আগে আমি ফিন্‌শরার দুর্গ জয় ক'রে এসেছি।"

প্রতাপ। তুমি! -- সৈন্য কোথায় পেলে?

শক্ত। সৈন্য! পথে সংগ্রহ করেছি। যেথান দিয়ে এসেছি, চীৎকার করে' বল্‌তে বল্‌তে এসেছি যে, 'আমি প্রতাপ সিংহের ভাই শক্ত সিংহ; যাচ্ছি প্রতাপ সিংহের সাহায্যে।– কে আস্‌বে এসো!'— তা শুনে বাড়ীর গৃহস্থ স্ত্রী ছেড়ে এলো; পিতা ছেলে ছেড়ে এলো; কৃপণ টাকা ছেড়ে এলো; রাস্তার মুটে মোট ফেলে অস্ত্র ধর্ল্লে; কুব্জ সোজা হয়ে, বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো!—দাদা! তোমার নামে যে কি যাদু আছে, তা তুমি জান না। আমি জানি।

ভীমসাহা দ্বারা নীত হইয়া সেই গুহায় এই সময়ে পৃথ্বীরাজ প্রবেশ করিলেন।

পৃথ্বী। কৈ রাণা প্রতাপ?

প্রতাপ। কে? পৃথ্বীরাজ! তুমি এখানে!

পৃথ্বী। প্রতাপ সিংহ! তুমি নাকি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেছো?

প্রতাপ। হাঁ পৃথ্বীরাজ।

পৃথ্বী। হায় হতভাগ্য হিন্দুস্থান! শেষে প্রতাপ সিংহও তোমাকে পরিত্যাগ কর্ল্লে।—প্রতাপ! আমরা উচ্ছন্ন গিয়েছি; আমরা দাস হয়েছি। তবু এক সুখ ছিল, যে, প্রতাপের গৌরব কর্ত্তে পার্ত্তাম। বল্‌তে পার্ত্তাম যে এই সার্ব্বজনীন ধ্বংসের মধ্যে এক প্রতাপের শির সম্রাটের নিকট নত হয় নি। কিন্তু হিন্দুর সে আদর্শও গেল।

প্রতাপ। পৃথ্বী! লজ্জা করে না যে তুমি, তোমার ভাই বিকানীর, গোয়ালীয়র, মাড়োয়ার, সবাই জঘন্য বিলাসে সম্রাটের স্তুতিগান কর্ব্বে;

আর আশা কর যে, এই সমস্ত রাজপুতনায় একা আমি, সামান্য দুবেলা দুমুঠো আহার—তার সুখও বিসর্জ্জন করে' তোমাদের গৌরব কর্ব্বার আদর্শ যোগাবো ?

পৃথ্বী। হাঁ প্রতাপ! অধম ভালুককে যাদুকর নাচায়; কিন্তু কেশরী গহনে নির্জ্জন গরিমায় বাস করে! দীপ অনেক; কিন্তু সূর্য্য এক! শস্যশ্যামল উপত্যকাকে মানুষ চষে, চরণে দলিত করে; কিন্তু উত্তুঙ্গ পর্ব্বত গর্ব্বিত দারিদ্র্যে শির উন্নত করে' থাকে! প্রতাপ! সংসাবী তার ক্ষুদ্র প্রাণ, তাব ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ, তার ক্ষুদ্র অভাব বিলাস নিয়ে থাকে! মধ্যে মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত দেহে, রুক্ষ কেশে, অনশনে সিদ্ধ সন্ন্যাসী এসে, নূতন তত্ত্ব, নীতি, ধর্ম্ম শিখিয়ে যান। অত্যাচারীর উন্মুক্ত তরবারি তাঁদেব সত্যেব জ্যোতিকে বিকীর্ণ করে,' নীবন্ধ্র, কারাগারের অন্ধকার তাঁদেব মহিমাকে উজ্জ্বল করে; অগ্নির লেলিহান জিহ্বা তাঁদের কীর্ত্তি প্রথিত করে! তুমি সেই সন্ন্যাসী! প্রতাপ! তুমি মাথা হেঁট কর্ব্বে!

প্রতাপ। যদি রাজপুত এক হয়, যদি সে দৃঢ়পণ করে যে আর্য্যাবর্ত্তকে মোগলসম্রাটের গ্রাস থেকে মুক্ত কর্ব্ব, ত মোগল-সিংহাসন কদিন টিকে! তথাপি আমি বিশ বছর ধ'রে একাকী যুদ্ধ কর্লাম;—একজনও এমন রাজপুত রাজা নাই যে, আমার জন্য, দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, একটি অঙ্গুলি তোলে! হা ধিক্!—আমি আজ জীর্ণ, সর্ব্বস্বান্ত, পারিবারিক শোকে অবসন্ন! পৃথ্বী! আমার কন্যা ইরা মারা গিয়েছে। না খেয়ে, জঙ্গলের শীতে মারা গিয়েছে। আর আমি সে প্রতাপ নাই। আমি এখন তার কঙ্কালমাত্র।

পৃথ্বী ও শক্ত একত্রে কহিয়া উঠিলেন—"কি?—ইরা নাই!!!"

প্রতাপ। না, নাই! দারিদ্র্যের কঠোরতুষার-সম্পাতে ঝ'রে গিয়েছে।

পৃথ্বী। হা-ভগবান্! মহত্ত্বের এই পরিণাম! প্রতাপ! আমি সম-দুঃখী। তুমি মহৎ, আমি নীচ; কিন্তু আমাদের দুঃখ সমান!—আমার যোশীও নাই।

প্রতাপ। যোশী নাই।

পৃথ্বী। নাই। সে এই নরাধমকে পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছে।

প্রতাপ। কিসে তাঁর মৃত্যু হোল পৃথ্বী?

পৃথ্বী। তবে শুন্‌বে প্রতাপ আমার কলঙ্ককাহিনী?—খুস্‌রোজে আমার নবোঢ়া বনিতাব নিমন্ত্রণ হয়; তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি সেখানে পাঠাই। শেষে বাড়ী ফিবে এসে সে সমবেত রাজগণের সমক্ষে আপন বক্ষে ছুরী বসিয়ে দিয়ে প্রাণত্যাগ করে।

প্রতাপ। হিন্দুরাজগণের অপমান করেও আকবরের তৃপ্তি হয় নি? আকবর! তুমি ভাবতবিজয়ী বীর-পুরুষ!

শক্ত। এর প্রতিশোধ নেব।

পৃথ্বী। প্রতাপ সিংহ! এর প্রতিশোধ নিতে তোমার সাহায্য ভিক্ষা কর্ব্বার জন্য আমি আগ্রা ছেড়ে তোমার দ্বারে এসেছি! এখন তুমি রক্ষা কর প্রতাপ!

গোবিন্দ। এ কথা শুনেও কি রাণা প্রতাপ মাথা নীচু করে' থাক্‌বেন?

প্রতাপ। কি ক'র্ব্ব?—আমার যে কিছুই নাই!—আমি একা কি ক'র্ব্ব। আমার সৈন্য নাই! পাঁচ জন সৈন্যও নাই!

শক্ত। আমি নূতন সৈন্য সংগ্রহ কর্ব্ব।

প্রতাপ। যদি অর্থ থাক্‌তো, তা হ'লে আবার নূতন সেনাদল গঠন কর্ত্তে পার্ত্তাম। কিন্তু রাজকোষ শূন্য, অর্থ নাই!

ভীমসাহা। অর্থ আছে রাণা!

প্রতাপ। কি বল্‌ছো মন্ত্রী? অর্থ আছে? কোথায়?—মন্ত্রী! তুমি রাজস্বের হিসাব রাখ না। রাজকোষে এক কপর্দ্দকও নাই!

ভীমসাহা। সে কথা সত্য। তথাপি অর্থ আছে।

প্রতাপ। বৃদ্ধ! তুমি বাতুল—না উন্মাদ?—কোথায় অর্থ?

ভীমসাহা। রাণা। চিতোরের সুদিনে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা রাণার দেওয়ানীতে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন। সে অর্থ এখন এ ভৃত্যের। আজ্ঞা হয় ত আমি সে অর্থ প্রভুর চরণে অর্পণ করি।

প্রতাপ। প্রভূত অর্থ! কত?

ভীমসাহা। আশ্চর্য্য হবেন না রাণা! সে অর্থ চৌদ্দ বর্ষ ধ'রে বিংশতি সহস্র সেনার বেতন দিতে পারে।

সকলে বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রতাপ। মন্ত্রী! তোমার প্রভুভক্তির প্রশংসা করি! কিন্তু মেবারের রাণার এ নিয়ম নহে যে ভৃত্য-অর্পিত ধন প্রতিগ্রহণ করে! তোমাকে সে অর্থ দিয়েছি ভোগ কর্ত্তে, তুমি ভোগ কর।

ভীমসাহা। প্রভু! এমন দিন আসে যখন ভৃত্যের নিকটে গ্রহণ করাও প্রভুর পক্ষে অপমানকর নহে! আজ মেবারের সেই দিন। স্মরণ কর, প্রতাপ, লাঞ্ছিত হিন্দুনারীদিগকে। ভেবে দেখ, হিন্দুর আর কি আছে? দেশ গিয়াছে, ধর্ম্ম গিয়াছে, শেষে এক যা আছে—নারীর সতীত্ব, তাও যায়। প্রতাপ! তুমি রক্ষা কর!—রাণা! আমি আমার পূর্ব্বপুরুষের ও আমার এ আজন্ম অর্জ্জিত এ ধনরাশি দিচ্ছি তোমাকে নহে; তোমার হস্তে দিচ্ছি—এই বলিয়া জানু পাতিলেন।

শক্ত সঙ্গে সঙ্গে জানু পাতিয়া কহিলেন—"দেশের জন্য এ দান গ্রহণ কর দাদা!"

প্রতাপ। তবে তাই হোক্! এ দান আমি নেবো! [প্রস্থান।

পৃথ্বী। আর ভয় নাই! সুপ্তসিংহ জেগেছে।—ভীমসা! পুরাণে পড়েছি, দধীচি—দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধে ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মাণের জন্য নিজের অস্থি দিয়েছেন। সে কিন্তু সত্যযুগে, কলিকালেও যে তা সম্ভব তা জান্তাম না।

শক্ত। দাদা। আমি যাই, সৈন্য সংগ্রহ করিগে যাই। এক মাসের মধ্যে বিংশতি সহস্র সেনার বন্দুকের শব্দে রাজস্থান ধ্বনিত হবে।

এই বলিয়া শক্ত প্রস্থানোদ্যত হইলে পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিলেন—"দাঁড়াও, আমিও যাবো। জয় মা কালী!"

সকলে। জয় মা কালী।

সকলে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—গিরিসঙ্কট। কাল—প্রভাত। পৃথ্বীরাজ ও গায়কগণ দূরে পল্লীবাসিগণ। পৃথ্বীরাজ ও গায়কগণের গীত।

ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে, গাও উচ্চে রণজয়গাথা!
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্ম্মে শুন ঐ ডাকে ভারতমাতা।
কে বল করিবে প্রাণে মায়া,—
যখন বিপন্না জননী-জায়া?
সাজ সাজ সকলে রণসাজে
শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে!
চল সমরে দিব জীবন ঢালি
জয় মা ভারত জয় মা কালী!

সাজে শয়ন কি হীনবিলাসে, শত্রুবিদগ্ধ যখন পুরপল্লী ?
মোগল-চরণ-বিচিহ্নিত বক্ষে সাজে প্রেয়সীর ভুজবল্লী ?
কোষ-নিবদ্ধ র'বে তরবারি,
যখন বিলাঞ্ছিত ভারত নারী ?
সাজ সাজ (ইত্যাদি)
সমরে নাহি ফিরাইব পৃষ্ঠে ; শত্রুকরে কভু হবনা বন্দী ;
ডরি না, থাকে যাই অদৃষ্টে অধর্ম্ম সঙ্গে করি না সন্ধি।
রবনা, হবনা, মোগল ভৃত্য,
সম্মুখ-সমরে জয় বা মৃত্যু ।
সাজ সাজ (ইত্যাদি)
ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে, শত্রুসৈন্যদল করিয়া বিভিন্ন ;
পুণ্য-সনাতন আর্য্যাবর্ত্তে রাখিব নাহি যবন-পদচিহ্ন ।
মোগল রক্তে···করিব স্নান ,
করিব বিরঞ্জিত হিন্দুস্থান ।
সাজ সাজ (ইত্যাদি)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—মানসিংহের বাটি। কাল—সন্ধ্যা। মানসিংহ ও মহাবৎ।

মানসিংহ। কি! শক্তসিংহ আমার প্রধান বাণিজ্যনগরী মালপুরা লুঠ করেছে!

মহাবৎ। হাঁ, মহারাজ!

মানসিংহ। অসমসাহসিক বটে!

মহাবৎ। প্রতাপ সিংহ কমলমীর দখল করে', সেখানে দুর্গ তৈরি কচ্ছে।

মানসিংহ। যাও তুমি দশহাজার মোগল-সৈন্য নিয়ে শক্তসিংহের ফিনশরার দুর্গ আক্রমণ কর। আরো সৈন্য আমি পরে পাঠাচ্ছি।

মহাবৎ। যে আজ্ঞা!—বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

মানসিংহ। কি অদ্ভুত এই মেবারের যুদ্ধ।—কি সাহস! কি কৌশল! সে যুদ্ধে প্রতাপ মোগল সেনাপতি সাহাবাজের সৈন্যকে ঝড়ের মত এসে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। ধন্য প্রতাপ সিংহ! তোমার মত বীর আজ এ ভারতবর্ষে নাই। তোমার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কেরও

যদি গৌরব কর্ত্তে পার্ত্তাম ; সে আমার কি সম্মান, কি মর্য্যাদার কারণ হ'ত! কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, আমাদের ভাগ্যচক্রের গতি বিপরীত দিকে। তোমার মস্তক দেহচ্যুত হতে পারে, কিন্তু নত হবে না। আর, আমি যতই যাবনিক সম্বন্ধজাল ছাড়াবার চেষ্টা কর্চ্ছি, ততই সেই জালে জড়িত হচ্ছি। যাবনিক প্রথাব উপর আমার বর্দ্ধমান ঘৃণা বিচক্ষণ সম্রাট্ বুঝেছেন। তাই তিনি সেলিমের সঙ্গে রেবার বিবাহরূপ নূতন জালে আমাকে জড়াচ্ছেন, আর সেই সম্বন্ধের প্রলেপ দিয়ে আমার প্রতি সেলিমের বিদ্বেষক্ষত আরাম কর্ত্তে মনস্থ করেছেন!—কি বিচক্ষণ গভীর কূট রাজনৈতিক এই আকবর!

এই সময়ে রেবা ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—"দাদা!"

মানসিংহ। কে? রেবা?

রেবা। দাদা—

মানসিংহ। কি রেবা?

রেবা। আমার বিবাহ?

মানসিংহ! হাঁ বেবা।

রেবা। কুমার সেলিমের সঙ্গে?

মানসিংহ। হাঁ ভগ্নি।

রেবা। এতে তোমার মত আছে?

মান। এতে আমার মতামত কি রেবা?—এ বিবাহ সম্রাটের ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছাই আজ্ঞা।

রেবা। এ বিবাহে তোমার মত নাই?

মানসিংহ। না।

রেবা। তবে এ বিবাহ হবে না।

মানসিংহ। সে কি বল রেবা!—এ সম্রাটের ইচ্ছা!

রেবা। সম্রাটের ইচ্ছা বিশ্ববিজয়িনী হ'তে পারে! কিন্তু রেবা তাঁর জগতের বাইরে!—এ বিবাহ হবে না।

মানসিংহ। সে কি বল রেবা!—আমি কথা দিয়েছি।

রেবা। কথা দিয়েছো? আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও না ক'রে? নারীজাতি কি এতই হীন দাদা, যে তাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে ঘোড়াবেচার মত যার তার হাতে সঁপে দিতে পারো?

মানসিংহ। কিন্তু, আমি তোমারই ভবিষ্যৎ সুখের জন্য এ প্রতিজ্ঞা করেছি!

রেবা। সম্রাটের ভয়ে কর নাই?

মানসিংহ। না।

রেবা। তবে এ বিবাহে তোমার মত আছে?

মানসিংহ। আছে।

রেবা। উত্তম! তবে আমার আপত্তি নাই।

মানসিংহ। তোমার মত নাই কি রেবা?

রেবা। কি যায় আসে দাদা, যখন তোমার মত আছে! তুমি আমার অভিভাবক। আমি স্বীয় কর্ত্তব্য জানি! তোমার মতেই আমার মত।

মানসিংহ। রেবা! এ বিবাহে তুমি সুখী হবে।

রেবা। যদি হই সেই টুকুই লাভ—কারণ তার আশা করি না—এই বলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

মানসিংহ। আমার ভগিনীর মত চরিত্র আমি দেখি নাই—এত উদাসীন, এত অনাসক্ত, এত কর্ত্তব্যপরায়ণ। ঐ যে গান গাচ্ছে, যেন কিছুই ঘটে নাই। কি স্বর্গীয় স্বর।—যাই, রাজসভায় যাবার সময় হয়েছে।

মানসিংহ চিন্তিতভাবে সেই কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইলে কিছুক্ষণ পরে গাইতে গাইতে পুনরায় বেগা সেই কক্ষ দিয়া চলিয়া গেলেন।

ভালবাসি যারে, সে বাসিলে মোরে, আমি চিরদিন তারি,
চরণের ধূলি ধুয়ে দিতে তার, দিব নয়নের বারি।
দেবতা করিয়া হৃদয়ে রাখিব, র'ব তারি অনুরাগী,
মরুভূমে, জলে, কাননে, অনলে, পশিব তাহার লাগি'।
ভালবাসি যারে সে না বাসে যদি, তাহে অভিমান নাইরে—
সুখে সে থাকুক, এ জগতে তবু হবে দুজনার ঠাঁইরে,
নিরবধি কাল—হয় ত কখন ভুলিব সে ভালবাসা,
বিপুল জগৎ—হয় ত কোথাও মিটিবে আমার আশা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—ফিনশরার দুর্গের অভ্যন্তর।—কাল—প্রভাত। সশস্ত্র শক্ত সিংহ একাকী সেই স্থানে পরিক্রমণ করিতেছিলেন।

শক্ত। হত্যা! হত্যা! হত্যা! এ বিশ্বসংসার একটা প্রকাণ্ড কসাইখানা। ভূকম্পে, জলোচ্ছ্বাসে, রোগে, বার্দ্ধক্যে, প্রত্যহ পৃথিবীময় কি হত্যাই হচ্ছে, আর, তার উপরে আমরা, যেন তাতেও তৃপ্ত না হয়ে, —যুদ্ধে, বিগ্রহে, লোভে, লালসায়, ক্রোধে,—এই বিশ্বপ্লাবিনী রক্ত বন্যার ভৈরব স্রোত পুষ্ট কর্চ্ছি।—পাপ? আমরা হত্যা কর্ল্লেই হয় পাপ, আর ঈশ্বরের এই বিরাট জল্লাদগিরি কিছু নয়? আবার, সমাজে মানুষ মানুষকে হত্যা কর্ল্লে তার নাম হয় হত্যা, আর যুদ্ধে হত্যা করার নাম বীরত্ব! মানুষ কি চরম ধর্ম্মনীতিই তৈ'র করেছিল!—দূরে

কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল। "ঐ আবার আরম্ভ হোল- হত্যার ক্রিয়া —ঐ মৃত্যুর হুঙ্কার!—ঐ আবার!"

কক্ষে শশব্যস্তে দুর্গাধ্যক্ষ প্রবেশ করিল।

শক্ত। কি সংবাদ?

দুর্গাধ্যক্ষ। প্রভু! দুর্গের পূর্ব্বদিকের প্রাকার ভেঙ্গে গিয়েছে; আর রক্ষা নাই।

শক্ত। রাণাপ্রতাপ সিংহকে দুর্গ অবরোধের সংবাদ পাঠিইছিলে, তাঁর সংবাদ পাও নাই?

দুর্গাধ্যক্ষ। না।

শক্ত। সৈন্য সাজাও।—জহর!

দুর্গাধ্যক্ষ কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান করিল।

শক্ত। মহাবৎ খাঁ যুদ্ধ জানে বটে। দুর্গের পূর্ব্বদিকের প্রাকার যে সব চেয়ে কম মজবুত, তার খবর নিয়েছে। কুছ্ পরোয়া নেই! মৃত্যুর আহ্বানের জন্য চিরদিনই প্রস্তুত আছি।—সেলিম! প্রতিশোধ নেওয়া হোল না।

এই সময়ে মুক্তকেশী বিস্রস্তবসনা দৌলৎ উন্নিসা কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

শক্ত। কে? দৌলৎ উন্নিসা!—এখানে? অসময়ে?

দৌলৎ। এত প্রত্যুষে কোথায় যাচ্ছ নাথ?

শক্ত। মর্ত্তে!—উত্তর পেয়েছো ত? এখন ভিতরে যাও।—কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে! বুঝ্‌তে পার্লে না? তবে শোন, ভাল করে' বুঝিয়ে বল্‌ছি।—মোগলসৈন্য দুর্গ আক্রমণ করেছে, তা জানো?

দৌলৎ। জানি।

শক্ত। বেশ! এখন তা'রা দুর্গজয় সম্পূর্ণপ্রায় করেছে! রাজপুত জাতির একটা প্রথা আছে যে দুর্গ সমর্পণ কর্ব্বার আগে প্রাণ সমর্পণ করে। তাই আমরা সসৈন্যে দুর্গের বাহিরে গিয়ে যুদ্ধ করে মর্ব্ব।—আবার কামান গর্জ্জন করিল। "ঐ শোন।—পথ ছাড়ো। যাই।"

দৌলৎ। দাঁড়াও, আমিও যাবো।

শক্ত। তুমি যাবে!—যুদ্ধক্ষেত্রে! যুদ্ধক্ষেত্র ঠিক প্রণয়িযুগলের মিলনশয্যা নয়, দৌলৎ। এ মৃত্যুর লীলাভূমি।

দৌলৎ। আমিও মর্ত্তে জানি, নাথ।

শক্ত। সে ত দিনের মধ্যে দশবার মর! এ মৃত্যু তত সোজা নয়। এ প্রাণবিসর্জ্জন, অভিমানিনীর অশ্রুপাত নয়। এ মৃত্যু অসাড়, হিম, স্থিব।

দৌলৎ। জানি। কিন্তু আমি মোগলনারী; মৃত্যুকে ডরাই না। যুদ্ধক্ষেত্র আমাদের অপরিচিত নহে।—আমিও যাবো।

শক্ত বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন; পরে কহিলেন—"কেন! মর্ত্তে হঠাৎ এত আগ্রহ যে! তোমার নবীন বয়স; সংসাবটা দিনকতক ভোগ করে' নিলে হত না?"

দৌলৎউন্নিসার পাণ্ডু মুখমণ্ডল সহসা আরক্তিম হইল।

শক্ত। বুঝি—ও চাহনির অর্থ বুঝি। ওর অর্থ এই—'নিষ্ঠুর! আব আমি তোমাকে এত ভালবাসি।'—তা' দৌলৎ, পৃথিবীতে শক্ত ভিন্ন আরো সুপুরুষ আছে।

দৌলৎ শক্তসিংহের দিকে সহসা গ্রীবা বক্র করিয়া দাঁড়াইলেন। পরে স্থিব স্পষ্ট-স্বরে কহিলেন —"প্রভু! পুরুষের ভালবাসা কিরূপ জানি না। কিন্তু নারী একবারই ভালবাসে। প্রেম পুরুষের দৈহিক লালসা হ'তে পারে; কিন্তু প্রেম নারীর মজ্জাগত ধর্ম্ম। বিচ্ছেদে, বিয়োগে, নিরাশায়, তাচ্ছিল্যে, নারীর প্রেম ধ্রুবতারার মত স্থির।

শক্ত। ভগবদ্গীতা আওড়ালে যে!—উত্তম! তাই যদি হয়! তবে এস। মর্ত্তে এত সাধ হয়ে থাকে, সঙ্গে এস! কি সজ্জায় মর্ত্তে চাও?—

আবার দূরে কামান গর্জ্জন করিল।

দৌলৎ। বীরসজ্জায়! আমি তোমার পাশে যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে মর্ব্ব।

শক্ত ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "বাগ্‌যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন রকম যুদ্ধ জানো কি দৌলৎ?"

দৌলৎ। যুদ্ধ কখন করি নাই। কিন্তু তরবারি ধর্ত্তে জানি। আমি মোগলনারী।

শক্ত। বেশ কথা। তবে বর্ম্ম চর্ম্ম পরে' এস! কিন্তু মনে রেখো দৌলৎ, যে কামানের গোলাগুলো এসে ঠিক প্রেমিকের মত চুম্বন করে না—যাও, বীরবেশ পর।

দৌলৎ উন্নিসা প্রস্থান করিলেন। যতক্ষণ না তিনি দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন, ততক্ষণ শক্ত সিংহ তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তিনি দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে, শক্ত কহিলেন—"সত্যই কি আমার সঙ্গে মর্ত্তে যাচ্ছে। সত্যই কি নারীজাতির প্রেম শুদ্ধ বিলাস নয়, শুদ্ধ সম্ভোগ নয়? এ যে ধাঁধা লাগিয়ে দিলে!"

এই সময়ে দুর্গাধ্যক্ষ সেই স্থানে আসিলে শক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"সৈন্য প্রস্তুত?"

দুর্গাধ্যক্ষ। হাঁ প্রভু।

শক্ত। চল।

উভয়ে বাহির হইয়া গেলেন।

দৃশ্যান্তর।

স্থান ফিনশরার দুর্গের প্রাকার। কাল—প্রভাত। প্রাকারোপরি শক্ত ও বর্ম্মপরিহিতা দৌলৎ উন্নিসা দণ্ডায়মান।

শক্ত অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন "ঐ দেখ্‌ছো শত্রুসৈন্য? আমরা শত্রুব্যূহ ভেদ কর্ব্ব! পার্ব্বে?"

দৌলৎ। পার্ব্বো।

শক্ত। তবে চল। অশ্ব প্রস্তুত।—এ যুদ্ধে মরণ অবশ্যম্ভাবী জানো?

দৌলৎ। জানি!

শক্ত তবে এস। কি? বিলম্ব কর্চ্ছ যে। ভয় হচ্ছে?

দৌলৎ। ভয়! তোমার কাছে আছি, আবার ভয়? তোমাকে মৃত্যুমুখে দেখ্‌ছি, আবার ভয়! আমার সর্ব্বস্ব হারাতে বসেছি, আবার ভয়? এত দিন ভালবাসো নাই, কিন্তু আশা ছিল, হয় ত বা এক দিন বাস্‌বে, হয় ত বা একদিন আমাকে প্রীতিচক্ষে দেখ্‌বে; হয় ত এক দিন স্নেহ গদগদ স্বরে আমাকে "আমার দৌলৎ" বলে' ডাক্‌বে। সেই আশায় জীবন ধরে' ছিলাম। সে আশার আজ সমাধি হতে চলেছে। আবার ভয়!

শক্ত। উত্তম! তবে চল!

"চল।—তবে—" এই বলিয়া দৌলৎ শক্ত সিংহের হাত দুইখানি ধরিয়া তাঁহার পূর্ণ সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন।

শক্ত। 'তবে'?

দৌলত। নাথ! মর্ত্তে যাচ্ছি। মর্ব্বার আগে, এই শত্রুসৈন্যের সম্মুখে, এই বিরাট কোলাহলের মধ্যে, এ জীবন ও মরণের সন্ধিস্থলে, মর্ব্বার আগে, একবার বল 'ভালবাসি'! নেপথ্যে যুদ্ধকোলাহল প্রবলতর হইল।

শক্ত। দৌলৎ! পূর্ব্বে বলি নাই যে যুদ্ধক্ষেত্র বাসরশয্যা নয়?

দৌলৎ। জানি নাথ! তবু অভাগিনী দৌলৎ উন্নিসার একটী সাধ—

শেষ সাধ রাখো! প্রিয়জন, পরিজন, বিলাস, সম্ভোগ ছেড়ে তোমার আশ্রয় নিয়েছি—এই দীর্ঘকাল ধরে' একবার সে কথাটি শুন্তে চেয়েছি, শুন্তে পাই নাই। আজ মর্ব্বার আগে, সে সাধটি মেটাও।—বল, হাত দুইখানি ধরে' বল 'ভালবাসি'।

শক্ত। এই কি উপযুক্ত সময়?

দৌলৎ। এই সময়!—ঐ দেখ সূর্য্য উঠ্‌ছে—আবার কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল।—"ঐ শুন মৃত্যুর বিকট গর্জ্জন—পশ্চাতে জীবন—সম্মুখে মরণ;—এখন একবার বল 'ভালবাসি।'—কখনও বল নাই, যে সুধার আস্বাদ কখন পাই নাই, যে কথাটি শুন্‌বার জন্য ক্ষুধিত তৃষিত প্রাণে এতদিন নিষ্ফল প্রত্যাশায় চেয়ে আছি—একবার সেই কথাটি বল—এই মর্ব্বার আগে একবার বল—'ভালবাসি।'—সুখে মর্ত্তে পার্ব্বো।"

শক্ত। দৌলৎ।—একি! চক্ষু বাষ্পে ভরে আসে কেন? দৌলৎ—না বল্‌তে পার্ব্বো না।

দৌলৎ। বল।—সহসা শক্ত সিংহের চরণ ধরিয়া কহিলেন—"বল, একবার বল।"

শক্ত। বিশ্বাস কর্ব্বে? আজ—বাষ্পগদ্‌গদ হইয়া শক্তের কণ্ঠরোধ হইল।

দৌলৎ। বিশ্বাস! তোমাকে?—যাঁর চরণে সমস্ত ইহকাল বিশ্বাস করে' দিয়েছি!—আর যদি মিথ্যাই হয়—হোক্; প্রশ্ন কর্ব্ব না, দ্বিধা কর্ব্ব না, কথা ওজন করে নেবো না। কখনও করি নাই, আজ মৃত্যুর আগেও কর্ব্ব না। তবে কথাটি কেন শুন্‌তে চাই, যদি জিজ্ঞাসা কর—তবে তার উত্তর—আমি নারী—নারী-জীবনের ঐ এক সাধ—জীবনে পূর্ণ হয় নি। আজ মর্ব্বার আগে একবার সেই কথাটি শুনে মর্ব্ব।—সুখে মর্ত্তে পার্ব্বো।—বল—

শক্ত। দৌলৎ! তুমি এত সুন্দর! তোমার মুখে এ কি স্বর্গীয় জ্যোতি!—তোমার কণ্ঠে এ কি মধুর ঝঙ্কার! এতদিন ত লক্ষ্য করিনি— মূর্খ আমি! অন্ধ আমি! স্বার্থপর আমি! পৃথিবীকে এতদিন তাই স্বার্থময়ই ভেবেছিলাম!—এ ত কখন ভাবিনি!—দৌলৎ! দৌলৎ! কি কর্লে! আমার জীবনগত ধর্ম্ম, আমার মজ্জাগত ধারণা, আমার মর্ম্মগত বিশ্বাস সব ভেঙে দিলে! কিন্তু এত বিলম্ব!

দৌলৎ। বল 'ভালবাসি'!—ঐ রণবাদ্য বাজ্‌ছে। আর বিলম্ব নাই। বল নাথ—পুনবায় চরণ ধরিয়া কহিলেন—"একবার—একবার—"

শক্ত। হাঁ দৌলৎ! ভালবাসি।—সত্য বল্‌ছি ভালবাসি। প্রাণ খুলে বল্‌ছি ভালবাসি। এতদিন আমাব প্রাণের উৎসের মুখে কে পাষাণ চেপে রেখেছিল! আজ তুমি সরিয়ে দিয়েছো। দৌলৎ! প্রাণেশ্বরী! এ কি! আমার মুখের আজ এ সব কথা!—আজ রুদ্ধ বারি-স্রোত ছুটেছে। আর চেপে রাখ্‌তে পারি না। দৌলৎ! তোমাকে ভালবাসি! কত ভালবাসি তা দেখাবার আর সুযোগ হবে না, দৌলৎ! আজ মর্ত্তে যাচ্ছি। এ ভালবাসার এখানেই আরম্ভ, এখানেই শেষ।

দৌলৎ। তবে একটি চুম্বন দাও—শেষ-চুম্বন—

শক্ত দৌলৎ উন্নিসাকে বক্ষে ধারণ করিয়া চুম্বন করিয়া গদ্‌গদস্বরে কহিলেন—"দৌলৎ উন্নিসা"—

দৌলৎ। আর নয়। বড় মধুর মুহূর্ত্ত! বড় মধুর স্বপ্ন! মর্ব্বার আগে ভেঙে না যায়—চল, এই সমরতরঙ্গে ঝাঁপ দিই।

শক্ত। চল দৌলৎ—ঐ অশ্ব প্রস্তুত।

উভয়ে সে স্থান হইতে অবতরণ করিলেন।

নেপথ্যে যুদ্ধ-কোলাহল হইতেছিল। প্রাকারনিম্নে দুর্গাধ্যক্ষ প্রবেশ করিলেন।

দুর্গাধ্যক্ষ। যুদ্ধ বেধেছে! কিন্তু জয়াশা নাই। একদিকে দশ হাজার মোগল-সৈন্য, অপবদিকে এক হাজার বাজপুত।—উঃ, কি ভীষণ গর্জ্জন! কি মত্ত কোলাহল!

এই সময়ে সহসা নেপথ্যে শ্রুত হইল,—"জয় রাণা প্রতাপ সিংহের জয়।"

দুর্গাধ্যক্ষ চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন—"এ কি!"

নেপথ্যে পুনর্ব্বার শ্রুত হইল,—"জয় বাণা প্রতাপ সিংহেব জয়।"

"আব ভয় নাই। রাণা সসৈন্যে দুর্গবক্ষাব জন্য এসেছেন, আব ভয় নাই।"—দুর্গাধ্যক্ষ এই বলিয়া সেস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—দুর্গের সমীপস্থ যুদ্ধক্ষেত্র, প্রতাপ সিংহের শিবিব। কাল—সন্ধ্যা।—প্রতাপ, গোবিন্দ ও পৃথ্বীরাজ সশস্ত্র দণ্ডায়মান।

প্রতাপ। কালীর কৃপা!

পৃথ্বী। স্বয়ং মহাবৎ বন্দী।

গোবিন্দ। আট হাজার মোগল ধরাশায়ী।

প্রতাপ। মহাবৎকে এখানে নিয়ে এস গোবিন্দ সিংহ।

গোবিন্দ সিংহ চলিয়া গেলেন। পরে শৃঙ্খলাবদ্ধ মহাবৎ প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে গোবিন্দ সিংহ ও প্রহরীদ্বয়।

প্রতাপ প্রহরীকে কহিলেন—"শৃঙ্খল খুলে দাও।"

প্রহরীরা উক্তবৎ কার্য্য করিল।

প্রতাপ। মহাবৎ! তুমি মুক্ত। যাও আগ্রায় যাও। মানসিংহকে আমার অভ্যর্থনা জানিয়ে বোলো' যে প্রতাপ সিংহ ভেবেছিলেন, এ সমরক্ষেত্রে মহারাজের সাক্ষাৎ পাবেন। তা হলে' হল্‌দিঘাটের প্রতিশোধ নিতাম। মোগল সেনাপতি মহারাজকে জানিও—আমি একবার সমরাঙ্গনে তাঁর সাক্ষাৎ-প্রার্থী।—যাও!

মহাবৎ নিরুত্তর হইয়া অধোবদনে প্রস্থান করিলেন।

পৃথ্বী। উদিপুর রাণার করতলগত হয়েছে?

প্রতাপ। হাঁ পৃথ্বী।

পৃথ্বী। তবে বাকি চিতোর?

প্রতাপ। চিতোর, আজমীর, আর মণ্ডলগড়।

এই সময়ে শক্ত সিংহ শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

"এস ভাই—" এই বলিয়া প্রতাপ উঠিয়া শক্ত সিংহকে আলিঙ্গন করিলেন।—"আর একদণ্ড বিলম্ব হ'লে তোমাকে জীবিত পেতাম না, শক্ত।"

শক্ত। আমাকে রক্ষা করেছে বটে দাদা,—কিন্তু—দীর্ঘনিঃশ্বাসসহ কহিলেন—"এ যুদ্ধে আমি আমার সর্ব্বস্ব হারিয়েছি।"

প্রতাপ। কি হারিয়েছ শক্ত?

শক্ত। আমার স্ত্রী দৌলৎ উন্নিসা।

প্রতাপ। তোমার স্ত্রী দৌলৎ উন্নিসা!!!

শক্ত। হাঁ, আমার স্ত্রী দৌলৎ উন্নিসা।

প্রতাপ। সে কি! তুমি মুসলমানী বিবাহ করেছিলে!

শক্ত। হাঁ দাদা, আমি মুসলমানী বিবাহ করেছিলাম।

প্রতাপ বহুক্ষণ স্তব্ধ রহিলেন। পরে ললাটে করাঘাত করিয়া কহিলেন —"ভাই, ভাই! কি করেছ! এতদিন যে সর্ব্বস্ব পণ করে' এ বংশের গৌরব রক্ষা করে' এসেছি"—এই বলিয়া প্রতাপ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

প্রতাপ কিয়ৎকাল স্তব্ধ রহিলেন; পরে শুষ্ক, স্থির, দৃঢ় স্বরে কহিলেন—"না। আমি জীবিত থাক্‌তে তা হবে না।—শক্তসিংহ! তুমি আজ হতে আর আমার ভ্রাতা নও, কেহ নও, মেবার বংশের কেহ নও। ফিন্‌শরার দুর্গ তুমি জয় করেছিলে। তা হতে তোমাকে বঞ্চিত কর্ব্বার আমার অধিকার নাই। কিন্তু সেই দুর্গ ও তুমি আজ হতে মেবার রাজ্যের বাইরে।"

পৃথ্বী। কি কর্চ্ছ প্রতাপ।

প্রতাপ। আমি কি কচ্ছি আমি বেশ জানি, পৃথ্বী!—শক্ত সিংহ আজ হ'তে তুমি মেবারের কেহ নও! এ রাণা-বংশের কেহ নও!—এই বলিয়া রোষে, ক্ষোভে প্রতাপ হস্ত দিয়া চক্ষুর্দ্বয় আবৃত করিলেন!

গোবিন্দ। রাণা—

প্রতাপ। চুপ কর গোবিন্দ সিংহ। এ পবিত্র বংশগৌরব এতদিন প্রাণপণ করে' রক্ষা করে' এসেছি। এর জন্য ভাই, স্ত্রী, পুত্র পরিত্যাগ কর্ত্তে হয় কর্ব্ব। যতদিন জীবিত থাক্‌ব এ বংশগৌরব রক্ষা কর্ব্ব। তার পর যা হবার হ'বে।

পৃথ্বী। প্রতাপ! শক্ত সিংহ এই যুদ্ধে—

প্রতাপ। আমার দক্ষিণহস্ত, তাও জানি। কিন্তু তাকে ব্যাধিগ্রস্ত দক্ষিণ হস্তের ন্যায় পরিত্যাগ কল্লাম—এই বলিয়া প্রতাপ চলিয়া গেলেন।

"হা মন্দভাগ্য রাজস্থান!" এই বলিয়া পৃথ্বীও নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

গোবিন্দ সিংহ নীরবে পৃথ্বীর পশ্চাদ্গামী হইলেন।

শক্ত। দাদা, তোমাকে ভক্তি করি, দেবতার মত। কিন্তু তোমার আজ্ঞামতও দৌলৎ উন্নিসাকে স্ত্রী বলে' অস্বীকার কর্ব্ব না। একশ'বার স্বীকার কর্ব্ব যে আমি তাকে বিবাহ কবেছিলাম। যদিও সে বিবাহে মঙ্গল-বাদ্য বাজে নাই, পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ হয় নাই, অগ্নিদেব সাক্ষী ছিলেন না, তবু আমি তাকে বিবাহ করেছিলাম। এখন এইটুকু স্বীকার করে'ই আমার সুখ। প্রতাপ! তুমি দেবতা বটে, কিন্তু সেও ছিল দেবী। তুমি যদি আমার চোখ খুলে পুরুষেব মহত্ত্ব দেখিয়েছো; সেও আমার চোখ খুলে নাবীব মহত্ত্ব দেখিয়ে গিয়েছে। আমি পুরুষকে স্বার্থপবই ভেবেছিলাম; তুমি দেখিয়ে দিলে পৃথিবীতে ত্যাগেব মহামন্ত্র। আমি নারীকে তুচ্ছ, অসার, কদাকাব জীব বলে' মনে করেছিলাম; সে দেখিয়ে দিলে নাবীর সৌন্দর্য্য। কি সে সৌন্দর্য্য! আজ, প্রভাতে সে দাঁড়িয়েছিল আমার সম্মুখে—কি আলোকে উদ্ভাসিত, কি মহিমায় মহিমান্বিত, কি বিশ্ববিজয়ীরূপে মণ্ডিত! মৃত্যুর পরপারস্থ স্বর্গের জ্যোতির ছটা যেন তার মুখে এসে পড়েছিল; তার চিরজীবনের সঞ্চিত পুণ্যের বারিরাশি যেন তাকে ধৌত করে' দিয়েছিল। পৃথিবী যেন তার পদতলে স্থান পেয়ে ধন্য হয়েছিল। কি সে ছবি! সেই হত্যার ধূমীভূত নিশ্বাসে, সেই মরণের প্রলয়কল্লোলে, সেই জীবনের গোধূলি-লগ্নে, কি সে মূর্ত্তি!

এই বলিয়া শক্ত সিংহ সে স্থান হইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কমলমীরে উদয় সাগরের তীর। কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি। মেহের একাকিনী বসিয়া গাহিতেছিলেন।

সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে—পড়ে মনে।
নিখিল ছাড়িয়ে কেন—কেন চাহি সেই জনে ;
এ নিখিল স্বর মাঝে তারি স্বর কাণে বাজে ;
ভাসে সেই মুখ সদা স্বপনে কি জাগরণে !
মোহের মদিরা ঘোর ভেঙেছে ভেঙেছে মোর ;
কেন রহে পিছে পড়ি' পাপবাঞ্ছা পরশনে।

কি সুন্দর এই রাত্রি! আজ এই স্তব্ধ নিশীথে এই শুভ্র চন্দ্রালোকে, কেন তার কথা বার বার মনে আস্‌ছে! এতদিনেও ভুল্‌তে পার্লাম না! কেন আর আপনাকে ছলনা করি। পিতার অগাধ স্নেহ তুচ্ছ করে' আগ্রার প্রাসাদ পরিত্যাগ করেছিলাম বটে; কিন্তু এখানে আমায় টেনে এনেছে কে? শক্ত সিংহ। এখানে এসে প্রতিজ্ঞা করেছি বটে, তাকে আর চখের দেখাও দেখ্‌বো না; সে প্রতিজ্ঞা রক্ষাও করেছি। কিন্তু তবু এস্থান পরিত্যাগ কর্ত্তে পারি না কেন? কারণ, এখানে তবু শক্ত সিংহের সেই প্রিয় নাম দিনান্তে একবারও শুন্তে পাই। তাতেই আমার কত সুখ। কিন্তু আর পারি না! এতদিন ইরাকে সমস্ত প্রাণের আবেগে জড়িয়ে ধরে'ছিলাম, তাতেই আপনাকে এ প্রলোভন হতে', চিন্তা হতে', এত দিন রক্ষা কর্ত্তে পেরেছিলাম। কিন্তু সে অবলম্বনও গিয়েছে। আর নিজেকে ধরে' রাখ্‌তে পারি না। না, এ স্থান পরিত্যাগ করাই ঠিক! দৌলৎ উন্নিসা জান্‌তে

পেলে বড় কষ্ট পাবে। বোন্! কতদিন তোকে দেখিনি। তোর সংবাদ পাই নি। বোধ করি রাণার ভয়ে শক্ত সিংহ সে কথা প্রকাশ করেন নি। আমিও সেই কথা প্রকাশ করিনি। একদিন তার অস্ফুট জনরব রাণার কর্ণে প্রবেশ করে। রাণা তা বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু শ্রবণ মাত্রই আরক্তিম হয়েছিলেন, লক্ষ্য করেছিলাম। প্রেমের মুক্তরাজ্যে এ সব সামাজিক বাধা, বিভাগ, গণ্ডী কি জন্য আমি তা' বুঝি না। কি জানি! কিন্তু যা করেছি, বোন্ দৌলৎ উন্নিসা, তোরই সুখের জন্য। তুই সুখে থাক্। তুই সুখী হ' বোন্। সেই আমার সুখ। সেই আমার সান্ত্বনা।

এই সময়ে জনৈক পরিচারিকা আসিয়া ডাকিল "সাহাজাদি!"

মেহের চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন "কে?"

পরিচারিকা। সাহাজাদি! রাণা ফিরে এসেছেন। মা আপনাকে ডাক্‌ছেন। বাদসাহের কাছ থেকে আপনার নামে চিঠি এসেছে।

মেহের। পিতার পত্র? কৈ?

পরিচারিকা। রাণার কাছে। কুমার অমর সিংহ এদিকে আসেন নি?

মেহের। না।

"তবে তিনি কোথায় গেলেন? দেখি" বলিয়া পরিচারিকা চলিয়া গেল।

মেহের। পিতা! পিতা! এতদিন পরে কন্যাকে মনে পড়েছে!— দেখি যাই। কে? অমর সিংহ?

অমর সিংহ প্রবেশ করিয়া জড়িতস্বরে কহিলেন "হাঁ, আমি অমর সিংহ।"

মেহের। পরিচারিকা তোমাকে খুঁজতে এসেছিল। চল যাই।

অমর। কোথায় যাবে দাঁড়াও!—এই বলিয়া মেহের উন্নিসার হাত ধরিলেন।

মেহের। কি কর অমর সিংহ! হাত ছাড়ো।

অমর। ছাড়ছি, আগে শোন। একটা কথা আছে—দাঁড়াও।

মেহের। সুরাজড়িত স্বর দেখ্‌ছি।—পরে অমর সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি, বল।"

অমর। কি বল্‌ছিলাম জানো?—ঐ দেখ, ঐ হ্রদের বক্ষে চন্দ্রের প্রতিচ্ছবি দেখ্‌ছো?—কি সুন্দর! কি সুন্দর!—দেখ্‌ছো মেহের দেখ্‌ছো!

মেহের। দেখ্‌ছি।

অমর। আর ঐ আকাশ, এই জ্যোৎস্না, এই বাতাস!—দেখ্‌ছো? —এই সৌন্দর্য্য কিসের জন্য তৈয়ার হয়েছিল মেহের?

মেহের। জানি না—চল, বাড়ী চল।

অমর। আমি জানি!—ভোগের জন্য। মেহের! ভোগের জন্য।

মেহের। পথ ছাড় অমর সিংহ।

অমর। সম্ভোগ। প্রকৃতি কেন এই পূর্ণপাত্র মানুষের ওষ্ঠে ধর্চ্ছে—যদি সে তা পান না কর্ব্বে মেহের?

মেহের। চল গৃহে যাই—বলিয়া যাইতে অগ্রসর হইলেন; অমর পথ রোধ করিলেন।

অমর। এতদিন চেপে রেখেছি; আর পারি না। শোন মেহের উন্নিসা! আমি যুবক! তুমি যুবতী! আর এ অতি নিভৃত স্থান। এ অতি মধুর রাত্রি!—

মেহের। অমর! তুমি আবার সুরাপান করেছো। কি বলছো জানো না।

"জানি মেহের উন্নিসা"—এই বলিয়া অমর পুনরায় হাত ধরিল।

মেহের উচ্চস্বরে কহিলেন—"হাত ছাড়ো।"

"মেহেব উন্নিসা! প্রেয়সি!"—এই বলিয়া অমর মেহেরকে বক্ষের দিকে টানিলেন।

মেহের। অমর সিংহ! হাত ছাড়!—হাত ছাড়াইতে চেষ্টা কবিতে করিতে কহিলেন,—"এই, কে আছো?"

এই সময়ে লক্ষ্মী ও প্রতাপ সিংহ সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন।

প্রতাপ। এই যে আমি আছি।—পরে গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন—"অমর সিংহ!"

অমর মেহেরের হাত ছাড়িয়া দূবে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইলেন।

প্রতাপ। অমর সিংহ।—এ কি!—আমি পূর্ব্বেই ভেবেছিলাম যার শৈশব এমন অলস, তাব যৌবন উচ্ছৃঙ্খল হতেই হবে।—তবু আশ্রিতা রমণীর প্রতি এই অত্যাচার যে আমার পুত্রদ্বারা সম্ভব, তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। কুলাঙ্গাব! এব শাস্তি দিব! দাঁড়াও।—বলিয়া পিস্তল বাহির করিলেন।

অমর শুদ্ধ "পিতা" বলিয়া প্রতাপ সিংহের পদতলে পড়িলেন।

প্রতাপ। ভীরু! ক্ষত্রিয়ের মর্ত্তে ভয়!—দাঁড়াও।

লক্ষ্মী দ্রুত আসিয়া প্রতাপের পদতলে পড়িলেন; কহিলেন—"মার্জ্জনা কর নাথ! এ আমার দোষ! এতদিন আমি বুঝেও বুঝি নাই।"

প্রতাপ। এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই। পুত্র বলে' ক্ষমা কর্ব্ব না!

মেহের। ক্ষমা করুন রাণা।—অমর সিংহ প্রকৃতিস্থ নহে। সে সুরাপান করেছে। তাই—

প্রতাপ। সুরাপান!!!—অমর সিংহ!

অমর। ক্ষমা করুন পিতা।

"ক্ষমা !—ক্ষমা নাই।—দাঁড়াও।"—এই বলিয়া প্রতাপ পিস্তল উঠাইলেন।

মেহের। পুত্রহত্যা কর্ব্বেন না রাণা !

লক্ষ্মী পুত্রকে আগুলিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—"তার পূর্ব্বে আমাকে বধ কর।"

প্রতাপের হস্তে পিস্তল আওয়াজ হইয়া গেল। লক্ষ্মী ভূপতিত হইলেন।

মেহের। এ কি সর্ব্বনাশ !—মা—মা—দৌড়িয়া গিয়া লক্ষ্মীর মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন !

প্রতাপ। লক্ষ্মী !—লক্ষ্মী !—

লক্ষ্মী। নাথ ! অমর সিংহকে ক্ষমা কর। আমি জীবনে একবার বিদ্রোহী হয়েছি। আমাকেও ক্ষমা কর !—মৃত্যুকালে চরণে স্থান দাও !—প্রতাপের চরণ ধরিয়া লক্ষ্মী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

প্রতাপ। মেহের ! আমি করেছি কি জানো ?

অমর সিংহ স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। মেহের উন্নিসা কাঁদিতেছিলেন।

প্রতাপ। জগদীশ্বর ! আমি পূর্ব্ব-জন্মে কি পাপ করেছিলাম ! যে সর্ব্ব প্রকার যন্ত্রণাই আমাকে সহিতে হবে !—ওঃ !—চক্ষে অন্ধকার দেখ্‌ছি !—এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আকবরের নিভৃত কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন। আকবর ও মানসিংহ মুখোমুখি দণ্ডায়মান।

আকবর। শুনেছি, মানসিংহ! সমস্ত শুনেছি। দুর্গের পর দুর্গ মোগলের করচ্যুত হয়েছে; শেষে মহাবৎ খাঁ প্রতাপের হস্তে পরাজিত, ধৃত, শেষে রাণার কৃপায় মুক্ত হয়ে, দিল্লী ফিরে এসেছে।—এও শুন্তে হল!

মানসিংহ। জাঁহাপনা! প্রতাপ সিংহ আজ মূর্ত্তিমান্ প্রলয়। তার গতিরোধ করে কার সাধ্য!

আকবর। এই কথা শুন্‌বার জন্য মহারাজকে আহ্বান করি নাই।

মানসিংহ নিরুত্তর রহিলেন।

আকবর। মহারাজ মানসিংহ! আপনি জানেন কি যে এর অর্থ শুদ্ধ মোগলের পরাজয় নহে; এর অর্থ মোগলের অপমান; এর অর্থ দেশে অসন্তোষবৃদ্ধি; এর অর্থ দেশীয় রাজগণের রাজভক্তির ক্ষয়। পৃথিবীতে ব্যাধিই সংক্রামক হয় না মহারাজ! স্বাস্থ্যও সংক্রামক; ভীরুতাই সংক্রামক নয়, সাহসও সংক্রামক। পাপই সংক্রামক নয়, ধর্ম্মও সংক্রামক। প্রতাপের এই স্বদেশ ভক্তি সংক্রামক হবার উপক্রম হয়েছে লক্ষ্য করেছেন কি!

মানসিংহ অবনতবদনে কহিলেন— "করেছি।"

আকবর। তবে সময়ে এর প্রতিকার কর্ত্তে হবে। এই প্রতাপ সিংহের গতিরোধ কর্ত্তে হবে। যত সৈন্য চাই, যত অর্থ চাই, দিব।

মানসিংহ নিরুত্তর রহিলেন।

আকবর তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন; কহিলেন—"মহারাজ! প্রতাপ সিংহের শৌর্য্যে আপনি মুগ্ধ, তা সম্ভব; আমি স্বীকার করি, আমি স্বয়ং মুগ্ধ। কিন্তু যে সাম্রাজ্য স্থাপন কর্ত্তে আপনি ও আপনার পিতা আমার পরমাত্মীয় ভগবান দাস এত বর্ষ ধরে' সহায়তা করেছেন, আপনার এরূপ ইচ্ছা নয় যে আজ তা এক বৎসরে ধূলিসাৎ হয়।

মানসিংহ। সম্রাটের সাম্রাজ্য আক্রমণ করা প্রতাপ সিংহের উদ্দেশ্য নয়। তাঁর সঙ্কল্প কেবলমাত্র চিতোর উদ্ধার। তিনি দেশহিতৈষী, কিন্তু পরস্বাপহারী নহেন।

আকবর। জানি। কিন্তু মহারাজ! আমি নিশ্চয় জানি যে, যদি আমি চিতোর হারাই, তা'হলে এ সাম্রাজ্য হারাব; এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।—মহারাজ! আপনি আমার পরমাত্মীয় ভগবান দাসের পুত্র। মাসাধিক পরে স্বয়ং আরও ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ হবেন। আমি আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করি জান্‌বেন্।

মানসিংহ। সম্রাট্! চিতোর যাতে মোগলকরচ্যুত না হয় তার বন্দোবস্ত কর্ব্ব।

আকবর। এই ত মহারাজ মানসিংহের উপযুক্ত কথা।

"তবে আমি আসি" বলিয়া মানসিংহ অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মানসিংহ চলিয়া গেলে সম্রাট্ কক্ষমধ্যে ধীর পদচারণ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন—"সে দিন সেলিমকে উপদেশ দিয়াছিলাম যে পরকে শাসন কর্ত্তে গেলে আগে আপনাকে শাসন কর্ত্তে হয়। কিন্তু পরক্ষণেই ক্রোধপরবশ হয়ে প্রাণাধিকা কন্যাকে হারালাম। এখন কামের বশ হয়ে রাজপুত রাজগণের সম্প্রীতি হারিয়েছি। দেখি বুদ্ধি-বলে আবার সব ফিরে পাই কি না—মহাবৎ খাঁর মুখে মেহের

উন্নিসার সংবাদ পেয়েছি। মেহের! প্রাণাধিকা কন্যা! তুই অভিমানে পিতার আশ্রয় ছেড়ে, পিতৃশত্রুর আশ্রয় নিয়েছিস্! এও শুন্‌তে হল!—এবার কোথায় আমি অভিমান কর্ব্ব, না ক্ষমা চেয়ে, তোকে আমার ক্রোড়ে ফিরে আস্‌তে লিখেছি। পিতা হয়ে কন্যার অপরাধের জন্য কন্যার কাছে ক্ষমা চেয়েছি। ভগবান্! পিতাদের কি স্নেহদুর্ব্বলই করেছিলে!

এই সময় দৌবারিক কক্ষে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল।

আকবর। মেহের উন্নিসা! মেহের উন্নিসা! ফিবে আয়। তোর সব অপরাধ ক্ষমা কবেছি; তুই আমাব এক অপবাধ ক্ষমা কর।

দৌবারিক পুনবায় অভিবাদন করিয়া কহিল—"খোদাবন্দ—মেবার থেকে দূত এসেছে।

আকবর চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন "কি, মেবার থেকে? কি সংবাদ নিয়ে? কৈ?

দৌবারিক। সঙ্গে সম্রাট্‌কন্যা মেহের উন্নিসা।

"সঙ্গে মেহের উন্নিসা! কোথায় মেহের উন্নিসা!" এই বলিয়া সম্রাট্ আগ্রহাতিশয্যে বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলেন। এই সময়ে মেহের উন্নিসা দৌড়িয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া "পিতা! পিতা"—বলিয়া সম্রাটের পদতলে লুণ্ঠিত হইলেন। দৌবারিক অলক্ষিতভাবে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

আকবর। মেহের! মেহেব! তুই! সত্যই তুই!

মেহের। পিতা! পিতা! ক্ষমা করুন! আমি আপনার উগ্র, মূঢ় নির্ব্বোধ কন্যা। আমাকে ক্ষমা করুন। আমি নিজের বুদ্ধির দোষে, দৌলৎ উন্নিসার সর্ব্বনাশ করেছি, রাণার সর্ব্বনাশ করেছি, আমার সর্ব্বনাশ করেছি। ক্ষমা করুন।

আকবর। ওঠ্ মেহের। আমি কি তোকে লিখি নাই যে, আমি তোর সব অপরাধ ক্ষমা করেছি?—ভারতের দুর্জ্জেয় সম্রাট্ যে তোর কাছে তৃণখণ্ডের মত দুর্ব্বল।—মেহের তুই আমাকে ক্ষমা করেছিস্ ত?

মেহের। আপনাকে ক্ষমা!—কিসের জন্য?

আকবর। তোর মাতৃনিন্দা করেছিলাম।

মেহের। তার জন্য ত আপনি মার্জ্জনা চেয়েছেন।

আকবর। যদি না চাইতাম, ফিরে আস্‌তিস্ না?

মেহের। তা জানি না। অত বিচার করে' বিবেচনা করে' ফিরে আসিনি। আপনার পত্র পেলাম, পোড়লাম, থাক্‌তে পার্লাম না, তাই ফিরে এলাম।—বাবা! আপনাকে এত ভালবাসি আগে জান্তাম না।

মেহের উন্নিসা আকবরের বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে ক্রন্দন সংবরণ করিয়া কহিলেন—"পিতা এতদিনে বুঝেছি যে নারীর কর্ত্তব্য তর্ক করা নহে, সহ্য করা; নারীর কার্য্য বাহিরে নয়, অন্তঃপুরে, নারীর ধর্ম্ম স্বেচ্ছাচার নয়।"

আকবর। রাণা প্রতাপ সিংহ কখন তোর প্রতি অত্যাচার করেন নাই?

মেহের। অত্যাচার সম্রাট্? তিনি এই অভাগিনীকে অত্যাচার হ'তে রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে আপন স্ত্রীহত্যা করেছেন।

আকবর। সে কি?

মেহের। একদিন রাণার পুত্র অমর সিংহ সুরাপান করে' আমার হাত ধরেন। রাণা তাই দেখ্‌তে পেয়ে তৎক্ষণাৎ পুত্রকে গুলি করেন। রাণার স্ত্রী পুত্রকে রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে হত হয়েন।

আকবর। প্রতাপ সিংহ! প্রতাপ সিংহ! তুমি এত মহৎ! প্রতাপ! তুমি যদি আমার মিত্র হতে' তা'হলে তোমার আসন হত আমার

দক্ষিণে! আর তুমি শত্রু, তোমার আসন আমার সম্মুখে। এরূপ শত্রু আমার রাজ্যের গৌরব। আমি যদি সম্রাট্ আকবর না হতাম ত আমি রাণা প্রতাপ সিংহ হতে' চাইতাম। আমি সম্রাট বটে; ভারত শাসন কর্ত্তে চাহি; কিন্তু আপনাকে সম্যক্ শাসন কর্ত্তে শিখি নাই। আর তুমি দীন দরিদ্র হয়ে আশ্রিতাকে রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে, ক্ষাত্র-ধর্ম্মের পদে স্বীয় পুত্রকে স্বহস্তে বলি দিতে পারো!—এত মহৎ তুমি।

মেহের। পিতা! আমার এই ভিক্ষা, যে রাণা প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিত্যাগ করুন। তাঁকে বীরোচিত সম্মান করুন। প্রতাপ সিংহ শত্রু হলেও প্রকৃত বীর; তিনি মনুষ্য নহেন - দেবতা! তাঁর প্রতি এ নির্য্যাতন আমাব পিতার উচিত নহে। তিনি আজ পীড়িত, পারিবারিক শোকে অবসন্ন। তাঁর সে শোকের সীমা নাই। তাঁর কন্যা, স্ত্রী মৃত, ভ্রাতা পরিত্যক্ত, পুত্র উচ্ছৃঙ্খল।—তাঁর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন।

আকবর। আমি তাঁকে তোর বিনিময়ে ত চিতোর অর্পণ করেছি।

মেহের। তিনি তা গ্রহণ করেন নাই—হাঁ, ভুলে গিইছিলাম পিতা, প্রতাপ সিংহ আমার হাতে সম্রাট্কে এক পত্র দিয়াছেন।—প্রতাপের পত্র প্রদান করিলেন।

আকবর। কি, স্বয়ং রাণা প্রতাপ সিংহের পত্র! কৈ?- এই বলিয়া আকবর পত্র লইয়া মেহের হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন— "আমি ক্ষীণদৃষ্টি। তুমি পড়।—"

মেহের উন্নিসা পত্র লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

"প্রবল প্রতাপেষু!

দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, আপনার ভাগিনেয়ী দৌলৎ উন্নিসা

আর ইহ জগতে নাই ! ফিনশরার যুদ্ধে যোদ্ধৃবেশিনী দৌলৎ উন্নিসার মৃত্যু হয়। তাঁহার যথারীতি সৎকার করাইয়াছি।”

আকবর। দৌলৎ উন্নিসার মৃত্যুর বৃত্তান্ত পূর্ব্বে শুনেছি—তার পর!

মেহের পড়িতে লাগিলেন—“দৌলৎ উন্নিসার বৃত্তান্ত যুদ্ধের পরে সাহাজাদি মেহের উন্নিসার নিকটে শুনি। তাহার পূর্ব্বেই মেবার-কুল-কলঙ্ক শক্ত সিংহকে বর্জ্জন করিয়াছি। শক্ত সিংহ আমার ভাই ছিল। এ যুদ্ধে সে আমার দক্ষিণ হস্ত ছিল। কিন্তু আজ আর শক্ত সিংহ আমার বা মেবারের কেহ নহে।

“আমি আপনার যে শত্রু সেই শত্রুই রহিলাম। চিতোর উদ্ধার করিতে পারি না পারি, ভারত-লুণ্ঠনকারী আকবরের শত্রুভাবে মরিবারই উচ্চাশা রাখি।

“আপনি চাহিয়াছেন যে দৌলৎ উন্নিসার কলঙ্ক ও মেহের উন্নিসার আচরণ যেন বহির্জ্জগতে প্রকাশিত না হয়। তাহাই হউক।—আমার দ্বারা তাহা প্রকাশ হইবে না।

“আমি যদি মেহের উন্নিসাকে আপনার হস্তে প্রত্যর্পণ করি, তাহা হইলে আপনি আমাকে বিনিময়ে চিতোর-দুর্গ অর্পণ করিতে চাহিয়াছেন। মেহের উন্নিসা স্বেচ্ছায় আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে যুদ্ধে বন্দী করি নাই। তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবার অধিকার আমার নাই। তিনি স্বেচ্ছায় আসিয়াছিলেন, স্বেচ্ছায় যাইতেছেন। তাহাতে আমি বাধা দিবার কে। তাঁহার বিনিময়ে আমি চিতোর চাহি না।—পারি ত বাহুবলে চিতোর উদ্ধার করিব। ইতি।

রাণা প্রতাপ সিংহ।”

আকবর উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন—“প্রতাপ! প্রতাপ! আমি ভেবেছিলাম যে, তোমার আসন আমার সম্মুখে। না; তোমার আসন

আমার উপরে।—ভেবেছিলাম যে, তুমি প্রজা, আমি সম্রাট্। না, তুমি সম্রাট্, আমি প্রজা।—ভেবেছিলাম যে, তুমি বিজিত, আমি জয়ী! না; তুমি জয়ী, আমি বিজিত।—যাও মেহের! অন্তঃপুরে যাও। তোমার অনুরোধ রক্ষা কল্লাম। আজ হতে প্রতাপ আর আমার শত্রু নহে। তিনি আমার পরম মিত্র! কোন মোগলের সাধ্য নাই যে, আর তার কেশ স্পর্শ করে!—যাও মা অন্তঃপুরে যাও। আমি এক্ষণেই আস্‌ছি।"

এই বলিয়া সম্রাট্ সভা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

মেহের। সার্থক আমার শ্রম, নিগ্রহ, ক্লেশ ও অশান্তি যে আমি সম্রাট্ ও রাণার মধ্যে শেষে এই শান্তি স্থাপন কর্ত্তে পেরেছি।—পরে উদ্যানাভিমুখে বাতায়নের নিকটে গিয়া কহিলেন—"এই আবার আমি আমার শৈশবের দোলা শুদ্ধ সুখস্মৃতিময় চিরপরিচিত স্থানে ফিরে এসেছি। এই সেই স্থান! ঐ সেই মধুর নহবৎ বাদ্য বাজ্‌ছে। ঐ সেই স্বচ্ছসলিলা যমুনা নদী। সবই সেই। কেবল আমিই বদলিইছি। আমিই বদলিইছি। আমার মূঢ়, ক্ষিপ্ত, উগ্র আচরণে শক্ত সিংহের, দৌলৎ উন্নিসার, রাণা প্রতাপ সিংহের, আর আমার সর্ব্বনাশ করেছি। যেখানে গিয়েছি, অভিশাপ স্বরূপ হয়েছি। তথাপি ঈশ্বর জানেন, আমার লক্ষ্য মহৎ ছিল। আমি একা সমগ্র সংসার-নিয়মের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে কেবল অনর্থের সৃষ্টি করেছি! তথাপি ঈশ্বর জানেন, দাঁড়িয়েছি সরল স্বাধীন ভাবে, নিজে ক্ষত হ'য়ে ত্যাগ স্বীকার করে'। আমি আজ এ কোলাহলময় রঙ্গভূমি হতে' অপসৃত হচ্ছি—নীরব নিভৃত নিরহঙ্কার কর্ত্তব্য-সাধনায়। ভগবান্ আমাকে বিচার কর—আমি কৃপার পাত্র, ঘৃণার পাত্র নহি।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—মানসিংহের বাটীর নিভৃত কক্ষ। কাল—রাত্রি। মাড়বার, বিকানীর, গোয়ালীয়র, চান্দেরী ও মানসিংহ আসীন।

চান্দেরী। ধিক্ মহারাজ মানসিংহ! তোমার মুখে এই কথা!

মানসিংহ। মহারাজ! আমি কি অন্যায় বল্‌ছি? যদি এটি বিশৃঙ্খল শাসন হ'ত, তা'হলে আমি আপনাদের সঙ্গে সারি বেঁধে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দুবার চিন্তা কর্ত্তাম না, কিন্তু মোগলরাজ্যের রাজনীতি লুণ্ঠন নয়, শাসন; পীড়ন নয়, রক্ষা; অহঙ্কার নয়, স্নেহ।

বিকানীর। স্নেহটা একটু অত্যধিক পরিমাণে। সে স্নেহ সম্ভ্রান্ত-পরিবারবর্গের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত প্রবেশ করেছে।

মানসিংহ। এ কথা অস্বীকার করি না! কিন্তু আকবর সম্রাট্ হলেও, তিনি মানুষমাত্র। তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ হলেও, তিনি রিপুবর্গের অধীন। অন্যায় অপরাধ মধ্যে মধ্যে সকলেরই হয়ে' থাকে। কিন্তু আকবর সে অপরাধ স্বীকার করেছেন; মার্জ্জনা চেয়েছেন; ভবিষ্যতে ভারতমহিলার মর্য্যাদা রক্ষা কর্ব্বার জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছেন।—আর কি কর্ত্তে পারেন?

মাড়বার। সে কথা সত্য।

মানসিংহ। আকবরের উদ্দেশ্য দেখা যাচ্ছে, হিন্দু ও মুসলমান জাতি এক করা, মিশ্রিত করা, সমস্বত্বাধিকারী প্রজা করা।

গোয়ালীয়র। তার ত কোন লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না।

মানসিংহ। শত শত। আকবর মুসলমান; কিন্তু কে না জানে যে, তিনি হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী? যদি মুসলমান হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ কর্ত্তে পার্ত্ত,

আকবর এতদিনে কালী ভজনা কর্ত্তেন। তা পারেন না, তাই তিনি পণ্ডিত ও মোল্লার সাহায্যে এক ধর্ম্ম স্থাপন কর্ব্বার চেষ্টা কচ্ছেন যা উভয় জাতিই বিনা আপত্তিতে গ্রহণ কর্ত্তে পারে। মুসলমান ও হিন্দু কর্ম্মচারী সমান উচ্চপদস্থ! ভারতের সম্রাজ্ঞী হিন্দুনারী।

গোয়ালীয়র! ভারতেব ভাবী সম্রাজ্ঞীও হিন্দুনাবী—অর্থাৎ মহারাজ মানসিংহের ভগ্নী!—পরে মাড়বারের দিকে চাহিয়া কহিলেন— "বলেছিলাম না যে, মহারাজ মানসিংহকে পাবাব আশা দুরাশা। ভারতের স্বাধীনতা স্বপ্নমাত্র!"

মানসিংহ। স্বাধীনতা মহারাজ! জাতীয় জীবন থাকৃলে তবে ত স্বাধীনতা! সে জীবন অনেক দিন গিয়েছে। জাতি এখন পচ্‌ছে।

চান্দেরী। কিসে?

মানসিংহ। তাও প্রমাণ কর্ত্তে হবে? এ অসীম আলস্য, ঔদাসীন্য নিশ্চেষ্টতা—জীবনের লক্ষণ নয়! দ্রাবিড়ের ব্রাহ্মণ বারাণসীর ব্রাহ্মণের সঙ্গে খায় না; সমুদ্র পার হলে' জাত যায়; জাতির প্রাণ যে ধর্ম্ম, তা আজ মৌলিক আচারগত মাত্র;—এ সব জাতীয় জীবনের লক্ষণ নয়! ভ্রাতায় ভ্রাতায় ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, অহঙ্কার,—এ সব জাতীয় জীবনের লক্ষণ নয়।—সে দিন গিয়েছে মহারাজ!

বিকানীর। আবার আসতে পারে, যদি হিন্দু এক হয়।

মানসিংহ। সেইটেই যে হয় না। হিন্দুর প্রাণ এতই শুষ্ক হয়েছে, এতই জড় হয়েছে, এতই বিচ্ছিন্ন হয়েছে,—আর এক হয় না।

গোয়ালীয়র। কখন কি হবে না?

মানসিংহ। হবে সেই দিন, যেদিন হিন্দু এই শুষ্ক শূন্যগর্ভ জীর্ণ আচারের খোলস হ'তে মুক্ত হয়ে, জীবন্ত জাগ্রত বৈদ্যুতিক বলে কম্পমান নবধর্ম্ম গ্রহণ কর্ব্বে।

মাড়বার। মানসিংহ সত্য কথা বলেছেন।

মানসিংহ। মনে করেন কি মহারাজগণ!—যে আমি এই পরকীয় দাসত্বভার হাস্যমুখে বহন কর্চ্ছি? ভাবেন কি যে, এই যাবনিক সম্বন্ধরজ্জু আমি অত্যন্ত গর্ব্বভরে গলদেশে জড়াচ্ছি? অনুমান করেন কি যে, আমি রাণা প্রতাপের মহত্ত্ব বুঝি নাই? আমি এতই অসার!—কিন্তু না, মহারাজ, সে হবার নয়। যা নেই, তার স্বপ্ন দেখার চেয়ে, যা আছে, তারই যোগ্য ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ।

দৌবারিক প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল।

মানসিংহ। কি সংবাদ দৌবারিক!

দৌবারিক। বাদসাহের পত্র।

মানসিংহ। কৈ?—এই বলিয়া পত্রগ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

বিকানীর। আমি পূর্ব্বেই জান্তাম।

গোয়ালীয়র। আমি বলি নি?

বিকানীর। আমরা মানসিংহের সহায়তা চাহি না! আমরা প্রতাপ সিংহের সঙ্গে যোগ দিব। আমরা বিদ্রোহ কর্ব্ব।

মানসিংহ। মহারাজ! সম্রাট্ আপনাদেব অভিবাদন জানিয়েছেন, এবং মন্ত্রণা-কক্ষে আপনাদের ডেকেছেন! আর এই কথা লিখেছেন—"কুমার সেলিমের শুভ বিবাহ উপলক্ষে যেন তাঁহারা আমার সর্ব্ব অপরাধ মার্জ্জনা করেন।"

চান্দেরী। আপ্যায়িত হলাম।

মাড়বার। আর এ শুভবিবাহ উপলক্ষে সম্রাট্ কি কর্চ্ছেন?

মানসিংহ। এই শুভকার্য্য উপলক্ষে তিনি তাঁর সর্ব্বপ্রধান শত্রু প্রতাপসিংহকে ক্ষমা কর্চ্ছেন। আর প্রতাপ সিংহের জীবদ্দশায়—

আমাকে ভবিষ্যতে পুনর্ব্বার মেবারে সৈন্য নিয়ে যেতে নিষেধ করেছেন। আমায় লিখেছেন—"দেখিবেন মহারাজ! ভবিষ্যতে কোন মোগল-সেনানী যেন সে বীরের কেশ স্পর্শ না করে। প্রতাপ সিংহ প্রধানতম শত্রু হইলেও, অন্য হইতে আমার প্রিয়তম বন্ধু।"

বিকানীর। এ উদারতা দায়ে পড়ে' বোধ হয়।

মানসিংহ। আমাকে সম্রাট্ এই মুহূর্ত্তে আহ্বান করেছেন। আমাকে বিদায় দিন।

এই বলিয়া মানসিংহ সকলকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

গোয়ালীয়র। আমরাও উঠি।

সকলে উঠিলেন।

মাড়বার। যা'ই বল সম্রাট্ মহৎ।

চান্দেরী। হাঁ, শত্রুকে ক্ষমা করেন।

গোয়ালীয়র। মার্জ্জনা চাহেন।

মাড়বার। হিন্দুরাজপুতগণকে শ্রদ্ধা করেন।

চান্দেরী। এ কথা মানসিংহ সত্য বলেছেন যে, সম্রাট্ জেতা বিজেতার মধ্যে প্রভেদ রাখেন না।

মাড়বার। আর হিন্দু-ধর্ম্মের পক্ষপাতী।

গোয়ালীয়র। আর সত্য সত্যই হিন্দুর স্বাধীন হবার শক্তি নাই।

মাড়বার। বাতুলের স্বপ্ন।

সকলে চলিয়া গেলেন।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—রাজপথ। কাল—রাত্রি।

রাজপথ আলোকিত। দূরে যন্ত্রসঙ্গীত। নানাবর্ণে রঞ্জিত পতাকা উড্ডীন। বহু সিপাহী রাজপথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল। এক পার্শ্বে কয়েকজন দর্শক দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিল।

১ দর্শক। সোজা হয়ে দাঁড়ানা [ধাক্কা]

২ দর্শক। আহা ঠেলা দাও কেন বাপু?

৩ দর্শক। এই চুপ, চুপ—সমারোহ আস্‌তে দেরী নেই বড়!

৪ দর্শক। এলে বাঁচি; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে' গেল।

৫ দর্শক। যুবরাজের বিয়ে হচ্ছে মানসিংহের মেয়ের সঙ্গে ত?

১ দর্শক। না না ভগিনীর সঙ্গে।

২ দর্শক। আরে দুর তা কখন হয়! মহারাজেব মেয়ের সঙ্গে।

৩ দর্শক। না না ভগিনীব সঙ্গে।—আমি জানি ঠিক।

২ দর্শক। তবে এ কি রকম বিয়ে হোল?—এ ত হতে' পারে না।

১ দর্শক। কেন? বলি, হতে পারে না যে বল্লে—কেন?

২ দর্শক। সেলিমের ঠাকুর্দ্দা হুমায়ুন বিয়ে কল্লে ভগবানদাসের এক মেয়েকে, আবার সেলিম বিয়ে কল্লে আর এক মেয়েকে।

১ দর্শক। তা হোলই বা। তাতে ক্ষতিটা হয়েছে কি?

২ দর্শক। আর সেলিমের বাপ বিয়ে কল্লে ভগবানের বোন্‌কে?

৪ দর্শক। সম্পর্কে ত বাধ্‌ছে না। বাপ বিয়ে কল্লে ভগবানের বোনকে, আর ঠাকুর্দ্দা আর নাতি ভগবানের মেয়ে দুটোকে ভাগ করে নিলে।

৫ দর্শক। সুতোটা ভগবানদাসের চারিদিকেই জড়াচ্ছে।

১ দর্শক। ভাগ্যবান্ পুরুষ—ভগবান।

৩ দর্শক। হাঁ, এই—দশ চক্রে ভগবান ভূত—বকম আর কি!

২ দর্শক। মহারাজা মানসিংহ কিন্তু ভারি চাল চেলেছে।

৫ দর্শক। কিসে?

২ দর্শক। একবাবে এক দৌড়ে কুমার সেলিমের শালা।

৩ দর্শক। ভাগ্যিব কথা বটে—সেলিমেব শালা হওয়া ভাগ্যিব কথা।

৫ দর্শক। ভাগ্যির কথা কিসে?

৩ দর্শক। আরে প্রথমে দেখ্, শালা হওয়াই ভাগ্যি। তাব উপরে সেলিমের শালা। শালা বলে' শালা।—আহা আমি যদি শালা হতাম!

৫ দর্শক। কি করবি বল্। ললাটের লিখন।—

৩ দর্শক। পূর্ব্বজন্মেব কর্ম্মফল বে, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। এতেই পূর্ব্বজন্ম মান্‌তে হয়।

৫ দর্শক। মান্‌তে হয় বৈকি।

৩ দর্শক। শালা বলে' শালা।—সম্রাটের ছেলের শালা।

১ দর্শক। আচ্ছা, যুবরাজ সেলিমের এইটে নিয়ে কটা বিয়ে হোল?

২ দর্শক। একশ'র ওপর হবে।

৩ দর্শক। তা হবে বৈকি। আমবা ত মাসে একটা ক'রে বিয়ে দেখে আস্‌ছি।

৪ দর্শক। আহা যা'ব এতগুলি স্ত্রী, সে ভাগ্যবান্ পুরুষ!

১ দর্শক। ভাগ্যবান্ কিসে?

৪ দর্শক। ভাগ্যবান্ নয়? বস্‌তে, শুতে, উঠ্‌তে, নাইতে, খেতে, যেতে,—সব সময়েই একটা মুখ দেখ্‌ছে। যেন গোলাপ ফুলের বাগানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে আর কি।

১ দর্শক। ঐ সমারোহ আস্‌ছে যে। আরে সোজা হয়ে দাঁড়ানা।

২ দর্শক। ওহে রাম সিংহ! তোমার মাথাটা অভ্র নয়!

৩ দর্শক। মাথাটাকে বাড়ী রেখে আস্‌তে পারো নি?

৪ দর্শক। চুপ্ চুপ্। সমারোহ এসে পড়েছে—

বিবাহ সমারোহ আসিল। এই সমারোহের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। তাহা সম্রাটের পুত্রের বিবাহের উপযোগী সমারোহই হইয়াছিল।

১ দর্শক। ঐ সম্রাট্ রে ঐ সম্রাট্।

৩ দর্শক। আর ঐ বুঝি মেয়ের বাপ মানসিংহ।

২ দর্শক। না রে, মেয়ের ভাই।—এতক্ষণ ধরে' মুখস্থ কল্লি, ভুলে গিয়েছিস্ এরি মধ্যে!

৪ দর্শক। সম্রাটের মত সম্রাট্ বটে।

৫ দর্শক। মানসিংহের মত মানসিংহ বটে।

১ দর্শক। ঐ নর্ত্তকীর দলরে নর্ত্তকীর দল।

২ দর্শক। বাঃ খাঃ নাচছে দেখ।—নর্ত্তকী বটে।

৪ দর্শক। রাস্তায় নাচ্‌ছে!

৩ দর্শক। নাচ্‌লোই বা।—ও যে ময়ূর-পঙ্খী।

৫ দর্শক। বা, বেড়ে নাচ্‌ছে কিন্তু—চল্!

১ দর্শক। চল্ চল্, বর বেরিয়ে গেল।

২ দর্শক। আহা আমি যদি এ সময়ে সেলিম হতাম!

৩ দর্শক। বিয়ের বর দেখ্‌লে সকলেরই হিংসা হয়।

২ দর্শক। তা হবে না। কেমন হাওদা চড়ে' যাচ্ছে। বাদ্য বাজ্‌ছে, লোকজন সঙ্গে যাচ্ছে। বর ঘোড়ার ঘাস কাট্‌লেও, সেদিন তার এক দিন। অমন দিন আর আসে না—

নেপথ্যে বন্দুকের আওয়াজ হইল। পথে বিরাট কোলাহল উত্থিত হইল। পরে আবার বন্দুকের শব্দ শ্রুত হইল।

১ দর্শক। এত কোলাহল কিসের ?

ব্যক্তিত্রয় শশব্যস্তে প্রবেশ করিল।

২ দর্শক। কি হে, ব্যাপার কি ?

১ ব্যক্তি। গুরুতর।

১ দর্শক। কি রকম ?

২ ব্যক্তি। এক পাগল, সেলিমের তিনটে বাহককে কেটে ফেল্লে।

৩ দর্শক। সে কি।

৩ ব্যক্তি। তার পর সেলিম মাটিতে পড়ে' গেলে, তাকে তিন লাথি।

২ দর্শক। বলিস্ কি ?

১ ব্যক্তি। তার পর, তাকে ধর্ত্তে লোক ছুটলো ; তাদের মার্ল্লে না ; তরোয়াল ফেলে, এমনি করে' পিস্তল নিয়ে নিজের মাথা উড়িয়ে দিলে।

২ দর্শক। কে সে ?

৩ ব্যক্তি। এক পাগল।

২ ব্যক্তি। পাগল না রে।—রাণা প্রতাপের ভাই শক্ত সিংহ।

২ দর্শক। চিন্‌লে কেমন কোরে ?

২ ব্যক্তি। দুই লাথি মেরে চেঁচিয়ে বল্লে যে, "আমি শক্ত সিংহ, সেলিম এই তোমার পদাঘাত—আর এই তার সুদ ;"—বলে' আর দুই লাথি।

১ দর্শক। বটে। বেটার সাহস কম নয় ত !

২ দর্শক। মরে গিয়েছে ?

১ ব্যক্তি। ঢাউস হয়ে গিয়েছে।

৩ ব্যক্তি। দেখা যাক্, তাকে পোড়ায় কি গোর দেয়।

সকলে চলিয়া গেল।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—চিতোরের সন্নিহিত জঙ্গল। কাল সন্ধ্যা। প্রতাপ সিংহ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। সম্মুখে কবিরাজ, রাজপুত-সর্দ্দারগণ, পৃথ্বীরাজ ও অমরসিংহ।

প্রতাপ। পৃথ্বীরাজ! এও সহিতে হোল! সম্রাটের কৃপা!

পৃথ্বী। কৃপা নয়, প্রতাপ!—ভক্তি।

প্রতাপ। পৃথ্বী, অপলাপ কর্‌ছ কেন? ভক্তি নয়, কৃপা! আমি হতভাগ্য, দুর্ব্বল, পীড়িত, শোকাবসন্ন। সম্রাট্ তাই আমাকে আর আক্রমণ কর্ব্বেন না। শেষে মর্‌বার আগে এও সহিতে হোল! উঃ—গোবিন্দ সিংহ!

গোবিন্দ। রাণা!

প্রতাপ। আমাকে এই শিবিরের বাহিরে একবার নিয়ে চল। মর্‌বার আগে আমার চিতোরের দুর্গ একবার দেখে নেই।

গোবিন্দ কবিরাজের দিকে সপ্রশ্ন নয়নে চাহিলেন। কবিরাজ কহিলেন—"ক্ষতি কি।"

সকলে মিলিয়া প্রতাপ সিংহের পর্য্যঙ্ক বহিয়া দুর্গের সম্মুখে রাখিলেন। ইত্যবসরে গোবিন্দ জনান্তিকে কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাঁচ্‌বার কোনও আশা নাই?"

কবিরাজ। কোন আশাই নাই।

গোবিন্দ মস্তক অবনত করিলেন।

প্রতাপ শয্যায় অর্দ্ধোত্থিত হইয়া অদূরচিতোরদুর্গোপরি চক্ষু স্থাপিত করিয়া কহিলেন—"ঐ সেই চিতোর। ঐ সেই দুর্জ্জয় দুর্গ, যা' একদিন রাজপুতের ছিল; আজ সেখানে মোগলের পতাকা উড়্‌ছে—মনে

পড়ে আজ আমার পূর্ব্বপুরুষ স্বর্গীয় বাপ্পারাওকে—যিনি চিতোরের আক্রমণকারী ম্লেচ্ছকে পরাস্ত করে' তাকে গজনি পর্য্যন্ত প্রতাড়িত করে' গজনির সিংহাসনে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে বসিয়েছিলেন! মনে পড়ে পাঠানের সঙ্গে সমর সিংহের সেই ঘোর যুদ্ধ, যা'তে কাগারনদের নীল বারিরাশি ম্লেচ্ছ ও রাজপুত-শোণিতে রক্তবর্ণ হয়েছিল। মনে পড়ে পদ্মিনীর জন্য মহাসমর, যাতে বীরনারী চন্দ্রাওৎ রাণী তাঁর ষোড়শ-বর্ষীয় পুত্র ও তাঁর পুত্রবধূর সঙ্গে যবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছিলেন!—আজ সে সব যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখ্‌ছি।—ঐ সেই চিতোর! তা উদ্ধার কর্ব্ব ভেবেছিলাম! কিন্তু পার্ল্লাম না। কার্য্য প্রায় সমাধা করে' এনেছিলাম; কিন্তু তার পূর্ব্বেই দিবা অবসান হোল! কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

পৃথ্বী। তার জন্য চিন্তা নাই প্রতাপ, সকল সময়ে কাজ এক জনের দ্বারা সমাধা হয় না, অসম্পূর্ণ থেকে যায়; কখনও বা পিছিয়েও যায়! কিন্তু আবার একদিন সেই ব্রতের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী আসে যে সেই অসম্পূর্ণ কাজকে আগিয়ে নিয়ে যায়। ঢেউর পর ঢেউ আসে, আবার পিছোয়; সমুদ্র এইরূপে অগ্রসর হয়। দিবার পর রাত্রি আসে, আবাব দিন আসে, আবার রাত্রি আসে; এইরূপে পৃথিবী-জীবন অগ্রসর হয়। অসীম স্পন্দন ও নিবৃত্তিতে আলোকের বিস্তার! জন্ম ও মৃত্যুতে মনুষ্যের উত্থান! সৃষ্টি ও প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ!—কোন চিন্তা নাই।

প্রতাপ। চিন্তা থাক্‌ত না, যদি বীর পুত্র রেখে যেতে পার্ত্তাম। কিন্তু—ওঃ—এই বলিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন।

গোবিন্দ। রাণার কি অত্যধিক যন্ত্রণা হচ্ছে?

প্রতাপ। হাঁ, যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু যন্ত্রণা দৈহিক নয় গোবিন্দ সিংহ!

যন্ত্রণা মানসিক।—আমার মনে হচ্ছে যে, আমার মৃত্যুর পরে এ কাজ আবার অনেক পিছিয়ে যাবে।

গোবিন্দ। কেন রাণা?

প্রতাপ। আমার মনে হচ্ছে যে, আমার পুত্র অমর সিংহ সম্মানের লোভে আমার উদ্ধৃত রাজ্য মোগলের হাতে সঁপে দেবে।

গোবিন্দ। সে ভয়ের কোন কারণ নেই, রাণা!

প্রতাপ। কারণ আছে গোবিন্দ সিং! অমর বিলাসী; এ দারিদ্র্যের বিষ সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বে না—তাই ভয় হয় যে, আমি মরে' গেলে এ কুটীরস্থলে প্রাসাদ নির্ম্মিত হবে, আর মেবারের পরিখা মোগলের পদে বিক্রীত হবে। আর তোমরাও সে বিলাস প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিবে।

গোবিন্দ। বাপ্পার নামে অঙ্গীকার কর্চ্ছি তা কখনো হবে না।

প্রতাপ। তবে এখন আমি কতক সুখে মর্ত্তে পারি।—পরে অমর সিংহের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"অমর সিংহ কাছে এস—আমি যাচ্ছি। শোন। যেখানে আমি আজ যাচ্ছি, সেখানে একদিন সকলেই যায়!—কেঁদ না বৎস! আমি তোমাকে একাকী রেখে যাচ্ছি না। আমি তোমাকে তাদের কাছে রেখে যাচ্ছি, যা'রা এতদিন সুখে, দুঃখে, পর্ব্বতে, অরণ্যে এই পঁচিশ বৎসর ধরে' আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়েছিল। তুমি যদি তাদের ত্যাগ না কর, তা'রা তোমাকে ত্যাগ কর্ব্বে না। তা'রা প্রত্যেকেই প্রতাপ সিংহের পুত্রের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত।—আমি তোমাকে সমস্ত মেবার-রাজ্য দিয়ে যাচ্ছি—শুধু চিতোর দিয়ে যেতে পার্লাম না, এই দুঃখ রৈল। তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি সেই চিতোর উদ্ধারের ভার, আর পিতার আশীর্ব্বাদ—যেন তুমি সে চিতোর উদ্ধার কর্ত্তে পারো।—আর দিয়ে যাছি এই নিষ্কলঙ্ক তরবারি"—অমরকে তরবারি প্রদান করিয়া কহিলেন—"যার সম্মান, আশা করি

তুমি উজ্জ্বল রাখ্‌বে। আর কি বল্‌ব পুত্র! যাও, জয়ী হও, যশস্বী হও, সুখী হও।—এই আমার আশীর্ব্বাদ লও।"

অমর সিংহ পিতার পদধূলি লইলেন। প্রতাপসিংহ পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে কহিলেন—"জগৎ অন্ধকার হয়ে আসে!—কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসে। অমর সিংহ!– কোথায় তুমি!—এস—প্রাণাধিক! আরো—কাছে এস।—তবে—যাই—যাই – লক্ষ্মী! এই যে আস্‌ছি!"

কবিরাজ নাড়ী দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন—"রাণার মানবলীলা শেষ হয়েছে। সৎকারের আয়োজন করুন।

গোবিন্দ। পুরুষোত্তম! মেবার সূর্য্য!—প্রিয়তম! তোমার চিরসঙ্গীকে ফেলে কোথায় গেলে! বলিতে বলিতে মৃত রাণার চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন।

রাজপুত সর্দ্দারগণ নতজানু হইয়া মৃত রাণার পদধূলি গ্রহণ করিল।

পৃথ্বী। যাও বীর! তোমার পুণ্যার্জ্জিত স্বর্গধামে 'যাও। তোমাব কীর্ত্তি রাজপুতের হৃদয়ে, মোগল-হৃদয়ে, মানব জাতির হৃদয়ে, চিরদিন অঙ্কিত থাক্‌বে; ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণ-অক্ষরে মুদ্রিত থাক্‌বে; আরাবলির প্রতি চূড়ায়, সানুদেশে, উপত্যকায় জীবিত থাক্‌বে; আর রাজস্থানের প্রতি ক্ষেত্র, বন, পর্ব্বত, তোমার অক্ষয় স্মৃতিতে পবিত্র থাক্‌বে।

যবনিকা

মেবার-পতন।

(নাটক)

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত ও প্রকাশিত।

সুরধাম, ২নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,
কলিকাতা।

কলিকাতা, ৭৮নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, নিউ ব্রিটেনিয়া প্রেস হইতে,
আবদুল গফুর দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

উৎসর্গপত্র।

যিনি মহাকাব্যে, খণ্ডকাব্যে, ও গীতিকাব্যে,
বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর আনিয়া দিয়া
গিয়াছেন ;
যিনি ভাবে, ছন্দে, উপমায়, চরিত্রাঙ্কনে,
দীনা বঙ্গভাষাকে অপূর্ব্ব অলঙ্কারে
অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন ;
যিনি বিদ্যাবত্তায়, প্রতিভায়, মনীষায়,
বঙ্গসন্তানের মুখ উজ্জ্বল
করিয়া গিয়াছেন ;
সেই অমিতপ্রভাব, অক্ষয়কীর্ত্তি, অমর—
৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত
মহাকবির উদ্দেশে
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
উৎসর্গীকৃত হইল।

ভূমিকা।

এই নাটকের মূল বৃত্তান্ত অবশ্য টডের অক্ষয় "রাজস্থানের ইতিবৃত্ত" হইতে গৃহীত হইয়াছে।

মদ্রচিত অন্যান্য নাটক হইতে এই নাটকের একটি পার্থক্য লক্ষিত হইবে। আমার অন্যান্য নাটকে চরিত্রাঙ্কন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। পাষাণীতে আমি আদর্শ ব্রাহ্মণ চরিত্র, রাণা প্রতাপসিংহে আদর্শ ক্ষত্রিয় চরিত্র, দুর্গাদাসে আদর্শ পুরুষ চরিত্র এবং "সীতা"তে আদর্শ নারীচরিত্র লইয়া বসিয়াছিলাম। আবার তারাবাই ও নূরজাহান ইত্যাদিতে আমি বাস্তব মনুষ্যচরিত্র চিত্রিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন সে নাটকগুলিতে অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু এই নাটকে আমি একটি "মহানীতি" লইয়া বসিয়াছি। সে নীতি বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী এই তিনটি চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্য প্রেম, জাতীয় প্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের মূর্ত্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে ইহাই কীর্ত্তিত হইয়াছে যে বিশ্বপ্রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী। "আমি" হইতে যতদূর প্রেমকে ব্যাপ্ত করা যায় ততই সে ঈশ্বরের কাছে যায়। ঈশ্বরে লীন হইলে সে প্রেম পরিপূর্ণতা লাভ করে। সেই ঐশ প্রেম এখানে দেখানো হয় নাই। নাটকান্তরে তাহা দেখাইবার ইচ্ছা রহিল।

অতএব এই আমার প্রথম উদ্দেশ্যমূলক নাটক। আর এই নাটকের উদ্দেশ্য কি তাহাও উপরে বলিলাম। তবে যদি কোন বিজ্ঞ সমালোচক এই নাটকের অন্য কোনরূপ উদ্দেশ্য বাহির করিতে পারেন, ত সে তাঁহার বাহাদুরী।

একটা ঐতিহাসিক নাটক লিখিলেই তাহাতে প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ

থাকে। আর যুদ্ধ বিগ্রহে শত্রুপক্ষ পরস্পরকে কেহই "হুজুর' বা "প্রিয়তম" সম্বোধন করে না। একদিকে যেমন "যবন" বা "ম্লেচ্ছ" ইত্যাদি সম্বোধন থাকে, অপর দিকে তেমনই "কাফের" ইত্যাদি শব্দ প্রযুক্ত যয়। আমি সে অবস্থায় এক প.ক্ষ হইতে বিপক্ষের প্রাত যেরূপ সম্বোধন প্রযুজ্য, তাহাই ব্যবহার ক.রিয়াছি। তাহাতে আমার মুসলমানবিদ্বেষিতা বা হিন্দুবিদ্বেষিতা নাই।

ঘটনাপরম্পরার ঘাত প্রতিঘাতেই নাটকের আখ্যায়িকা অগ্রসর হয়। ইহা নাটককার মাত্রই জানেন। আবার যাহার মুখে যে উক্তি সঙ্গত ও স্বাভাবিক তাহাই নাটকে তাহার মুখে দেওয়া হয়। তাহা না দিলে নাটকের নাটকত্ব থাকে না। তাহা হইতে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য যিনি বাহির করেন, তিনি অন্তর্যামী হইয়া বসেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নাটকের মত বা উপন্যাসের মত নিরীহ পুস্তক লিখিলেও এই সকল উদ্দেশ্যআবিষ্কারকারী সমালোচকদিগে' হস্ত হইতে নিস্তার নাই। তাঁহারা তাহ. হইতে একটা উদ্দেশ্য বাহিব করিবেনই। এই যেমন দুর্গাদাসেই ধরুন না, রাজসিংহ যখন বলিতেছেন "ঈশ্বরের নিয়মে অন্তিমে অধর্ম্মের পতন হবেই" এবং তাহার উত্তরে মহামায়া বলিতেছেন "সে কবে! কবে! কবে!" তখন একশ্রেণীর সমালোচক হয়ত বলিবেন ে,ধ আমি পবম ভক্ত; আর এক শ্রেণীর সমালোচক হয়ত বলিতে পারেন যে আমি নাস্তিক। এই নাটকে মহাবৎখাঁ যখন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষহলাহল উদ্গিরণ করিতেছেন, তখন ইহাঁদের মতে হয়ত গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী। আবার যখন সগরসিংহ বা অমরসিংহ মহাবৎ খাঁকে "ম্লেচ্ছ কুলাঙ্গার" বলিতেছেন, তখন ইহাঁদের মতে গ্রন্থকার মুসলমানের উপর খড়্গহস্ত। Shakespeare এই যুগে যদি Julius Cæsar বা Richard II লিখিতেন তাহা হইলে

এই সমালোচকদিগের হস্তে তাঁহার আর রক্ষা ছিল না। Schillerএর Don Carlosএর সমালোচনায় Carlyle বলিয়াছিলেন Had the character of Posa been drawn 10 years later, it would have been imputed tb the French Revolution and Schiller himself might have been called a Jacobin.

নাটকের ঘটনাপরম্পরা হইতে যিনি কোন শিক্ষা বা moral বাহির করেন, সেটি তাঁর নিজের মনের ভাব এরূপ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নহে। সূর্য্যের কিরণে সব বর্ণ আছে। কেহ যদি তাহাকে লোহিত বা নীলবর্ণ দেখেন ত তিনি নিজেই লোহিত বা নীল চসমা পরিয়াই সেরূপ দেখেন।

নাটককার তাঁহার নাটকের উদ্দেশ্য (যদি কিছু থাকে) স্বয়ং না বলিয়া দিলে তাহা হইতে পাঠক বা সমালোচকের উদ্দেশ্য বাহির করিবার অধিকার নাই। নাটককারের কাজ বাস্তব বা কল্পিত চরিত্রাবলি চিত্রিত করা। তবে যদি কোন চরিত্রের কোন উক্তি বা কোন ঘটনাসমাবেশ কোন পাঠকের প্রিয় বা অপ্রিয় হয় তাহার জন্য গ্রন্থকার দায়ী নহেন।

পাঠক ও সমালোচকবর্গ যেন এ নাটক ও আমার অন্যান্য নাটক নাটক হিসাবেই দেখেন—ইহাই আমার তাঁহাদের কাছে করযোড়ে মিনতি।

গ্রন্থকার—

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	১৬	শপ্ত	সপ্ত
৬	৪	বইতে	হইতে
৯	৫	কেশববাও	কৃষ্ণদাস
১৩	১২	কুঁড়ে	ফুঁড়ে
৩৪	৫	ভগবান	ভগবান্
৩৭	১৪	ষুদ্ধ	যুদ্ধ
„	২০	অর্ব্বো	কর্ব্ব
৩৯	৫	পুল।িত	পুলকিত
৪[illegible]	৯	উদাব	উদাব
[illegible]৮	৪,	চুমডে	চুমবে
„	৬	„	„
৫৩	১৮	আমি	আপনি
„	১[illegible]	দেখছো	দেখ্ছেন
„	[illegible]	ঘুমোও	ঘুমোন
„	[illegible]	দেখে	দেবেন
৫৫	২	কবাই	কবেই’
„	৯	তীর্থস্থান	তীর্থস্নান
৭১	২	আমাব	আমাব
৭[illegible]	৭	দীর্ঘনিশ্বা[illegible]	দীর্ঘনিঃশ্বাসে
৮৫	১৩	ছেডে	ছেড়ে সেধে

	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৮	৩	ক'রে	করে'
৯৪	৫	মর্ত্ত	ধূর্ত্ত
১২২	১	একপক্ষের	একপক্ষের
১২৪	২৩	মিল	ছিল
১৩৯	৪	এস্ত	ত্রস্ত
"	৭	মেবাব	মেবার
১৪৩	২২	মেঘখণ্ডের	মেঘের
১৪৭	১৮	তারতে	ভারতে
১৪৮	৬	শাক্তমান	শক্তিমান
"	১১	জাতিয়ত্ব	জাতীয়ত্ব
"	১২	"	"
১৫১	৪	উদ্দাম,	উদ্দাম
"	২২	প্রতাপাদিত্য	প্রতাপ[illegible]

প্রধান কুশীলবগণ।

(পুরুষ)

রাণা অমরসিংহ	... ...	মেবারের রাণা।
সগরসিংহ	... ...	অমরসিংহের জ্যেষ্ঠতাত।
মহাবৎ খাঁ (মোগল সেনাপতি)	...	সগবসিংহের পুত্র।
অরুণসিংহ (সত্যবতীর পুত্র)	...	মহাবৎ খাঁর ভাগিনেয়।
গোবিন্দ সিংহ	... ...	রাণা অমবসিংহেব সেনাপতি।
অজয় সিংহ	... ..	গোবিন্দ সিংহের পুত্র।
হেদায়েৎ আলি খাঁ আ[illegible]ুল্লা	} ...	মোগল সৈন্যাধ্যক্ষদ্বয়।
মহারাজ [illegible]ক্ষসিংহ	... ..	মাড়বারের অধিপতি।
হুসেন	... ...	হেদায়েৎ আলির অধীনস্থ কর্ম্মচারী

(স্ত্রী [illegible]

রাণী রুক্মিণী	.. ...	রাণা অমরসিংহের স্ত্রী।
মানসী	... ...	রাণা অমরসিংহের কন্যা।
সত্যবতী	... ...	সগরসিংহের কন্যা।
কল্যাণী	... ...	মহাবৎখাঁর স্ত্রী ও গোবিন্দসিংহের কন্যা।

মেবার-পতন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—শালুম্ব্রাপতি গোবিন্দ সিংহের কুটীর, কাল—মধ্যাহ্ন।

গোবিন্দ সিংহ ও তাঁহার পুত্র অজয় সিংহ দাঁড়াইয়াছিলেন।

গোবিন্দ। মোগল সৈন্য মেবার আক্রমণ কর্ত্তে এসেছে এ কথা রাণা কা'র কাছে শুনেছেন অজয়?

অজয়। তা জানি না পিতা।

গোবিন্দ। রাণা কি বল্লেন?

অজয়। রাণা বল্লেন যে তাঁর ইচ্ছা সন্ধি করা। তিনি কাল প্রভাতে সভাগৃহে তাঁর সামন্তদের ডেকে পাঠিয়েছেন। আপনাকেও ডেকে পাঠিয়েছেন।

গোবিন্দ। আমাকে ডাকার উদ্দেশ্য?

অজয়। মন্ত্রণা করা।

গোবিন্দ। সন্ধি সম্বন্ধে?

অজয়। হাঁ পিতা।

গোবিন্দ। সন্ধির মন্ত্রণা ত পূর্ব্বে কখন করি নাই অজয়। পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরে' যুদ্ধই করে' এসেছি। আমি জানি—তরবারির ঝনৎকার, ভেরীর ভৈরব নিনাদ, অশ্বের হ্রেষা, মৃত্যুর আর্ত্তধ্বনি। এই এত দিন দেখে এসেছি। শত্রুর সঙ্গে সন্ধি দেখি নাই। কি করে' সন্ধি করে তা ত জানি না অজয়।

অজয় নীরব রহিলেন।

গোবিন্দ মাথা হেঁট করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পরে আবার কহিলেন। "রাণা সন্ধি কর্ত্তে চান কেন কিছু বলেছেন"?

অজয়। রাণা বল্লেন যে এই কয় বৎসরে মেবার সমৃদ্ধিশালী হয়েছে। কেন এ ধনধান্যপূর্ণ সুশ্যামল রাজ্যে আবার রক্তস্রোত বহানো।

গোবিন্দ। তাই মোগলের পাদুকা যেচে নিয়ে শিরে বহন কর্ত্তে হবে? জানি! যখন বিলাস এসে স্বর্গীয় মহারাণা প্রতাপসিংহের স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যের স্থান সবলে অধিকার কর্লো—তখনই বুঝেছিলাম যে মেবারের পতন বহুদূর নয়। সে মহাপুরুষ মর্ব্বার সময় বলেছিলেন যে তাঁর পুত্র অমরসিংহের রাজত্বকালে মেবারের পরিখা মোগলের পদে বিক্রীত হবে। মোগলও ক্ষমতার মদিরায় ক্ষিপ্ত হয়েছে। এবার যাবে। সব যাবে।

অজয়। রাণাও তাই বল্ছিলেন, যে এখন মোগলের শক্তি সংহরণ করা মেবারের পক্ষে অসম্ভব। তবে আর এ বৃথা রক্তপাত কেন?

গোবিন্দ। তোমারও কি সেই মত অজয়? দাস হব বলে' কি যুপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দেবো? অজয়, মোগল দিল্লীর রাজা, জানি।

রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা পাপ, জানি। কিন্তু মেবার রাজ্য এখনও স্বাধীন। গোবিন্দ সিংহ জীবিত থাকতে সে স্বাধীনতা বিক্রয় কর্বে না। মেবারের যে রক্তধ্বজা সপ্তশত বর্ষ ধরে', সহস্র ঝঞ্ঝা, বজ্রাঘাত তুচ্ছ করে' মেবারের গিরিপ্রাকারে সদর্পে উড়েছে—আজ সে শুদ্ধ মোগলের রক্তবর্ণ চক্ষু দেখে নেমে যাবে? কখন না।—বলগে রাণাকে, আমি যাচ্ছি।

[অজয়ের প্রস্থান।

অজয় সিংহ চলিয়া গেলে গোবিন্দসিংহ দেওয়াল হইতে তাঁহার কোষ-বদ্ধ তরবারিখানি লইলেন। তরবারি ধীরে ধীরে উন্মোচন করিলেন; পরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "প্রিয় সঙ্গী আমার! দেখো, তুমি আমার হাতে থাকতে মহারাণা প্রতাপসিংহের অপমান না হয়। প্রিয়তম! এত দিন তোমায় ভুলে ছিলাম, তাই বুঝি তুমি এত মলিন! ক্ষুব্ধ হোয়োনা বন্ধু! এবার তোমায় এই মেবার যুদ্ধে নিমন্ত্রণ করে' নিয়ে যাবো। মোগলের সদ্যঃ উষ্ণ রক্ত পান করাবো। আমায় ক্ষমা করো প্রাণাধিক! আমায় আলিঙ্গন কর"—বুকে তরবারিখানি রাখি-লেন। পরে তাহাকে ধীরে ধীরে উঠাইয়া ঘুরাইতে চেষ্টা করিলেন; পরে কহিলেন—"না হাত কাঁপে। বুঝি আর তোমার মর্য্যাদা রক্ষা কর্ত্তে পারি না। বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি"।—গোবিন্দ তরবারি রাখিয়া বসিলেন। দুই হস্তে মাথার দুই দিক ধরিয়া বিশ্রাম করিলেন। তাঁর চক্ষে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। পরে কহিলেন "ঈশ্বর! ঈশ্বর! কি কর্লে!" পরে উঠিয়া আবার তরবারি লইলেন। এমন সময় তাঁহার কন্যা কল্যাণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কল্যাণী। বাবা! ও কি!

গোবিন্দ। তরবারি। দেখ্ কল্যাণী—

৩]

কল্যাণী। না, ও তরবারি রেখে দাও বাবা। আজ হঠাৎ তোমার হাতে তরবারি কেন? তোমার ও মূর্ত্তি দেখ্‌লে আমার ভয় করে। রেখে দাও বাবা।

গোবিন্দ থামিলেন। পরে তরবারির অগ্রভাগ ভূমির উপর স্থাপিত করিয়া তাহার দিকে সস্নেহে চাহিয়া কল্যাণীকে কহিলেন—

"দেখ্‌ কল্যাণী, কি ভয়ঙ্কর! কি সুন্দর! সে কি চায় জানিস্‌?

কল্যাণী। কি?

গোবিন্দ। রক্ত।

কল্যাণী। কার?

গোবিন্দ। মুসলমানের।

কল্যাণী। কেন মুসলমানের প্রতি তোমার এই আক্রোশ বাবা?

গোবিন্দ। কেন? তোর জন্মভূমি মেবারকে জিজ্ঞাসা কর্‌ কেন? —এই সপ্তশত বর্ষ ধরে' এই স্বাধীন রাজ্যটুকু গ্রাস করবার জন্য সে জাতি পুনঃ পুনঃ রাক্ষসের মত ধেয়ে এসেছে; আর শৈলাপহত সমুদ্রতরঙ্গের মত পুনঃ পুনঃ পদাহত হয়ে' ফিরে গিয়েছে। কি অপরাধ করেছে এই মেবার? যখন ক্ষমতা মদক্ষিপ্ত হয় তখন সে আর ন্যায়ের বাধা মানে না। তখন এই তরবারিই তাকে রোখে।—কিন্তু হায় আজ বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি কল্যাণী, বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি।

কল্যাণী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

গোবিন্দ। কি! কাঁদছিস্‌ কল্যাণী! ভয় পেয়েছিস্‌। এই নে তরবারি কোষবদ্ধ কর্‌লাম। ভয় কি! [কথাবৎ কার্য্য] যা মা—ভিতরে যা। আমি আসছি। [প্রস্থান।

কল্যাণী। যদি জান্তে বাবা। যদি বুঝতে!—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—উদয়পুরের পথ। কাল—অপরাহ্ণ। সত্যবতী ও চারণের দল গাহিতেছিলেন।

গীত।

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—যুঝেছিল যেথা প্রতাপবীর,
বিরাট সৈন্য দুঃখে, তাহার শৃঙ্গের সম অটল স্থির।
জ্বালিল সেখানে যেই দাবাগ্নি সে রূপবহ্নি পদ্মিনীর,
ঝাঁপিয়া পড়িল সে মহা আহবে যবন সৈন্য, ক্ষত্রবীর।
মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।
মেবার পাহাড় মেবার পাহাড—রঞ্জিত করি' কাগার তীর,
দেশের জন্য ঢালিল রক্ত অযুত যাহার ভক্তবীর।
চিতোর দুর্গ হইতে খেদায়ে ম্লেচ্ছ রাজার গর্জ্জনীর,
হরিয়া আনিল কন্যা তাহার বিজয় গর্ব্বে বাপ্পাবীর।
মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির,—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।
মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—গলিয়া পড়িছে হইয়া ক্ষীর;
সবার—সবার হইতে মধুর যাহার শস্য যাহার নীর।
যাহার কুঞ্জে বিহগ গাইছে গুঞ্জরি' স্তব যাহার শ্রীর;
যাহার কাননে বহিয়া যাইছে সুরভি স্নিগ্ধ পবন ধীর।

মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির,—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।
মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—ধূম্র যাহার তুঙ্গ শির ;
স্বর্গ হইতে জ্যোৎস্না নামিয়া ভাসায় যাহার কানন তীর।
মাধুরী বন্য কুসুমে জাগিয়া ঘুমায় অঙ্গে রমনী শীব ;
শৌর্য্যে স্নেহে ও শুভ্রচরিতে কে সম মেবারসুন্দরীর !
মেবার পাহাড়—উড়িছে—যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির,—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।

এই সময় অজয়সিংহ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

সত্যবতী। তুমি একজন রাজসৈনিক ?

অজয়। হাঁ মা ! আমি একজন মেবারের সৈন্যাধ্যক্ষ।

সত্যবতী। দাঁড়াও। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। যা শুনেছি তা কি সত্য ?

অজয়। কি মা ?

সত্যবতী। যে, মোগল সৈন্য মেবার আক্রমণ করেছে ?

অজয়। করেনি। তবে রাণা যদি সন্ধি না করেন ত আক্রমণ কর্ব্বে। রাণা যুদ্ধ কর্ব্বেন কি সন্ধি কর্ব্বেন সেই কথা জানবার জন্য মোগল সেনাপতি দূত পাঠিয়েছেন।

সত্যবতী। তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ?

অজয়। আমরা রাণার আজ্ঞাবহ। যুদ্ধ কি সন্ধি রাণার ইচ্ছা অনিচ্ছা।

সত্যবতী। রাণা যুদ্ধ কর্ব্বেন কি সন্ধি কর্ব্বেন সে বিষয় কিছু জানো ?

অজয়। না। তবে রাণার ইচ্ছা সন্ধি করা। তিনি সেই বিষয়ে মন্ত্রণা কর্ত্তে পিতাকে ডেকে আনবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছিলেন।

সত্যবতী। তোমার পিতা কে?

অজয়। মেবারসেনাপতি গোবিন্দ সিংহ।

সত্যবতী। ও! সেনাপতি গোবিন্দ সিংহ তোমার পিতা! তাঁর কি ইচ্ছা অবগত আছো?

অজয়। তাঁর ইচ্ছা যুদ্ধ করা।

সত্যবতী। উত্তম; যাও।

[অজয় সিংহ প্রস্থান করিলেন।

সত্যবতী। সন্ধি! রাণা প্রতাপসিংহের পুত্র বাস্তবিক মোগলের সঙ্গে সন্ধি কর্ব্বার কল্পনাও কর্ত্তে পারেন! হ'তে পারে না। নিশ্চয় কোন ভ্রম হয়েছে। তোমরা সকলে ঐ তরুতলে আমার অপেক্ষা কর। আমি আসছি।

[চারণের দল ও সত্যবতী বিভিন্ন দিকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরে মেবারের রাজসভা। কাল—প্রভাত।

সিংহাসনারূঢ় রাণা অমরসিংহ; তাঁহার উভয় পার্শ্বে ও সম্মুখে তাঁহার সামন্তগণ; গোবিন্দ সিংহ এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন।

জয়সিংহ। রাণা! যখন মোগল সৈন্য মেবারের দ্বারদেশে, তখন মেবারের কর্ত্তব্য কি সে বিষয়ে রাজপুতদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। আমরা যুদ্ধ কর্ব্বো।

রাণা। জয়সিংহ! এই ক্ষুদ্র জনপদ আজ কি সাহসে ভারতসম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরাট মোগলবাহিনীর সম্মুখে দাঁড়াবে?

কেশব। ক্ষত্রিয় শৌর্য্যের সাহসে রাণা!

কৃষ্ণদাস। কি সাহসে রাণার পিতা স্বর্গীয় প্রতাপসিংহ মোগলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন?

রাণা। রাণা প্রতাপসিংহ? তিনি মানুষ ছিলেন না।

শঙ্কর। তিনিও রাজপুত ছিলেন।

রাণা। না শঙ্কর। তিনি এ জাতির কেহ ছিলেন না। তিনি এ জাতির মধ্যে এসেছিলেন—একটা দৈবশক্তির মত একটা আকাশের বজ্রসম্পাত, একটা পৃথিবীর ভূমিকম্প, একটা সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস। কোথায় থেকে এসেছিলেন, কোথায় চলে' গেলেন কেউ জানে না। সকলেই রাণা প্রতাপসিংহ হ'তে পারে না শঙ্কর।

কৃষ্ণদাস। সকলে বাণা প্রতাপসিংহ হ'তে পাবে না স্বীকাব কবি। কিন্তু বাণা প্রতাপসিংহেব পুত্র তাঁব পদানুসবণও কর্ব্বেন আশা কবা যায়। প্রতাপসিংহ মেবাবেব স্বাধীনতারক্ষাব জন্য প্রাণ দিলেন, আব তাঁব পুত্র বিনা যুদ্ধে মোগলের দাস হবে?

বাণা। [illegible], সে একটা সুন্দব অনুভূতিমাত্র; এই কয় বৎসবে মেবাববাসীবা ধনী, সুখী, সম্পৎশালী হয়েছে। বাজ্যে একটা গভীব শান্তি বিবাজ কর্চ্ছে। শুদ্ধ একটা অনুভূতিব খাতিবে এই সুখ সচ্ছন্দতা হাবাবো?—যখন একটা নামমাত্র কব দিলেই এই হত্যাকাণ্ড থেকে বক্ষা পাওয়া যায়।

শঙ্কব। কব দিব বাণা? কাকে? কে মোগল? কোথা থেকে এসেছে? কি স্বত্বে তা বা ভগবান বামচন্দ্রেব বংশধবেব কাছে কব চায়?

বাণা। শঙ্কব! সামান্য একটা কব দিযে এই সুখশান্তি সচ্ছন্দতা অক্ষুণ্ণ বাখা শ্রেয়, না কব না দিযে তা হাবানো ভালো? তুমি কি বিবেচনা কব গোবিন্দসিংহ?

গোবিন্দ চমকিয়া উঠিলেন, পবে কহিলেন—"আমি কি বিবেচনা কবি বাণা? আমি কিছু বিবেচনা কবি না। আমি এ সব কিছু বুঝিনা। সুখ, শান্তি সচ্ছন্দতা কাকে বলে আমি তা জানি না। আমি শুদ্ধ দুঃখ জানি। বাল্যকাল হতে দুঃখেব সঙ্গে আমাব বন্ধুত্ব, বিপদেব ক্রোড়ে আমি লালিত। বাণা, আমি পঞ্চবিংশতি বৎসব ধবে' বাণাব স্বর্গীয় পিতা প্রতাপসিংহেব সঙ্গে অরণ্যে, প্রান্তবে, পর্ব্বতে; অনাহাবে অনিদ্রায় ভ্রমণ কবেছি। সেই পঞ্চবিংশতি বৎসর আমি সেই মহাত্মাব পদতলে বসে' দাবিদ্র্যের ব্রত অভ্যাস কবেছি। সেই পঞ্চবিংশতি বৎসব আমি দুঃখেব পবম সুখ অনুভব কবেছি!—কি সে সুখ! পবেব জন্য দুঃখভোগ—কি সে সুখ!

কর্ত্তব্যের জন্য দারিদ্র্যভোগ কি মধুর। প্রভাত সূর্য্যের কনক রশ্মি যেমন স্নেহে সে দারিদ্র্যের কুটীরের উপর এসে পড়ে, তেমন স্নেহে এসে বুঝি সে আর কোথাও পড়ে না।—রাণা আমার কি দিনই গিয়েছে।

জয়সিংহ। বল গোবিন্দ সিংহ। চুপ কর্লে যে? বল। আবার বল।

গোবিন্দ। কি আর বলবো জয়সিংহ। তারপর—তারপর, সেই মেবারে, সেই দেবতার কুটীরগুলি ভেঙ্গে সম্ভোগের নাট্যভবন নির্ম্মিত হতে দেখেছি। সেই মাহাত্ম্যের মন্দির চূর্ণ করে' তারই প্রস্তরে ঐশ্বর্য্যের প্রাসাদ গঠিত হতে দেখেছি। আমার এই ক্ষীণ দৃষ্টির সম্মুখে একটা ধূমায়মান মহত্ত্বকে আকাশে মিশিয়ে যেতে দেখেছি। সব গিয়েছে। আর কি আছে জয়সিংহ? এখন আছে সেই মহিমার শেষ রশ্মি। এখন দেখছি একটা ম্রিয়মান গৌরব মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আমাদের পানে নিষ্ফল করুণ নেত্রে, শ্বাসরোধের অপেক্ষায় মাত্র আছে।

কেশব। তুমি জীবিত থাকতে সে গৌরব ম্লান হবে না গোবিন্দ সিংহ।

গোবিন্দ। আমি। আমি আজ আর কি কর্ব্ব কেশব রাও? আর আর আমার সে দিন নাই। আজ বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি। এই জরাবিকম্পিত হস্তে আমার সে তরবারি আর সোজা ধরে' রাখ্তে পারি না। এই পঞ্জরের ক্ষীণ অস্থি কখান আর এই লোল দেহকে খাড়া ক'রে তুলে রাখ্তে পাচ্ছে না। নিদাঘের সূর্য্যোজ্জ্বল দিবালোক আর এই ছায়া ধূসরিত জগৎকে দীপ্ত কর্ত্তে পাচ্ছে না। তবু এখনও ইচ্ছা করে রাণা— যে আবার সেই পর্ব্বতে অরণ্যে ছুটে যাই, মায়ের জন্য আবার সেই মধুর দুঃখ ভোগ করি, ভাইয়ের জন্য আবার বনে বনে কেঁদে বেড়াই। ঈশ্বর দুঃখ সহিবার ক্ষমতা টুকুও কেড়ে নিলে।

গোবিন্দসিংহ নীবব হইলে সকলে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পবে বাণা কহিলেন—"কিন্তু গোবিন্দ সিংহ সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত মোগল সম্রাটেব কাছে শিব নত কবেছে। আব রাজপুতানাব মধ্যে এক ক্ষুদ্র মেবাব এই বিপুল বিশ্ববিজয়িনী বাহিনীব সম্মুখে দাঁড়িয়ে কি কর্ব্বে? কি বল গোবিন্দসিংহ?

গোবিন্দ। রাণা! আমাব যা বক্তব্য ছিল তা বলেছি। আব আমাব কিছু বক্তব্য নাই।

বাণা। সামন্তগণ! আমাব বিবেচনায় এ যুদ্ধ নিস্ফল। আমবা মোগলসেনাপতিব সঙ্গে সন্ধি কর্ব্বো। মোগল দূতকে ডাকো দৌবাবিক।

[দৌবাবিকেব প্রস্থান।

গোবিন্দ। রাণা প্রতাপ। বাণা প্রতাপ। তুমি স্বর্গ থেকে যেন এ কথা শুন্তে না পাও। বজ্র। তোমাব ভৈবব স্বরে এ হীন উচ্চাবণকে ঢেকে ফেলো। মেবাব। মোগল প্রভুত্ব স্বীকাব কর্ব্বাব আগে একটা বিবাট ভূমিকম্পে তুমি ধ্বংস হযে যাও।

[মোগল দূতেব প্রবেশ।]

বাণা। মোগল দূত! তোমাদেব সেনাপতিকে বল যে আমবা সন্ধি কর্ত্তে প্রস্তুত।

বেগে সত্যবতী প্রবেশ কবিলেন।

সত্যবতী। কখন না। সামন্তগণ তোমবা যুদ্ধেব জন্য সাজো। রাণা যদি তোমাদেব যুদ্ধে নিয়ে যেতে অস্বীকৃত হন, আমি তোমাদেব সেনাপতি হব।

গোবিন্দ। কে তুমি মা! এই ঘনায়মান অন্ধকাবে স্থিব বিদ্যুতেব মত এসে দাঁড়ালে কে তুমি মা! এ কা'ব মৃদুগম্ভীব বজ্রধ্বনি শুনছি।

বাণা। সত্য কে আপনি ?

সত্যবতী। আমি একজন চাবণী! আমি মেবাবেব গ্রামে উপত্যকায় তাব মহিমা গেয়ে বেড়াই। এব চেয়ে আমাব অধিক পবিচয়েব প্রয়োজন নাই।

সামন্তগণ। আশ্চর্য্য!

সত্যবতী। সামন্তগণ! রাণা উদয়সাগবেব প্রাসাদকুঞ্জে শুয়ে বিলাসেব স্বপ্ন দেখুন। আমি তোমাদেব যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাবো।

গোবিন্দ। এ কি! আমাব দেহে কি নবযৌবনেব তেজ ফিবে এলো। এ কি আনন্দ! এ কি উৎসাহ!—সামন্তগণ! প্রতাপসিংহেব পুত্রকে এ অপযশ থেকে বক্ষা কব। দূব কব এ বিলাস, ভেঙ্গে ফেল এ সব খেলানা।"—এই বলিয়া গোবিন্দসিংহ একখানি পিত্তলখণ্ড উঠাইয়া কক্ষস্থ একখানি বৃহৎ আয়নায় ছুড়িয়া মাবিলেন। আয়নাখা'ন চূর্ণ হইল।" গোবিন্দসিংহ কহিলেন—"সামন্তগণ অস্ত্র নাও, অস্ত্র নাও। [বাণাকে ধবিলেন] আসুন বাণা।"

রাণা। গোবিন্দসিংহ! আমি যুদ্ধে যাচ্ছি।—মোগল দূত আমবা যুদ্ধ কর্ব্বো। আমাব অশ্ব প্রস্তুত কর্ত্তে বল।

সত্যবতী। জয় মেবাবেব বাণাব জয়!

সকলে। জয় মেবাবেব বাণাব জয়।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—আগ্রায় মহাবৎ খাঁর গৃহ। কাল প্রভাত।

সেনাপতি মহাবৎ খাঁ ও মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ আব্দুল্লা দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন।

মহাবৎ। হেদায়েৎ সেনাপতি হয়ে গিয়েছে?

অব্দুল্লা। হাঁ জনাব।

মহাবৎ। হেদায়েৎ? আপনি নিশ্চিত জানেন?

আব্দুল্লা। নিশ্চিত জানি। সম্রাট তার সঙ্গে ৫০ হাজার সৈন্য দিয়েছেন।

মহাবৎ। হেদায়েৎ সেনাপতি!!—তা হবে। আজ কাল ত গুণের পুরস্কার হচ্ছে না—গুণের তিরস্কার হচ্ছে। আর এই আর্দ্র আবর্জ্জনায় যত ছত্রক মাটি ফুঁড়ে বেরুচ্ছে।

আব্দুল্লা। সত্য কথা জনাব। হেদায়েৎ আলি খাঁ হলেন খাঁ খাঁনান—কারণ তিনি সম্রাটের ভগ্নীর পুত্র। আর—

মহা। তা হোন্, আপত্তি ছিল না। কিন্তু একটা বিরাট সৈন্য চালনা করা——তার শালা এনায়েৎ খাঁ সঙ্গে যাচ্ছে?

আব্দুল্লা। সম্ভব।

মহা। এনায়েৎ খাঁ যুদ্ধ জানে বটে। সম্রাট বোধ হয় হেদায়েৎকে নামে সেনাপতি করে' পাঠিয়েছেন। প্রকৃত সেনাপতি এনায়েৎ।

আব্দুল্লা। তবু যে নামেও সেনাপতি হবে, তার অন্ততঃ এরকম হওয়া চাই যে সে বন্দুকের আওয়াজে ভয় পায় না।

মহা। যাক্‌—এবার মেবার যুদ্ধে যা হবে তা গোড়াগুড়িই বোঝা যাচ্ছে।

আব্দুল্লা। আপনাকে মেবার যুদ্ধে যাবার জন্য সম্রাট ডেকেছিলেন?

মহাবৎ। হাঁ সায়েদ সাহেব।

আব্দুল্লা। আপনি এ যুদ্ধে গেলেন না যে।

মহাবৎ। মেবার আমার জন্মভূমি। সম্রাট আমায় বঙ্গ, দাক্ষিণাত্য, কাবুল, যে দেশ জয় কর্ত্তে পাঠান না কেন, আমি যেতে প্রস্তুত। কিন্তু মেবার জয় করবার প্রস্তাবটা আমার ঠিক পরিপাক হয় না।

আব্দুল্লা। সে কথা সত্য। মেবার যখন আপনার জন্মভূমি। তবে আজ যাই খাঁ সাহেব। বেলা হোল'।— আদাব।

মহাবৎ। আদাব।

[আবদুল্লা প্রস্থান করিলেন।

মহাবৎ। এ উত্তম। হেদায়েৎ আলি খাঁ সেনাপতি। এ একটা তামাসা মন্দ নয়! ধরে' বেঁধে যদি ভিক্ষুককে নিয়ে জরির আসন-ওয়ালা ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে দেওয়া যায় সে কতকটা এই রকম হয় বটে।

[নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—মোগল শিবিব। কাল মধ্যাহ্ন।

মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ খাঁ খাঁনান হেদায়েৎ আলি খাঁ বাহাদুব ও তাঁহাব অধীনস্থ কর্ম্মচাবী হুসেন শিবিবপ্রান্তে গল্প কবিতেছিলেন।

হেদায়েৎ। এই কাফেব গুলোকে জয় কবা—হুসেন—হেঁঃ—দুখান মোবব্বা খাওযাব চেয়েও সোজা।

হুসেন। জনাব। কাজটাকে যত সহজ মনে কচ্ছেন সেটা তত সহজ নয়। এই সাত শ বৎসব ধবে' মুসলমান সাম্রাজ্যেব মধ্যে এই জনপদ সমানভাবে মাথা খাড়া কবে' বয়েছে। কেউ তাব মাথা নোয়াতে পাবে নি—স্বয়ং সম্রাট আকবব পর্য্যন্ত নয়।

হেদায়েৎ খাঁ। আকবব! হেঁঃ—তাঁব সেনাপতিব মত সেনাপতি ছিল না তাই। হেঁঃ—সে সময় যদি খাঁ খাঁনান হেদায়েৎ আলি খাঁ বাহাদুব থাকতেন! তাব সেনাপতিব মত সেনাপতি ছিল না, হুসেন।

হুসেন। কেন জনাব—মানসিংহ?

হেদায়েৎ। মানসিংহ আবাব সেনাপতি! হেঃ—তা হ'লে—

[খানসামাব প্রবেশ।]

খানসামা। খানা তৈয়াবি খোদাবন্দ।

হেদায়েৎ। তা'হলে আমাব এই খানসামা জাফব মিঞাও সেনাপতি। —কি বল জাফব মিঞা?

খানসামা। খানা তৈযাবি।

হেদায়েৎ। যুদ্ধ কর্ত্তে পারিস্?

খানসামা। এজ্ঞে মুর্গীর কোপ্তা।

হেদায়েৎ। তা জানি মুর্গীর কোপ্তা যে তৈরি করেছিস, তা বেশ করেছিস। কিন্তু তা বলছি না। যুদ্ধ, যুদ্ধ।

খানসামা। কাবাব? আজ্ঞে কাবাবও বানিয়েছি—ভেড়ার।

হেদায়েৎ। বদ্ধ কালা! তা বেশ বলেছিস্—এবার আমরাও এদিকে ভেড়ার কাবাব বানাবো। যা। যাচ্ছি। [খানসামার প্রস্থান।

হেদায়েৎ। হুসেন! এবার ভেড়ার কাবাব বানাবো।

হুসেন। কোন্ ভেড়ার?

হেদায়েৎ। কোন্ ভেড়ার আবার! এই রাজপুত। তারা ত একটা ভেড়ার পাল।

হুসেন। মাফ কর্ব্বেন জনাব, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে একমত হতে পার্ল্লেম না।

হেদায়েৎ। হুসেন! তোমার অনেক শিখবার আছে। এবার ত আমার সঙ্গে এসেছ। শেখো যুদ্ধ কাকে বলে? ভবিষ্যতে অনেক কাজে লাগ্‌বে।

হুসেন। আজ্ঞে দেখি! বড় বড় হাতি গেলেন তলিয়ে। এখন "মশায়" কি করেন দেখা যাক।

হেদায়েৎ। হুসেন! তুমি বড় অসম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার কর্চ্ছ। মনে রেখো আমি সেনাপতি। ইচ্ছা কর্ল্লেই তোমার মুণ্ডটা কেটে নিতে পারি।

হুসেন। আজ্ঞে তা জানি। জনাব সেনাপতি।

হেদায়েৎ। হাঁ, আমি সেনাপতি। সেটা সদাসর্ব্বদা মনে রেখো।

হুসেন। তা রাখ্‌বো। তবে মেবার জয়টা—

হেদায়েৎ। আবার মেবার জয়! হুসেন! তুমি আমার নেহায়েৎ বন্ধু ব'লেই বলছি—এই মেবার জয় একটা তুড়ির কাজ।

হুসেন। তা হ'লে সে একটা খুব বড় রকমের তুড়ি বল্‌তে হবে।

হেদায়েৎ। বিশেষ বড় নয়। যাও, আমি এখন খেতে যাই। [হুসেন প্রস্থানোদ্যত হইলে হেদায়েৎ তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন] হাঁ, আর শোন হুসেন, সদা সর্ব্বদা মনে রেখো যে আমি সেনাপতি।

হুসেন। যে আজ্ঞা।

হেদায়েৎ। যাও। [হুসেন প্রস্থান করিল]।

হেদায়েৎ। এই কাফের গুলোকে জয় করা।—হেঁঃ। গোটা দুই পট্‌কা আওয়াজ কর্লে'ই কে কোথায় দৌড় দেবে এখনি। এদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ। [প্রস্থান]।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—উদয়পুরের উদয় সাগরের তীর। কাল—প্রভাত।

মেবার রাজকন্যা মানসী একাকিনী বেড়াইয়া বেড়াইয়া গাহিতেছিলেন

গীত।

আয়রে আয় ভিখারীর বেশে এসেছি আজ তোদের কাছে,
হৃদয় ভরা প্রেম লয়ে আজ এ প্রাণে যা কিছু আছে।
এ প্রেমটুকু তোদের দিব, আর কিছু করি না আশা—
কেবল তোদের মুখের হাসি, কেবল তোদের ভালবাসা।

নাহিক আর বিরস হৃদয়, নাহিক আর অশ্রুরাশি ;
হৃদয়ে গড়ায় রে প্রেম, হৃদয়ে জড়ায় হাসি ;
ভাঙ্গা ঘরের শূন্য ভিতে শুনবিনা আর দীর্ঘশ্বাসে ;
কি দুখেতে কাঁদবে সে জন প্রাণ ভরে' যে ভালবাসে ?
আজ যেনরে প্রাণের মতন কাহারে বেসেছি ভালো,
উঠেছে আজ নূতন বাতাস, ফুটেছে আজ মধুর আলো।

এক অন্ধ বালকের সহিত একটী ভিখারিণীর প্রবেশ।

ভিখারিণী। ভিক্ষা দাও মা—

মানসী। এসো মা। এটি কি তোমার ছেলে ?

ভিখারিণী। না, আমার বোনের ছেলে। বাছা জন্মান্ধ। বাছার মা নেই।

মানসী। বাপ আছে ?

ভিখারিণী। সে দেশান্তরে গিয়েছে।

মানসী। আহা আমায় ছেলেটি দেবে ? আমি ওর মা হবো।

ভিখারিণী। ও যে আমায় ছেড়ে থাক্‌তে পারে না মা।

মানসী। আচ্ছা তবে তোমারই কাছে থাক্। ওকে রোজ রোজ আমার কাছে নিয়ে এসো। এই ভিক্ষা নাও।

[ভিক্ষা দান।]

ভিখারিণী। জয় হোক মা।

[বালকের সহিত ভিখারিণীর প্রস্থান।]

মানসী। কি মধুর ভিখারিণীর ঐ "জয় হোক"। জয়ভেরীর চেয়েও প্রবল, মাতার আশীর্ব্বাদের চেয়েও স্নিগ্ধ, শিশুর প্রথম উচ্চারিত বাণীর চেয়েও মধুর !

অজয়ের প্রবেশ।

অজয়। মানসী!

মানসী। অজয়! এসো। আমি বড় সুখী। আমার এ সুখের ভার তুমি কিছু নাও।

অজয়। এত সুখী কিসে মানসী?

মানসী। পরিপূর্ণ সুখ;—শরতের নদীর চেয়েও পরিপূর্ণ। এক ভিখারিণী আমায় আশীর্ব্বাদ করে' গিয়েছে।

অজয়। তোমায় কে না প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করে মানসী? নিত্য পথে ঘাটে আমি মেবারের রাজকন্যার স্তুতি পাঠ শুনি।

মানসী। শোন? আমি এক দিন শুন্তে পাই না কি অজয়?

অজয়। এক দিন ঘরের বাহিরে গেলেই শুন্তে পাবে।

মানসী। আমি ত বাহিরে যাই। আমি এখানে একটা অতিথি-শালা খুলেছি অজয়। সেখানে গিয়ে আমি প্রত্যহ নিজের হাতে তাদের খাদ্য দিই। নিজের হাতে না দিলে যে দিয়ে তৃপ্তি হয় না।

অজয়। তোমার জীবন ধন্য মানসী।—মানসী, আমি আজ তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।

মানসী। কেন? কোথায় যাবে?

অজয়। যুদ্ধে।

মানসী। ও।—কবে যাচ্ছ?

অজয়। কাল প্রত্যূষে।

মানসী। কবে ফিরে আস্‌বে?

অজয়। তা জানি না। ফিরে আস্‌বো কি না তাই জানি না।

মানসী। কেন?

অজয়। যুদ্ধে যদি হত হই ?

মানসী। ও! [মুখ নত করিলেন]।

অজয়। মানসী! যদি আর না ফিরি ?

মানসী। তা হ'লে কি হবে ?

অজয়। তোমার দুঃখ হবে না ?

মানসী। হবে।

অজয়। এত উদাসীন! মানসী তুমি জানো কি—?

মানসী। কি জানি অজয় ?

অজয়। যে আমি তোমায় ভাল বাসি—তোমায় কত ভালবাসি।

মানসী। তুমি আমায় ভালবাসো, তা আমি জানি।

অজয়। তুমি আমায় ভালবাসো না ?

মানসী। বাসি।

অজয়। না। তুমি আর কাউকে ভালবাসো ?

মানসী। মানুষমাত্রকেই ভালবাসি।

অজয়। নিষ্ঠুর!

মানসী। কেন অজয়! তোমায় ভালবাসি বলে' কি আর কাউকে ভালো বাস্‌তে নেই ? তুমি একা আমার সমস্ত হৃদয়খানিকে গ্রাস করে' রাখ্‌তে চাও ? কি স্বার্থপর!

অজয়। এত বালিকা কি তুমি মানসী!

মানসী। তুমি আমায় ভর্ৎসনা কর্চ্ছো। আমার কি অপরাধ অজয় ? আমি মানুষমাত্রকেই ভালবাসি, এই অপরাধ ? তবে সে অপরাধের দণ্ড দাও। আমি মাথা পেতে নেবো।

অজয়। তোমায় দণ্ড দেবো—আমি!

মানসী। হাঁ তুমি দণ্ড দাও। অজয়! আজ তুমি যুদ্ধে যাচ্ছো। এ যুদ্ধে তুমি যত বেশী হত্যা কর্ত্তে পার্ব্বে, সকলে তত উচ্চৈঃস্বরে তোমার কীর্ত্তি গাইবে। আর আমি যত বেশী ভালবাসি, আমার কি তত অপরাধ?

অজয়। ভালবাসো মানসী! তোমার উদার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বজগৎকে আলিঙ্গন করে' নেও। আর আমি কোন কথা কহিব না।—মূঢ় আমি। আমি এই আকাশের মত উদার হৃদয়কে আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে' রাখতে চাই। আমায় ক্ষমা করো।—বিদায় দাও মানসী।

মানসী। এসো অজয়। অন্যায় অত্যাচার জগৎ ছেয়ে রয়েছে। তাদের দূর করবার জন্য যুদ্ধ অনেক সময় অনিবার্য্য হয়। কিন্তু যুদ্ধ বড় নিষ্ঠুর কাজ। তার মধ্যে যতদূর পারো, আপনাকে পবিত্র রেখো।

[অজয়ের প্রস্থান।]

মানসী। যাও অজয় যুদ্ধে যাও। আমার শুভেচ্ছা তোমাকে বর্ম্মের মত ঘিরে থাকুক।—আর যা'রা এ যুদ্ধে হত ও আহত হবে, তাদের কি হবে! তাদের মাতা স্ত্রী কন্যারা কি ঠিক এই রকম আগ্রহে ভগবানের কাছে তাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা কর্চ্ছে না। এর কত প্রার্থনা নিষ্ফল হবে! কত সাধনা ব্যর্থ হবে! এর কি কোন প্রতিবিধান নাই?"—মানসী ক্ষণেক সজল নেত্রে ঊর্দ্ধ দিয়ে চাহিয়া রহিলেন। পরে সহসা তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইল; সহসা করতালি দিয়া কহিলেন—"বেশ! আমার কাজ আমি কর্ব্বো; যা'রা যুদ্ধে মর্ব্বে তা'দের আর কিছু কর্ত্তে পার্ব্বো না। কিন্তু যা'রা আহত হবে, তাদের ত শুশ্রূষা কর্ত্তে পারি। আমি তা'ই কর্ব্ব।—কেন! কি আপত্তি। বেশ! তাই কর্ব্ব।"

রাণী রুক্মিণীর প্রবেশ।

রাণী। শুনেছ মানসী?

মানসী। কি মা?

রাণী। যে তোমার পিতা যুদ্ধে গিয়েছেন।

মানসী। শুনেছি।

রাণী। যুদ্ধ—মোগলের সঙ্গে?

মানসী। শুনেছি মা।

রাণী। বেশ বল্লে! খুব উদাসীনভাবে বল্লে "শুনেছি মা"। যেন এ ননী খাওয়ার মত একটা মোলায়েম সম্বাদ। জানো, যুদ্ধে অনেক মানুষ মরে?

মানসী। সম্ভব।

রাণী। সম্ভব কি? নিশ্চয়। বিশেষ সম্রাটের সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ। —এবার সব গেল। যা'রা যুদ্ধে গিয়েছে তা'রা ত মর্ব্বেই, আর যা'রা যায়নি,—তা'দেরও কি হয় বলা যায় না।

মানসী। তা আমি কি কর্ব্ব মা?

রাণী। তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলাম। বিয়ে হবার আর অবকাশ হবে না। এত গোলযোগের মধ্যে কখন বিয়ে হয়?

মানসী। নাই বা হোল।

রাণী। নাই বা হোল? বিয়ে যদি না হয় ত কি হবে?

মানসী। বেশ হবে।

রাণী। ও মা তাও কি হয়। মেয়ে মানুষের বিয়ে না হ'লে চলে। যোধপুরের রাজার ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ কর্চ্ছিলাম। তা আর বিয়ে হবে না। সব মর্ব্বে। সব গেল—ভেস্তে গেল। বিয়েটা হয়ে যাওয়ার পর যুদ্ধটা কর্লেই হতো। তা রাণা শুনলেন না।

মানসী। মা তুমি ব্যস্ত হোয়ো না। আমি বিবাহ কর্‌বার চেয়ে একটা মহৎ কাজ কর্ব্বো ঠিক করেছি।

রাণী। কি?

মানসী। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে যাবো।

রাণী। সে কি?

মানসী। হাঁ মা! বলছিলে না মা, যে যুদ্ধে অনেক লোক মরে? যা'রা মর্ব্বে তা'দের আর কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে না। তবে যা'রা আহত হবে, তা'দের সেবা কর্ব্ব।

রাণী। সর্ব্বনাশ করেছে! অজয় বুঝি তা'ই তোমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছে?

মানসী। না তার কোন দোষ নাই মা। অজয় যাচ্ছে বধ কর্ত্তে। আমি যাবো রক্ষা কর্ত্তে।

রাণী। না। তাও কি হয় কখন?

মানসী। বেশ হয়।

রাণী। তোমার যাওয়া হবে না।

মানসী। মা নিশ্চিন্ত থাকো। আমি যাবো। আমাকে জান ত, কর্ত্তব্য যখন আমাকে ডাকে, তখন আমি আর কারো কথা শুনবার অবকাশ পাই না।—যাও মা, আমি যাত্রার উদ্যোগ করি।

রাণী। কার সঙ্গে যাবে?

মানসী। অজয়সিংহের সৈন্যের সঙ্গে।

রাণী। যা ভেবেছি তাই। রাণা ঠিক এই সময় চলে' গেলেন। এখন বোঝায় কে যে, তার ঠিক নাই।

মানসী। পিতা এখানে থাক্‌লে এ প্রস্তাবে তিনি আপত্তি কর্ত্তেন না। আমি তাঁকে জানি। তাঁর দয়ার হৃদয়।

রাণী। তিনিই ত তোমাকে কোন কাজে বাধা না দিয়ে এই রকম করে' তুলেছেন। গেল। সব গেল। সব গেল। আমি জানি, একটা কিছু গোলযোগ ঘট্‌বেই ঘট্‌বে।

মানসী। মা, তুমি কিছু চিন্তিত হোয়ো না মা। মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার, আমি যতদূর লাঘব কর্ত্তে পারি, কর্ব্বো।—যাও মা কোন চিন্তা নাই।

রাণী। এবার কলিকাল পূর্ণ হোল।

[প্রস্থান।

মানসী। এ ইচ্ছা কে আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিলে? এর জ্যোতিঃ আমার অন্তরের কোণে উঁকি মার্চ্ছিল। এখন তার পূর্ণ মহিমায় আমার অন্তর ছেয়ে ফেলেছে। এ এক নবীন উৎসাহ! এ এক মহা আনন্দ! বিবাহ সুখের কি ক্ষুদ্র আয়োজন।

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—মেবার যুদ্ধক্ষেত্র। কাল সন্ধ্যা।

হেদায়েৎ আলি ও তাঁহার সঙ্গী হুসেন শিবিরাভ্যন্তরে কথোপকথন করিতেছিলেন। বাহিরে যুদ্ধের কোলাহল হইতেছিল। দ্বারদেশে দুই জন সৈনিক মুক্ত তরবারি হস্তে দাঁড়াইয়া ছিল।

হেদায়েৎ। হুসেন। মেবার সৈন্য আন্দাজ কত হবে ঠিক কর্ত্তে পেরেছো?

হুসেন। আন্দাজ পঞ্চাশ হাজার হবে।

হেদায়েৎ। তাই ত!—কৈ? রাজপুতরা এখনও ত পালাচ্ছে না।

হুসেন। না জনাব।

হেদায়েৎ। সকাল থেকে যুদ্ধ কর্চ্ছে। এখনও ত পালাচ্ছে না।

হুসেন। না। তা'রা যুদ্ধটা কর্ব্বে মনস্থ করেছে যেন।

হেদায়েৎ। তারা যুদ্ধটা কিছু কিছু জানে যেন বোধ হচ্ছে।

হুসেন। তাই ত দেখছি জনাব।

হেদায়েৎ। ঐ রাজপুতদিগের সমরধ্বনি। আমাদের সৈন্যেরা কৈ কোন রকম শব্দ টব্দ কর্চ্ছে না ত। তা'রা যুদ্ধ কর্চ্ছে ত?

হুসেন। কর্চ্ছে বৈ কি। আপনি একবার বেরিয়ে দেখলে হ'ত না? আপনি যখন সেনাপতি।

হেদায়েৎ। হাঁ আমি সেনাপতি। কিন্তু আমার স্বয়ং আর শিবিরের বাহিরে যাবার দরকার হবে না। আমার শালা এনায়েৎ খাঁ একাই এদের হারাতে পার্ব্বে। এদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ কর্ব্ব কি হুসেন!

হুসেন। তা বটেই ত জনাব।—ঐ আবার রাজপুতদের যুদ্ধ নিনাদ। ঐ আবার।—জনাব! বড় সুবিধা বোধ হচ্ছে না।

হেদায়েৎ। হচ্ছেনা নাকি? একবার বাহিরে গিয়ে দেখবে?

হুসেন। যে আজ্ঞা।

হেদায়েৎ। না তুমি থাকো। ছেলেবেলা থেকেই আমার একা থাকাটা অভ্যাস নাই।—খারাপ অভ্যাস।

হুসেন। খারাপ অভ্যাস বল্‌তে হবে বৈ কি।

হেদায়েৎ। ঐ আবার।

হুসেন। এবার আরও কাছে।

হেদায়েৎ। বল কি?

হুসেন। একটু বেতর ঠেক্‌ছে যেন জনাব।

হেদায়েৎ। ঠেক্‌ছে না কি? [হুসেনকে ধরিলেন।]

[জনৈক সৈনিকের প্রবেশ।]

হেদায়েৎ। কি সম্বাদ সৈনিক?

সৈনিক। খোদাবন্দ! সৈন্যাধ্যক্ষ সামশের হত হয়েছেন!

হেদায়েৎ। অ্যাঁ!

হুসেন। আর আর সৈন্যাধ্যক্ষ?

সৈনিক। যুদ্ধ কর্চ্ছে।

হেদায়েৎ। এনায়েৎ খাঁ বেঁচে আছে ত?

সৈনিক। আছেন জনাব।

হুসেন। আচ্ছা যাও।

[সৈনিকের প্রস্থান।

হেদায়েৎ। তাইত হুসেন! সত্যই ত কিছু বেতব।

হুসেন। তাইত দেখ্‌ছি। সে দিন যখন জনাব বলেছিলেন, যে মেবাব জয় একটা তুড়িব কাজ, বান্দা বলেছিল মনে আছে, যে তা'হলে সে একটা খুব বড় বকমেব তুড়ি? এখন দেখ্‌ছেন জনাব, যে গবিবেব কথা—ঐ আবও কাছে।

হেদায়েৎ। তাইত!—যুদ্ধে কি হয় বলা যায় না।

হুসেন। না কিছু বলা যাচ্ছে না।

[দ্বিতীয় সৈনিকেব প্রবেশ।]

হেদায়েৎ। কি সম্বাদ?

সৈনিক। হুজুব। আমাদেব সৈন্যেব বাঁদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাচ্ছে।

হেদায়েৎ। সে কি!

হুসেন। ঐ বুঝি তাব কোলাহল?

সৈনিক। হুজুব।

হুসেন। সেনাপতি! আপনি একবাব শিবিরের বাহিরে যান। আপনাকে দেখলেও সৈন্যাধ্যক্ষগণ আশ্বস্ত হবে। বাইবে যান—আপনি যখন সেনাপতি।

হেদায়েৎ। আব সেনাপতি, হুসেন। [হতাশাব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী কবিলেন।]

[তৃতীয় সৈনিকেব প্রবেশ।]

সৈনিক। খোদাবন্দ্, এনায়েৎ খা হত হয়েছেন।

হেদায়েৎ। অঁ্যা—বলিস কি! তা কখন হয়'—ঐ ঐ রাজপুতদের জয়ধ্বনি!—নিতান্ত কাছে।

হুসেন। আপনি একবার বাহিরে যান।

হেদায়েৎ। আর সময় কৈ? ঐ শুন্‌ছ?

হুসেন। শুনছি। কোলাহল ক্রমেই বাড়ছে। আরও কাছে।

[চতুর্থ সৈনিকের প্রবেশ।]

সৈনিক। সর্ব্বনাশ।

হেদায়েৎ। তা ত পূর্ব্বেই জান্তাম। আর কিছু?

হুসেন। আবার কি হবে? সর্ব্বনাশের উপর আবার কি হবে?

৪র্থ সৈনিক। আমাদের সৈন্যেরা সব পালাচ্ছে। রাজপুতরা ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে।

হেদায়েৎ। ও হুসেন। এলো বুঝি।

[নেপথ্যে পালাও, পালাও।]

হেদায়েৎ। কোন্ দিকে?

হুসেন। এই দিকে। [পলায়ন]

হেদায়েৎ বিপরীত দিকে পলাইতে উদ্যত। এমন সময় একটী গুলি লাগিয়া ভূপতিত হইলেন। রাজপুত চতুষ্টয়ের সহিত মোগলপতাকা হস্তে অজয় সিংহের প্রবেশ।

অজয়। জয় মেবারের রাণার জয়।

সৈন্যগণ। জয় মেবারের রাণার জয়!

হেদায়েৎ। [হস্তদ্বয় তুলিয়া] দোহাই! আমায় মেরো না। আমি এখনও মরিনি।—আমায় মেরো না, বন্দী কর।

অজয়। তুমি কে?

হেদায়েৎ। আমি মোগলসেনাপতি।

অজয়। মোগলসেনাপতি! সেনাপতি এ সময় যুদ্ধক্ষেত্রে না থেকে শিবিরে যে?

হেদায়েৎ। এঁ্যা—আমি—এঁ্যা—এর একটা বেশ ভালো কৈফিয়ৎ আছে। ঠিক মনে হচ্ছে না।—আমায় মেরো না, বাঁচতে দাও।

অজয়। বাঁচো! এই শশকের প্রাণ নিয়ে এসেছো মেবার জয় কর্ত্তে? ভয় নাই। মার্ব্বো না। এই মেবার জয় রাজপুতানায় বিঘোষিত হৌক।

হেদায়েৎ। তা হৌক—আপত্তি নাই।

[সসৈন্যে অজয় সিংহের প্রস্থান।

হেদায়েৎ। প্রাণে বেঁচেছি—পিপাসা, পিপাসা—

দৃশ্যান্তর।

স্থান—যুদ্ধক্ষেত্র। কাল—অন্ধকার রাত্রি।

স্তূপীভূত আহত ও হত মনুষ্য ও অশ্বের দেহ। মানসী ও কতিপয় সৈনিক সেই স্থানে বিচরণ করিতেছিলেন। কোন কোন সৈনিকের হস্তে মশাল ছিল।

মানসী। দেখ তোমরা ক'জন ঐদিকে যাও। আমরা এদিক দেখছি।

[কয়েক রাজপুত সৈনিক চলিয়া গেল।]

মানসী। উঃ চারিদিকে কি হত্যা। কি আর্ত্তনাদ!—একি করুণ দৃশ্য! পরমেশ! তোমার রাজ্যে এই নিয়ম, যে মানুষে মানুষ খায়!

এ হিংসার বন্যা কি পৃথিবী থেকে নেবে যাবে না? মানুষ নির্ব্বিবাদে মানুষকে হত্যা কর্চ্ছে, আর তুমি তাই নীরব হয়ে—দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছো দয়াময়! নীল আকাশ ভেদ করে' বিশ্বে পাপের বিকট ভৈরব বিজয়হুঙ্কার উঠ্‌ছে, আর এখনও তুমি তার গলা টিপে ধর্চ্ছনা। উঃ এ কি ভীম, করুণ মর্ম্মভেদী দৃশ্য! এই হতদের স্তূপ! এই আহতদের মৃত্যুযন্ত্রণার ধ্বনি। উঃ—আর দেখা যায় না।

১ম আহত। উঃ কি যন্ত্রণা।

মানসী। কোথায় বেদনা সৈনিক?—আহা, বেচারী বেচারী আমার।

১ম আহত। এইখানে, এইখানে। কে তুমি?

মানসী। কথা কয়োনা"—এই বলিয়া আহত স্থান বাঁধিতে লাগিলেন। এক সৈনিককে ইঙ্গিত করিলেন। সে একটা পাত্র দিল। মানসী সৈনিককে কহিলেন, "কোন ভয় নাই সৈনিক। ঔষধ খাও"।

প্রথম সৈনিক ঔষধ খাইল।

সন্নিহিত দ্বিতীয় আহত সৈনিক আর্ত্তনাদ করিল।

মানসী দ্বিতীয় আহতের কাছে গিয়া কহিলেন—"স্থির থাকো। তোমার শুশ্রূষার জন্য বন্দোবস্ত কর্চ্ছি।"—এই বলিয়া এক রাজপুত সৈনিককে সঙ্কেত করিলেন। সে বাহিরে গেল। মানসী দ্বিতীয় আহতকে কহিলেন। "স্থির থাকো আস্‌ছি।"

তৃতীয় আহত। ওঃ মৃত্যু—মৃত্যুই আমার ভাল। ওঃ—কি যন্ত্রণা!

মানসী তৃতীয় আহতের কাছে গেলেন; তাহাকে দেখিয়া কহিলেন—এখনও শ্বাস আছে। সৈনিক একে দেখো"।

হেদায়েং। পিপাসা—পিপাসা—ওঃ কি পিপাসা।

মানসী হেদায়েৎ খাঁর কাছে গিয়া এক সৈনিকের কাছে একপাত্র জল নিলেন ও হেদায়েৎ খাঁকে দিলেন।—"এই নাও, জল পান করো।"

হেদায়েৎ। [জল পান করিয়া] আঃ বাঁচলাম, হোআল্লা!

সসৈনিক অজয় সিংহের প্রবেশ।

অজয়। এ অন্ধকারে কে তুমি?—মেবারের রাজকন্যা?

মানসী। কে? অজয়?

অজয়। [নিকটে আসিয়া] হাঁ মানসী।

মানসী। অজয়! সৈনিকদের বলো, আহতদের সেবায় আমার সাহায্য কর্ত্তে। আমার লোক কম।

অজয়। তা'রা কি কর্ব্বে মানসী?

মানসী। তা'রা আহতদের বহন করে' আমার সেবা শিবিরে নিয়ে যাবে।

অজয়। নিশ্চয়। সৈনিকগণ! বাহন আনো।

[সৈনিকদিগের প্রস্থান।

মানসী। কি আনন্দ অজয়!

অজয়। কি জ্যোতিঃ মানসী!

মানসী। কোথায়?

অজয়। তোমার মুখে।—এই বিকট আর্ত্তনাদের জন্মভূমিতে, এই মৃত্যুর লীলাক্ষেত্রে, এই ভয়াবহ শ্মশানে, এই নক্ষত্রদীপ্ত অন্ধকারে, একি জ্যোতি! ঝটিকাবিক্ষুব্ধ নৈশ সমুদ্রের উপর প্রভাতসূর্য্যের মত, ঘনকৃষ্ণ-মেঘান্তরিত স্থির নীল আকাশের মত, দুঃখের উপর করুণার মত—একি মূর্ত্তি!—একটা সৌন্দর্য্য! একটা গরিমা।—একটা বিস্ময়।—মানসী! [হাত ধরিলেন।]

মানসী। অজয়!

———

অষ্টম দৃশ্য।

স্থান—উদয়পুরের রাজপথ। কাল—প্রত্যূষ। চারণদলের প্রবেশ। পশ্চাতে অমর সিংহ, গোবিন্দ সিংহ, অজয় সিংহ, ও অন্যান্য সামন্তগণ, ও সৈন্য।

গীত।

জাগো জাগো পুরনারী।
জিনিয়া সমর আসিছে অমর—
বীরকুল তোমারি।
যদি, এসেছিল তা'রা করিতে ধ্বংস
মেবারে চন্দ্র সূর্য্যবংশ,
গেছে তা'রা শুধু বঞ্চিত করি'
মেবারের তরবারি।
তা'রা যবন দর্প করিয়া খর্ব্ব,
দীপ্ত করিয়া মেবার গর্ব্ব,
এসেছে মেবারললাট হইতে
ঘন মেঘ অপসারি'।
আজি মেবারের মহামহিম অঙ্ক
ক'র বিঘোষিত, বাজাও শঙ্খ,
বরিষ পুষ্প সৌধমঞ্চে—
দাঁড়াইয়া সারি সারি।
আরো, যা'রা পড়ে আছে সমর ক্ষেত্রে
তাদের জন্য ভিজাও নেত্রে—
তাদের জন্য দাওগো—দুইটি
বিন্দু অশ্রুবারি।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—আগ্রায় রাজা সগরসিংহের গৃহকক্ষ। কাল—প্রভাত। রাজা সগর ও তাঁহার দৌহিত্র অরুণ।

সগর। এটা একটা ভৌতিক ব্যাপার বলতে হবে অরুণ। অমর মোগল সৈন্যকে মেবারযুদ্ধে কচুকাটা করেছে।

অরুণ। ধন্য রাণা অমরসিংহ।

সগর। অমর ছেলেবেলায় শুনেছি অত্যন্ত বেমক্কারকম সৌখীন আর উড়ো মার্কাও ছিল। সে যে শেষে এ রকম দাঁড়াবে।—

অরুণ। দাদা মহাশয়। মহর্ষি বাল্মীকি প্রথম বয়সে দস্যু ছিলেন।

সগর। মহর্ষি বাল্মীকিটা কে? তুলসী দাসের ছেলে না!

অরুণ। মহর্ষি বাল্মীকির নাম শুনেন নি দাদা মহাশয়! সে কি! তিনি একজন মহর্ষি ছিলেন।

সগর। ছিলেন নাকি! তাঁকে কখন দে'খেছি ব'লে মনে হচ্ছে না ত!

অরুণ। দেখবেন কি। তিনি ত ত্রেতাযুগে জন্মেছিলেন।

সগর। কি যুগে?

অরুণ। ত্রেতাযুগে।

সগর। ও! তবে আমার জন্মাবার আগে। কিন্তু নাম শুনেছি।—রসিক পুরুষ এই বাল্মীকি।

অরুণ। সে কি দাদা মহাশয়! তিনি যে রামায়ণ লিখেছিলেন।

সগর। লিখেছিলেন না কি?—রামায়ণ বেশ বহি।

অরুণ। ছিঃ দাদা মহাশয়! রামায়ণ পড়েন নি? ভগবান্ রামচন্দ্র আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। তাঁর বিষয়ে কিছু জানেন না?—ছিঃ।

সগর। আরে পড়বো কি! আমার যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তেই জীবনটা কেটে গেল। পড়্বার সময় পেলাম কৈ?

অরুণ। আপনি যুদ্ধ করেছিলেন নাকি?

সগর। উঃ, কি যুদ্ধ!—তোরা তখন জন্মাস্ নি। উঃ—

অরুণ। কা'র সঙ্গে?

সগর। এঁ্যা—ঐটেই ঠিক মনে হচ্ছে না। তবে যুদ্ধ করেছিলাম যে, তা ঠিক মনে আছে। তখন তোর মা—

অরুণ। আমার মা কোথায় দাদা মহাশয়?

সগর। কেউ জানে না কোথায়। একদিন সকালে উঠে "মেবার মেবার" বলে' চেঁচিয়ে উঠ্লো। তা'র পরে সন্ধ্যার সময় তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

অরুণ। আর আমার বাবা?

সগর। সে ত চিরদিনই একটু ক্ষেপাটে ছিল। সে তা'র পরে মহারাজ গজসিংহের সঙ্গে গুজরাট যুদ্ধে গিয়ে মারা গেল।

অরুণ। আমার মা বোধ হয় মেবারে।

সগর। সম্ভব।

অরুণ। দাদা মহাশয়! আপনি মেবার ছেড়ে এখানে কেন এলেন?

দেখুন দেখি আপনার ভাই রাণা প্রতাপসিংহ দেশের জন্য জীবন দিলেন।

সগর। তাই এত অল্প বয়সে মারা গেল।—বেচারি!—আমি মানা করেছিলাম। আমার দোষ নাই।

অরুণ। এখনও শুন্তে পাই, যে চারণ কবিরা পথে ঘাটে তাঁর কীর্ত্তি গেয়ে বেড়ায়।

সগর। বলি, মরে' ত গেল। সে ত আর এ গান শুন্তে পাচ্ছে না। আমার বেশ মনে আছে, যে একদিন—তখন প্রতাপ আর আমি ছেলে মানুষ—একদিন একটা বেজীর সঙ্গে একটা সাপের লড়াই হয়। আমি বল্লাম যে বেজী জিতবে। প্রতাপ বিশ্বাস কর্লে না। বেজী সাপের মাথা লক্ষ ক'রে একবার এদিক একবার ওদিক লাফাচ্ছে। আর সাপ ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে ফণার সাপট মাচ্ছে। শেষে দাঁড়ালো এই, যে বেজীর কামড় বসলো সাপের মাথার উপর, আর সাপের কেবল মাটিতে মাথা কোটাই সার হোল। ভায়া হে! বেজীর ব্যবসাই হোল সাপ মারা। সাপ পার্ব্বে কেন! তাই আমি বেজীর পক্ষ নিয়েছিলাম, আর প্রতাপ নিয়েছিল সাপের পক্ষ। এখনও তাই।

অরুণ। কিন্তু এই মেবার যুদ্ধ, দাদা মহাশয়!

সগর। ভায়া হে, ও রক্তবীজের বংশ। কত কাটবে? আর মুসলমানের দলসংখ্যা যদি কমে যায়, ত তারা আবার গোটাকতক হিন্দুকে মুসলমান করে' আবার লড়্বে। হিন্দুরা সে রকম ত আর মুসলমান গুলোকে হিন্দু কর্ব্বেনা। মুসলমানকে হিন্দু কর্ব্বে কি! যা'রা একবার কারে পড়ে' মুসলমান হয়, তাদেরও তা'রা আর ফিরে নেবে না। ঐ জায়গাটায়ই হিন্দুরা ভুল করেছে।

অরুণ। কি রকম?

সন্ধ্যা। এই দেখনা, তোর মামা মহবৎ খাঁ কেমন সাঁ ক'রে মুসলমান হোল। ওদের আবদুল্লা ঐ রকম সাঁ ক'রে হিন্দু হোক দেখি। তা হবার যো নাই।

অরুণ। তবে আপনি মুসলমান হলেন না কেন দাদা মহাশয়?

সগর। ঐ জায়গাটা দাদা সাহসে কুলোলো না। আমার ছেলেটার সাহস অসীম। সে দ্বিধাও কর্ল্লো না। তবে আমি তার জন্য কাজটা অনেক আগিয়ে রেখেছিলাম। আমি সাহস ক'রে মোগলের পক্ষ না হ'লে মহাবৎ খাঁ সাহস করে' মুসলমান হ'তে পার্ত্ত না।

অরুণ। উঃ! কি সাহস!—দাদা মহাশয় আপনার মুসলমান হওয়াই উচিত ছিল। যিনি হিন্দু হয়ে রামায়ণ পড়েন নি, তাঁর মুসলমান হওয়াই ঠিক।

সগর। রামায়ণ ত সব গাঁজাখুরি।

[মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ সায়েদ-আব্দুল্লার প্রবেশ।]

সগর। এই যে আব্দুল্লা সাহেব। আদাব।

আব্দুল্লা। বন্দে গি রাণা।

সগর। রাণা কে?

আব্দুল্লা। রাণা আপনি।

সগর। সে কি! কোথাকার রাণা?

আব্দুল্লা। মেবারের রাণা।

সগর। কি রকম! মেবারের রাণা ত অমরসিংহ।

আব্দুল্লা। আজ সম্রাট্ আপনাকে মেবারের রাণাপদে নিযুক্ত করেছেন।

সগর। সে কি?

আব্দুল্লা। তাঁর আদেশ যে আপনি কাল চিতোরে যাত্রা করুন।

সগর। চিতোরে? কেন?

আব্দুল্লা। সেই আপনার রাজধানী।

সগর। আর অমরসিংহের রাজধানী রৈল তবে উদয়পুর?

আব্দুল্লা। সে ত আর রাণা নয়। সম্রাট তাঁকে পদচ্যুত করেছেন।

সগর। সে ছাড়্‌বে কেন?

আব্দুল্লা। তা'র ছাড়্‌তে হবে।

সগর। আমার কি গিয়ে তা'র সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে হবে নাকি?—না সাহেব, আমি রাণাপদ চাই না।

অরুণ। কেন? আপনি ত এখনই বলছিলেন, যে যুদ্ধবিদ্যাটা আপনার খুব জানা আছে; আর যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে আপনার জীবনটা কেটে গেল।—করুন এখন যুদ্ধ।

সগর। অরুণ তুই কি বল্‌ছিস্?—না সাহেব সাহেব, আমি যুদ্ধ কর্ত্তে পার্ব্বো না। যুদ্ধ পাছে কর্ত্তে হয়, সেই ভয়ে আমি নির্ব্বিবাদে মোগলের কাছে এসে গলাটা বাড়িয়ে দিলাম। যুদ্ধ যদি কর্ত্তেই হবে, ত নিজের দেশের পক্ষ হয়ে না লড়ে' তা'র বিপক্ষে যুদ্ধ কর্ত্তে যাবো কেন? এ রকম ত কোন কথা ছিল না।

আব্দুল্লা। আপনার যুদ্ধ কর্ত্তে হবে না। যুদ্ধ যা কর্ত্তে হবে, তা আমরাই কর্ব্বো। আপনার শুদ্ধ অনুগ্রহ করে' মেবারের রাণা হয়ে চিতোরে বস্‌তে হবে।

সগর। অমর যদি চিতোর আক্রমণ করে?

আব্দুল্লা। তা কর্ব্বে না। এতদিন কর্লে না, আর আজ কর্ব্বে?

সগর। এও কি একটা প্রমাণ হলো সায়েদ সাহেব? একটা মানুষ আগে কখন মরিনি বলে' সে কি কখন মরে না? তুমি তা হলে' সেদিন যে বিয়ে কর্ল্লে, তবে বিয়ে করোনি?

আব্দুল্লা। কেন?

সগর। কারণ আগে ত কখন বিয়ে 'করোনি। এও কি একটা প্রমাণ?—হাস্‌ছিস্‌ যে অরুণ?—সাপে আগে কখন কামড়ায় নি বলে' যে কখন কামড়াবে না, এটা কি রকম ক'রে সাব্যস্ত হয় তা জানি না।

আব্দুল্লা। আরে মহাশয় ভড়কান্ কেন!

সগর। আরে মহাশয় ভড়কাবো না কেন? এতে কেউ না ভড়কে থাক্‌তে পারে?—না। আমি সমস্ত ব্যাপারের উপরে চটে' গিয়েছি।—আমি রাণা হ'তে চাই না।

আব্দুল্লা। তা আপনি সম্রাটের কাছে চলুন ত, আপনার যা বক্তব্য তাঁর কাছে গিয়ে বল্‌বেন।

সগর। আচ্ছা চলুন সাহেব। কিন্তু এ অত্যন্ত নীচ কাপুরুষের কাজ। মুঠোর মধ্যে আমায় পেয়ে, শেষে রাণা করিয়ে দেওয়া। তার পর যদি—কি হবে কে জানে। কৃতঘ্নতা। ঘোরতর অবিচার।—চল অরুণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—উদয়পুরের রাজ অন্তঃপুর। কাল—প্রভাত।

মানসী একাকিনী গাহিতেছিলেন।

গীত।

নিখিল জগত সুন্দর সব পুলকিত তব দরশে।
অলস হৃদয় শিহরে তব কোমল কর-পরশে।
শূন্য ভুবন পূর্ণ ভরিত, দশ দিক কলরব-মুখরিত,
গগন মুগ্ধ, চন্দ্র সূর্য্য শতধা মধু বরষে।
চাহ—অমনি নবাবকশিত পুষ্পিত বন, পলকে ;
হাস—উজ্জল সহসা সব, বিমল কিরণঝলকে ,
কহ—স্নিগ্ধ অমিয়ভার, ক্ষরিত শত সহস্র ধার—
শুষ্ক শীর্ণ সরিৎ পূর্ণ নবযৌবনহরষে।
কেশে তব নৈশ নীল, অরুণভাতি বরণে ;
অঙ্গে ঘিরি' মলয় পবন, শতদল ফুটি' চরণে ;
কুসুমহারজড়িত পাণি, অধরে মৃদু মধুর বাণী,
আলয় তব সুশ্যামলনবঘসন্তসরসে॥

অজয়সিংহের প্রবেশ।

মানসী। কে? অজয়?

অজয়। হাঁ, আমি অজয়।

মানসী। এতদিন আস নাই কেন? অসুস্থ ছিলে?

অজয়। না।

মানসী। আমি বাবাকে তোমার সম্বাদ জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি তোমায় কিছু বলেন নি ?

অজয়। না মানসী। তুমি এখানে একা বসে' যে ?

মানসী। গান গাচ্ছিলাম—আর ভাব্‌ছিলাম।

অজয়। কি ভাব্‌ছিলে ?

মানসী। ভাব্‌ছিলাম যে মানুষ বড়ই দীন। মেবার যুদ্ধে আমার একটা মহা শিক্ষা হয়েছে—সে শিক্ষা এই, যে মানুষ বড়ই দুর্ব্বল। এক তরবারির আঘাতে সে ভূমিসাৎ হয়, এক জ্বরের বিকারে সে শিশুর মত অসহায় হয়ে' নুয়ে পড়ে। যাদের শোণিতের সঙ্গে মৃত্যুর বীজ মিশে রয়েছে, তা'রা পরস্পরকে ভাল না বেসে ঘৃণা কর্ত্তে পারে ?—কি অজয়! আমার মুখপানে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে যে !

অজয়। তোমার মুখে আবার সেই স্নিগ্ধ জ্যোতি দেখ্‌ছি—সে দিন যা' দেখেছিলাম।

মানসী। কোন্ দিন ?

অজয়। সেই রাত্রি কালে—সেই দেবারযুদ্ধক্ষেত্রে। সেদিন, সেই খানে, সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে, তোমাকে মূর্ত্তিমতী দয়ারূপে অবতীর্ণা দেখে-ছিলাম; সেদিন আমার উন্মুখ প্রেম একটা অসীম হতাশার দীর্ঘশ্বাসে মিশিয়ে গেল।

মানসী। হতাশা কেন অজয় !

অজয়। শুন্‌বে কেন ? আমি বুঝলাম, যে তোমাকে আমার ধর্‌বার চেষ্টা করা বৃথা। বুঝলাম, যে তুমি এ জগতের নও, যে তুমি অশরীরী মহিমা, একটা স্বর্গের কাহিনী। ঈশ্বর তোমার আত্মার প্রভায় সমুজ্জল তোমার দেহখানিকে তোমার আত্মার আবরণ করে' গড়েছিলেন, পাছে

সেই আত্মার অনাবৃত তীব্র জ্যোতিঃ জগতের পক্ষে অসহ্য হয়। আকাশ যদি একটা রঙ্গমঞ্চ হ'ত; প্রত্যেক নক্ষত্র যদি এক একটি পবিত্র চরিত্র হোত; জ্যোৎস্না যদি একটা অনাবিল সঙ্গীত হোত, ত সে মহা নাটকের নায়িকা হতে—তুমি। আমি আর তোমায় ভালবাসা দিতে পারি না। ভক্তি দিতে পারি। মানসী! সেই ভক্তির বিনিময়ে তোমার এক বিন্দু করুণা চাই। দিবে কি?"—এই বলিয়া অজয় মানসীর হাতখানি ধরিলেন। এই সময়ে রাণী প্রবেশ করিলেন ও ডাকিলেন "অজয়সিংহ?" অজয় হাত সরাইয়া লইলেন।

মানসী। কি মা?

রাণী। অজয় আমার কন্যার সহিত এরূপ নিভৃতে আলাপ করবার অধিকার তোমাকে আমি দিই নাই।

অজয়। মার্জ্জনা কর্ব্বেন রাণী মা।

মানসী। কিসের জন্য মার্জ্জনা অজয়?

রাণী। মানসী! তুমি রাজকন্যা মনে রেখো। যাও ঘরের ভিতরে যাও। [মানসী চলিয়া গেলেন।

রাণী। অজয়! তুমি গোবিন্দসিংহের পুত্র। তোমাকে আমরা প্রায় আমাদের পরিবারভুক্ত বিবেচনা করি। কিন্তু এটা তোমার মনে রাখা উচিত, যে মানসী এখন আর ঠিক কচি মেয়েটী নয়, আর তুমি ঠিক কচি ছেলেটি নও। এখন থেকে এই কথাটি মনে করে' মানসীর সঙ্গে দেখা কোরো। আমার বিবেচনায় তার সঙ্গে তোমার আর দেখা না করাই ভাল।

অজয়। যে আজ্ঞে।"—অজয় অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন।

রাণী। বেশ গুছিয়ে বলেছি। অজয়ের সঙ্গে যদি আমার মানসীর বিয়ে হত, বেশ হোত। কিন্তু তা কখন হয়? তা হয় না। তা হতেই পারে না।"—এই বলিয়া রাণী স্থিরপ্রতিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়িলেন। পরে কহিলেন—"নাঃ। তা যখন হবার যো নেই, তখন তা আর ভেবে কি হবে?"

রাণা অমরসিংহ প্রবেশ করিলেন।

রাণা। রাণী!

রাণী। রাণা?—এই যে আমি তোমায় খুঁজ্‌ছিলাম।

রাণা। রাণী! তুমি মানসীকে ভর্ৎসনা করেছ?

রাণী। ভর্ৎসনা? কৈ? না?

রাণা। সে কাঁদছে।

রাণী। [সবিস্ময়ে] কাঁদছে?

রাণা। যাও; দেখ দেখি কাঁদে কেন?

রাণী। ন্যাকা মেয়ে। আমি কাঁদবার কোন কথা বলেছি? তুমি মেয়েটাকে ত দেখবে না। মেয়েটার যদি কিছু জ্ঞান কাণ্ড থাকে। সে এক্ষণেই অজয়ের সঙ্গে—

রাণা। সাবধান রাণী! মানসীর সম্বন্ধে একটু সাবধান হয়ে' কথা কোয়ো।—মানসী কে তা জানো?

রাণী। কে আবার!

রাণা। ওযে কে, আমি জানি না। আমি ওকে এখনও চিন্তে পারিনি। ও কোথা থেকে এসেছে কিছু বুঝতে পার্চ্ছি না।

রাণী। নেও! এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায় দেখ।—যাই, দেখি মেয়েটা কাঁদে কেন। জ্বালাতন করেছে। [প্রস্থানোদ্যত।]

রাণা। আর দেখো রাণী!

রাণী ফিরিলেন।

রাণা। দেখো। মানসীকে কখন ভর্ৎসনা কোরো না। স্বর্গের একটা রশ্মি দয়া করে' মর্ত্তে নেমে এসেছে। অভিমান করে' চলে যাবে।

রাণী অঙ্গভঙ্গী দ্বারা হতাশা প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলেন।

রাণা বেদীর উপর বসিলেন; পরে আকাশের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"এ জীবন একটা স্বপ্ন। ঐ আকাশ—কি নীল, স্বচ্ছ, গাঢ়। তার নীচে ধূসর মেঘগুলি ভেসে যাচ্ছে,—অলস, উদার, মন্থর। প্রকৃতির জীবন সমুদ্রের মত তরঙ্গিত হয়ে উঠছে, পড়ছে। এই অলস সৌন্দর্য্য কদাচিৎ ভীম আকার ধারণ করে। আকাশে মেঘ গর্জ্জন করে। পৃথিবীর উপর দিয়ে ঝড় বয়ে যায়।—তারপরে আবার সব স্থির।

গোবিন্দসিংহের প্রবেশ।

রাণা। কে? গোবিন্দসিংহ! এ সময়ে হঠাৎ!

গোবিন্দসিংহ। রাণা! মেবার আক্রমণ কর্ব্বার জন্য নূতন মোগল সৈন্য আবার এসেছে।

রাণা। এসেছে ত? তা পূর্ব্বেই জান্তাম গোবিন্দসিংহ। এক দেবারে এ যুদ্ধ শেষ হবে না। মোগল সমস্ত রাজপুতানা সমভূমি না করে' ছাড়বে না।

গোবিন্দ। আমাদের পক্ষে এখনও যুদ্ধের আয়োজন নাই কেন রাণা?

রাণা। প্রয়োজন ?

গোবিন্দ। রাণা কি আর যুদ্ধ কর্ব্বেন না ?

রাণা। যুদ্ধ!—কি হবে ?

গোবিন্দ। সে কি রাণা! মোগল এবার তবে নির্ব্বিবাদে এসে মেবার অধিকার কর্ব্বে।

রাণা। মন্দ কি! যখন তার এত আগ্রহ!—

গোবিন্দ। রাণা সত্যই সত্যই কি যুদ্ধ কর্ব্বেন না ?

রাণা। না।—একবার করেছি—করেছি।

গোবিন্দ। একটা চেষ্টা, একটা উদ্যম, একটা প্রতিবাদও না করে'—

রাণা। প্রয়োজন ? আমি বুঝতে পার্চ্ছি যে তা নিষ্ফল! দেবার যুদ্ধে আমরা অর্দ্ধেক রাজপুত সৈন্য হারিয়েছি। মোগল সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ যে কর্ব্ব'—সে সৈন্য কৈ ?

[সত্যবতীর প্রবেশ।]

সত্য। মাটি ফুঁড়ে উঠবে মহারাণা।

রাণা। কে ? চারণী!

সত্য। হাঁ রাণা। আমি চারণী। শুন্‌লাম মোগল আবার মেবার আক্রমণ কর্ত্তে এসেছে। দেখ্‌লাম এখনও মেবার নিশ্চিন্ত, উদাসীন। ভাব্‌লাম রাণার বুঝি এখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই। তাই আমি রাণার ঘুম ভাঙ্গাতে এলাম।

রাণা। চারণী! আমার আর যুদ্ধ করবার ইচ্ছা নাই।—এবার সন্ধি কর্ব্ব।

সত্য। সে কি মহাবাণা! এ মেবাব জয়ের পব সন্ধি? এই মহৎ গৌববেব শিখব হতে এক ঝাঁপে গভীব অপমানেব কূপে নেমে যেতে হবে?

বাণা। মেবাবজয় চাবণী? আমবা মেবাবে জয়লাভ কবেছি বটে—কিন্তু জানো কি দেবি?—জানো কি, যে এই মেবাব যুদ্ধে আমরা অর্দ্ধেক সৈন্য হাবিইছি; যে বীবেব বক্ত দিয়ে আমবা সে জয় ক্রয় কবেছি।

সত্য। কিছু দুঃখ নাই বাণা। বীবেব বক্তই জাতিকে উর্ব্বব কবে। দুঃখ সে দেশেব নয় রাণা যে দেশেব বীব মবে; দুঃখ সেই দেশেব যে দেশেব বীব মবে না।

বাণা। কিন্তু আমি দেখছি যে আব একটি যুদ্ধ কর্লেই হবে না। এ সমবেব অন্ত নাই। এই মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে বিশ্ব-বিজয়ী দিল্লীব সম্রাটেব বিরুদ্ধে দাঁডানো অবিমিশ্র উন্মত্ততা।

সত্যবতী। উন্মত্ততা বাণা? তাই যদি হয়—তবে এ উন্মত্ততার স্থান সব বিবেচনা বিচাবেব বহু উর্দ্ধে। নিখিল বিশ্ব এসে এই উন্মত্ততাব চবণতলে লুটিয়ে পড়ে। স্বর্গ হতে একটা গবিমা এসে এই উন্মত্ততাব মাথায় মুকুট পরিয়ে দেয়।—উন্মত্ততা? উন্মত্ত না হলে' কেউ কোন কালে কোন মহৎ কাজ কর্ত্তে পেবেছে?

বাণা। কিন্তু যে যুদ্ধেব শেষ ফল নিশ্চিত মৃত্যু—

সত্য। বাণা প্রতাপসিংহেব পুত্রের কাছে কি বেছে নেওয়া এত শক্ত যে কোন্‌টি শ্রেয়—অধীনতা কি মৃত্যু? মর্ব্বাব ভয়ে আমাব বত্ন দস্যুব হস্তে সঁপে দেবো? আব এ—যে সে বত্ন নয়—আমাব যথা সর্ব্বস্ব, আমাব বহু পুরুষেব সঞ্চিত, বহু শতাব্দীব স্মৃতিস্নাত মেবাবকে প্রাণভয়ে

বিনাযুদ্ধে শত্রুকরে সঁপে' দেবো? তা'রা নিতে চায় ত মেরে কেড়ে নি'ক। নিশ্চিত মৃত্যু? সে কি একদিন সকলেরই নাই? মান দিয়ে ক্রয় করে' রাণা কি প্রাণটা চিরকাল রাখ্‌তে পার্ব্বেন?—উঠুন রাণা। মোগল দ্বারদেশে। আর স্বপ্ন দেখ্‌বার সময় নাই।

রাণা। চারণী তুমি কে? তোমার বাক্যে গর্জ্জন, তোমার চক্ষে বিদ্যুৎ, তোমার অঙ্গভঙ্গীতে ঝটিকা। সূর্য্যের মত ভাস্বর, জলপ্রপাতের মত প্রবল, বজ্রের মত ভীষণ—কে তুমি? তুমি ত শুদ্ধ চারণী নও।

সত্য। কে আমি? শুনুন তবে কে আমি, গোপন করার প্রয়োজন নাই। আমি রাণা প্রতাপসিংহের ভাই সগরসিংহের কন্যা—সত্যবতী।

রাণা। তুমি রাজা সগরসিংহের কন্যা!—সে কি!

সত্য। সে পরিচয় দিতে আজ লজ্জায় আমার মাথা নুয়ে পড়ছে। তবে পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ কন্যার যতদূর সাধ্য সে তা কর্চ্ছে। আমার পিতা আজ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে সিংহাসনচ্যুত কর্ব্বার জন্য চিতোর দুর্গে কল্পিত রাণা হয়ে বসেছেন। আর আমি তাঁরই কন্যা আবার তাঁরই বিরুদ্ধে এই মেবারবাসীদের উত্তেজিত করে' বেড়াচ্ছি; তাদের বলে' বেড়াচ্ছি, যে এই সগরসিংহ মেবারের কেহ নয়, তিনি মোগলের ক্রীতদাস। জানেন রাণা—আজ পর্য্যন্ত মেবারের একটি প্রাণীও পিতাকে কর দেয় নাই।

রাণা। জানি ভগিনি!

সত্য। রাণা! মেবারের জন্য, আমি আমার সৌধ, সম্ভোগ, পিতা, পুত্র ছেড়ে, তা'র কানন উপত্যকায় চারণী সেজে, তার মহিমা গেয়ে বেড়াচ্ছি, আমার সেই সাধের মেবারকে তুমি একটা অতিরিক্ত কুক্কুরশাবকের

স্যায় বিলিয়ে দেবে!"—বলিতে বলিতে সত্যবতীর চক্ষে জল আসিল; কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি চক্ষু মুছিলেন।

রাণা। শান্ত হও ভগিনি। তুমি আমার ভগ্নী, নারী, রাজকন্যা। তুমি যে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ কর্ত্তে পারো, সে দেশের রাজা, তার ভাইও—তার জন্য প্রাণ দিতে পারে।—গোবিন্দ সিংহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। সৈন্য সাজাও।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—মেবারে সায়েদ আবদুল্লার শিবির। কাল।—রাত্রি।

আবদুল্লা, হুসেন ও হেদায়েৎ কথোপকথন করিতেছিলেন।

আব্দুল্লা। এ দেশটায় বড় বেশী পাহাড়।

হেদায়েৎ। হাঁ জনাব।

আব্দুল্লা। তুমি যেবার হট্‌লে, সেবার রাজপুতরা কোন্ দিক দিয়ে আক্রমণ করেছিল?

হেদায়েৎ। আমি ত হটিনি।

আব্দুল্লা। হটনি কি রকম? তোমায় বন্দী ক'রে নিয়ে গেল। আবার বলছো হটনি! হটা আর কাকে বলে?

হেদায়েৎ। বন্দী করে' নিয়ে গেল কি? আমি চালাকির সহিত ধরা দিলাম।

আব্দুল্লা। চালাকির সহিত ধরা দিলে বুঝি।

হুসেন। হাঁ জনাব? উনি চালাকির সহিত ধরা দিলেন। যখন

রাজপুতসৈন্য এসে পড়লো, তখন আমাদের সৈন্যরা ভেবে চিন্তে খাপ থেকে তরোয়াল বার কর্ল্লো। পরে তা'রা তরোয়াল আর খাপ দুটোই নিজের নিজের বিছানায় রাখলো। রেখে সকলেই বেশ ধীরভাবে নিজের নিজের গোঁপ চুমড়ে নিল'। পরে—খানাটা তৈরি কিনা? না খেয়ে যেতে পারে না।—খানাটা খেলো। তা'র পরে খানা খেয়ে চুল আঁচড়ে আবার গোঁপ চুমড়ে নিলো। তখন দেখা গেল যে রাজপুতসৈন্য আমাদের শিবিরের দরোজায় এসে উপস্থিত। তখন আমাদের সৈন্যেরা বল্লে "এস", বলে' যুদ্ধ কর্ত্তে গেল। কিন্তু আগে যে তরোয়াল আর তার খাপ পাশাপাশি রেখেছিল, তাড়াতাড়িতে তরোয়াল বলে' ভুল করে' তারা সব সেই খাপগুলো নিয়ে ছুটলো।

আব্দুল্লা। সবাই একরকম ভুল কর্ল্লো বুঝি?

হেদায়েৎ। দৈব! দৈবের কথা কখন বলা যায় না।

আব্দুল্লা। তা'রা আর এক কাজ কর্ত্তে পার্ত্ত।

হেদায়েৎ। কি?

আব্দুল্লা। তা'রা খানা খেয়ে উঠে তরোয়াল আর খাপ দু'টা দুপাশে রেখে, এক ঘুম ঘুমিয়ে নিতে পার্ত্তো।

হেদায়েৎ। শত্রু যে এসে পড়্লো, কি কর্ব্বে!

আব্দুল্লা। তা বটে: ঘুমিয়ে নেবার সময় ছিল না। তার পর তুমি কি কর্ল্লে?

হেদায়েৎ। আমি আর কি কর্ব্বো।

আব্দুল্লা। বল্লে বুঝি, "এই নাও হাত দুখানা বাঁধো, গলাটা বাঁচিও।"

হেদায়েৎ। না, তা বলিনি; তবে তারই কাছাকাছি একটা কি বলেছিলাম। কি বলেছিলাম ঠিক মনে হচ্ছে না।

আব্দুল্লা। যাক্—বিশেষ এমন জাঁকালো বকম নিশ্চয় কিছু বলোনি, যা ভুলে গেলে উর্দ্দু সাহিত্যেব কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয়। কথাটা হচ্ছে, তাব পব তুমি ধবা দিলে।

হেদাযেৎ। হেঁ—আজ্ঞে সেনাপতি! ঐ একবাবে ঠিক অনুমান কবেছেন। তবে ধবা দেবাব আগেই এক বুড়ো সৈনিক, কাউকে নিশ্চয় ভুল কবে', আমাব উপব দিয়ে এক গুলি চালিয়ে দিল।

আব্দুল্লা। তাব পব শুন্তে পাই বাণাব মেয়ে তোমাব সেবা কবেছিলেন।

হেদা। হাঁ জনাব। বাণাব মেযে বীব-কন্যা,—বীবেব মর্য্যাদা বুঝেন। তাব উপবে এই চেহাবাখানা জনাব—[হুসেনকে কুনো দিয়া সঙ্কেত কবিলেন।]

হুসেন। হাঁ, চেহাবা খানা একটা দেখাবাব মত জিনিষ বটে।

হেদাযেৎ। চেহাবাব মত চেহাবা কিনা!—হুসেন?

হুসেন। আলবৎ।

আব্দুল্লা। তাই দেখে বাণাব কন্যা বুঝি—

হেদাযেৎ। সে আব কি বল্ব জনাব!

আব্দুল্লা। তিনি কি খুব সুন্দবী?

হেদাযেৎ। উঃ!

আব্দুল্লা। তিনি তোমায় কি বলতেন?

হেদাযেৎ। সাহস পেলেন না জনাব।—সাহস পেলেন না। একবাব প্রাণেশ্ববেব "প্রা" পর্য্যন্ত উচ্চাবণ কবেছিলেন, "ণে"ব টানটাও যেন দিয়েছিলেন; সেটা ঠিক হলফ্ কবে' বলতে পাবি না। মিথ্যা কহিব না। কিন্তু আমি এমনি কটমটিযে তাকালেম, তাব অর্থ "আমি সে ধাতুব

লোক নই", সে তিনি বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ থেমে গেলেন, আর সাহস হোল না।

আব্দুল্লা। তার পর?

হুসেন। তার পরে রাণা ভয়ে সেনাপতিকে ছেড়ে দিলেন।

হেদায়েৎ। নৈলে একবার দেখ্‌তাম।

আব্দুল্লা। বটে? হেদায়েৎ আলি তুমি বীর বটে।

হেদায়েৎ। না এমন আর কি বিশেষ। তবে যুদ্ধ বিদ্যাটা পয়সা খরচ করে' শেখা গিয়েছিল জনাব।

আব্দুল্লা। উঃ। পাহাড়গুলো রাত্রে কি কালো দেখাচ্ছে। এদেশে সবই পাহাড় বুঝি?

হেদায়েৎ। দুটো চারটে নদীও আছে জনাব।

আব্দুল্লা। কাল সকালে ভাল করে' দেখা যাবে।

দূরে কামানের ধ্বনি।

আব্দুল্লা। ও কি—

হেদায়েৎ। হুসেন—

হুসেন। জনাব। মোগল সেনাপতির আক্রমণের অপেক্ষা না করে বুঝি রাণা এবার স্বয়ংই এসেছেন।

হেদায়েৎ। হুসেন, বেতর।

আব্দুল্লা। সৈন্যদের সাজ্‌তে বল, হুসেন।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—চিতোর দুর্গাভ্যন্তর। কাল—রাত্রি।—একটি শয্যায় শায়িত অরুণ সিংহ। অপর শয্যা শূন্য। রাজা সগরসিংহ দুর্গমধ্যে পাদচারণ করিতেছিলেন।

সগর। এ আমায় চিতোরের দুর্গে এক রকম কয়েদ করে' রাখা। এই এমন বেজায় পুরাণো পাথর, আর ঐ সব মান্ধাতার আমলের পুরাণো গাছ, এক একটা যেন এক একটা ভূত। রাতে যখন বাতাস বয়, তখন সেটা বেশ টের পাওয়া যায়। যখন ঝড় হয়, তখন ত আর কোন সন্দেহই থাকে না। যখন অন্ধকার হয়, তখন যেন সে আলকাতরার মত কালো আর ঘন। নক্ষত্র দেখবার যো' নাই। যা হোক, এখানে এসে একটা উপকার হয়েছে এই যে, এখানে এসে রামায়ণ খানা একবার পড়া গেল। বেশ বই। আর চারণ চারণীদের মুখে আমার পূর্ব্বপুরুষদের কথা অনেক শোনা গেল। তাঁরা বীর ছিলেন বটে। না সে বিষয় কোন রকম সন্দেহ কর্লে আর চলছে না। কিন্তু আজ আমার একটু ভয় কর্‌ছে যেন। তাইত এই নির্জ্জন দুর্গ। আর বাহিরে এই ঝড়।—প্রহরী প্রহরী।

[প্রহরীর প্রবেশ।]

দেখ, খুব সাবধানে পাহারা দিব কেউ না ঢোকে। ও বাবা। ওটা আবার কি?

প্রহরী। কৈ?

সগর। ঐ আবার? ঐ ঐ আবার, সরেছে ঐ।

প্রহরী। ও ঝড়ের ঝাপ্‌টা।

সগর। তোমাদের দেশে ঝড়ের ঝাপটাটা একটু বেশী হয় দেখছি।—খুব ঝড় হচ্ছে বুঝি!

প্রহরী। আজ্ঞে বাবা।

সগর। আর বাবা! এবার বেঘোরে প্রাণটা গেল। ওরে তোদের দেশে অন্ধকার কি রকম। খুব অন্ধকার?

প্রহরী। আজ্ঞে।

সগর। এত বেশী অন্ধকার না হলেও চল্‌তো। তোরা জেগে থাকিস্। আর বাইরে গোটাকতক আলো জ্বাল্। অন্ধকারকে তাড়া কর্। এত অন্ধকারে আমার ঘুম হয় না। আর তোরা চারি দিকে সদলবলে তরোয়াল বের করেই থাক্‌বি। কেউ এলেই দিবি কোপ্। দেখিস্, ভুলে যেন আমার ঘাড়ে কোঁপ দিস্‌নে।—যা।

[প্রহরীর প্রস্থান।]

সগর। অরুণ ঘুমুচ্ছে। উঃ কি ঘুমটাই ঘুমুচ্ছে।, ও যদি একবার এপাশ ওপাশ করে' উঁ আঁও করে, তা হলেও বুঝি জেগে আছে। না, আমার আজ ঘুম হবে না। এই দুর্গে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা থাক্‌তো। তাদের যে খুব সাহস ছিল তা এতেই বেশ বোঝা যাচ্ছে।— প্রহরী!

[প্রহরীর প্রবেশ।]

সগর। জেগে আছিস্ ত বাবা! দেখিস্ যেন ঘুমোস্ নে। আর মাঝে মাঝে দুটো একটা হাঁক্ ডাক্ দিস্ বাবা, যাতে বুঝি যে তোরা জেগে আছিস্।—যা।

[প্রহরীর প্রস্থান।]

সগর। অরুণ! অরুণ!

অরুণ। দাদা মহাশয়।

সগব। বেঁচে আছিস্ ত?—আচ্ছা ঘুমো। আজ বাতটা একটু সজাগ ঘুমোস্ দাদা। আমাব ভয় কর্চ্চে।

অরুণ। ভয় কি দাদা মহাশয়! ঘুমোন। [অপব পার্শ্ব ফিবিয়া নিদ্রিত।]

সগব। বেশ? তোমাব আব কি। বলে' খালাস্। এদিকে—ঐ আবাব।—প্রহবী! প্রহবী।—ঐ যা ঘুমিয়েছে—ঐ—ঐ—প্রহবী। অরুণ! অরুণ!

অরুণ। কি। ঘুমুতে দেবেনা দাদা মহাশয়!

সগব। ও কি শুন্‌ছিস্?

অরুণ। ও ঝড় [পার্শ্ব ফিবিয়া শুইলেন।]

সগব। আবে ও কখন ঝড় হয়। ঝড়ে কখন কথা কয়! ও যে কথা বল্‌ছে। [সভয়ে] ও! ও! ও!

অরুণ। কি দাদা মহাশয়!

সগব। ঐ ভূত।

অরুণ। সে কি দাদা মহাশয়,—কৈ?

[সগবসিংহ হাঁ কবিয়া দূবে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ কবিলেন।]

অরুণ। কৈ আমি ত কিছু দেখ্‌ছি না। দাদা মহাশয়, তুমি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখ্‌ছো। দেখছেন

সগব। [দূবে লক্ষ্য বাখিয়া] আমি আসতে চাইনি। আমায় তা'বা জোব ক'বে পাঠিয়েছে। না আমি বাণা নই। বাণা অমবসিংহ—আমায় বধ কোবো না—আমায় বধ কোবো না।

অরুণ। দাদা মহাশয়। দাদা মহাশয়!

সগর। ও কে।।। চিতোরের রাণা ভীমসিংহ! জয়মল। প্রতাপ।— না, আমি কাল এ দুর্গ ছেড়ে যাব। অমন করে আমার পানে চেয়ো না। এরা কারা, এরা কারা?—যেয়ো না, যেয়ো না।"

এই বলিয়া সগরসিংহ চীৎকার করিয়া ভূপতিত হইলেন। অরুণ তাঁহাকে ধরিলেন। প্রহরী প্রবেশ করিল।

অরুণ। জল আনো প্রহরী। দাদা মহাশয় মূর্চ্ছিত হয়েছেন।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান। উদয়পুরের রাজ অন্তঃপুর। কাল—মধ্যাহ্ন।

মানসী ও কল্যাণী।

মানসী। আমি এখানে একটা কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন করেছি কল্যাণী তাতে এরই মধ্যে অনেক কুষ্ঠরোগী এসে আশ্রয় নিয়েছে। আহা বেচারীরা কি দুঃখী!

কল্যাণী। আপনার জীবন ধন্য।

মানসী। আমায় প্রশংসা কর কল্যাণী। আমার কাজ অনুমোদন কর। আমার হৃদয়ে বল দাও।

কল্যাণী। আপনাকে কি এ কাজে কেউ বাধা দেন?

মানসী। বাবা বাধা দেন না আর সবাই দেন। বলেন—রাজকন্যার এ সব শোভা পায় না। যেন রাজকন্যার সুখী হ'তে নাই।

কল্যাণী। এ কি বড় সুখ?

মানসী। বড় সুখ কল্যাণী। পরকে সুখী করাই প্রকৃত সুখ। নিজেকে সুখী কর্ব্বার চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থ হয়। হিংস্র জন্তুর মত সে চেষ্টা নিজের সন্তানকে নিজে ভক্ষণ করে।

কল্যাণী। দাদাও তাই বলেন। তিনি আপনার শিষ্য কি না। তিনি প্রায়ই আপনার নাম করেন।

মানসী। করেন?

কল্যাণী। তিনি আপনাকে পূজা করেন বল্লেই হয়। তিনিই আমায় বলেছেন—"তুমি তাঁর আত্মার হরিদ্বারে গিয়ে মাঝে মাঝে তীর্থস্নান ক'রে এসো গিয়ে।"

মানসী। তিনি নিজে আর আসেন না কেন? তাঁকে আস্‌তে বোলো কল্যাণী। আমি তাঁকে—আমার তাঁকে বড়ই দেখ্‌তে ইচ্ছা করে।

পরিচারিকার প্রবেশ।

পরি। রাজকুমারী! এক ছবিওয়ালী এসেছে।

মানসী। ছবি বিক্রয় করে?

পরি। হাঁ।

মানসী। নিয়ে এসো।

পরিচারিকার প্রস্থান।

মানসী। তোমার দাদা সমস্ত দিন কি করেন?

কল্যাণী। বাড়ীতে প্রায়ই তাঁকে দেখি না। তিনি ফিরে এলে জিজ্ঞাসা কল্লে বলেন অমুক রোগীর সেবা কর্ত্তে গিয়েছিলেন, কি অমুক আর্ত্তকে সান্ত্বনা দিতে গিয়েছিলেন। এই রকম একটা কিছু বলেন।

ছবিওয়ালীর প্রবেশ।

মানসী। তুমি ছবি বিক্রয় কর ?

ছবিওয়ালী। হাঁ, মা।

মানসী। দেখি তোমার ছবিগুলি।

ছবিওয়ালী মোট নামাইয়া ছবিগুলি বাহির করিতে লাগিল। মানসী ইত্যবসরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার বাড়ী কোথায় ?"

ছবিওয়ালী। আগ্রায়।

মানসী। এতদূর এসেছ ছবি বিক্রয় কর্ত্তে ?

ছবিওয়ালী। আমরা সব জায়গায়ই যাই মা।

মানসী। এ ছবিটা কার ?

ছবিওয়ালী। সম্রাট্ আকবর সাহার।

কল্যাণী। সম্রাট্ আকবর সাহার ! দেখি দেখি,—উঃ কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি !

মানসী। কিন্তু তাতে যেন একটা স্নেহ আর অনুকম্পা মাখানো।—এটি কার ?

ছবিওয়ালী। মহারাজ মানসিংহের।

কল্যাণী। এ মুখখানিতে যেন একটা বিষাদ আর একটা নৈরাশ্য আছে।

মানসী। একটু চিন্তাকুল বটে ! কিন্তু তার সঙ্গে বেশ একটু আত্ম-মর্য্যাদা আছে দেখেছো !—এটা ?

ছবিওয়ালী। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের।

কল্যাণী। কি দাম্ভিক চেহারা !

মানসী। সঙ্গে সঙ্গে একটু প্রতিজ্ঞাও আছে।—এটি কার চেহারা ?

ছবিওয়ালী। এটি মোগল সেনাপতি খাঁ খানান হেদায়েৎ আলি-খাঁর। কি সুন্দর চেহারা দেখুন রাজকুমারী।

মানসী চেহারাখানি ক্ষণেক দেখিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন।

কল্যাণী। হাস্‌ছেন যে!

মানসী। দেখ কি নির্ব্বোধের মত চেহারা? আর চেহারা নেবার কি ভঙ্গিমা। ঘাড়টি বাঁকানো, কোঁকড়া চুল, মধ্যে সিঁথি,—রমণীর মত যতদূর পুরুষের চেহারা ক'রে তোলা যায়, তাই!—এক বর্ব্বর, মূর্খ, অহঙ্কারীর মত দেখাচ্ছে।—এটি কার?

ছবিওয়ালী। মহাবৎ খাঁর।

মানসী। সেনাপতি মহাবৎ খাঁর? দেখি। [ক্ষণেক দেখিয়া] প্রকৃত বীরের চেহারা। কি উচ্চ ললাট, কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এমন তেজ, দৃঢ় পণ, ঔদার্য্য, আত্মাভিমান প্রায় একত্রে লক্ষিত হয় না।—কি কল্যাণী! একদৃষ্টে দেখ্‌ছো কি।

কল্যাণী। "না"—এই বলিয়া শির নত করিলেন।

মানসী। ও গুলি কার ছবি?

ছবিওয়ালী। বাদশাহের ওমরাওদের।

মানসী। যাক্ আমি এই আকবরের, জাহাঙ্গীরের, মানসিংহের আর মহাবৎ খাঁর ছবি কখানি নিলাম।—দাম কত?

ছবিওয়ালী। যা দেন।

মানসী অঞ্চল হইতে চারিটি স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া তাহাকে দিলেন—"এই নাও।

ছবিওয়ালী। মুদ্রার উপর রাণা অমরসিংহের মূর্ত্তি না?

মানসী। হ্যঁ।

ছবিওয়ালী। আপনার ছবি একখানি পাই না?

মানসী। আমার ছবি নাই।

ছবিওয়ালী। কখন কেহ নেয় নাই?

মানসী। না।

ছবিওয়ালী। তবে আমি নেই—যদি অনুমতি করেন।

মানসী। আমার ছবি? কেন?

ছবিওয়ালী। এমন করুণা মাখান মুখ আমি কখন দেখি নাই। আমি ভাল আঁক্‌তে জানি না, তবে এ মুখখানি বোধ হয় আঁক্‌তে পার্ব্বো।

মানসী। না কাজ নাই।

ছবিওয়ালী। কেন রাজকুমারী!—কি আপত্তি?

মানসী। না—আপত্তি আছে। তুমি এখন তবে এসো।

ছবিওয়ালী। আচ্ছা তবে আমি আসি রাজকুমারী।

মানসী। এসো।

[ছবিওয়ালীর প্রস্থান]।

মানসী। এত মনোযোগের সহিত কার চেহারা দেখ্‌ছো কল্যাণী?

কল্যাণী। "না"—[ছবিগুলি উল্‌টাইয়া মানসীর হাতে দিলেন।]

মানসী। আমি সে ছবিখানি বার করে দেবো? [বাছিয়া একখানি ছবি কল্যাণীকে দিয়া]—এইখানি না? নেও এ ছবিখানি।—এত লজ্জা সঙ্কোচ কিসের জন্য কল্যাণী! তিনি ত তোমার স্বামী।

কল্যাণী। [অধোবদনে] তিনি বিধর্ম্মী।

মানসী। এই কথা? ধর্ম্ম কল্যাণী! যেমন সব মানুষ এক ঈশ্বরের সন্তান, সেই রকম সব ধর্ম্ম সেই এক ধর্ম্মের সন্তান। তবে তাদের

মধ্যে এত ভ্রাতৃবিবোধ কেন জানি না। পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে যত বক্তপাত হয়েছে, আব কিছুব জন্য বোধ হয় তত হয় নাই।

কল্যাণী। তাঁকে ভালবাসায় আমাব পাপ নাই?

মানসী। ভালবাসায় পাপ! যে যত কুৎসিৎ, তাকে ভালবাসায় তত পুণ্য। যে যত ঘৃণিত, সে তত অনুকম্পাব পাত্র। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় সেই এক অনাদি সৌন্দর্য্যেব কিবণ উচ্ছ্বসিত হচ্ছে। এমন হৃদয় নাই যেখানে সেই জ্যোতির একটীও বেখা এসে পড়ে নি। তাব উপবে মহাবৎখাঁ অধার্ম্মিক ন'ন, তিনি মুসলমান মাত্র! তিনি যদি ঈশ্বরকে ব্রহ্ম না বলে' আল্লা বলেন, তা'তে কি তিনি এই ভাষাব ভোজবাজিতে পাপী হয়ে গেলেন?

কল্যাণী। আজ হতে আপনি আমাব গুরু।

মানসী। প্রেমেব বাজ্যে সুন্দব কুৎসিৎ নাই, জাতিভেদ নাই। প্রেমেব বাজা পার্থিব নয়। তাব গৃহ প্রভাতেব উজ্জ্বল আকাশে। প্রেম বন্ধন ব্যবধান মানে, না। সে 'একটা স্বচ্ছ স্বতঃ উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্য। মৃত্যুব উপবে বিজয়ী আত্মাব মত, বহ্মাণ্ডেব বিবর্ত্তনেব উপবে মহাকালের মত, সে সঙ্গীত অমব।—কি দেখ্ছো কল্যাণী।

কল্যাণী এতক্ষণ নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে মানসীব মুখেব দিকে চাহিয়াছিলেন। মানসীব আকস্মিক প্রশ্নে যেন তাঁহাব স্বপ্নভঙ্গ হইল। তিনি কহিলেন—"বাজকুমাবী! আপনাব হৃদয়খানি একটী সঙ্গীত—" পবে কহিলেন "আজি বিদাব হই বাজকুমাবী! কাল আবাব আস্বো, যদি অনুমতি করেন।"

মানসী। এসো কল্যাণী। কাল আবাব এসো। আব—অজয়কেও আস্তে বোলো'।

কল্যাণী প্রস্থান করিলে পরে মানসী গাহিলেন—

গীত।

প্রেমে নর আপনি হারায়, প্রেমে পর আপন হয়,
আদানে প্রেম হয় নাক হীন, দানে প্রেমের হয় না ক্ষয়।
প্রেমে রবি শশি উঠে, প্রেমে কুঞ্জে কুসুম ফুটে,
বনে বনে মলয় সনে পাখী গাহে প্রেমের জয়।
সাগর মিশে আকাশ তলে, আকাশ মিশে সাগর জলে।
প্রেমে কঠিন পাষাণ গলে, প্রেমে নদী উজান বয়।
স্বর্গ মর্ত্তে আসে নেমে, মর্ত্ত স্বর্গে উঠে প্রেমে,
প্রেমের গান গগনভরা প্রেমের কিরণ ভুবনময়।

এই সময় রাণী কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

রাণী। মানসী!

মানসী। কি মা?

রাণী। তোমার বাবা তোমায় ডাক্‌ছেন।

মানসী। কেন মা?

রাণী। তোমার বিবাহের ত একটা দিন স্থির কর্ত্তে হবে। তিনি তোমায় জিজ্ঞাসা কর্ত্তে চান। আমার কথা তাঁর গ্রাহ্যই হোল না।

মানসী। আমার বিবাহ?

রাণী। যোধপুরের রাজপুত্র কুমার যশোবন্ত সিংহের সঙ্গে তোমার বিবাহের যে সব ঠিক। তবে বিবাহের দিন স্থির কর্ত্তে মহারাণের কাছে লোক যাচ্ছে।

মানসী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

রাণী। সে কি! কাঁদো কেন?

মানসী। না কাঁদ্‌ছি না।—মা আমি বিবাহ কর্ব্ব না।

রাণী। বিবাহ কর্ব্বে না? সে কি?

মানসী। পরিণয়ের গণ্ডীর মধ্যে আমার জীবনকে আবদ্ধ করে' রাখবো না। আমার প্রেমের পরিধি তার চেয়ে অনেক বড়।

রাণী। তা কি হয়—কুমারী হয়ে কি আর থাকা চলে!

মানসী। কেন চলবে না মা?—বালবিধবা ব্রহ্মচর্য্য কর্ত্তে পারে, আর বালিকা কুমারী ব্রহ্মচর্য্য কর্ত্তে পারে না? আমি ব্রহ্মচর্য্য কর্ব্ব।— আমি বাবাকে গিয়ে বল্‌ছি। [প্রস্থান]

রাণী। এ কি রকম! মেয়েটা কি শেষে ক্ষেপে গেল নাকি? যাবে না? রাণা ত দেখবেন না। যা ভয় কর্চ্ছিলাম—এই যে রাণা আসছেন। আজ বেশ দুকথা শুনিয়ে দেবো।

রাণার প্রবেশ।

রাণা। রাণী! মানসী কোথায়?

রাণী। সে ত তোমার কাছেই গেল না? রাণা, মেয়েটা ক্ষেপে গেল।

রাণা। ক্ষেপে গেল?

রাণী। গেল বৈ কি। বলে সে বিবাহ কর্ব্বে না। বলে যে সে ব্রহ্মচর্য্য কর্ব্বে।

রাণা। ও! বুঝেছি।

রাণী। আমি বলেছিলাম যে মেয়েটাকে একটু শাসন কর। কর্লে না। তাই সে এ রকম অশায়েস্তা হয়েছে।

রাণা। রাণী! তুমি বোধ হয় কিছুই বুঝতে পার্চ্ছো না?

রাণী। খুব পাচ্ছি।—ক্ষেপে গেল।

রাণা। এ ক্ষেপামী তোমার থাক্‌লে রাণী, তোমাকে সোণার সিংহাসনে বসিয়ে পূজা কর্ত্তাম।

রাণী। নেও! এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কায়।

রাণা। রাণী! আমিই যে খুব বুঝতে পাচ্ছি তা নয়। তবে এটা বুঝছি যে এটা একটা স্বর্গীয় কিছু।

রাণী। তা যদি—

রাণা। কোন কথা কয়ো না রাণী। দেখে যাও। শুদ্ধ দেখে যাও। [প্রস্থান।

রাণী। হয়েছে! মানসীর এ ক্ষেপামী পৈতৃক। আমার ভবিষ্যৎটা খুব উজ্জ্বল বলে বোধ হচ্ছে না। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান। গোবিন্দসিংহের গৃহের অন্তঃপুর। কাল—মধ্যাহ্ন।

একখানি ছবি দেওয়ালে লম্বিত ছিল। তার কিয়দ্দূরে দাঁড়াইয়া পুষ্পগুচ্ছ হস্তে কল্যাণী ছবিখানি দেখিতেছিলেন।

কল্যাণী। প্রিয়! প্রিয়তম আমার! আমার যৌবননিকুঞ্জের পিকবর! আমার সুষুপ্তির সুখ জাগরণ! আমার জাগ্রতের সোণার স্বপ্ন তুমি! তুমি আমার জগৎকে নূতন বর্ণে রঞ্জিত করেছ; আমার সামান্য জীবনকে

রহস্যময় করে' গড়ে' তুলেছো। প্রভাতের সূর্য্য তুমি—কনক চরণক্ষেপে আমার অন্ধকার হৃদয় কন্দরে প্রবেশ করেছো। হৃদয়ের রাজা তুমি—এসে আমার হৃদয়ের সিংহাসনখানি অধিকার করেছ। আশা তুমি—আমার জীবনের নৈরাশ্যকে মুখ তুলে চাইতে শিখিয়েছো। হে চির মধুর! হে চির নূতন! স্বামী আমার, দেবতা আমার, চির জীবনের তপস্যা আমার!"—এই বলিয়া কল্যাণী সেই চিত্রকে পুষ্পের অঞ্জলি দিলেন। গোবিন্দসিংহ ইতিমধ্যে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কন্যার সেই পূজা দেখিতেছিলেন। এখন গম্ভীর স্বরে কল্যাণীকে ডাকিলেন। "কল্যাণী।"

কল্যাণী। [ফিরিয়া] বাবা!

গোবিন্দ। ও কার চিত্র?

কল্যাণী। আমার স্বামীর।

গোবিন্দ। তোমার স্বামীর? মহাবৎখাঁর?

কল্যাণী। হাঁ পিতা।

গোবিন্দ। এ চিত্র এখানে?

কল্যাণী। আমি আজ ঐ চিত্রটীকে ঐখানে ঊর্দ্ধে টাঙ্গিয়েছি—তাঁকে পূজা কর্ব্ব বলে'।

গোবিন্দ। পূজা কর্ব্বে বলে!

কল্যাণী। হাঁ বাবা, পূজা কর্ব্ব বলে'।—কেন বাবা, তাতে কি অপরাধ? বাবা ক্রুদ্ধ হবেন না। [পদতলে পড়িলেন]।

গোবিন্দ। মহাবৎখাঁ তোমার কে?

কল্যাণী। [উঠিয়া] মহাবৎখাঁ আমার স্বামী।

গোবিন্দ। তোমায় বার বার বলি নাই কন্যা, যে তোমার স্বামী নাই?

কল্যাণী। পূর্ব্বে তাই বুঝেছিলাম। এখন বুঝেছি, যে আমার স্বামী আছেন।

গোবিন্দ। স্বামী আছে? বিধর্ম্মী মহাবৎখাঁ তোমার স্বামী?

কল্যাণী। বাবা! আমি ধর্ম্ম, জানি না, আচার জানি না। এই মহাবৎখাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল। সেই বিবাহবন্ধনে, ঈশ্বরকে সাক্ষী করে', সে দিন আমরা দুইজন এক হয়েছিলাম। কার সাধ্য আর সে বন্ধন ছিন্ন করে!

গোবিন্দ। মহাবৎ যবন হয়ে' সে বন্ধন স্বয়ং ছিন্ন করে নাই?

কল্যাণী। না। তিনি মুসলমান হয়েও আমায় গ্রহণ কর্ত্তে চেয়েছিলেন।

গোবিন্দ। গ্রহণ কর্ত্তে চেয়েছিলেন! যবন হয়ে তার পর গোবিন্দ সিংহের কন্যাকে গ্রহণ করা না করা মহাবৎখাঁর ইচ্ছা, অনিচ্ছা? কল্যাণী! মহাবৎ যে দিন হিন্দুধর্ম্ম ছেড়ে মুসলমান হয়েছিল, সেই দিন সে তোমায় পরিত্যাগ করেছিল।

কল্যাণী। না, তিনি আমায় পরিত্যাগ করেন নাই।

গোবিন্দ। পরিত্যাগ করেন নাই? এখনও তোমার অপমানের মাত্রা পূর্ণ হয় নি?—তবে শোন। তুমি মহাবৎখাঁকে পত্র লিখেছিলে?

কল্যাণী। লিখেছিলাম।

[অজয়সিংহের প্রবেশ]।

গোবিন্দ। হা অদৃষ্ট! [স্বীয় ললাটে করাঘাত করিলেন] মহাবৎ সে পত্র ফেরত পাঠিয়েছে—আর তার উপর এই কয়টা কথা লিখেছে—এই মাত্র—"কল্যাণী আমি তোমায় গ্রহণ কর্ত্তে পারি না।" এই অপমান টুকু যেচে না নিলে চল্‌ছিল না? এই নাও সে পত্র। [পত্র

ফেলিয়া দিলেন। কল্যাণী আগ্রহসহকারে তাহা কুড়াইয়া লইয়া সৌৎসুক্যে দেখিতে লাগিলেন]।

গোবিন্দ। কি অজয়! সম্বাদ ঠিক?

অজয়। হাঁ সম্বাদ ঠিক পিতা। মোগল আবার মেবার আক্রমণ করেছে।

গোবিন্দ। এবার সেনাপতি কে?

অজয়। সাহাজাদা পরভেজ।

গোবিন্দ। কত সৈন্য?

অজয়। প্রায় লক্ষ।

গোবিন্দ। যাক্—এবার সব যাবে। মেবারের প্রাণটুকু ধুক্ ধুক্ কর্চ্ছিল—এবার সে যাবে।—কি কল্যাণী! অধোবদনে বৈলে যে।

কল্যাণী। আমি কি বল্বো বাবা!

গোবিন্দ। এখনও কি মহাবৎখাঁ তোমার স্বামী?

কল্যাণী। শতবার। যে স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে, সে স্বামীকে ত সকল স্ত্রীই পূজা করে। প্রকৃত সাধ্বী সেই, স্বামী যেই পায়ে পদাঘাত করে, সেই পাদুখানি যে স্ত্রী পূজা করে;—যার পতিভক্তির বিচ্ছেদে ক্ষয় নাই, অবজ্ঞায় সঙ্কোচ নাই; নিষ্ঠুরতায় হ্রাস নাই, নিরাশায় ক্ষোভ নাই, যার পতিভক্তি অন্ধকারে চন্দ্রের মত শান্ত, ঝটিকায় পর্ব্বতের মত দৃঢ়, বিবর্ত্তনে ধ্রুবতারার মত স্থির, যার পতিভক্তি, সর্ব্বকালে, সর্ব্ব অবস্থায়, বিশ্বাসের মত, স্বচ্ছ, করুণার মত অযাচিত, মাতৃস্নেহের মত নিরপেক্ষ;—সেই সাধ্বী স্ত্রী। মহাবৎ খাঁ আমার স্বামী, পতি, দেবতা;—তা তিনি আমায় পায়ে রাখুন বা নাই রাখুন, সে আমার কাছে একই কথা।

গোবিন্দ। একই কথা ?—কল্যাণী ! তুমি আমার কন্যা না ?

কল্যাণী। হাঁ পিতা ! আমি আপনার কন্যা। আপনার গৌরব আমি অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বো। বাবা ! আজ আমি একটা গরিমা অনুভব কর্চ্ছি। আজ আমি দেখাবার একটা মহৎ সুযোগ পেয়েছি, যে আমি তার সাধ্বী স্ত্রী। আপনি যেমন দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, আমি আজ আমার স্বামীর জন্য সেই মহা আনন্দময় উৎসর্গের পথে চলেছি।—আর আমায় রোখে কে !"—কল্যাণীর স্বর আবেগে কাঁপিতে লাগিল।

গোবিন্দ। উৎসর্গ ! তোমার এই কুলটা প্রবৃত্তিকে উৎসর্গ বল কন্যা !

অজয়। বিবেচনা করে' কথা কইবেন পিতা। আপনি ক্রোধে অন্ধ হয়ে কি বল্‌ছেন আপনি জানেন না। নহিলে যা অতি মহৎ, অতি সুন্দর, অতি পবিত্র, তাকে আপনি এত কুৎসিৎ মনে কচ্ছেন কেন, আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

কল্যাণী। [সগর্ব্বে] দাদা, তুমি আমার ভাই বটে।

গোবিন্দ। আমি একশতবার বলি' নাই অজয়, যে কল্যাণীর স্বামী নাই ?—যে সে বিধবা ?

কল্যাণী। আর আমিও প্রয়োজন হয়ত একশতবার বল্‌তে প্রস্তুত, যে জীবনে মরণে মহাবৎখাঁই আমার স্বামী।

গোবিন্দ। এই মহাবৎখাঁ তোমার স্বামী ?—এই ঘৃণ্য, নীচ, অধমাধম—

কল্যাণী। পিতা মনে রাখবেন, যে তিনি আপনার ঘৃণ্য হলেও তিনি আমার পূজ্য।

গোবিন্দ। পূজ্য ? এই জাতিদ্রোহী বিধর্ম্মী মহাবৎখাঁ গোবিন্দসিংহের কন্যার পূজ্য ?—হা অদৃষ্ট !

কল্যাণী স্থিরস্বরে কহিলেন—"পিতা! আমি পিতা বুঝি না, জাতি বুঝি না, ধর্ম্ম বুঝি না। আমার ধর্ম্ম পতি। এর চেয়ে মহৎ ধর্ম্ম শাস্ত্র-কারেরা আমার জন্য লেখেন নি। পিতা! নারী যখন একবার ঝাঁপিয়ে পড়ে—সে অমৃতের সমুদ্রেই হউক, আর গরলের সমুদ্রেই হউক—সেই-খানেই তার জীবন, মরণ, ইহকাল, পরকাল। মহাবৎ খাঁ হিন্দু হৌন, মুসলমান হৌন, নাস্তিক হৌন, তিনি আর আমি একই পথের পথিক। তাঁর সঙ্গে যদি এর জন্য নরকে যেতে হয়, তাও আমি যেতে প্রস্তুত।

গোবিন্দ! তবে তাই যাও। যথা ইচ্ছা যাও। আমি তোমায় পরিত্যাগ কর্ল্লাম।

অজয়। সে কি পিতা! আপনি কি কচ্ছেন? কল্যাণী আপনার কন্যা—

গোবিন্দ। আমার কন্যা নাই।—যাও কল্যাণী! তোমার স্বামীর কাছে যাও।

কল্যাণী। পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। তবে আমায় বিদায় দিউন পিতা।"—কল্যাণী গোবিন্দ সিংহকে প্রণাম করিলেন।

অজয়। পিতা—বিবেচনা করুন। এরূপ অন্যায় কর্বেন না। কল্যাণী নারী। যদি সে ভ্রম করে'ই থাকে, অপরাধ করে'ই থাকে, তাকে ক্ষমা করুন।

গোবিন্দ। পুত্র! কল্যাণী নরকে যেতে চায়। যাক্! আমি তা'তে বাধা দিতে চাই না।

অজয়। তার সে নরক নয় পিতা। যেখানে প্রেমের পুণ্যালোক, সেখানেই স্বর্গ।—হেলায় এ রত্ন হারাবেন না। আপনি কি কর্চ্ছেন, আপনি জানেন না।

গোবিন্দ। বেশ জানি অজয়।—কল্যাণী! যে অন্তরে দেশের শত্রু আমার গৃহে তার স্থান নাই। তোমার ধর্ম্ম যদি "পতি", আমারও ধর্ম্ম দেশ। যাও। [পশ্চাৎ ফিরিলেন।]

কল্যাণী। যে আজ্ঞা পিতা। [চলিয়া যাইতে উদ্যত।]

অজয়। দাঁড়াও কল্যাণী। পিতা! তবে আমাকেও বিদায় দিউন।

গোবিন্দ। [সম্মুখ ফিরিয়া] সে কি অজয়?

অজয়। আমি এই অবলা বালিকাকে একা যেতে দিতে পারি না। আমিও এর সঙ্গে যাব।

গোবিন্দ। তোমায় আমি গৃহ হ'তে নিষ্কাশিত করি নি অজয়।

অজয়। আমিও তার অপেক্ষা রাখি না, পিতা। কল্যাণী নারী। আপনি তাকে তার পুণ্যের জন্য গৃহ হ'তে দূর করে' দিয়ে তাকে এই হিংস্র নরসঙ্কুল সংসারের মাঝখানে ছেড়ে দিচ্ছেন। এ সময়ে যদি তার স্বামী কাছে থাক্‌তো ত সে তাকে রক্ষা কর্ত্তো। তার স্বামী কাছে নাই, কিন্তু তার ভাই আছে। সে তাকে এ বিপদে রক্ষা কর্ব্বে।—এসো কল্যাণী! আজ আমরা ভাই ও ভগ্নী এই অকূল বাত্যাবিক্ষুব্ধ সংসার সমুদ্রে আমাদের তরী ভাসিয়ে দিলাম। দেখি কূল পাই কিনা? পিতা প্রণাম হই। [প্রণাম।]

অজয় ও কল্যাণী চলিয়া গেলেন। গোবিন্দ সিংহ প্রস্তর মূর্ত্তিবং দাঁড়াইয়া রহিলেন।

———

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান।—চিতোরের সন্নিহিত অরণ্য। কাল—সন্ধ্যা।

সগর সিংহ ও অরুণ সিংহ একটি বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়াছিলেন। দূরে একটি পাহাড়ের পরপারে সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল।

সগর। আমার এ রাজ্যে একটুও থাক্‌বার ইচ্ছা নাই। চিতোর দুর্গটা যেন একটা জেলখানা;—পুরাণো, সেঁত সেঁতে, আর অন্ধকার। আর এর চারিদিকে পাহাড়, আর গাছ; জন মানব নেই। আর এত বুড়ো গাছও কোথাও দেখিনি। আমি আগ্রায় ফিরে যাবো, অরুণ।

অরুণ। আমার কিন্তু এ জায়গা 'বেশ লাগে দাদা মহাশয়। এর প্রতি পাহাড়ের সঙ্গে আমার পূর্ব্ব পুরুষের স্মৃতি জড়ান রয়েছে। অতীত গৌরব কাহিনী আপনার কাছে বড় মধুর ঠেকে না দাদা মহাশয়?

সগর। মরেছে! আবার অতীত নিয়ে এলো! ওরে কুষ্মাণ্ড! অতীত যা তা অতীত; অতীত নিয়ে মাথা ঘামাস্‌নে। মর্ব্বি।

অরুণ। কেন দাদা মহাশয়! আমার কাছে বর্ত্তমানের চেয়ে অতীত বড় মধুর বোধ হয়। বর্ত্তমান বড় তীব্র, বড় স্পষ্ট। কিন্তু অতীতের চারিদিকে একটা কুজ্ঝটিকা ঘেরে আছে। অতীত যেন—ঐ নীলিমার মত, উপন্যাসের মত, স্বপ্নের মত।

সগর। মরেছে। যা ভেবেছি তাই। যত বড় হচ্ছে, তত মায়ের আকার ধারণ কর্চ্ছে।—ওরে ওরকম করিস নে। ঐ করে'ই তোর মা বাড়ী ছেড়ে গেল। কোথায় যে গেল কেউ জানে না।

অরুণ। আমার মা কি এই সব কথা কইতেন ?

সগর। হাঁ দাদা। সেই ত হোল তার কাল। সে "মেবার" "মেবার" ক'রে ক্ষেপে বেরিয়ে গেল।

অরুণ। আমি তাঁকে খুঁজে বার কর্ব্ব।

সগর। এই জঙ্গলের মধ্যে থেকে ? দাদা, এই জঙ্গলের মধ্যে যদি সূর্য্য ডুবে থাকতো তাকে খুঁজে বের করা শক্ত হোত। তোর মা ত মা।

অরুণ। না দাদা মহাশয়। আর আমি আগ্রায় ফিরে যাব না, তুমি যাবে ত যাও। আমার এ জায়গা বড় মিষ্ট লাগে। আর যখন আমার মা এই দেশে, তখন এই আমার ঘর। আগ্রায় এতদিন আমি নির্ব্বাসিত ছিলাম।

সগর। যা ভেবেছি তাই। আগ্রায় বাদসার নূতন সাদা পাথরের বাড়ী দেখিস নি বুঝি। চল্ তোকে তাই দেখাবো।

অরুণ। আমি তা দেখ্তে চাইনে। তার চেয়ে এই পরিত্যক্ত নির্জ্জন বনও আমার কাছে মধুর।

সগর। আগ্রায় ৭৮ টা মসজিদ আছে। একেবারে নূতন ঝক্ ঝক্ কর্চ্ছে।

অরুণ। দাদা মহাশয়। আমার কাছে শত উদ্ধত স্বর্ণ মসজিদের চেয়ে আমার দেশের একটী ভগ্ন মন্দির প্রিয়তর। মোগলের পদতলে বসে' রাজভোগ খাওয়ার চেয়ে, আমার দীনা জননীর কোলে বসে' শাকান্ন খাওয়া ভাল।—দাদা মহাশয়। এরই জন্য আপনি দেশ ছেড়ে, ভাই ছেড়ে, শতপুণ্যকাহিনীজড়িত নিজের গৃহ ছেড়ে পরের দুয়ারে গিয়েছিলেন—ভিক্ষা মেগে খেতে ? তা'রা আপনাকে নিত্য স্বর্ণমুষ্টি ভিক্ষা দিলেও তা'র সঙ্গে তাদের পায়ের ধূলা মিশে আছে। তা'রা আপনার

পানে তাকিয়ে যখন হাসে, তখন আমি দেখি যে সে হাসির নীচে ঘৃণা উঁকি মার্চ্ছে। আমার কাছে, দাদা মহাশয়, পরের দত্ত স্বর্ণভাণ্ডারের চেয়ে নিজের ভাইয়ের নিঃস্ব হাসিটিও মিষ্ট।

সত্যবতীর প্রবেশ।

সত্য। বেঁচে থাকো বাপ্। এই ত কথার মত কথা।

সগর। কে! সত্যবতী! এ কি স্বপ্ন! না—সত্যবতীই ত। তুমি এখানে মা!

সত্য। যে দিন স্বদেশের জন্য সন্ন্যাস নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেম, তখন বৎস, তোর ছোট হাত দুখানির বন্ধন ছিঁড়ে আসা সব চেয়ে শক্ত হয়েছিল। যখন এই পাহাড়ের ধারে ধারে মেবারমহিমা গেয়ে বেড়াই, তখন তোর হাসিটি ভুলে থাকা সব চেয়ে কঠোর বোধ হয়। তুই এখানে এসেছিস্ শুনে আমি আর থাক্‌তে পার্লাম না। আমি ছুটে তোকে দেখ্‌তে এলাম। এতক্ষণ অন্তরাল থেকে তোর সুধাবাণী শুন্‌ছিলাম; ভাবছিলাম—এ কি মর্ত্ত্যের সঙ্গীত। এও পৃথিবীতে আছে! তার পরে শেষে আর লুকিয়ে থাক্‌তে পার্লাম না।—পুত্র আমার। সর্ব্বস্ব আমার! [সত্যবতী হাত বাড়াইলেন]—

অরুণ। মা! মা! [সত্যবতীকে জড়াইয়া ধরিলেন।]

সগর। সত্যবতী! মা আমার! আমার পানে একবার তাকিয়ে দেখ্‌লিনে। আমি কি অপরাধ করেছি!

সত্য। কি অপরাধ! আপনি জানেন না কি অপরাধ? না, তা বুঝিবার শক্তি আপনার নাই। আপনি এই দীনা, প্রপীড়িতা, হৃতসর্ব্বস্বা জননী জন্মভূমি ছেড়ে মোগলের প্রসাদভোজী হয়েছেন। সেই মোগলের দাস হয়েছেন যে আমাদের ভারতবর্ষ কেড়ে নিয়েছে, যে তার মন্দির

বিচূড, তীর্থ অপবিত্র, নারী জাতিকে লাঞ্ছিত, আর তার পুরুষ জাতিকে মনুষ্যত্বহীন করেছে, যে মোগল দর্পে স্ফীত হয়ে, এখন রাজপুতানার শেষ স্বাধীন রাজ্য মেবার, পুনঃ পুনঃ আক্রমণ, বিধ্বস্ত করেছে; তা'র শ্যামলতার উপর দিয়ে তার নিজের সন্তানের রক্তের ঢেউ বইয়ে দিয়েছে। আপনি সেই মোগলের কৃপাদত্ত স্পর্দ্ধায় আপনার ভাইয়ের পুত্রকে, রাণা প্রতাপসিংহের পুত্রকে, সিংহাসনচ্যুত কর্ত্তে বসেছেন। তবু বল্‌ছেন কি অপরাধ! যাক্, পিতা, আপনি আপনার পথ বেছে নিয়েছেন। আমরা আমাদের পথ বেছে নিয়েছি।—এসো পুত্র। এ অন্ধকারে এ দুর্দ্দিনে, তুমিই আমার সহযাত্রী—আজ হৃদয়ে দ্বিগুণ বল পেয়েছি। এসো পুত্র।—

[অরুণকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত।]

সগর। যাস্‌নে সত্যবতী, যাস্‌নে অরুণ। আমিও তোদের সঙ্গে যা'ব। আমার আজ চোখ্ ফুটেছে! আমি আজ মাকে চিনেছি। আজ থেকে পরদত্ত নিগৃহীত কৃপা হৃদয় থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলাম। আজ থেকে দেশের সঙ্গে, দুঃখ, দারিদ্র্য, অনশন বেছে নিলাম। আয় মা আমার বুকে আয়।

সত্য। সে কি পিতা! এত সৌভাগ্য কি আমার হবে যে এক মুহূর্ত্তে, এক সঙ্গে, আমার পিতা ও পুত্র ফিরে পাবো। সত্য! সত্য!

সগর। সত্য সত্যবতী! আমি আগে বুঝতে পারি নি। আমায় তুই ক্ষমা কর। ক্ষমা কর।

সত্য। বাবা! বাবা!

[সত্যবতী এই বলিয়া, নতজানু হইয়া পিতৃপদে প্রণত হইলেন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান।—উদয়পুরের সভাগৃহ। কাল—প্রভাত।

সামন্তগণ দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন।

জয়সিংহ। এই কামনরের যুদ্ধ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সোণার অক্ষরে লিখে রাখবার যোগ্য।

গোকুলসিংহ। পরভেজের রসদের পথ বন্ধ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছিল।

ভূপতি। তিনি এই বন্যপথের অস্তিত্ব বোধ হয় অবগত ছিলেন না।

গোকুল। কিন্তু পালাবার পথটা বেশ জান্তেন।

জয়। আজ মেবারের গৌরবময় প্রভাত। দেখ, কি নবীন আলোকে মেবারের পাহাড়গুলি উদ্ভাসিত।

ভূপতি। এই সুমন্দ মারুত এই বিজয়বার্ত্তা ভারতবর্ষময় রাষ্ট্র করুক।

রাণা অমরসিংহের প্রবেশ।

সকলে। জয় রাণা অমর সিংহের জয়।

রাণা সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।

রাজ কবি কিশোর দাস প্রবেশ করিলেন ও রাণার জয়গীতি গাহিলেন।

গীত।

রাজরাজ মহারাজ মহীপতি শাস ধরা অসীম প্রতাপে।
তব শৌর্যে যক্ষ রক্ষ অসুর সুর নর -ত্রিভুবন কাঁপে।
তব মহিমা গায় জগজন
করে মেঘ মৃদঙ্গগরজন,
করে আরতি আকাশে রবিশশি, টলে মহীধর তব পদদাপে।

রাণা। কিশোর দাস! তোমার গানের শেষে আর এক চরণ জুড়ে দিও

কিশোর দাস কি মহারাণা?

রাণা। "সবই যাবে তব পাপে।"

জয়। কেন রাণা?

রাণা। [ঈষৎ হাসিয়া] কেন?—কেন জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ।—দেখে নিও।

সত্যবতীর প্রবেশ।

সত্যবতী। মেবারের রাণার জয় হউক।

রাণা। কে? ভগিনি সত্যবতী?—সিংহাসন হইতে উঠিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন—"এসো বোন।"

সত্য। মহারাণা! আমি বাহিরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ এই মেবারের যশোগাথা শুনছিলাম। শুনতে শুনতে চক্ষু আনন্দাশ্রুজলে ভরে এলো।

আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম। লঙ্কাজয়ের পর মহারাণার পূর্ব্বপুরুষ ভগবান রামচন্দ্রের অযোধ্যা প্রবেশের কথা মনে পড়তে লাগলো। তার পরে গান থেমে গেল। বোধ হ'ল যে কোন্ দেবী এসে তাকে তাঁর আভা দিয়ে ঘিরে নিজের স্বর্গরাজ্যে উড়িয়ে নিয়ে গেলেন। আমি স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় জেগে উঠলেম।

রাণা। গান এই রকমেই থেমে যায়—সত্যবতী। সব গানই একটা আনন্দ কোলাহলের মত উঠে, আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাসে মিলিয়ে যায়।

সত্য। সে কি রাণা। এই আনন্দের দিনে, আপনার এই নিরানন্দ চাহনি, এই বিরস আনন কেন? রাণা। আপনি আপনার এই নৈরাশ্য প্রাণ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিউন। আজ মেবারের গৌরবময় দিন।

রাণা। গৌরবের দিন বটে। একটা নূতন সংবাদ শুনবে সত্যবতী? আমরা এ কামনরের যুদ্ধ জিতে নি।

সত্য। আমরা জিতে নি? সে কি!—তবে মোগল জিতেছে?

রাণা। না। রাজপুতই জিতেছে। কিন্তু আমরা—যা'রা এখানে এই জয়োৎসব কর্চ্ছি, তা'রা এ যুদ্ধ জিতেনি। যা'রা এ যুদ্ধ জিতেছে, তা'রা সব সমরক্ষেত্রে পড়ে' আছে। প্রকৃত যুদ্ধ জয় তা'রা করে না সত্যবতী, যা'রা নিশান উড়িয়ে, ডঙ্কা বাজিয়ে, জয়ধ্বনি কর্ত্তে কর্ত্তে, যুদ্ধ হতে ফেরে; আসল যুদ্ধজয় করে তা'রা, যা'রা সেই যুদ্ধে মরে।

সত্য। সে কথা সত্য রাণা। তাদের কীর্ত্তি অক্ষয় হউক।—রাণা শুভ সম্বাদ আছে।

রাণা। কি সংবাদ সত্যবতী?

সত্য। রাণা সগরসিংহ—আমার পিতা, রাণার হস্তে চিতোরদুর্গ ছেড়ে দিয়েছেন। রাণা নির্ব্বিবাদে গিয়ে সেই দুর্গ অধিকার করুন।

রাণা। চিতোব দুর্গ আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন! কি বলছো সত্যবতী! এ কি সত্য! এ কি হতে পাবে!

সত্যবতী। এ কথা সত্য, বাণা।

বাণা। তিনি যে হঠাৎ যে এ দুর্গ আমাব হাতে ছেড়ে দিলেন? সম্রাটেব আজ্ঞায়?

সত্যবতী। না। তিনি সম্রাটেব আজ্ঞা নেন নি। তাঁকে সম্রাট চিতোব দুর্গ দিয়েছেন। তিনি যাঁকে ইচ্ছা তাঁকে সে দুর্গ অর্পণ কর্ত্তে পাবেন। পিতা অনুতপ্ত চিত্তে এই দুর্গ বাণাকে দিয়ে—আগ্রায় ফিবে গিয়েছেন।

রাণা। সামন্তগণ! জয়ধ্বনি কব। স্বর্গীয় পিতাব জীবনেব স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে—তাঁব পুত্রেব বাহুবলে নয়, তাঁব ভ্রাতাব দানে। দুর্গ অধিকাব কব—নূতন সেনাদল গঠন কব, অগ্রসব হও, আক্রমণ কব। শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ কব।

সত্য। জয়, বাণা অমব সিংহেব জয়।

সামন্তগণ। জয়, বাণা অমব সিংহেব জয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান।—গ্রামপথপার্শ্বে একখানি অর্দ্ধভগ্ন কুটীব। কাল—সায়াহ্ন।

কল্যাণী ও অজয় সেই পথে আসিতেছিলেন।

কল্যাণী। আব হাঁটতে পাবি না দাদা।

অজয়। আজ এই গ্রামেই আশ্রয় নেবো। এ কুটীবটি গ্রামেব বাহিবে। বোধ হয় দোকান। দবোজা নাই। ভিতবে অন্ধকাব।

কল্যাণী। ডাক দেখি।

অজয়। কে আছো? ভিতবে কে আছো?—কোন উত্তর নাই। কুটীবটি পবিত্যক্ত বোধ হচ্ছে।

কল্যাণী। আজ এখানেই থাকি। আব হাঁটতে পাবি না।

অজয়। বেশ। তুমি তবে এখানে অপেক্ষা কব। আমি ঐ গ্রামে গিয়ে আলো নিয়ে আসি।

কল্যাণী। যাও, আমি আব এক পাও নড়্‌তে পাবি না। আমি বড ক্ষুধার্ত্ত হয়েছি দাদা!

অজয়। আমি কিছু খাবাব নিয়ে আস্‌ছি। তুমি এখানে অপেক্ষা কব।

কল্যাণী। শীঘ্র এসো দাদা, একা আমাব ভয় কবে।

অজয়। আমি যত শীঘ্র পাবি আস্‌বো, ভয় কি! এখানে জন মানব নাই। [প্রস্থান]

কল্যাণী। কখন পথ হাঁটি নাই। তাই এই পথ হেঁটে আস্‌তে আমাব চবণ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। এতেই আমাব কি আনন্দ! এই স্বেচ্ছা-বৃত দুঃখে দৈন্যে আমি যেন একটা অসীম গর্ব্ব অনুভব কর্চ্ছি। নদী যেমন অপ্রতিহতগতি উত্তাল তবঙ্গে সমুদ্রেব দিকে ধাবিত হয়, আমি সেই বকম উদ্দাম উল্লাসে আমাব স্বামীব কাছে চলেছি। অথচ জানি না যে তিনি আমায় দাসী ভাবেও আমাকে তাঁব পায়ে স্থান দেবেন কি না — কে তুমি?

ফকিব বেশে সগর সিংহেব প্রবেশ।

সগব। আমি বাজপুত। কোন ভয় নাই মা। আমি দেখছি আপনি বাজপুত নাবী। আপনি এখানে একা যে মা?

কল্যাণী। আমাব ভাই একটা বাতি আব কিছু খাদ্য আনতে এক্ষণি ঐ গ্রামে গিয়েছেন।

সগব। উত্তম। তবে তিনি ফিবে আসা পর্য্যন্ত আমি এখানে থাক্‌বো। এই স্থানে মুসলমান সৈন্যেব কিছু দৌবাত্ম্য, আজ চাব পাঁচ জনকে এখনি এই স্থানেব নিকটে দেখেছি। তোমাব ভ্রাতাব ফিবে আসা পর্য্যন্ত আমি তোমায বক্ষা কর্ব্ব।

কল্যাণী। আমায বক্ষা করুন। আমাব—ভয কর্চ্চে।

নেপথ্যে। এই কুঁড়ে ঘবে।

নেপথ্যে। হাঁ এই খানেই। [দ্বাবে আঘাত।

কল্যাণী। কেও!—দাদা। দাদা।

দস্যুদ্বয়েব প্রবেশ।

১ম দস্যু। এই যে! এই যে!

২য় দস্যু। ধব।

১ম দস্যু। কল্যাণীকে ধবিতে উদ্যত হইলে কল্যাণী দূবে সবিয়া গেলেন—বহিলেন "বক্ষা কব বক্ষা কব"।

সগব সিংহ অগ্রসব হইযা কহিলেন—"সাবধান।"

১ম দস্যু। এ কে?

২য় দস্যু। যেই হৌক। মাবো একে।

সগব সিংহ যুদ্ধ কবিতে লাগিলেন ও ভূপতিত হইলেন।

কল্যাণী। দাদা! দাদা!

অজয়েব প্রবেশ।

অজয। ভয নাই কল্যাণী। আমি এসেছি।

এই বলিয়া অজয়সিংহ ক্ষিপ্রহস্তে তরবারি নিষ্কাসিত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন—দস্যুগণ ভূপতিত হইল। অবশিষ্ট দস্যুগণ পলায়ন করিল।

অজয়। এদের সব শেষ করেছি। আপনি কে?

কল্যাণী। ইনি আমায় রক্ষা কর্ত্তে এসে আহত হয়েছেন।

সগর। তোমরা কে?

অজয়। আমি গোবিন্দ সিংহের পুত্র অজয় সিংহ। ইনি আমার ভগ্নী কল্যাণী।

সগর। সেকি! মহাবৎ খাঁর স্ত্রী কল্যাণী?

অজয়। হাঁ বীরবর। আপনি কে?

সগর। আমি সেই মহাবৎ খাঁর পিতা—সগরসিংহ।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান।—যোধপুরের মহারাজ গজসিংহের কক্ষ। কাল—প্রভাত।

মাড়বারপতি গজসিংহ, পারিষদ হরিদাস, গজরাজার পুত্র অমরসিংহ ও দূতবেশে অরুণ সিংহ।

গজসিংহ। দূত! বল মেবারের মহারাণাকে যে আমি এ বিবাহে সম্মত হতে পাল্লাম না। আমি সম্রাটের বিদ্রোহীর সঙ্গে কোন রকম সম্বন্ধ রাখতে চাই না। —কি বল হরিদাস?

হরিদাস। অবশ্য। অবশ্য।

অরুণ। বিদ্রোহী কিসে মহারাজ? মেবার এখনও মোগলের পদানত হয় নাই। যে স্বাধীনতা সে এতদিন রক্ষা করে' এসেছে, সে স্বাধীনতা রক্ষা কর্ব্বার চেষ্টা করার নাম বিদ্রোহ নয়।

গজ। এরই নাম বিদ্রোহ। সমস্ত রাজপুতানা অবনত শিরে মোগলের প্রভুত্ব স্বীকার করে, কেবল একা মেবার মাথা উঁচু করে' থাক্‌বে?

অরুণ। বুঝেছি। মহারাজের হিংসা হচ্ছে। সব পর্ব্বত শিখর হতে গৌরবের রশ্মি নেমে গিয়েছে, শুদ্ধ সে রশ্মি যে এখনো মেবারের পর্ব্বতের চূড়া ঘিরে থাক্‌বে—সেটা মহারাজের সহ্য হচ্ছে না। সব রাজপুতরাজের শির উলঙ্গ, কেবল মেবারের রাণার মুকুট যে তাঁর মাথায় থাকবে, এ দৃশ্য মহারাজের চক্ষুঃশূল হতেই পারে।—তবে মহারাজ! এ গৌরব থেকে ত রাণা আপনাদের বঞ্চিত করেন নি। আপনারা নিজেরাই নিজেদের বঞ্চিত করেছেন, এ রাণার দোষ নয়।

গজ। দূত! তোমার সাহস আছে। মহারাজ গজসিংহের সম্মুখে এ আস্পর্দ্ধার কথা আর কেহই কইতে পার্ত্ত না। রাণা যদি এমন মূঢ়, উদ্ধত উন্মাদ হ'ন, যে মনে করেন, যে তিনি বিংশতি সহস্র রাজপুত নিয়ে ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন, সে উন্মত্ততা তাঁকেই সাজে।

অরুণ। সত্য বলেছেন মহারাজ! এ উন্মত্ততা তাঁকেই সাজে। এ উন্মাদ হবার শক্তি আপনার নাই। মহারাজ আপনি সত্য কথা বলেছেন।

গজ। দূত! তুমি অবধ্য, নহিলে—

অরুণ। এতটুকু মনুষ্যত্ব তোমার আছে—দূত অবধ্য এ কথা

শিখেছেন কোথায় মহারাজ? আপনার মুখে এত বড় নীতি, এত বড় কথা।

গজ। দূত। আমার ধৈর্য্যের সীমা আছে। যাও, রাণাকে বল যে এ বিবাহে আমি অসম্মত। যাও—

অরুণ। যাচ্ছি। তবে একটা কথা বলে যাই মহারাজ।—আমি শুনেছি আপনি বার বার সম্রাটের পক্ষ হয়ে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ করেছেন, গুর্জ্জর জয় করেছেন। বোধ হয় এবার মেবারেও আসবেন। আমি সেই নিমন্ত্রণ করে গেলাম। [প্রস্থানোদ্যত।]

গজ। উত্তম তাই হবে।—দাঁড়াও দূত। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।

অরুণ। কি! আমায় বন্দী কর্ব্বেন?

গজ। হাঁ—দূত।—অমর। দূতকে বন্দী কর।

অমর। সে কি পিতা! এ দূত! দূতের উপর অত্যাচার রাজ ধর্ম্ম নয়।

গজ। ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমার কাছে শিখতে আসিনি অমর সিংহ। আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর।

অমর। আমি এ অন্যায় আজ্ঞা প্রতিপালন কর্ত্তে স্বীকৃত নই।

গজ। স্বীকৃত নও? উদ্ধত বালক, শোন তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। কিন্তু যদি অবাধ্য হও ত, ভবিষ্যতে এ রাজ্য তোমার নয়—এ রাজ্য আমার কনিষ্ঠ পুত্র যশোবন্ত সিংহের।

অমর। আপনার আবার রাজ্য! মোগলের পদাঘাত আর করুণা একত্রে গলিয়া আপনার যে সিংহাসন খানি তৈরি হয়েছে, সে সিংহাসনে বসবার জন্য আমি আদৌ লালায়িত নই—জানবেন। মোগলের পাদুকা শিরে বহিবার জন্য আমার কোন আগ্রহ নাই।

গজ। উত্তম! তবে আমি এই দণ্ডে তোমাকে রাজ্য হতে নির্ব্বাসিত কল্লাম। যাও।

অমর। এই মুহূর্ত্তে। [প্রস্থান।]

গজ। [ক্ষণেক পরে] যাও দূত। তোমায় বন্দী কর্ব্ব' না।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—মহাবৎখাঁর বহিঃকক্ষ। কাল—রাত্রি।

মহাবৎ একাকী।

মহাবৎ। আমি তাকে পরিত্যাগ করেছি বটে। তবু তাকে এখনও মনে পড়ে। এখনও সেই প্রেমবিহ্বল ঢল ঢল কিশোর মুখখানি মনে আসে। তখন মনে হয় কি রত্নই হারিয়েছি। কেন তার পত্র ফেরৎ পাঠিয়ে দিলাম! এত উচ্ছ্বাসের এত নির্ভয়ের বিনিময়ে—আমার সেই তাচ্ছিল্য, সেই অবজ্ঞা, অনুচিত অপৌরুষ হয়েছিল। তখন কল্যাণীর পিতার প্রতি ক্রোধে কল্যাণীর উন্মুখ প্রেমকে প্রত্যাখান করেছিলাম। অন্যায় করেছিলাম। এখন বুঝতে পার্চ্ছি। যদি এখন তার ক্ষমা চাইবার সুযোগ থাকৃত ত করজোড়ে তার ক্ষমা ভিক্ষা কর্ত্তাম।—কে?

দৌবারিকের প্রবেশ।

দৌবারিক। খোদাবন্দ! মহারাজ গজসিংহ হুজুরের সাক্ষাৎ চান।

মহাবৎ। গজসিংহ।—যোধপুরের রাজা?

দৌবাবিক। খোদাবন্দ্!

মহাবৎ। এখানেই নিয়ে এসো—

[দৌবাবিকেব প্রস্থান]

মহাবৎ। মহাবাজ গজসিংহ আমাব ভবনে?—এই কাপুরুষ অধম হীন মোগলেব স্তাবক—এই যে মহাবাজ!

গজসিংহেব প্রবেশ।

গজ। আদাব।

মহাবৎ। বন্দিকি। মহাবাজ গজসিংহ এ দীনেব ভবনে কি মনে ক'বে? কোন সম্বাদ আছে?

গজ। সম্রাট্ আপনাকে একবাব ডেকে পাঠিয়েছেন।

মহাবৎ। সম্রাটেব অনুগ্রহ।—মেবাব যুদ্ধে যাবাব জন্য বোধ হয়?

গজ। হাঁ খাঁ সাহেব।

মহাবৎ। আমি পুনঃ পুনঃ তাঁকে এ বিষয়ে আমাব অভিমত জানিইছি, তথাপি বাববাব তিনি আমাকে এরূপ সম্মানিত কর্চ্ছেন কেন মহাবাজ?

গজ। মেবাবেব বাণাব কাছে এই বাবম্বাব মোগলসৈন্যেব পবাজয়ে সম্রাট অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছেন। এবাব তিনি আবাব আপনাকে অনুবোধ কর্ত্তে বাধ্য হয়েছেন। একা আপনিই তাকে এ অপমান থেকে বক্ষা কর্ত্তে পাবেন। আপনি তাঁব ভক্ত প্রজা।

মহাবৎ। কে বল্লে?

গজ। সকলেই জানে।

মহাবৎ। হুঁ—কক্ষমধ্যে পাদচাবণ কবিতে লাগিলেন।

গজ। খাঁ সাহেব। এবাব আপনি মেবাবযুদ্ধে অস্ত্র ধাবণ করুন।

জানি—মেবার আপনার জন্মভূমি। জানি আপনি রাণা অমরসিংহের ভাই। কিন্তু এ কথাও সত্য, যে আপনি সে মেবার জন্মের মত পরিত্যাগ করেছেন। আপনি সে ধর্ম্ম ত্যাগ করেছেন। মেবারের সঙ্গে বন্ধনের শেষগ্রন্থি আপনি মুসলমান হ'য়ে স্বয়ং ছিন্ন করেছেন। তবে আর এ দ্বিধা কেন?

মহাবৎ। [অর্দ্ধস্বগত] যদি মেবার আমার জন্মভূমি না হোত!

গজ। সে জন্মভূমি কি আর কখন আপনাকে নিজের কোলে তুলে নেবে? যান দেখি আপনি আবার মেবারে। বন্ধু ভাবেই যান। মেবারবাসী আপনার প্রতি তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করে' বলবে—"ঐ প্রতাপসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র—বিধর্ম্মী মুসলমান হয়েছে।" বৃদ্ধগণ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে যাবে। যুবকগণ রোষবক্রিম নয়নে আপনার পানে চাইবে। নারীগণ গবাক্ষদ্বার হ'তে আপনার প্রতি অভিশাপবৃষ্টি করবে। কোন আশা নাই খাঁ সাহেব যে কোনদিন কোন কারণে রাজপুত আবার আপনাকে ভাই বলে' নিজেদের মধ্যে আলিঙ্গন করে' নেবে।

মহাবৎ। হুঁ"—ভাবিতে লাগিলেন।

গজ। আপনার ভবিষ্যৎ মোগলের সঙ্গে জড়িত। তা'র উন্নতির সঙ্গে আপনার উন্নতি, তা'র পতনের সঙ্গে আপনার পতন। ভেবে দেখুন খাঁ সাহেব।

সন্ন্যাসীবেশে সগরসিংহের প্রবেশ।

সগর। মহাবৎ!

মহাবৎ। এ কি! পিতা! এখানে! এ বেশে!

সগর। আমি সন্ন্যাস নিয়েছি মহাবৎ খাঁ।

মহাবৎ। সে কি পিতা!—

সগর। আশ্চর্য্য হচ্ছ মহাবৎ! হাঁ আশ্চর্য্য হবার কথা বটে! দেশ, জাতি, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে, ইহকাল হারিয়ে—চিরজীবনটা বিজাতির করুণাকণার ভিখারী হয়ে, জীবনের সন্ধ্যাকালে ফিরে দাঁড়িইছি। আশ্চর্য্য হবার কথা বটে! কিন্তু, ফিরে দাঁড়িইছি কেন, জানো মহাবৎখাঁ?

মহাবৎ। না পিতা—

সগর। ফিরে দাঁড়িইছি, কারণ এতদিন পরে স্নেহময়ী মায়ের ডাক শুনেছি। কি গভীর! কি করুণ! কি গদ্‌গদ!—মায়ের সে আহ্বান; মহাবৎ!—তুমি তা কল্পনাও কর্ত্তে পারো না।—মহাবৎ! আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্চ্ছি। আর তোমায় বল্‌তে এসেছি, যে তুমি তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।

মহাবৎ। আমার পাপের!

সগর। হাঁ তোমার পাপের। আমি স্বজন ছেড়ে মোগলের দাস হয়েছিলাম। তুমি তার উপর উঠেছো। তুমি ধর্ম্ম পর্য্যন্ত ছেড়েছো। তোমার পাপের সীমা নাই!

মহাবৎ। পিতা! আমার পাপ কোন্ জায়গায় আমি বুঝতে পার্চ্ছি না। আমার যদি এই বিশ্বাস হয় যে ইসলাম ধর্ম্ম সত্য—

সগর। তোমার বিশ্বাস মহাবৎ খাঁ! তোমার এই বিশ্বাস কিসে হোল পুত্র? কোরাণ পড়েছো অবশ্য। সে অবশ্য অতি মহৎ ধর্ম্ম! হিন্দুধর্ম্ম তাকে হিংসা করে না। তার সঙ্গে এর বিবাদ নাই। কিন্তু তোমার নিজের, তোমার পিতা, প্রপিতামহের, ব্যাস, কপিল, শঙ্করাচার্য্যের সেই ধর্ম্ম ছাড়্‌বার আগে—সে ধর্ম্মটি পড়ে' দেখেছিলে কি মহাবৎখাঁ? মর্ম অনঙ্গব হয়ে এত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার তোমার কবে থেকে

হোল! যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র প্রবৃত্তিকে দমন, আত্মজয়; যে ধর্ম্মের চরম বিকাশ সর্ব্বভূতে দয়া,—যে দয়া শুদ্ধ মনুষ্য জাতিতে আবদ্ধ নয়, সামান্য পিপীলিকাটি বধ কর্ত্তে যে ধর্ম্ম নিষেধ করে;—সেই ধর্ম্ম তুমি এক কথায় ছেড়ে দিলে—মহাবৎ খাঁ মহাবৎ খাঁ।—তুমি কি পাপ করেছো তুমি জানো না।

মহাবৎ। পিতা আমি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে গিয়েছি, যে আপনি আজ—

সগর। যে আমি আজ ধর্ম্মের ব্যাখ্যা কর্ত্তে বসেছি! আশ্চর্য্য হবারই কথা। আমি নিজেই আশ্চর্য্য হই যে, সেই পাষণ্ড আমি এই হয়েছি—যে সংসারে স্বার্থ ছাড়া কিছু বুঝে নাই, সে ধর্ম্মের জন্য সন্ন্যাস নিয়েছে। কিন্তু মহাবৎ খাঁ। এমন হৃদয় নাই যেখানে উচ্চপ্রবৃত্তির একটি তারও উঁচুস্বরে বাঁধা নাই। একদিন দৈববশে যদি সেই তার ঘটনার অঙ্গুলি-প্রহত হয়ে সহসা বেজে ওঠে,অমনি এক মুহূর্ত্তে, সে সমস্ত হৃদয় তোলপাড় করে' দেয়। আত্মা তখন ক্ষুদ্র স্বার্থের খোলোস ভেঙ্গে অনন্ত আকাশের দিকে ছুটে চলে' যায়। একথা কল্যাণী সে দিন বলেছিল।

মহাবৎ। কল্যাণী।

সগর। হাঁ কল্যাণী সেদিন সে কথা বলেছিল। সে কথাটা এখনও আমার কাণে সঙ্গীতের গতির মত বাজছে। জানো মহাবৎ, যে কল্যাণীর পিতা—কল্যাণীকে নির্ব্বাসিত করেছেন।

মহাবৎ। নির্ব্বাসিত করেছেন?—কি অপরাধে?

সগর। এই অপরাধে যে কল্যাণী এখনও তোমার—এক বিধর্ম্মীর পূজা করে।

মহাবৎ। তার সঙ্গে আপনার কোথায় সাক্ষাৎ হল পিতা?

সগব। একটি গ্রামেব একটি পবিত্যক্ত ভগ্নকুটীবে।

মহাবৎ। এই আপনাব উদাব—অত্যুদাব—হিন্দুধর্ম্ম পিতা।—মুসলমানেব প্রতি তাব এত ঘৃণা এত বিদ্বেষ। এত তাব দম্ভ, এত তাব মুসলমান বিদ্বেষ, যে, কল্যাণীব পতিভক্তিব পুবস্কাব নির্ব্বাসন। প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বাব কথা বলছিলেন না পিতা। হাঁ পিতা আমি প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্ব। কিন্তু সে মুসলমান হওয়াব জন্য নয়, একদিন যে হিন্দু ছিলাম, সেই পাপেব প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্ব।—

সগব। মহাবৎ খাঁ—

মহাবৎ। পিতা। আজ থেকে হিন্দুত্বেব প্রতি অনুকম্পাব শেষ বেখা হৃদয় থেকে মুছে ফেলে দিলাম। আজ থেকে আমি প্রতি শিবায়, মজ্জায়, স্নাযুতে, মুসলমান।

সগব। মহাবৎ খাঁ?

মহাবৎ। যান পিতা। মহাবৎ খাঁ কম কথা কয়। আব সে যখন প্রতিজ্ঞা কবে তখন সে প্রতিজ্ঞা ভীষণ।

সগব। মহাবৎখাঁ—

মহাবৎ। যান পিতা। আব কোন উপদেশ, যুক্তি, আদেশ নিষ্ফল। [প্রস্থানোদ্যত]

সগব। তোমাব এতদূব অধোগতি হয়েছে—মহাবৎ!—তবে মব। এই অন্ধকূপে মব, পচ। ম্লেচ্ছ, বিধর্ম্মী কুলাঙ্গাব! [প্রস্থান]

সগবসিংহ চলিয়া গেলে মহাবৎ সেই কক্ষে উত্তেজিত ভাবে পাদচাবণ কবিতে লাগিলেন। পবে কহিলেন—"এত বিদ্বেষ। এত আক্রোশ! আশ্চর্য্য নয় যে এই জাতি বাববাব মুসলমানেব পদদলিত হয়েছে। আশ্চর্য্য নয় যে এই জাতি মুসলমান সুদ সমেত ফিবিয়ে দিচ্ছে। এই

এঁদেব উদাব—অত্যুদাব সনাতন হিন্দুধর্ম্ম। মুসলমান ধর্ম্ম, আব যা'ই হোক, তাব এ মহত্বটুকু আছে, যে, সে যে কোন বিধর্ম্মীকে নিজেব বুকে ক'বে' আপনাব কবে' নিতে পাবে। আব হিন্দুধর্ম্ম?—একজন বিধর্ম্মী শত তপস্যায় হিন্দু হতে পাবে না। এত গর্ব্ব! এত অহঙ্কাব! এতদূব স্পর্দ্ধা! এই অহঙ্কাব যদি চূর্ণ কর্ত্তে পাবি।—মহাবাজ! আমি মেবাব যুদ্ধে যাবো। সম্রাটকে বলুন গে যান।

গজসিংহ সবিস্ময়ে চাহিলেন।

মহাবৎ। মহাবাজ আশ্চর্য্য হচ্ছেন। কেন যাবো জানেন?

গজ। কাবণ আপনি সম্রাটেব বাজভক্ত প্রজা।

মহাবৎ। সে জন্য নয় মহাবাজ। আমি যাবো হিন্দুত্ব ধ্বংস কর্ত্তে। আপনাদেব সমস্ত জাতিকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর্ব্ব। তা'ব উচ্ছেদ কর্ব্ব। যান, সম্রাটকে বলুন গে যান।

[গজসিংহ অভিবাদন কবিয়া প্রস্থান কবিলেন। মহাবৎ বিপবীত দিকে প্রস্থান কবিলেন।]

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—জাহাঙ্গীরের সভা। কাল—প্রভাত।

সম্রাট জাহাঙ্গীর, সভাসদ, ও হেদায়েৎ আলি খাঁ।

জাহাঙ্গীর। এ অপমান মর্লেও যাবে না। এত অপদার্থ পরভেজ। হার্লে কি বলে।

হেদায়েৎ। জাঁহাপনা। আমি এ বিষয় শপথ কর্ত্তে পারি যে, সাহাজাদার হার্ব্বার আদৌ ইচ্ছা ছিল না।

জাহাঙ্গীর। হেদায়েৎ তোমরা সবাই অপদার্থ।

হেদায়েৎ। আজ্ঞে জাঁহাপনা। ঠিক অনুমান করেছেন।

জাহা। হেদায়েৎ! তুমি যুদ্ধে হেরে বন্দী হয়ে শেষে রাণার কৃপায় মুক্ত হয়ে এলে। আব্দুল্লা তবু যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। তুমি যুদ্ধে মর্ত্তে পার্লে না?

হেদায়েৎ। জাঁহাপনা আমার বরাবরই সেই ইচ্ছা ছিল। তবে আমার গৃহিণী স্ত্রী সে বিষয়ে আপত্তি কর্লেন।

জাহা। চুপ্—

সগর সিংহের প্রবেশ।

জাহা। এই যে রাজা সগর সিংহ।—সগরসিংহ।

সগর। সম্রাট!

জাহা। তোমাকে মেবারের রাণা করে' চিতোর দুর্গে পাঠিয়েছিলাম। তুমি চিতোর দুর্গ রাণা অমর সিংহের হাতে সমর্পণ করে' এসেছো—।

সগব। হাঁ সম্রাট।

জাহা। বাব হুকুমে?

সগব। কাবো হুকুমেব অপেক্ষা বাখি নি সম্রাট।

জাহা। তবে!

সগব। আমি বুঝলেম যে চিতোব ন্যায্যতঃ বাণা অমবসিংহেব।

জাহা। বুঝলে?

সগব। হাঁ সম্রাট। আমি শুনলাম যে সম্রাট আকবব ন্যাযযুদ্ধে চিতোব অধিকাব কবেন নি। তিনি ছলে জযমলকে বধ কবেছিলেন।

জাহা। তোমাব এত ন্যায অন্যায় বিচাব কবে থেকে হোল বাজা?

সগব। যে দিন থেকে আমি একটা নূতন আলোক দেখলাম।

জাহা। নূতন আলোক দেখলে বিশ্বাসঘাতক।

সগব। হা সম্রাট। নূতন আলোক দেখলাম। আমাব চক্ষেব সম্মুখে সহসা একটা যবনিকা উঠে গেল। সেই বামায়ণেব যুগ থেকে মেবাবেব একটা গৌববময অতীত আমাব চক্ষেব সামনে দিয়ে ভেসে গেল। বাপ্পাবাওযেব বিজযকাহিনী, সমবসিংহেব আত্মবলি, চন্দ্রেব ত্যাগ, কুম্ভেব শৌর্য্য—এব একটা মহিমাময অভিনয় দেখলাম। হঠাৎ একটা কুজ্ঝটিকায সেই দীপ্ত বঙ্গমঞ্চ ছেয়ে এলো। আব সেই কুজ্ঝটিকাব মধ্যদিয়ে প্রতাপসিংহেব—আমাবই ভাই প্রতাপসিংহেব—খড়্গ ঝলসাতে লাগলো। আমাব মনে ধিক্কাব হোল।

জাহা। তাবপব?

সগব। ধিক্কাব হোল, যে সেই বংশেবই আমি সেই গৌববকে ধ্বংস কর্ব্বাব জন্য তাব আততাযীব সঙ্গে একটা নাবকীয় ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছি। তবু আমাব মনকে বোঝাবাব চেষ্টা কর্লাম যে উচিত কাজ কচ্ছি। তাব

পা'র এক দিন দেখলাম—কি দেখলাম জাঁহাপনা সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।"—তিনি গর্ব্বে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন।

জাহা। কি শুনি।

সগর। এ আর অতীত নয়, পুরাণ নয়, ইতিহাস নয়। দেখলাম যে আমারই কন্যা এই অধম মোগলের উচ্ছিষ্টভোজীরই কন্যা, সেই দেশের জন্য চীরধারিনী বনচারিনী, সন্ন্যাসিনী—যে দেশের স্বাধীনতা কেড়ে নেবার জন্য মোগলের সঙ্গে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে আমি যোগ দিয়েছি। আমার চক্ষু জলে ভরে' এলো, কণ্ঠ রুদ্ধ হোল, একটা লজ্জায়, গর্ব্বে, স্নেহে ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল। আমি আর পার্লাম না। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের হাতে চিতোর দুর্গ দিয়ে এলাম।

জাহা। মর্ব্বার জন্য প্রস্তত হয়ে এসেছ সগরসিংহ ?

সগর। সম্পূর্ণ। আগে মর্ত্তে বড় ভয় কর্ত্তাম। কিন্তু সে দিন আমি এক নব মন্ত্রে দীক্ষিত হলাম।

জাহা। কি নব মন্ত্র সগরসিংহ ?

সগর। ত্যাগের মন্ত্র। পৃথিবীতে দুইটি রাজ্য আছে। একটির নাম স্বার্থ, আর একটির নাম ত্যাগ। একটির জন্মস্থান নরক, আর একটির জন্মস্থান স্বর্গ। একটির দেবতা শয়তান, আর একটির দেবতা ঈশ্বর। আমি এত দিন স্বার্থের রাজ্যে বাস কর্ছিলাম। সে দিন ত্যাগের রাজ্য দেখলাম।—সে রাজ্যের রাজা বুদ্ধ, খৃষ্ট, গৌরাঙ্গ, সে রাজ্যের রাজনীতি স্নেহ, দয়া, ভক্তি। সে রাজ্যের শাসন সেবা, রাজদণ্ড অনুকম্পা, পুরস্কার বলিদান। আমি সে দিন থেকে সেই রাজ্যের প্রজা হলাম। যে হস্তে কখন তরবারি ধরি নাই সে হস্তে আর্ত্তরক্ষার্থে তরবারি ধর্লাম। আমার স্কন্ধে দস্যুর খড়্গাঘাত কুসুমের মত কোমল বোধ হোল।

জাহাঙ্গীব। তাব পব ?

সগর। তাব পব আমি এখানে মৃত্যুতে আমাব পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে এলাম। আগে মর্ত্তে বড় ভয় কর্ত্তাম। কিন্তু আব ভয় কবি না। যে প্রাণভবে ভালবাস্‌তে পাবে, যে ত্যাগেব মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে, তাব আবাব মর্ত্তে ভয়!

জাহাঙ্গীব। উত্তম তবে তাই হোক।—প্রহবী—

[প্রহরীব প্রবেশ]

সগব। প্রহবী কেন জনাব!—জল্লাদের সে কাজ আমি নিজেই কর্চ্ছি।"—এই বলিয়া নিজবক্ষে ছুবিকাঘাত কবিলেন ও ভূতলে স্বীয় বক্তে বঞ্জিত হস্ত দুইখানি প্রসাবিত কবিয়া কহিলেন—"এই বক্তে সেই পাপেব প্রায়শ্চিত্ত হোক।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—উদয় সাগরের তীর। কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি।

রাণা অমরসিংহ একটি বেদীর উপর হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন উদয়সাগরের জলকল্লোল শ্রুত হইতেছিল। সন্নিহিত একটি বৃক্ষের উপর একটি কোকিল ডাকিতেছিল। রাণা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহা শুনিতেছিলেন, কিয়দ্দূরে রমণীগণ "হোরি" উৎসবে, নৃত্যগীত করিতেছিল।

নৃত্য গীত।

উঠেছে ঐ নূতন বাতাস, চল্ লো কুঞ্জে ব্রজনারী।
বেজেছে ঐ শ্যামের বাঁশি, আর কি ঘরে রৈতে পারি!
কুঞ্জে পাখী গেয়ে ওঠে গান,
বকুল গন্ধ দুকুল ছেয়ে আকুল করে প্রাণ;
(বহে) চাঁদের আলোয় ঝিকিমিকি যমুনার ঐ নীল বারি।
রাধার নামে বাঁশি সেধে,
(ও সে) আকুল হোল কেঁদে কেঁদে;
শত ভাঙ্গা মূর্চ্ছনাতে লুটিয়ে পড়ে মনের খেদে;

আয়লো ফেসে মিছে কাজে,
দেখি কোথায় বাঁশি বাজে ;
(ও সে) কেমন চতুর—দেখবো আজি—কেমন চতুর বংশীধারী ॥

অমর। এরা সব হোরি খেলায় মত্ত। এদের পদতলে যদি এখন ভূমিকম্প হয়, তাও বোধ হয় এরা টের পায় না। এত মত্ত সংসার! মানুষকে এই সব পুতুল দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে। নহিলে কে এ মরুভূমিতে থাক্‌তে চাইত! সংসার একটা প্রকাণ্ড ছলনা।—এই যে মানসী।

মানসীর প্রবেশ।

মানসী। বাবা এখনও এখানে! ঘরের মধ্যে এসো। ঠাণ্ডা পড়্‌ছে।

রাণা। যাচ্ছি মানসী! একটু পরে।—এই উদয় সাগরের তীরে খানিক বস্‌লে মন শান্ত হয়।—মানসী!

মানসী। বাবা!

রাণা। মানসী! তোমার বোধ হয় না, যে সংসার একটা প্রকাণ্ড ছলনা?

মানসী। ছলনা?

রাণা। হাঁ ছলনা। মানুষ পাছে ভেবে অমর হয়, সংসার তাই তার মনকে নানা চিন্তায় বিক্ষিপ্ত করে' রেখেছে।

মানসী। আমি সংসারকে অত খারাপ ভাব্‌তে পারি না, বাবা।

রাণা। এই জ্যোৎস্না দেখ। এই জলকল্লোল শোন। এই স্নিগ্ধ বায়ু অনুভব কর। সংসার তাকে এই সব থেকে বিচ্ছিন্ন করে' রাখবার জন্য তার পায়ে জড়িয়ে, জীবনের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের দিকে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি এ সংসার ত্যাগ কর্ব্ব মা। মানসী! সংসার মায়া।

মানসী। যদি মায়া হয় ত সে বড় মনোহর মায়া। সত্য বটে, এই বহিঃ প্রকৃতি বড় সুন্দব। সে আমাদেব বড় ভালবাসে। যখন আমবা গ্রীষ্মেব প্রচণ্ড উত্তাপে দগ্ধপ্রায় হয়ে যাই, অমনি বর্ষা মৃদুগম্ভীবগর্জ্জনে এসে তাব বাবিবাশি ছড়িয়ে দেয়। যখন দারুণ শীতে জর্জ্জব হই, অমনি নব বসন্ত এসে তাব সুগন্ধ মন্দ মারুতে শীতেব কুজ্ঝাটিকাবন্ধন খুলে দেয। যখন দিবাব তীব্র জ্যোতিতে ক্লান্ত হই, অমনি বাত্রি মাতাব মত এসে ব্যথিত মস্তকটি তাব নিদ্রাব ক্রোড়ে তুলে নেয়। কিন্তু এখানেই তাব শেষ নয়।

বাণা। কোথায় তাব শেষ মানসী ?

মানসী। মানুষেব চিন্তা জগতে। দেখ্‌ছো ঐ হ্রদ বাবা।

বাণা। দেখ্‌ছি মা।

মানসী। ওব উপব চন্দ্রেব শয়ান বশ্মি লক্ষ্য কচ্ছ´ ?

বাণা। কচ্ছি´।

মানসী। ওকে ধর্ত্তে পাবো ?

বাণা। কাকে?

মানসী। ঐ জ্যোৎস্নাকে, ঐ বাবি কল্লোলকে। যখন অন্ধকাবে এই বাবিবক্ষ ছেয়ে আস্‌বে, বাতাস থেমে যাবে, তখন এ সৌন্দর্য্য, এ সঙ্গীত কোথায় যাবে ?

বাণা। ·কোথায় যাবে মা ?

মানসী। ঠিক জানি না। তবে লুপ্ত হবে না। সে থাক্‌বে, ছড়িয়ে পড়্‌বে।—বিবহীব স্মৃতিতে, কবিব স্বপ্নে, মাতাব স্নেহে, ভক্তেব ভক্তিতে, মানুষেব অনুকম্পায, ছড়িয়ে পড়্‌বে। মানুষেব যা কিছু সুন্দব, পৃথিবীব এই বশ্মি সুগন্ধ ঝঙ্কায় তাই নিত্য প্রতি নিয়ত গড়ে' তুলছে। নৈলে এই সৌন্দর্য্যেব সার্থকতা কোথায়।

বাণা। মানুষ্যের সুন্দব কি কিছু আছে মা? আমি যথন অন্নেব একটি গ্রাস মুখে তুলে নিচ্ছি, তথন বিশ্ব জগৎ সেই গ্রাসটিব পানে লুব্ধ-নয়নে চেয়ে আছে। যেন আমি সেই গ্রাসটি থেকে তাদেব বঞ্চিত কর্চ্ছি।—এত লোভ, এত ঈর্ষা, এত দ্বেষ!

মানসী। সে তাব মানসিক ব্যাধি। এ ব্যাধি না থাক্‌লে মানুষেব অনুকম্পাব স্থান বৈত কোথায়? কা'ব দুঃখ দূব ক'বে, কা'কে টেনে তুলে, মানুষ সুখী হোত? স সাব অধম বলে কি তাকে ছাড়্‌তে হবে বাবা?—না। মানুষ বড় দুঃখী, তাব দুঃখ মোচন কর্ত্তে হবে। সংসার বড দীন, তাকে টেনে তুলতে হবে।

বাণা। তুমি বোধ হয় সত্য বলেছো মা। আমাব মস্তিষ্ক আজ বড উত্তপ্ত হযেছে। ভাব্‌তে পাচ্ছি না।

নেপথ্যে] মানসী মানসী।

মানসী। যাই মা। বাবা ঘবে এসো—অন্ধকাব হয়ে এলো।

[প্রস্থান]

বাণা। একটা স্বর্গেব কাহিনী। একটা নীহাবিকা। একটা জগতেব সাবভূত সৌন্দর্য্য। সুন্দব বাতাস বইছে। আকাশে মেঘখণ্ডও নাই, জগৎ নিস্তব্ধ। কেবল উদয় সাগবেব উপব দিযে একটা সঙ্গীতেব ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। আমাব বোধ হচ্ছে, যে কতকগুলি কিশোব স্বর্ণাভা এসে ঐ ঢেউগুলিতে স্নান কচ্ছে। এই কল্লোল তাদেব কলহাস্য। গাছগুলিব পাতা জ্যোৎস্নালোকে নড়্‌ছে, যেন বাতাসেব সঙ্গে খেলা কচ্ছে—এই মর্ম্মব ধ্বনি তাদেব ক্রীড়াব কলবব। আমাব বোধ হয় অচেতন বস্তুও সৌন্দর্য্য অনুভব কবে।

রাণীর প্রবেশ।

রাণী। রাণা—

রাণা। চুপ্‌, রাণী। আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি।

রাণী। জেগে, জেগে! এবার আমি হার মেনেছি।

রাণা। যাক্‌ মোহ ভেঙ্গে গেল।—কি হয়েছে রাণী?

রাণী। হতে বাকীই বা কি।—মেয়েগুলো আজকাল তাদের বাপ্‌ মায়ের কথা শুন্‌ছে না। সেদিন গোবিন্দ সিংহের মেয়ে আর ছেলে বাপের এক কথায় বাড়ি ছেড়ে চলে' গেল। আবার কাল—

রাণা। যাক্‌ থেমে গেল। আবার সেই দৈনন্দিন গল্প, সংসার নেমির কর্কশ ঘর্ঘর শব্দ, কঠিন ঘটনার নিষ্পেষণ।

রাণী। কলিকালে মেয়েগুলো হোল কি? আমাদেরও একদিন ছেলে বয়স ছিল।

রাণা। সেটা বুঝি সত্যযুগে? রাণী! আমি চিরকাল দেখে আস্‌ছি, যে মা গুলি চিরকাল জন্মায় সত্যযুগে, আর তাদের মেয়েগুলো জন্মায়—সব কলি যুগে। সে কথা যাক্‌। আমায় এখন কি কর্ত্তে হবে?

রাণী। মানসীর বিয়ে দেবে ত দাও; নৈলে তার আর বিয়ে হবে না।

রাণা। আমারও তাই বোধ হয় রাণী, যে মানসীর বিবাহ হবে না। আমার বোধ হয় মানসী বিবাহের জন্য তৈরি হয় নি।

রাণী। হয়েছে! তোমারও ঐ দশা! হবে না!—যে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে।

রাণা। আমি তবু স্বপ্নও দেখি। তুমি স্বপ্নও দেখ না।

রাণী। এখন কি কর্বে?

রাণা। তা জানি না রাণী। দেখা যাক্ কি হয়।

রাণী। দেখা যাক্! কি দেখবে! যোধপুর থেকে ত লোক এখনও ফিরে এলো না। সত্যবতীর পুত্রকে দূত করে' যোধপুর পাঠানো গেল; কৈ ফিরে এল না ত।

রাণা। অরুণ ফিরে এসেছে রাণী।

রাণী। এসেছে! বিয়ের দিন কবে স্থির হোল?

রাণা। মহারাজ আমার কন্যার সঙ্গে তাঁর পুত্রের বিবাহ দেবেন না।

রাণী। সে কি!—কেন?

রাণা। মহারাজ শুন্‌লেম আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন।

রাণী। কেন?

রাণা। কারণ এক দেখতে পাচ্ছি, যে যুদ্ধে আমার জয় আর মোগলের পরাজয়।

রাণী। আমি গোড়াগুড়িই বলেছিলাম যে মানসীর বিয়ে হবে না। জানি বিয়ে হবে না। এত গোলযোগে কখন বিয়ে হয়।

রাণা। আমারও তাই বোধ হয়।—মানসী বিবাহের জন্য তৈরি হয়নি।—সব ভ্রম।

রাণী। কি ভ্রম?

রাণা। যোধপুরের রাজপুত্রের সঙ্গে মানসীর বিবাহের প্রস্তাবটাই ভ্রম; এই সৈন্য নিয়ে মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে বসা ভ্রম; আমার তোমায় বিবাহ করা ভ্রম; আমার রাজ্য, আমার জীবন,—সব ভ্রম।

রাণী। আর আমায় যদি বিবাহ না কর্ত্তে, বোধ হয় তাও একটা ভ্রম হোত!—কি [illegible]

রাণা। আর [illegible]

রাণী। না।—কেন?

রাণা। বোধ হয় সম্রাটকে আবার মেবার পুনরাক্রমণে উত্তেজিত কর্ত্তে।

রাণী। আবার?—এই! তুমি হাস্‌ছো যে। এক [illegible]

রাণা। এমন হাস্‌বার বিষয় আর পাবে না রাণী। তুমিও হেসে নাও।

রাণী। আমায়ও তোমার সঙ্গে পাগল হতে হবে?

রাণা। রাণী বড় সুখবর। কেউ থাক্‌বে না। সব যাবে।

রাণী। তা সে যাই হোক্—আমি শুন্তে চাইনে। এ বিয়ে হওয়া চাইই।

রাণা। কি রকমে?

রাণী। মাড্‌বার আক্রমণ কর।

রাণা। রাণী তুমি যে ক্ষত্র নারী, এত দিন পরে তার একটা প্রমাণ দিলে।—কিন্তু রাণী, শক্তির চেয়ে ভক্তি বড়। যোধপুরের মহারাজের যে মোগলভক্তি আছে, আমার তা নাই। আমার নিজের শক্তি মাত্র,—তাও নিভে আসছে।

রাণী। তবে এই অপমান নীরব হয়ে সহ্য কর্ব্বে?

রাণা। কর্ব্ব বৈ কি? তবে নীরব হয়ে সহ্য কর্ত্তে হবে না। একটা আর্ত্তনাদ কর্ব্বো।—দেখ, আহার প্রস্তুত কি না?—কোন ভয় নাই। সব যাবে। যে জাতির মধ্যে এত ক্ষুদ্রতা, সে জাতিকে স্বয়ং ঈশ্বর রক্ষা কর্ত্তে পারেন না; মানুষ ত ছার!—যাও।

রাণী। কিন্তু তাতে তোমার অপরাধ কি?

রাণা। অপরাধ! আমার অপরাধ—যে আমি মহারাজের একই

জাতি। রাণী। যদি একজন আরোহীর দোষে নৌকা ডোবে, সেই দোষীর সঙ্গে নির্দোষী সহযাত্রীও জলমগ্ন হয়।—যাও।

[রাণীর প্রস্থান]।

রাণা। আকাশ কি কালো। [প্রস্থান]।

[মানসীর পুনঃ প্রবেশ]।

মানসী। অজয় দেশান্তরে গিয়েছে। অজয়। চলে' যাবার আগে একবার দেখাও করে' যেতে পার্ত্তে। শুদ্ধ একখানি পত্রে—শুষ্ক ক্ষুদ্র পত্রে, এ কথাটা না জানিয়ে, "জন্মের মত বিদায়"টা এসে নিয়ে যেতে পার্ত্তে। অজয়! অজয়!—না। নিষ্ঠুর তুমি। না। তোমার জন্য আমি শোক কর্ব্ব না।—চন্দ্রের জ্যোতি এত ক্ষীণ কেন? উদার সাগরের বারি বক্ষ হঠাৎ এত ম্লান যে? প্রকৃতির মুখে সে হাসিটি কোথায় গেল?—

গীত।

অলক্ষিতে মুখে তার খেলে আলো জ্যোৎস্নার,
উজলি মধুর ধরা বিকাশি মাধুরী তার।
যবে সেই বসে পাশে, ধরণী কেমন হাসে,
চলে' যায়, অমনি সে হয়ে আসে অন্ধকার।
এ রহস্য দুস্তর,—যায় যদি শশিকর
যায় না কুসুম গন্ধ, যায় নাক কুহুস্বর;
বিহনে তাহার—সব থেকে যায় যায় তার,
শুকায়ে বিভব যায় সব সুধা রসধার।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—মেবাবেব প্রান্তে মহাবৎ খাঁব শিবিব। কাল—প্রভাত।

মহাবৎ খাঁ, পবভেজ ও মহাবাজ গজসিংহ দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন।

মহাবৎ। সাহাজাদা! আব বিলম্ব কর্ব্বেন না। আপনি এই ১০০০০ সৈন্য নিয়ে চিতোব দুর্গ অববোধ করুন।

পবভেজ। উত্তম সেনাপতি।

[প্রস্থান]।

মহাবৎ। আব মহাবাজ! আপনি মেবাবেব গ্রামগুলি একধাব থেকে পুড়োতে আবম্ভ করুন। যদি কেউ বাধা দেয়—কোন বাছবিচাব না কবে'— হত্যা কর্ব্বেন। আপনি সব চেয়ে সে বিষয়ে দক্ষ, তা জানি। কেবল দেখ্‌বেন, নাবীজাতিব প্রতি কোন অত্যাচাব না হয়।—সাবধান!

গজসিংহ। উত্তম মহাবৎ খাঁ! আমি মেবাবে রাজপুত বাখবো না।

মহাবৎ। তা জানি মহাবাজ। বাজপুতেব প্রতি মুসলমানেব বিদ্বেষ তত আন্তবিক হবে না জানি,—তাব নিজেব জাতিব বিদ্বেষ যত আন্তবিক হবে। আমি ভাবতবর্ষেব পুবাতন ইতিহাস পাঠ কবে' এটা ঠিক বুঝেছি, যে স্বজাতিব উপব পীড়ন কবে' হিন্দুব যত আনন্দ, এত আনন্দ তাব আব কিছুতে নয়। মহাবাজ বাজপুত জাতিব উচ্ছেদ আপনাব

মত আর কেউ কর্ত্তে পার্ব্বে না, জানি। তাই এ কাজ আপনাকে দিয়েছি। যান—এই আদেশ পালন করুন মহারাজ।—যান।

গজসিংহ। উত্তম মহাবৎ খাঁ! [প্রস্থান]।

মহাবৎ। হিন্দু! রাজপুত! মেবার!—সাবধান! এ জাতির সঙ্গে জাতির সংঘর্ষ নয়—এ সংঘাত ধর্ম্মে ধর্ম্মে। দেখি কে জেতে।

[প্রস্থান]।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—উদয়পুরের রাজ অন্তঃপুর কক্ষ। কাল—রাত্রি।

রাণা অমরসিংহ ও সত্যবতী।

রাণা। কে? মহাবৎ খাঁ যুদ্ধে এসেছেন?

সত্যবতী। হাঁ রাণা। মহাবৎ খাঁ। তাঁর সঙ্গে লক্ষাধিক সৈন্য।

রাণা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। পরে কহিলেন "আমি পূর্ব্বেই বলি নাই সত্যবতী?"

সত্যবতী। কি রাণা?

রাণা। যে যাবে—সব যাবে। সমস্ত রাজপুতানা গিয়েছে। মেবার একা শির উচু করে' থাকবে? এও কি বিধাতার নিয়মে সয়? এবার মেবারও যাবে।—কি সত্যবতী! মাথা হেঁট করে রইলে যে? এ ত পরম আনন্দের কথা।

সত্যবতী। পরম আনন্দের কথা রাণা?

অমর। পরম আনন্দের কথা নয়? বিছানায় শুয়ে মেবার আর কত দিন ধরে' মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করবে? এবার তার যন্ত্রণার অবসান হবে।

সত্যবতী। তবে কি রাণা যুদ্ধ কর্বেন না?

রাণা। যুদ্ধ কর্ব্ব না? যুদ্ধ কর্ব্ব বৈ কি। এবার সত্য সত্য যুদ্ধ হবে। এতদিন ত এসব ছেলে খেলা হচ্ছিল। এবার একটা মহা আনন্দ, মহা বিপ্লব। এবার ভাইয়ে ভাইয়ে কলহ। সমস্ত ভারতবর্ষ তাই দাঁড়িয়ে দেখ্বে।

সত্যবতী। মহাবৎ খাঁর সঙ্গে শুনলাম যোধপুরের মহারাজ গজসিংহ এসেছেন।

রাণা। ও! বটে!—তিনি তাহলে আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন? আমি তাই ভাবছিলাম, যে মহারাজ আমাদের প্রতি কি এত বিমুখ হবেন—যে এ নিমন্ত্রণটা গ্রাহ্য কর্বেন না?

সত্যবতী। সেই রাজপুত কুলাঙ্গার—

রাণা। কে বল্লে!—ও কথা বোলো না। তিনি পরম ভক্ত, পরম বৈষ্ণব। আমরাই—মেবার বংশের আমরাই কুলাঙ্গার—এতদিনে একটা ঈশ্বর মানলাম না। "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।"—গজসিংহ! বেশ! খাসা নাম। একাধারে গজ আর সিংহ! শুঁড়ও নাড়ে, কেশরও নাড়ে।—তোফা!

সত্যবতী। রাজপুত হয়ে রাজপুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এসেছেন।

রাণা। তা না হলে যজ্ঞনাশ সম্পূর্ণ হবে কেন? মহাদেবের সঙ্গে নন্দী ভৃঙ্গী না এলে চলে না। শাস্ত্রের কথা মিথ্যা হয় না।

সত্যবতী। তা হতভাগা মেবার [চক্ষু মুছিলেন]।

রাণা। সত্যবতী! বিধাতা যখন ভারতবর্ষ তৈরি করেছিলেন, তখন তা'র ললাটে এই কথা লিখে দিয়েছিলেন, যে ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ কর্ব্বে তার নিজের সন্তান। মনে কর তক্ষশীল। মনে কর জয়চাঁদ। মনে কর মানসিংহ, আর শক্তসিংহ। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখো এই মহাবৎ খাঁ, আর গজসিংহ। ঠিক মিলেছে কি না? একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে কি না? বিধাতার লিখন ব্যর্থ হয় না। যাও সত্যবতী। আমি সৈন্য সাজাই।

[সত্যবতীর প্রস্থান।

রাণা। যখন একটা জাতি যায়—সে নিজের দোষেই যায়—সে এই রকম ক'রেই যায়। যখন জাত নির্জ্জীব হ'য়ে পড়ে, তখন ব্যাধি প্রবল হ'য়ে ওঠে, আর এই রকম বিভীষণ তার ঘরে ঘরে জন্মায়।

গোবিন্দ সিংহের প্রবেশ।

রাণা। এই যে গোবিন্দ সিংহ। কি সংবাদ গোবিন্দ সিংহ?

গোবিন্দ। রাণা, মহাবৎ খাঁ নিরীহ গ্রামবাসীদের ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে।

রাণা। দিচ্ছে নাকি? উচিত কাজ কর্চ্ছে।

গোবিন্দ। উচিত কর্চ্ছে রাণা? আমরা এর প্রতিশোধ নেবো।

রাণা। নিশ্চয়। নৈলে মেবার ধ্বংস পূর্ণ হবে কেন?

গোবিন্দ। রাণা অবশ্য যুদ্ধ কর্ব্বেন?

রাণা। কর্ব্ব বৈ কি! যুদ্ধ কর্ব্ব না! কয় জন রাজপুত সৈন্য আছে গোবিন্দসিংহ? পাঁচ সহস্র হবে? তাই যথেষ্ট। মর্ব্বার জন্য এর অধিক সৈন্যের প্রয়োজন হয় না। মহাবৎ খাঁর সৈন্য প্রায় একলক্ষ হবে না? হৌক না। কি যায় আসে।

গোবিন্দ। "রাণা"—বলিয়া মস্তক হেঁট করিলেন।

রাণা। কি গোবিন্দ! তুমিও মাথা হেঁট কর্‌ছো? উঠ, জাগো বন্ধু! আজ বড় আনন্দের দিন। গৃহে গৃহে মঙ্গলবাদ্য হোক। প্রতি সৌধ-শিখরে রক্ত নিশান উড়ুক। উদয়পুরের দুর্গে একবার ভাল করে' মেবারের রক্তধ্বজা উড়িয়ে দাও। ভাল করে' দেখে নাও। দুদিন পরে আর দেখতে পাবে না।

গোবিন্দ। রাণা, আমরা যুদ্ধ কর্ব্ব। আমরা মর্ব্ব। কিন্তু দুঃখ এই—যে তবু মাকে বাঁচাতে পার্ব্বো না।

রাণা। দুঃখ কি? মা কারো মরে না? আমাদেরও মা মরবে। মা কারো চিরদিন থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও মর্ব।

গোবিন্দ। তাই হোক রাণা।

রাণা। তাই হোক। এসো গোবিন্দ সিংহ মর্ব্বার আগে একবার প্রাণভরে আলিঙ্গন করে নিই [আলিঙ্গন]। যাও, গোবিন্দ মর্ব্বার আয়োজন করগে।

গোবিন্দের প্রস্থান। রাণীর প্রবেশ।

রাণা। কে রাণী! উৎসব কর। উৎসব কর।

রাণী। মানসীর বিয়ে?

রাণা। মানসীর নয় রাণী, মেবারের বিবাহ।

রাণী। মেবারের বিয়ে। তুমি কি বল্‌ছো রাণা? মেবারের বিয়ে?

রাণা। এবার ধ্বংসের সঙ্গে মেবারের বিবাহ।

রাণী। সে কি?

রাণা। বড় মজা। এবার [illegible] ভাইয়ে [illegible]। উৎসব কর। ফূর্ত্তি করো। এবার বিবাহ। বিনাশ। ধ্বংস। [প্রস্থান]।

রাণী। এবার দস্তুরমত ক্ষিপ্ত। আমি পূর্ব্বেই বুঝেছিলাম।—শেষে সমস্ত পরিবারটা ক্ষেপে গেল! তাইত এখন উপায় কি?

মানসীর প্রবেশ।

মানসী। মা, বাবার কি হয়েছে! বাবা ঠিক উন্মাদের মত কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছেন। বাবার কি হয়েছে মা!

রাণী। আর কি! ক্ষেপে গেছেন। চল দেখিগে। [প্রস্থান]।

মানসী। এই মহাবৎ খাঁ রাজপুত! এই মহারাজ গজসিংহ রাজপুত! এত ঈর্ষা! এত দ্বেষ!—হারে অধম জাত! তোমার পতন হবে না ত কার হবে। যখন ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ—আর কে রক্ষা করে!

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—মেবারের একটী গ্রামস্থ পথ। কাল—সায়াহ্ন।

অরুণ ও সত্যবতী হাঁটিয়া যাইতেছিলেন।

সত্যবতী। অরুণ?

অরুণ। মা!

সত্যবতী। হাঁট্‌তে কষ্ট হচ্ছে?

অরুণ। না মা।

সত্যবতী। আজ আমরা এই গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ কর্ব্ব।

অরুণ। এখানে কি প্রয়োজন মা!

সত্যবতী। গ্রামবাসীদের ডাক্‌তে হবে।

অরুণ। কোথায়?

সত্যবতী। যুদ্ধে। মেবারের বীরকুল নিঃশেষ হয়েছে। আবার নূতন বীরকুল সৃষ্টি কর্ত্তে হবে। পূজার নূতন আয়োজন কর্ত্তে হবে। চল যাই, সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে। [উভয়ের প্রস্থান]

কতিপয় গ্রামবাসীর প্রবেশ।

১ম গ্রামবাসী। এমন সুন্দর দেশ এবার গেল।

২য় গ্রামবাসী। এবার মহাবৎ খাঁ স্বয়ং এসেছে। এবার আর রক্ষা নাই।

৩য় গ্রামবাসী। মহাবৎ খাঁ কি খুব যুদ্ধ কর্ত্তে জানে?

২য় গ্রামবাসী। উঃ!

৪র্থ গ্রামবাসী। কোথায়! হুঁঃ! সে যুদ্ধ শিখলই বা কবে? আমি ত সেদিন তাকে হ'তে দেখলাম।

২য় গ্রামবাসী। হ'তে ত একদিন সকলকেই কেউ না কেউ দেখে। তাতে কি প্রমাণ হয়, যে সে কিছু জানে না?

৪র্থ গ্রামবাসী। তুমি ত বাপু ভারি তার্কিক

১ম গ্রামবাসী। ঐ দেখ ঐ গ্রামে বুঝি আগুন লাগিয়েছে।

অন্য সকলে। কৈ?

১ম গ্রামবাসী। ঐ যে ধোঁয়া উঠ্‌ছে—

৪র্থ গ্রামবাসী। ওটা মেঘ।

১ম গ্রামবাসী। মেঘ বুঝি মাটি থেকে উপর দিকে ওঠে? না মেঘ ঘোরে? দেখ্‌ছো না ওটা পাক খাচ্ছে?

৪র্থ গ্রামবাসী। তবে ওটা ধূলো?

২য় গ্রামবাসী। ধুলোর বুঝি কালো রং হয়।

৪র্থ গ্রামবাসী। তুমি ত বড় বেশী তার্কিক বাপু।

১ম গ্রামবাসী। ঐ—ঐ গ্রামবাসীদের চীৎকার শুনছো না?

অন্য সকলে। হাঁ হাঁ।

৪র্থ গ্রামবাসী। গান গাচ্ছে। না হয় গাধা ডাকছে।

২য় গ্রামবাসী। দুটো আওয়াজই প্রায় একরকম শুনায়!—না পাঁড়েজি।

১ম গ্রামবাসী। ঐ জনকতক গ্রামবাসী চেঁচাতে চেঁচাতে এইদিকে ছুটে আসছে।

৩য় গ্রামবাসী। তাদের পিছনে সৈন্যেরা গুলি চালাচ্ছে।

নেপথ্যে। দোহাই সাহেব। মেরো না মেরো না।

১ম গ্রামবাসী। আহা—হা—বেচারীরা—

অজয় ও কল্যাণীর প্রবেশ।

অজয়। গ্রামবাসীগণ! দাঁড়িয়ে রয়েছ কি। ঐ গ্রামবাসীদের বাঁচাও।

গ্রামবাসী। আমরা কি কর্ব্ব মহাশয়!

অজয়। তোমরা শুধু দাঁড়িয়ে এ অত্যাচার দেখবে?

৪র্থ গ্রামবাসী। নইলে কি দাঁড়িয়ে মর্ব্ব? —চল পালাই। এইদিকে আসছে।

কল্যাণী। পালিয়ে বাঁচবে ভেবেছো?—তা হবেনা। কেউ বাদ যাবে না। তোমাদেরও পালা আসছে। তোমাদেরও ঘর পুড়বে।

১ম গ্রামবাসী। সে যখন পুড়বে তখন দেখা যাবে। পরমায়ু থাকতে মর্ব কেন? চল, ঐ এসে পড়লো। পালা পালা।

অজয় ও কল্যাণী ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

অজয়। ঐ যে আর্ত্তনাদ আরও কাছে এসেছে। ঐ বন্দুকের শব্দ! কল্যাণী তুমি একটু সরে' দাঁড়াও—আমি এদের রক্ষা কর্ব্ব।

কল্যাণী। পার ত এদের রক্ষা কর দাদা [কিয়দ্দূরে গমন]

অজয়। রক্ষা করতে পারব কি না জানি না কল্যাণী। তবে তাদের জন্য প্রাণ দিতে পার্ব্ব। আমি মানসীর কাছে যে মহামন্ত্র শিখেছিলাম আজ তার সাধন কর্ব্ব। ঐ আস্‌ছে।"

এই বলিয়া অজয় তরবারি নিষ্কাশিত করিলেন।

উর্দ্ধশ্বাসে কয়েকজন গ্রামবাসীর প্রবেশ। তাহাদের পশ্চাতে মুক্ত তরবারি হস্তে কয়েক মোগল সেনানীর প্রবেশ।

গ্রামবাসী। রক্ষা কর! রক্ষা কর! [অজয়ের পদতলে পড়িল]।

অজয়। [আক্রমণকারীগণকে] খবর্দ্দার!

১ম সৈনিক। চুপ রও [তরবারি উত্তোলন]

অজয় তাহাকে তরবারির এক আঘাতে ভূশায়িত করিলেন।

অন্যান্য সৈনিক। তবে মর কাফের।

সকলে অজয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। একে একে মোগল সৈনিকগণ ভূশায়িত হইতে লাগিল। পরে আর একদল সৈনিক আসিয়া আক্রমণ করিল। অজয় তখন কহিলেন "আর রক্ষা নাই। পালাও কল্যাণী।"

কল্যাণী। তুমি মর্বে, আর আমি পালাবো দাদা? [অগ্রসর হইয়া আসিলেন। এই সময়ে একজন মোগল সৈনিকের গুলির আঘাতে অজয় ভূপতিত হইলেন।]

কল্যাণী। [ছুটিয়া আসিয়া] দাদা—দাদা—

২য় সৈনিক। এ কে? ধর একে।

৩য় সৈনিক। না রে। সেনাপতির আদেশ—নারীজাতির উপর কোন রকম জুলুম না হয়।

অজয়। আমি মরি কল্যাণী—ভগবান তোমায় রক্ষা করুন। [মৃত্যু]

কল্যাণী। দাদা—দাদা।—কোথা যাও!—[অজয়ের মৃতদেহের উপর পড়িলেন]

৪র্থ সৈনিক। কোথা আর যাবে বটী।—একদিন যেখানে সকলেই যায়।

কল্যাণী। না। আমি শোক করব না। ক্ষত্রবীর! তোমার কাজ তুমি করেছো। আর্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে।—আর এরা?—শয়তানের দূত এরা।—রক্তলোলুপ হিংস্র শ্বাপদ এরা! যা'রা বিনা অপরাধে পরের ঘর জ্বালিয়ে দেয়, নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যা করে,—এদের যেন নরকেও স্থান না হয়।

১ম সৈনিক। আমাদের দোষ দিলে কি হবে বিবিসাহেব। আমাদের সেনাপতির হুকুমে ঘর জ্বালাচ্ছি, মানুষ মারছি।

কল্যাণী। তোমাদের সেনাপতি কে?

২য় সৈনিক। সেনাপতি কে জানোনা বিবিসাহেব। সেনাপতি স্বয়ং মহাবৎ খাঁ।

৩য় সৈনিক। চল চল যাওয়া যাক।

কল্যাণী। মহাবৎ খাঁ? তাঁর এই হুকুম।—অসম্ভব।

৪র্থ সৈনিক। চল চল।

কল্যাণী। দাঁড়াও, আমিও যাবো।

১ম সৈনিক। যাবি! কোথায় যাবি?

কল্যাণী। তোমাদের সেনাপতির কাছে।

২য় সৈনিক। তোকে নিয়ে গিয়ে শেষে আমরা কি—

৩য় সৈনিক। তাইতো শেষে কি বিপদে পড়বো!

৪র্থ সৈনিক। এ স্বেচ্ছায় যাচ্ছে। চল একে নিয়ে চল।

১ম সৈনিক। আচ্ছা চল।

কল্যাণী। চল।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান উদয়পুরের রাজসভা—কাল—প্রভাত।

রাণা, গোবিন্দ ও সামন্তগণ।

রঘুবর। রাণা; যতদিন সম্ভব আমরা যুদ্ধ করেছি। আর সম্ভব নয়।

রাণা। না রঘুবর! আমরা যুদ্ধ করব। কোন বাধা মানি না। সৈন্য সজ্জিত।

কেশব। কোথায় সৈন্য রাণা! সমস্ত মেবার কুড়িয়ে পঞ্চসহস্র সৈন্য সংগ্রহ কর্ত্তে পারি কি না সন্দেহ। এই নিয়ে কি লক্ষ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব!

রাণা। অসম্ভব কিছুই নয়। কেশব রাও, আমার পাঁচ সহস্র সৈন্য পাঁচ লক্ষ।

জয়সিংহ। মহারাণা শুনুন, এখন মোগলের সঙ্গে সন্ধি করাই শ্রেয়ঃ।

রাণা। তা হবে না। যখন সন্ধি কর্ত্তে চেয়েছিলাম, তোমরা শোন

নাই। তখন মোগল সন্ধি কর্ত্তে চেয়েছিল। সে যোগ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। এখন যেচে মোগলের বন্ধুত্ব নিতে পারি না।

কেশব। কিন্তু—

রাণা। কথা কয়োনা! আর উপায় নাই। প্রাণ দিতে হবে। কি বল গোবিন্দ সিংহ!

গোবিন্দ। হাঁ রাণা, আমরা প্রাণ দিব, মান দিব না।

রাণা। ঠিক বলেছো গোবিন্দ সিংহ। প্রাণ দিব, মান দিব না।

রঘুবর। মহারাণা!

রাণা। আমি কোন কথা শুন্তে চাই না রঘুবর। যুদ্ধ চাই—যুদ্ধ চাই। সৈন্য সাজাও। মেবারের রক্তধ্বজা উড়াও। রণভেরী বাজাও। যাও প্রস্তুত হও।

রাণা অমর সিংহ ভিন্ন সকলে চলিয়া গেলেন। তখন রাণা শূন্যনেত্রে চাহিয়া কহিলেন "মেবার—সুন্দর মেবার! আজ তোমার একি সৌন্দর্য্য দেখছি মা! এ ত কখন দেখি নাই। তোমায় তা'রা বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে;—ছিন্নবসনা, ধূলিধূসরিতা, আলুলায়িতকেশা! এ কি সৌন্দর্য্য মা। আজ এতদিন পরে তোমায় চিনলাম। এতদিন তোমার সৌভাগ্যের সূর্য্যকিরণ তোমায় ছেয়েছিল। সে সূর্য্য নেমে গিয়েছে। আজ তাই তোমার আকাশের প্রান্ত হতে প্রান্ত এ কি অপূর্ব্ব অগণ্য আলোকে উদ্ভাসিত দেখছি!—এ কি জ্যোতিঃ! এ কি নীলিমা! এ কি নীরব মহিমা!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—মহাবৎ খাঁর শিবির। কাল—প্রভাত।

মহাবৎ খাঁ ও মহারাজ গজসিংহ দণ্ডায়মান ছিলেন।

গজ। রাণা যুদ্ধে সসৈন্যে এসেছিলেন ?

মহাবৎ। হাঁ মহারাজ ! কিন্তু একা ফিরে গিয়েছেন। 'তাঁর পঞ্চসহস্র সৈন্যের মধ্যে চারি সহস্র সমরক্ষেত্রে পড়ে'।

গজ। এই পঞ্চসহস্র সৈন্য নিয়ে লক্ষ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে এসে ছিলেন ! আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধা !

মহাবৎ। স্পর্দ্ধা বটে !—মহারাজ ! শুনবেন তবে ! আমি আজ একটা গৌরব অনুভব কর্চ্ছি।

গজ। কর্ব্বারই ত কথা খাঁ সাহেব।

মহাবৎ। কেন কর্চ্ছি আপনি কল্পনাও কর্ত্তে পারেন না। কেন কর্চ্ছি জানেন ?

গজ। কেন ?

মহাবৎ। এই ব'লে গৌরব অনুভব কর্চ্ছি, যে আমি ধর্ম্মে মুসলমান হ'লেও, আমি জাতিতে এই রাজপুত ; এই মনে ক'রে, যে আমি এই অমরসিংহের ভাই। যে ব্যক্তি পঞ্চসহস্র সৈন্য নিয়ে আমার লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল, সে মর্ত্তেই এসেছিল। এই নির্ভীকতা, এই স্বদেশ প্রাণতা, ভারতবর্ষের মধ্যে একা রাজপুতেরই আছে। আর আমি সেই রাজপুত।

গজ। সে সত্য কথা সেনাপতি।

মহাবৎ। আর আপনি পতিত হ'লেও আপনিও এই রাজপুত! আপনিও গর্ব্ব করুন; আর লজ্জায় মাথা হেঁট করুন, যে কি হতে পার্ত্তেন, আর কি হয়েছেন। আমার ত কথাই নাই। তবে আমার এক সান্ত্বনা, যে আমি রাজপুত নাম ঘুচিইছি। আমি রাজপুত ছিলাম; আপনি এখনও রাজপুত।

গজ। রাণা এ যুদ্ধে নিহত কি বন্দী হয়েন নাই?

মহাবৎ। বড় ক্ষোভ হচ্ছে মহারাজ!—না। তাঁকে বধ কর্ত্তে কি বন্দী কর্ত্তে নিষেধ করে' দিয়েছিলাম। একরূপ শত্রু পৃথিবীর গৌরব! এ গৌরব ক্ষুণ্ণ কর্ত্তে চাই না।

গজ। আমি এখন আসি সেনাপতি।

মহাবৎ। আসুন মহারাজ। [গজসিংহের প্রস্থান]

মহাবৎ। দূরে প্রধূমিত গ্রামগুলি দেখা যাচ্ছে। দূরে গ্রামবাসী-দের দূরত্বে অস্পষ্ট হাহাকার ধ্বনি শোনা'যাচ্ছে। তোমাদের ধর্ম্মের গৌরব নিয়ে মর হিন্দুজাতি। তোমার দম্ভ, তোমার বিদ্বেষ, তোমার স্পর্দ্ধা, চূর্ণ করেছি কিনা! তোমার—

[সৈন্য চতুষ্টয়ের সহিত কল্যাণীর প্রবেশ]

মহাবৎ। এ কে?

১ম সৈনিক। জানি না খোদাবন্দ। পথে দেখলাম।—নারী স্বেচ্ছায় এসেছে।

মহাবৎ। কে আপনি?

কল্যাণী। কে আমি, তা শুনে আপনার কোন লাভ নাই মোগল সেনাপতি।

মহাবৎ। আপনি এখানে কি চান ?

কল্যাণী। আমি এখানে আপনার কাছে বিচারের জন্য এসেছি।

মহাবৎ। কিসের বিচার ?

কল্যাণী। আপনার এই সৈন্যেরা বিনাদোষে আমার ভাইকে হত্যা করেছে।

মহাবৎ। আপনার ভাইকে হত্যা করেছে! কি রকমে ?—সৈন্যগণ!

২য় সৈনিক। খোদাবন্দ! আমরা গ্রামবাসীদের বধ কর্চ্ছিলাম। এই নারীর ভাই তাদের পক্ষ হ'য়ে আমাদের সঙ্গে লড়ে' মারা গিয়েছে।

মহাবৎ। [কল্যাণীকে] এ কথা সত্য ?

কল্যাণী। হাঁ সত্য। আপনার সৈন্যগণ নিরীহ গ্রামবাসীদের বধ কর্চ্ছিল; আমার ভাই তাদের রক্ষা কর্ত্তে যান। এরা তাঁকে বধ করেছে।

মহাবৎ। তবে যুদ্ধে বধ করেছে!

কল্যাণী। তবে তাই। এরা আমার ভাইকে যুদ্ধে বধ করেছে।

মহাবৎ। এদের অপরাধ নাই দেবি! আমার এইরূপই আজ্ঞা ছিল।—তোমরা বাহিরে যাও সৈনিকগণ।

সৈনিকগণ বাহিরে গেল।

কল্যাণী। আপনার আজ্ঞা ছিল নিরীহ গ্রামবাসীদের বধ কর্ত্তে ?

মহাবৎ। হাঁ ঐ আজ্ঞা ছিল।

কল্যাণী। গ্রাম পুড়িয়ে দিতে ?

মহাবৎ। হাঁ দেবি।

কল্যাণী। আমি বিশ্বাস করি না। আপনি এত নিষ্ঠুর হ'তে পারেন না।

মহাবৎ। আমার সম্বন্ধে আপনার এরূপ উচ্চ ধারণার কারণ কি?

কল্যাণী। আমার স্বামী এরূপ নিষ্ঠুর হ'তে পারেন না।

মহাবৎ। আপনার স্বামী!

কল্যাণী। হাঁ আমার স্বামী। প্রভু! চেয়ে দেখুন দেখি, আমায় চিনতে পারেন কিনা। আমি আপনার পরিত্যক্তা হিন্দু স্ত্রী কল্যাণী।

মহাবৎ। কল্যাণী! কল্যাণী! তবে এরা তোমার ভাই অজয়-সিংহকে বধ করেছে?

কল্যাণী। হাঁ মোগল সেনাপতি। আমি যেদিন আপনাকে লক্ষ্য করে', আমার প্রেমকে আমার জীবনের ধ্রুবতারা করে' আমার ক্ষুদ্র তরীখানি অকূল সংসার-সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম, সেদিন আমার ভাই অজয় সানন্দে স্বেচ্ছায় আমাকে বাঁচাবার জন্য এ মহাযাত্রায় আমার দুঃখের সহযাত্রী হয়েছিল! পথে আপনারই এই মুসলমান বন-দস্যুর হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর্ত্তে ভাই অজয় সাংঘাতিক আহত হয়। আমি তখন সেই নির্জ্জন পর্ব্বতাক্ত কুটীরে—নিঃসহায়া আমি বহুদিন তার সেবা করে'—গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা মেগে তাকে খাইয়ে, ভাইকে বাঁচাই। আমার এ হেন ভাইকে আপনি কেড়ে নিলেন। তবে আর কেন প্রভু!—আমাকেও বধ করুন।

মহাবৎ। আমায় ক্ষমা কর কল্যাণী।

কল্যাণী। গ্রামবাসীদের এ সব হত্যা আপনার আজ্ঞায় হয়েছে?

মহাবৎ। হাঁ আমারই আজ্ঞায় হয়েছে কল্যাণী। আমি সৈন্যগণকে রাজপুত জাতির উচ্ছেদ কর্ত্তে আজ্ঞা করেছিলাম।

কল্যাণী। ভগবান্ এ কি কর্লে! এই আমার আরাধ্য দেবতা! আমি এই ঘাতকের মূর্ত্তি বক্ষে ধরে' সন্ন্যাসিনী হয়েছিলাম! আমার কি

মরণ ছিল না?—ভগবান্! আজ এক দিনে, এক ক্ষেপে, স্বামী আর ভাই—দুইই হারালাম! আজ আমার মত অভাগী কে!—ওঃ! [মুখ ঢাকিলেন।]

মহাবৎ। জানো কল্যাণী আমি কি জন্য—

কল্যাণী। কিছু জান্তে চাই না প্রভু! আমার মোহ ভেঙ্গে গিয়েছে। আমি এতদিন আপনার পূজা কর্ত্তাম, আজ আমি আপনাকে পরম শত্রুজ্ঞান করি। আমি মোগলকে তত শত্রুজ্ঞান করি না, যেমন আপনাকে করি।—মোগলসেনাপতি! মোগল আমাদের কেউ নয়। তাদের ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়—কাফের বধ কর্ত্তে। কিন্তু আপনি এই দেশের সন্তান, আপনার ধমনীতে বিশুদ্ধ রাজপুতরক্ত, আপনি তুচ্ছ রোপ্যের লোভে, বিদ্বেষে, স্বজাতির উচ্ছেদসাধন কর্ত্তে বসেছেন! কি বল্বো প্রভু—আপনি মোগলের উপরেও বাড়িয়েছেন। তা'রা চায় মেবার জয় কর্ত্তে। তারা এই নিরীহ গ্রামবাসীদের ঘর জ্বালাতে চায় নি। আপনি তাদের সে ত্রুটটুকু পূর্ণ কর্চ্ছেন। আপনি তাদের ধর্ম্মের উচ্ছিষ্ট খেয়ে, আপনার এই হিংস্র সৈন্যদের—এই ঘৃণিত মাংসলোলুপ নরকুক্কুরদের—এই নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। আপনি মেবারকে শ্মশান করেছেন। হাহাকারে তার আকাশকে পরিব্যাপ্ত করেছেন। মোগল তা চায় নি।—ঈশ্বর! দেশের এই কুলাঙ্গারদের জন্য তোমার দণ্ডবিধিতে কি কোন শাস্তি লেখে নি! এখনও এদের মাথার উপর আকাশের বজ্র ফেটে পড়্ছে না!

মহাবৎ। জানো কল্যাণী! আমি এ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি—তোমার জন্য?

কল্যাণী। আমার জন্য? মিথ্যা কথা।

মহাবৎ। মিথ্যা নয় কল্যাণী! যে দিন শুনলাম তোমার পিতা মুসলমানের প্রতি ঘৃণায় তোমায় নির্ব্বাসিত করেছেন, সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে আমি মেবারের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করেছি।

কল্যাণী। সত্য!—আর তাইই যদি হয়, তবে কোন্ ধর্ম্মমতে আপনি একের অপরাধে একটা জাতির উচ্ছেদ সাধন কর্ত্তে বসলেন?

মহাবৎ। তাতে আশ্চর্য্য হচ্ছ কি কল্যাণী! একা রাবণের পাপে লঙ্কা ধ্বংস হয় নাই? আর এ মুসলমানের বিদ্বেষ তোমার পিতার একা নয়। তোমার পিতা সমস্ত মুসলমান জাতির প্রতি সমস্ত হিন্দুর বিদ্বেষ উচ্চারণ করেছিলেন মাত্র। আমি হিন্দুর সেই জাতিগত বিদ্বেষের প্রতিহিংসা নিতে এসেছি।

কল্যাণী। সে প্রতিহিংসা যদি কেউ নিতে চায়, ম্লেচ্ছসেনাপতি, ত যা'রা জাতিতে মুসলমান তা'রা নিতে পারে। আপনি যখন স্বয়ং মুসলমান হয়েছিলেন, তখন হিন্দুর এই মুসলমানবিদ্বেষ জেনে মুসলমান হয়েছিলেন। আপনার এই অবস্থা আপনার নিজের সৃষ্ট।—প্রভু! বৃথা কেন নিজের মনকে প্রবোধ দেন, যে আপনি একটা অন্যায়ের প্রতিকার কর্ত্তে বসেছিলেন। আপনার মধ্যে মুসলমান যেটুকু, তা আপনাকে এ প্রতিহিংসায় চালিত করেনি। আপনার মধ্যে গর্ব্বী মহাবৎ খাঁ যেটুকু, তাই আপনাকে প্রতিহিংসায় চালিত করেছিল।

মহাবৎ। [অর্দ্ধস্বগত] সে কি! সত্য না কি!

কল্যাণী। আপনি সেই ব্যক্তিগত বিদ্বেষে মেবারের সর্ব্বনাশ কর্ত্তে বসেছেন। এই আপনার ধর্ম্ম! এই আপনার শৌর্য্য! এই আপনার মনুষ্যত্ব!—হা ভগবান্! কি কর্লে! আমার এ কি করলে! এত

দিন আমি আকাশে প্রাসাদ তৈরি করেছিলাম, আজ তা ধূলিসাৎ হয়ে ভূমিতলে গড়াচ্ছে।

মহাবৎ। কল্যাণী—

কল্যাণী। না আর না! আমার মোহ ভেঙ্গে গিয়েছে। আপনি আমার স্বামী আমি আপনার স্ত্রী। আমি একদিন গর্ব্ব করে' বলেছিলাম 'কার সাধ্য আমাদের পৃথক্ করে?' কিন্তু এখন দেখ্‌ছি আপনার আর আমার মধ্যে একটা সমুদ্র ব্যবধান। আমাদের মধ্যে আমার ভাইয়ের মৃতদেহ পড়ে' রয়েছে; আর তায় চেয়েও বেশী—আমাদের দুজনার মধ্যে আমার স্বদেশের রক্তের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। নির্ম্মম দেশদ্রোহী রক্তপিপাসু জল্লাদ!—ওঃ!—ঈশ্বর ঈশ্বর! এই নীচ, হিংস্র ভ্রাতৃহন্তাদের, এই দুমুঠো উচ্ছিষ্টের কাঙ্গালিদের বিকট অট্টহাস্যধ্বনি শুনে যেন শেষে তোমাতেও বিশ্বাস না হারাই!—ওঃ!

[প্রস্থান]

কল্যাণী চলিয়া গেলে মহাবৎ ডাকিলেন "কে আছো"। চারিজন সৈনিক প্রবেশ করিল। মহাবৎ বলিলেন "না যাও"। তাহারা চলিয়া গেল। মহাবৎ কহিলেন—"সত্য কথা—না ভাইবা কেন?—যখন প্রতিহিংসা নিতে বসেছি—না, দেখি ভেবে।"

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—উদয়পুরের রাজ অন্তঃপুর।　কাল—রাত্রি।

মানসী একাকী গাহিতেছিলেন।

গীত।

কত ভালোবাসি তায়　বলা হোলোনা।
বড় খেদ মনে রয়ে' গেল—বলা হোলোনা।
　　হৃদয়ে বহিল ঝড়—বাষ্প রোধিল স্বর;
মনের কথা মনে রয়ে' গেল—বলা হোলোনা।
যদি ফুটিলনা মুখ—কেন ভাঙিলিনা বুক—
　　খুলে দেখালিনে প্রাণ—বলা হোলোনা।

রাণার প্রবেশ।

মানসী। এই যে বাবা! যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছো বাবা?

রাণা। হাঁ মানসী।

মানসী। কি! কি হয়েছে বাবা!—এ মূর্ত্তি! কি হয়েছে বাবা!

রাণা। চুপ্! কথা কসনে। আমি একটা—আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে এসেছি—অদ্ভুত! অতুল। আশ্চয্য।

মানসী। কি হয়েছে—যুদ্ধ—

রাণা। না এবার আর আমাদের যুদ্ধ হলোনা মানসী!—যুদ্ধক্ষেত্রে শুদ্ধ একটা অগ্নির ঝড় বয়ে গেল, আর আমার সৈন্য সব পুড়ে গেল।

মানসী। সে কি!

রাণা! আমি কিছু বুঝতে পার্লাম না। সে যেন একটা কি!—যেন সে এ জগতের কিছু নয়, সে যেন একটা উল্কাবৃষ্টি—একটা অভিশাপের বন্যা! আমি নিমেষের জন্য চোখ বুঁজলাম। আমার শরীরের উপর দিয়ে একটা হৃৎকম্প চলে'গেল—আমার মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে একটা ঘূর্ণী উড়ে গেল। আর কিছু বুঝতে পার্লাম না। পরে সুপ্তোত্থিতের মত চোখ খুলে দেখলাম, যে যুদ্ধক্ষেত্রে আমি একা, আর কেউ নেই! চারিদিকে রাশি রাশি শব! উঃ—সে কি দৃশ্য! সে কি দৃশ্য!

মানসী। বাবা, তুমি উত্তেজিত হয়েছো। বোসো, আমি তোমার সেবা করি।

রাণা। আমি সেই শ্মশানে একাকী বিচরণ কর্ত্তে লাগলাম। আমাকে কিন্তু কেউ বধ কর্লে না।

মানসী। এ যুদ্ধে তুমি পরাজয় স্বীকার করেছো?

রাণা। স্বীকার না কল্লেও বড় যায় আসে না। যুদ্ধ তর্ক নয়, যে হার স্বীকার না কর্লেই জিত। এ স্থূল, কঠিন, প্রত্যক্ষ সত্য—বড় প্রত্যক্ষ!—কিন্তু আমায় তারা বধ কর্লে না কেন। আমি সে মহা শ্মশানে চেঁচিয়ে ডাকলাম "মহাবৎ খাঁ—গজসিংহ—" কেউ এলো না। কেউ এলোনা কেন মানসী?

মানসী। ক্ষুব্ধ হোয়ো না বাবা—

রাণা। আর একটা কথা বুঝতে পার্চ্ছি না, যে মহাবৎ যুদ্ধে জয়ী হয়েও বিজয়গর্ব্বে উদয়পুর দুর্গে প্রবেশ কর্চ্ছে না কেন। এখন ত তার এসে এ দুর্গ অধিকার কর্লেই হোল।

মানসী। বাবা, হেরেছো হেরেছো, তাই দুঃখ কি? এক পক্ষের যুদ্ধে পরাজয় ত হবেই।

রাণা। ঠিক বলেছো মা। একপক্ষের ত পরাজয় হবেই। তবে আর দুঃখ কি?—কোন দুঃখ নাই মানসী! তবে তা'রা আমায় বধ কর্লে না কেন?

রাণীর প্রবেশ।

রাণা। রাণী! মহা সমস্যায় পড়েছি। তুমি কিছু জানো?

রাণী। কি রাণা?

রাণা। আমায় তা'রা বধ কর্ল না কেন?

রাণী মানসীর দিকে চাহিলেন।

রাণা। শোন রাণী। সেই গভীর নিশীথে, সেই যুদ্ধক্ষেত্রে, সেই স্তূপীভূত হত্যার মধ্যে দাঁড়িয়ে একা আমি।—কি সে দৃশ্য। রাণী! তুমি তা কল্পনাও কর্ত্তে পারো না। উপরে নিশ্চল উলঙ্গ নক্ষত্ররাজি, আর নীচে অগণ্য শবরাশি! তাদের দুইয়ের মধ্যে আর কিছু না, কেবল রাশি রাশি অন্ধকার। আমার বোধ হোল, যেন আমি এ জগতের কেহ নই। যেন আমিও মরে' গিয়েছি; যেন আমি একটা জীবন্ত জাগ্রত মৃত্যু। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে আমি তরবারি বাহির করে' আস্ফালন কর্লাম। সে কেবল সেই নৈশ আর্দ্র বায়ু কেটে চলে' গেল।—ডাকলাম "মহাবৎ!" সে ধ্বনি চারিদিক বৃথা খুঁজে ফিরে এলো। তারপর যখন [ভগ্নস্বরে] যুদ্ধক্ষেত্রের পানে আবার চেয়ে দেখলাম—সেই নক্ষত্রের আলোকে—যে আমার সোণার রাজ্য একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে' রয়েছে, [নিম্নস্বরে] তখন সেই মহাশ্মশানের উন্মুক্ত বায়ু যেন মৃতসৈন্যদের দেহমুক্ত আত্মার ভারে ভারি বোধ হ'তে লাগল। বহুকষ্টে টেনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। সে নিঃশ্বাস আকাশে

না উঠে নিজ ভাবে মাটিতে পড়ে গেল। আমার বোধ হয় এত অন্ধকার না হলে' সেখানে তাকে খুঁজ্‌লে পাওযা যেত।

রাণী। যা হবার তা হয়েছে। আর এখন ভেবে কি হবে! আমি গোড়াগুড়িই বলেছিলাম।

রাণা। ঠিক বলেছিলে রাণী! মেবার মরে' গেল, আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌লাম। তাকে স্কন্ধে করে' এখানে এসেছি। দেখবে এসো!

অষ্টম দৃশ্য।

স্থান—মেবারের রাজঅন্তপুরের একটী কক্ষের বাহিরে যাতায়াত পথ। কাল—রাত্রি। দুইজন পরিচারিকা কথোপকথন করিতে করিতে প্রবেশ করিল।

১ম পরিচারিকা। আহা বৃদ্ধ গোবিন্দসিংহের বড় দুঃখ!—এক ছেলে!—

২য় পরিচারিকা। কিন্তু সে যা হোক চারণী ঠাক্‌রুণ সেই মড়া ঘাড়ে করে' গোবিন্দসিংহের বাড়ি টেনে নিয়ে এলেন কেন, তা তিনিই জানেন।

১ম পরিচারিকা। ওঁর সব বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড। যেন হাতে আর কোন কাজ ছিল না।—সেখানে লোক জমেছে অনেক?

২য় পরিচারিকা। উঃ! আঙ্গিনা ভরে' গিয়েছে। গোবিন্দসিংহ বাড়িতে নাই। ঠাকরুণের ছেলে অরুণসিংহ তাঁকে ডাক্‌তে গেল।

দেখলাম যে সেই আঙ্গিনায়—সেই শবের কাছে ঠাকরুণ একা দাঁড়িয়ে। দূরে লোকজন।

১ম পরিচারিকা। অন্ধকার?—

২য় পরিচারিকা। অন্ধকার বৈকি! দূরে—একটা আলো মিটমিট করে জ্বল্‌ছিল —ওকি!—ওকে!

১ম পরিচারিকা। কৈ?

২য় পরিচারিকা। ও কে!

১ম পরিচারিকা। আমাদের রাজকুমারী! ও কি মূর্ত্তি! চোখ কপালে উঠেছে। গা থেকে আঁচল খসে' মাটিতে লোটাচ্ছে। দুই হাতে মুঠো বাঁধা।

২য় পরিচারিকা। ঐ যে রাজকুমারী এই দিকে আস্‌ছেন। চল্‌ আমরা যাই।

[উভয়ের প্রস্থান। বিপরীত দিক হইতে মানসীর প্রবেশ।]

মানসী। চলে' গেছে! অজয় জন্মের মত চলে' গেছে! আমায় একবার না বলে' বিদায় না নিয়ে জন্মের মত চলে' গেছে!—এ কি সত্য? ওঃ আমার মাথা ঘুর্চ্ছে। আমার চক্ষের সম্মুখে শত পীতবিম্ব মাটি থেকে উদ্ধে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমার শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা তরল জ্বালা ছুটে যাচ্ছে। আমার মাথার উপর থেকে আকাশ সরে' গিয়েছে। আমার পায়ের নীচে থেকে পৃথিবী সরে' গিয়েছে! আমি কোথায়!—ওঃ"—[ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে আবার কহিলেন] "নিষ্ঠুর আমি!—কখন মুখ ফুটে বলি নাই। যখন সেদিন অজয় আমার কণামাত্র অনুকম্পার ভিখারী হয়ে—আমার মুখপানে দীন নয়নে চেয়ে ছিল—আমার শুদ্ধ একটি সকরুণ দৃষ্টিপাতের জন্য পিপাসায় ফেটে

মবে' যাচ্ছিল, তবু আমাব মুখ ফোটে নি। তাই আমাব অজয় অভিমান করে' চলে' গিয়েছে। আমাব সেই গর্ব্ব চূর্ণ কবে' পদতলে দলিত করে' চলে' গিযেছে। অজয়—আজ যে তোমাব পায়ে আছড়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে, আজ যে হৃদয় চিবে দেখাতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু আর সময় নাই। আব সময় নাই। [প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

স্থান—গোবিন্দেব গৃহাঙ্গন। কাল—বাত্রি।

অজয়সিংহেব মৃতদেহ। অদূবে চাবিজন বাহক দণ্ডায়মান।

গোবিন্দ একদৃষ্টে মৃতদেহটীব দিকে চাহিয়াছিলেন। শেষে কহিলেন "এই আমাব পুত্র অজয়সিংহেব মৃতদেহ! কোথায় দেখলে সত্যবতী?"

সত্যবতী। রাস্তাব ধাবে।

গোবিন্দ। কি বকম ক'রে তাব মৃত্যু হোল সত্যবতী?

সত্যবতী। যা'বা তা ব চাবি পার্শ্বে দাঁড়িয়েছিল, তাদের কাছে শুনলাম, যে মহাবৎ খাঁব সৈন্যেরা নিবীহ গ্রামবাসীদেব হত্যা কর্চ্ছিল। অজয়সিংহ তাদেব রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। আব কল্যাণীকে সৈন্যেবা ধবে' নিয়ে গিয়েছে।

গোবিন্দ। সত্য! সত্য! অজয়!—পুত্র আমাব!—আমায় ক্ষমা

চাহিবারও অবকাশ দিলি নে! আমি ক্রোধে অন্ধ হয়েছিলাম! তাই তুই গৃহ ছেড়ে চলে' গেলি, তবু আমি কথাটি কইনি। কেন তোকে ডেকে ফেরালাম না! কেন যেতে দিলাম!—অজয়! প্রাণাধিক আমার! ক্ষমা চাহিবারও অবকাশ দিলি না! এত অভিমান!—এত অভিমান! আমি তোর বুড়ো বাপ্।—অজয়—অজয়!—

সত্যবতী। গোবিন্দসিংহ! দুঃখ কি! অজয় আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে।

গোবিন্দ। সত্য কথা বলেছ সত্যবতী! অজয় আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে। আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে। দুঃখ কি!—আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে। যাও সগৌরবে এর দাহ করগে যাও।" [মুখ ঢাকিলেন; বাহকগণ অজয়সিংহের দেহ উঠাইতে উদ্যত হইলে গোবিন্দ কহিলেন]—"দাঁড়াও! আর একবার দেখে নেই। সর্ব্বস্ব আমার! বৃদ্ধের সম্বল! অন্ধের যষ্টি! প্রিয়তম বৎস আমার। একবার—না না দুঃখ কিসের? সত্য বলেছো সত্যবতী! অজয় আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে।—মেবার! রাক্ষসী! এত নিয়েও তোর উদর পূর্ণ হলো না!—তুইত খেতে বসেছিস্! তবে সব না খেয়ে যাবিনে। আমার সোণার সংসার!—না! না! কে বল্লে আমার অজয় মরেছে! মরে নি ত! ঐ যে আমার পানে চাইছে। ঐ যে এখনও বেঁচে আছে।—অজয়! অজয়!

গোবিন্দসিংহ অজয়ের মৃতদেহের পানে ধাবিত হইলে সত্যবতী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন "গোবিন্দসিংহ! শোকে উন্মত্ত হয়ো না। তোমার পুত্র আর নাই।"

গোবিন্দ। নাই! পুত্র নাই। সত্য বটে, পুত্র নাই! এ আমার ভ্রান্তি। অজয়। অজয়। আমার সর্ব্বস্ব।—[মুখ ঢাকিলেন]

সত্যবতী। তুমি বীব। পুত্রশোকে এত অধীব হওয়া তোমাব কি শোভা পায় গোবিন্দসিংহ!

গোবিন্দ। কি বল্‌ছো সত্যবতী—আবো চেঁচিয়ে বলো। শুন্তে পাচ্ছি না। আমাব ভিতবে একটা ঝড বইছে। কিছু শুন্তে পাচ্ছি না। —ওহো হো হো হো [নিজ বক্ষ চাপিয়া ধবিলেন]

কল্যাণীব প্রবেশ।

কল্যাণী। পিতা! পিতা!—

গোবিন্দ। কে ডাক্‌লে? কল্যাণী না? সর্ব্বনাশী-দেখ্‌ তোব কীর্ত্তি। আমাব অজযকে তুই খেয়েছিস বাক্ষসী। দে। তাকে ফিবিয়ে দে।

কল্যাণী। বাবা—এই যে দাদাব মৃতদেহ।—দাদা! দাদা! দাদা!

[কল্যাণী অজযেব মৃতদেহ জড়াইয়া ধবিলেন।]

গোবিন্দ। সবে' যা, আমাব অজযকে স্পর্শ ক'বিস না! সবে' যা, ডাইনি।"—এই বলিয়া কল্যাণীব হাত ধবিলেন।

কল্যাণী। [উঠিয়া] বাবা, আমি সত্যই ডাইনি। আমায বধ কব। কে আমাব নাম বেখেছিল কল্যাণী?—বাবা। আমি তোমাব গৃহে অকল্যাণেব শিখা—মেবাবেব ধূমকেতু—পৃথিবীব সর্ব্বনাশ। আমায় বধ কবো। এ সর্ব্বনাশীকে জগৎ হ'তে দূব কবো। আবাব সব ফিবে পাবে। আমায় বধ কব! বধ কব! [গোবিন্দেব সম্মুখে জানু পাতিলেন]

গোবিন্দ। আমাব অন্তবে এ কি হচ্ছে। এ যে একটা নবকেব দাহ—একটা পিশাচেব নৃত্য! আব যে পাবি না! আব যে পাবি না! জগদীশ!—

সত্যবতী। গোবিন্দসিংহ! দুঃখে অধীব হোযো না। সগৌববে তোমাব বীব পুত্রেব দাহ কব। তোমাব পুত্র আর্ত্তবক্ষায প্রাণ দিয়েছে।

গোবিন্দ। সত্য কথা! সত্য কথা! অজয় আর্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে। আর দুঃখ কোর্বোনা। ক্ষমা কর মা।—এ ত আমার গৌরবের কথা তবে—[ক্রন্দনস্বরে] বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি সত্যবতী। বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি।

কল্যাণী। বাবা—

গোবিন্দ। [কম্পিতস্বরে] আয় কল্যাণী! আমার বুকে আয় মা। আয় আমার গৃহপরিত্যক্তা, পতিপরিত্যক্তা, মাতৃহীনা, অভাগিনী কন্যা আমার! আমি সতী সাধ্বীর অমর্য্যাদা করেছিলাম, তাই আমায় ঈশ্বর এই শাস্তিবিধান করেছেন।—যাও তোমরা মৃতদেহ দাহ করগে।”—বাহকগণ মৃতদেহ উঠাইতে উদ্যত হইলে বেগে আলুলায়িত কেশা স্রস্তবসনা মানসী সেখানে প্রবেশ করিয়া কহিলেন “দাঁড়াও! আমি একবার দেখে নি।”

সত্যবতী। একি! রাজকন্যা!

মানসী। অজয়! প্রিয়তম! জীবনসর্ব্বস্ব আমার! স্বামী আমার!

সত্যবতী। সে কি রাজকন্যা—তোমার স্বামী

মানসী। তবে শোন সবাই! কখন বলি নাই, আজ বলি।—এই অজয়সিংহের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল, কেহ জান্তে পারে নি—আমি নিজে জান্তে পারিনি। নীরবে নিভৃতে, আত্মায় আত্মায় সে বিবাহ সম্পাদিত হয়েছিল।—প্রিয়তম! কোথা যাও! দেখ, আমি এসেছি—আজ আমি আর তোমার সে প্রগলভা গুরু নহি; দীনে দয়াময়ী রাজকন্যা নহি; আজ আমি শুদ্ধ তোমার প্রেমভিখারিণী দুর্ব্বলা রমণী! আজ আমি পথের দীনতম ভিখারিণীর চেয়েও দীন। অজয়! তোমায় কখন বলি নাই, যে তোমায় কত ভালোবাসি! আমি আগে বুঝ্‌তে পারি নি! আমায় ক্ষমা কর।

সত্যবতী। আহা, রাজকন্যা শোকে উন্মত্ত হয়েছেন!—শান্ত হও মানসী! অজয় আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে—

মানসী। সত্যকথা। এই রকম করেই' প্রাণ দিতে হয়! প্রিয় শিষ্য আমার! আজ তুমি আমার গুরুর স্থান অধিকার করেছো! তোমার গরিমার রশ্মি পরলোক ছাপিয়ে পৃথিবীর গায়ে এসে লেগেছে! মর্ত্তে' হয় ত এইরকম করেই! বৃদ্ধ গোবিন্দ! বৃদ্ধ গোবিন্দ! ধন্য তুমি যে এ হেন পুত্রের গৌরব কর্ত্তে পারো! ধন্য আমি! যাব এই স্বামী!—গোবিন্দ সিংহ এ আমাদের গর্ব্ব কর্ব্বার সময়, শোক কর্ব্বার সময় নয়।

গোবিন্দ। [শুষ্ককণ্ঠে] রাজপুত্রী! অজয় আর্ত্তরক্ষায় প্রাণ দিয়েছে! কিসের দুঃখ—[ভগ্নস্বরে] অজয় দেশের জন্য"—এই বলিয়া গোবিন্দ আর কহিতে পারিলেন না। গৃহপ্রাচীরের উপর দক্ষিণ বাহু রাখিয়া তাহার উপর মুখ ঢাকিলেন। একটা নিরুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে তাঁহার জীর্ণ দেহখানি আলোড়িত হইতে লাগিল।

মানসী। বৃথা বৃথা বৃথা! ভিতর থেকে একটা প্রবল শোকের উচ্ছ্বাস সব সান্ত্বনা ছাপিয়ে উঠ্‌ছে! আর পারি না! অজয় অজয়!—

কল্যাণী। এ সব কি! কিছু বুঝ্‌তে পার্চ্ছিনা। এ স্বর্গ না মর্ত্ত্য! এরা দেবতা না মানুষ! এ জীবন না মৃত্যু? আমি কে?—ওঃ—

[মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।]

সত্যবতী। কল্যাণী! কল্যাণী!

গোবিন্দ। মেয়েটা মর্চ্ছে। ম'র্ত্তে দেও'। আমরা এক সঙ্গে সব যাব—পুত্র, কন্যা, আমি, মেবার—সব যাব। পুত্র গিয়েছে—কন্যা

গিয়েছে—ঐ মেবার—আমার সাধের মেবার—সেও ডুব্‌ছে—ডুব্‌ছে—ঐ ডুব্‌লো—আমিও যাই।

[উন্মাদবৎ নিষ্ক্রান্ত]।

সত্যবতী। মাত্রা পূর্ণ হোল! এখন একটা প্রলয় হোক্—

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—মেবারের পর্ব্বতপ্রান্তে মহাবৎ খাঁর শিবির। কাল—সায়াহ্ন।

মহাবৎ শিবিরের বহির্দ্দেশে দাঁড়াইয়া মেবারের পাহা' অস্তগামী সূর্য্যরশ্মিরেখা দেখিতেছিলেন, পরে কহিলেন গেল—" এমন সময়ে মহারাজ গজসিংহ প্রবেশ করিয়া কহিলেন— সাহেব—"

মহাবৎ। মহারাজ!

গজ। যুদ্ধে জয়লাভ করে'ও আপনি সসৈন্যে উদয়পুরে প্রবেশ কর্চ্ছেন না কেন?

মহাবৎ। তার কারণ আমার কি এখন মহারাজকে দিতে হবে?

গজ। না, একটা কথার কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছিলাম মাত্র। শুনেছেন খাঁ সাহেব, এবার মেবারের নারীগণ অস্ত্র ধরেছেন?

মহাবৎ। নারীগণ অস্ত্র ধরেছেন!—নারীগণ!

গজ। হাঁ, দেখা যাক্, তাঁরা যুদ্ধ কি রকম করেন। এবার এ যুদ্ধের মধ্যে একটু কোমল ভাব আস্‌বেই। এবার যুদ্ধে আমি যাব।

মহাবৎ। মহারাজ, রাজপুত নারী নিয়ে, রাজপুত আপনি এরূপ ঘৃণ্য পরিহাস কর্ত্তে পারেন! আপনি কি সত্যই রাজপুত? না—

গজ। মহাবৎ খাঁ।—

মহাবৎ। যান—যান—এই শৌর্য্যটুকু ভবিষ্যতে আপনার দেশের জন্য গচ্ছিত রাখবেন।

[গজসিংহের প্রস্থান]

মহাবৎ। এই সব মহাত্মারা হিন্দুধর্ম্মের ধ্বজা উড়াচ্ছেন। হিন্দু! তোমার সাম্রাজ্য হারিয়েছো সহ্য হয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বটুকুও হারিয়েছো!

[জনৈক সৈনিকের প্রবেশ।]

মহাবৎ। কি সম্বাদ সৈনিক?

সৈনিক। সাহাজাদা সসৈন্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

মহাবৎ। এসেছেন?—আচ্ছা যাও।

[সৈনিকের প্রস্থান]

মহাবৎ। সৈন্য নিয়ে আস্‌বার আর প্রয়োজন ছিল না। মেবার ধ্বংস আমি সম্পূর্ণ করেছি। তবে আমি মোগল সৈন্য নিয়ে উদয়পুর দুর্গে প্রবেশ কর্ত্তে চাই না। সে কাজ সাহাজাদা—মোগল, স্বয়ং করুন। আমার কাজ এইখানে শেষ।

[গোবিন্দসিংহের প্রবেশ।]

মহাবৎ। কে তুমি বৃদ্ধ?

গোবিন্দ। আমি মেবারের একজন সামন্ত।

মহাবৎ। এখানে কি মনে করে'?

গোবিন্দ। বল্‌ছি, হাঁফ নিতে দাও।

মহাবৎ। তুমি কি রাণা অমরসিংহের দূত? সন্ধির প্রস্তাব এনেছো?

গোবিন্দ। তার পূর্ব্বে যেন আমার শিরে বজ্রাঘাত হয়!

মহাবৎ। তবে তুমি এখানে কি চাও?

গোবিন্দ। ম'র্ত্তে চাই। বৃদ্ধ হয়েছি; ম'র্ত্তে চাই। যুদ্ধ ক'রে ম'র্ত্তে চাই।—তবে সামান্য সৈনিকের হাতে মর্ব্বার ইচ্ছা নাই। ইচ্ছা—তোমার হাতে মর্ব্ব—তোমার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে মর্ব্ব।

মহাবৎ। বৃদ্ধ! তুমি কি বাতুল!

গোবিন্দ। না মহাবৎ, আমি বাতুল নই। তুমি ভাব্ছ, যে আমি পারি যদি, তোমায় দ্বন্দযুদ্ধে বধ কর্ত্তে এসেছি।—হা ঈশ্বর! সে শক্তি আমার যদি এখন থাকতো!— না মহাবৎ খাঁ, আমি জানি, দ্বন্দযুদ্ধে তোমার সঙ্গে আজ আর পার্ব্ব না। তবে ম'র্ত্তে পার্ব্বো। আমি তোমার হাতে ম'র্ত্তে চাই।

মহাবৎ। এ অত্যন্ত অদ্ভুত ইচ্ছা।

গোবিন্দ। কিছুনা। আমি অন্ততঃ পঞ্চাশটা যুদ্ধ স্বর্গীয় মহারাণা প্রতাপসিংহের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ক'রেছি। এ দেহে অনেক ক্ষতের চিহ্ন আছে। আমার শেষ ক্ষত তোমার খড়্গাঘাতে হোক।

মহাবৎ। তাতে তোমার লাভ?

গোবিন্দ। লাভ বিশেষ নাই। তবে তুমি ধর্ম্মে যবন হলেও, জাতিতে রাজপুত; আর তুমি রাণা প্রতাপসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র। তোমার হাতে মরায় একটা গৌরব আছে।

মহাবৎ। আপনি কি সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দসিংহ?

গোবিন্দ। হাঃ—হাঃ—হাঃ। চিনেছো মহাবৎ খাঁ? এখন বুঝতে পার্চ্ছো যে কেন মর্ত্তে চাই? মহাবৎ খাঁ। আজ তুমি মেবার জয় ক'রেছ মেবার ধ্বংস ক'রেছ। তবু তোমায় উদয়পুর দুর্গে প্রবেশ

ক'র্ত্তে দিব না। মেবারের আর সৈন্য নাই।—তোমার আর যুদ্ধ ক'র্ত্তে হবে না। মেবারের শেষ বীর আমি। আমি একা দাঁড়িয়েছি, আজ উদয়পুরে মোগল বাহিনীর গতিরোধ ক'র্ত্তে। আমায় বধ না করে' উদয়পুর দুর্গে প্রবেশ ক'র্ত্তে পার্ব্বে না। অস্ত্র নাও। [তরবারি নিষ্কাসন]

মহাবৎ। বীরবর! আমি সে দুর্গে প্রবেশ ক'র্ত্তে চাই না।

গোবিন্দ। চাও, না চাও সমানই কথা।—নাও, অস্ত্র নাও।

মহাবৎ। শুনুন—

গোবিন্দ। না শুন্তে চাই না। শুন্তে চাই না। আমার অন্তরে একটা দাবাগ্নি জ্বল্ছে। আমার পুত্র নাই, কন্যা নাই—আমি ম'র্ত্তে চাই। আমার স্বাধীন মেবারকে যবনের পদদলিত দেখ্বার আগে আমি ম'র্ত্তে চাই। রাণা প্রতাপসিংহের পুত্র মোগলের গোলাম হবে দেখবার আগে আমি ম'র্ত্তে চাই।—আর তা'র হাতে ম'র্ত্তে চাই, যে আমার জামাই হয়েও আমার পুত্রহন্তা—আমার দেশের সন্তান হয়েও যে পরের গোলাম—আমার ধর্ম্মের হয়েও যে মুসলমান—আমার রাজার ভাই হলেও যে তার শত্রু। অস্ত্র নাও মহাবৎ।"—মহাবৎ তরবারি নিষ্কাসন করিয়া কহিলেন "ক্ষান্ত হউন। আমি আপনাকে কখনও বধ করবো না।"

গোবিন্দ। কোন কথা শুন্তে চাই না। নিজেকে রক্ষা কর।

মহাবৎ। সানুস্থাপতি,—

গোবিন্দ। আমায় বধ করো—বধ করো—

মহাবৎ। আমি অস্ত্র পরিত্যাগ কর্লাম।

গোবিন্দ। ছাড়ছি না মহাবৎ, অস্ত্র নাও। আমি আজ ম'র্ত্তে এসেছি; মর্ব্ব। অস্ত্র নাও। আমি ছাড়ব না।

[আক্রমণ করিতে উদ্যত।]

এই সময় পশ্চাৎ হইতে গজসিংহ আসিয়া গোবিন্দ সিংহকে গুলি করিলেন, গোবিন্দ পতিত হইলেন।

মহাবৎ। এ কি! কি কর্লে মহারাজ?

গজ। বধ করেছি।

মহাবৎ। জানেন উনি কে?

গজ। কে? একজন দস্যু।

গোবিন্দ। দস্যু আমি নই মহারাজ!—দস্যু তোমরা। পরের রাজ্য লুট কর্ত্তে আমি যাই নাই—তোমরা এসেছ।—মহাবৎ খাঁ, যাও এখন উদয়পুরে যাও। আর কেউ তোমার গতিরোধ কর্ব্বে না। নিজের মাকে ধরে' মোগলের দাসী করে' দাও। সন্তানের কার্য্য কর। অজয়! কল্যাণী——[মৃত্যু]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—উদয়পুরের দুর্গের সম্মুখস্থ, রাজপথ। কাল—রাত্রি।

একজন দুর্গরক্ষক রাজপুত সৈনিক ও পুরবাসীগণ কথোপকথন করিতেছিল।

১ম পুরবাসী। রাণা দুর্গের বাহিরে গিয়েছেন কেন সৈনিক?

সৈনিক। কেন তা জানি না। শুনলাম, সেনাপতি মহাবৎ খাঁ মেবারের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিত্যাগ করে' সম্রাটকে পত্র লিখেছিলেন। তাই

সাহাজাদা খুরম এই যুদ্ধে স্বয়ং এসেছেন। মোগলদূত সাহাজাদার কাছ থেকে এক পত্র এনেছিল। শুনেছি, তিনি সেই পত্রে রাণার বন্ধুত্ব ভিক্ষা করেন। মোগলদূত ফিরে গেলে রাণা তার পরদিন—আজ প্রত্যুষে উঠে, ঘোড়ায় চ'ড়ে সাহাজাদার শিবিরের দিকে গেলেন।

২য় পুরবাসী। তারপর ?

সৈনিক। তারপর কি হয়েছে তা জানি না।

৩য় পুরবাসী। রাণা এখনও ফিরে আসেন নি ?

সৈনিক। না।

৪র্থ পুরবাসী। তাঁর সঙ্গে কে গিয়েছে ?

সৈনিক। কেউ যায় নাই। তিনি একা গিয়েছেন।

১ম পুরবাসী। ও কে ?

২য় পুরবাসী। আমাদের রাণা নয় ত ?

৩য় পুরবাসী। তাইত! ও কে? রাণা ত না।

৪র্থ পুরবাসী। রাজার মত পোষাক। কে লোকটা—জানেন সৈনিক ?

সৈনিক। উনি যোধপুরের মহারাজ গজসিংহ।

১ম পুরবাসী। ঐ সেই রাজা না, যে মহাবৎ খাঁর সঙ্গে মেবার আক্রমণ ক'র্ত্তে এসেছে।

সৈনিক। হাঁ।

২য় পুরবাসী। জাতিতে রাজপুত ?

৩য় পুরবাসী। রাজপুত হ'য়ে রাজপুতের শত্রু ?

[সৈনিকদল সহ মহারাজ গজসিংহের প্রবেশ।]

গজ। সৈনিক, দুর্গের দ্বার বন্ধ ?

সৈনিক। হাঁ, মহাবাজ।

গজ। দ্বাব খোলো। এখন এ দুর্গ আমাদেব।

সৈনিক। প্রভুব বিনা আজ্ঞায় দুর্গেব দ্বাব খুলতে পাবি না, মহাবাজ।

গজ। প্রভু!—তোমাদেব প্রভু এখন বাণা অমব সিংহ নয়, তোমাদেব প্রভু আমি।

সৈনিক। আপনি। সেটা জান্তাম না। তবুও আমাদেব বাণা অমবসিংহেব বিনা আজ্ঞায় দুর্গদ্বাব খুলতে পাবি না।

গজ। সৈনিকগণ! এব কাছ থেকে চাবি কেড়ে নেও।

সৈনিক। প্রাণ থাকৃতে নয়। [তববাবি বাহিব ক'বল]

গজ। তবে একে বধ কব —

১ম পুববাসী [অন্য পুববাসীদিগকে] দাঁড়িযে দেখছ কি?—মাবো। সকলে মিলিয়া গজসিংহকে আক্রমণ কবিল।

গজ। সৈনিকগণ—

গজসিংহেব সৈনিকগণ পুববাসীদেব আক্রমণ কবিল। তখন পশ্চাৎ হইতে মোগলসৈন্যপবিবৃত বাণা অমব সিংহ আসিযা কহিলেন—"সৈনিকগণ!—অস্ত্র বাখো।"

বাজপুত সৈনিকগণ মোগল সৈনিকগণকে দেখিযা অস্ত্র বাখিল।

বাণা। মহাবাজ গজসিংহ! এখানে তোমাব প্রযোজন?

গজ। আমি এই দুর্গে প্রবেশেব অধিকাব চাই।

বাণা। বাজ অতিথি! বাণা অমব সিংহ যথোচিত অতিথি সৎকাব কর্ব্বে।—মোগলেব কুকুব! তোমাব যোগ্য অতিথি সৎকাব এই। [পদাঘাতে গজসিংহকে ভূপাতিত কবিলেন] সাহসী সৈনিক, দুর্গ-

দ্বার খোল। [দুর্গদ্বার খুলিলে তিনি মোগলসৈনিকদিগকে কহিলেন]
তোমরা যেতে পারো।

রাণা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন দুর্গদ্বার রুদ্ধ হইল।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—মেবারের গিরিপথ। কাল সায়াহ্ন।

সত্যবতী ও তাহার পুত্র অরুণ ও চারণীগণ।

চারণীগণের গীত।

ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর, ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার।
এ মহা শ্মশানে ভগ্ন পরাণে আজি মা কি গান গাহিব আর।
মেবার পাহাড় হইতে তাহার নেমে গেছে এক গরিমা হায়!
ঘন মেঘরাশ, ঘেরিয়া আকাশ, হানিয়া তড়িৎ চলিয়া যায়।
মেবার পাহাড়—শিখরে তাহার রক্ত নিশান উড়ে না আর।
এ হীন সজ্জা—এ ঘোর লজ্জা—ঢেকে দে গভীর অন্ধকার।

(২)

গাহে নাকো আর কুঞ্জে তাহার পিকবর আর হরষগান;
ফোটে না ক ফুল; আসেনা আকুল ভ্রমর করিতে সে মধুপান;
আর নাহি বয়, শিহরি' মলয়; আর নাহি হাসে আকাশে চাঁদ;
মেবার নদীর ম্লান দুটী তীর——করে না ক আর সে কলনাদ।
মেবার পাহাড় ইত্যাদি——

(৩)

মেবারের ঘন বিষাদ মগন, আঁধার বিজন নগর গ্রাম ;
পুরবাসী সব মলিন নীরব ; বিষাদ মগন সকল ধাম ,
নাহি করে আর খর তরবার আস্ফালন সে মেবার বীর ,
নাহি আর হাসি—ম্লান রূপরাশি ত্রস্ত মেবার সুন্দরীর।
মেবার পাহাড় ইত্যাদি——

(৪)

এ ঘন আঁধার। কিবা আছে তাঁর। সান্ত্বনা আর কে করে দান,
চারণ কবির বিনা সে গভীর অতীত মেবারমহিমাগান।
গেছে যদি সব সুখ কলরব, অতীতের বাণী বাঁচিয়া থাক।
চারণের মুখে সান্ত্বনা সুখে শূন্য মেবারে ধ্বনিয়া যাক।
মেবার পাহাড় ইত্যাদি——

সৈনিক ত্রয়ের সহিত হেদায়েৎ আলির প্রবেশ।

হেদায়েৎ। কে তুমি ?

সত্যবতী। আমি চারণী।

হেদায়েৎ। তুমি পথে ঘাটে এই গান গেয়ে বেড়াচ্ছ ?

সত্যবতী। হাঁ সৈনিক। আমার ব্যবসাই গান গাওয়া।

হেদায়েৎ। তুমি এ গান গাহিতে পারে না।

অরুণ। কেন সৈনিক ?

হেদায়েৎ। আজ এ দেশ তোমাদের নয়, এ দেশ মোগলের।

সত্যবতী। মোগলের জয় হোক। যতদিন মেবার স্বাধীন ছিল, আমরা যুদ্ধ করেছি। এখন মেবার একবার যখন অবনতশিরে মোগলের প্রভুত্ব স্বীকার করেছে তখন মোগলের সঙ্গে আর আমার বিবাদ নাই।

তবে তাই বলে' কাঁদতেও পাবো না?—মোগল সৈনিক! জগতে সবারই মাকে ভালবাস্‌তে আছে, কেবল কি হতভাগ্য মেবারবাসীর নাই?

হেদায়েৎ। না, এ গান গাইতে পাবে না।

অরুণ। আমরা গাইব। দেখি কে রোখে, গাও মা।

হেদায়েৎ। এ গান গাও যদি তোমায় আমাদের বন্দী কর্ত্তে হবে।

সত্যবতী। কর বন্দী সৈনিক! আমাদের বন্দী কর। আমরা তোমাদের কারাগারে বসে' এই দুঃখের গানে তার গভীর অন্ধকার ধ্বনিত করবো।—গাও পুল।

হেদায়েৎ। উত্তম। তবে তুমি আমার বন্দী। [অগ্রসর]

অরুণ। খবর্দ্দার। [তরবারি বাহির করিলেন] মাকে স্পর্শ করিস না যদি প্রাণে মায়া থাকে।

হেদায়েৎ। উদ্ধত বালক অস্ত্র রাখো।

অরুণ। কেড়ে নেও।

হেদায়েৎ। সৈনিকগণ—আক্রমণ কর।

[সৈনিকত্রয় অরুণকে আক্রমণ করিল, অরুণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।]

সত্যবতী। সাবাশ্ পুত্র! তোমার মাকে রক্ষা কর।

একজন সৈনিক ভূপতিত হইল।

সত্যবতী। সাবাশ্ পুত্র। প্রাণ থাক্‌তে অস্ত্র ছেড়ো না। এই ত চাই।—ওঃ—কি আনন্দ।

হেদায়েৎ আলি পরে অরুণকে স্বয়ং আক্রমণ করিলেন। অরুণ সিংহ পিছাইয়া রসিয়া যুদ্ধ করিলেন। সৈনিকগণ ও হেদায়েৎ তাহাকে

ঘিরিলেন। সত্যবতী পুত্রের মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। এমন সময়ে মহাবৎ খাঁ পশ্চাৎ হইতে সসৈন্যে আসিয়া কহিলেন "ক্ষান্ত হও হেদায়েৎ আলি"।

সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ ক্ষান্ত হইলেন।

মহাবৎ। লজ্জা নাই হেদায়েৎ আলি! দুই জন মোগল সৈনিক মিলে একজন বালককে আক্রমণ করেছে। তার উপর তোমারও তরবারি বা'র কর্ত্তে হোল! ধিক!—বৎস। তুমি প্রাণ দিয়ে তোমার মাকে রক্ষা কর্ত্তে গিয়েছিলে! ধন্য তুমি! এই রকম ক'রে'ই ত প্রাণ দিতে হয়। বেঁচে থাক বৎস।

সত্যবতী এতক্ষণ সম্বদ্ধমুষ্টিদ্বয় স্বীয় বক্ষোপরি রাখিয়া সগৌরবে তীব্র আনন্দে অরুণের মুখের উপর চাহিয়াছিলেন। তাহার পরে তিনি মহাবৎ খাঁর দিকে দুই পদ অগ্রসর হইয়াই পশ্চাতে ফিরিয়া আসিয়া শির নত করিলেন। মহাবৎ সত্যবতীর দিকে চাহিয়া রহিলেন; পরে ডাকিলেন—"ভগিনি!—আর কি বল্‌বো তোমাকে!—তোমাকে ভগ্নী বলে' ডাকবারও অধিকার রাখিনি। তবে—আর কি বল্‌বো! আমায় ক্ষমা কর।—ভগিনি!

সত্যবতী। ভগবান!—এ কি কর্লে। আমার ছোট ভাইটি আমাকে ভগ্নী বলে' ডাক্‌ছে! তবু আমি তা'কে আমার বুকের মধ্যে টেনে নিতে পার্চ্ছি না!—

অরুণ। ইনি কে মা!—

সত্যবতী। ইনি মোগল সেনাপতি মহাবৎ খাঁ।

মহাবৎ। আমি তোমার মামা।

সত্যবতী। চল বৎস! আমরা যাই।

মহাবৎ। কোথা যাবে? আমায ক্ষমা কবে' যাও।

সত্যবতী। তুমি কি পাপ কোবেছো, তা জানো মহাবৎ খাঁ?

মহাবৎ। জানি। আমি নিজেব হাতে নিজেব ঘবে আগুন দিয়েছি, আব পৈশাচিক উল্লাসে তা'ব উত্থিত ধূমবাশি দেখেছি

সত্যবতী। শুধু তাই কি!

মহাবৎ। আব কি!—মুসলমান হয়েছি! আমি স্বীকাব কবি না যে আমি তাতে কোন পাপ কবেছি।—যা'ব যা' বিশ্বাস। তবে—

সত্যবতী। উত্তম!—এসো বৎস!

মহাবৎ। দাঁড়াও। তাও যদি হয়, তা হলে সে পাপ কি এত ভযানক, যে সে পাপ মানুষেব হৃদয় থেকে সব কোমল প্রবৃত্তিকে মুছে ফেলে দিতে পাবে।—ভগ্নি! আমি জানি যে নাবীব হৃদয় পবিত্রতাব তপোবন, আত্মোৎসর্গেব লীলাভূমি, প্রীতিব নন্দনকানন। আচাবেব নিযম কি এতই কঠোব, যে এই নাবীব হৃদয়কেও পাষাণ, মরুভূমি কবে' দিতে পাবে। একবাব এক মুহূর্ত্তেব জন্য ভুলে যাও, যে তুমি হিন্দু আমি মুসলমান, যে তুমি প্রপীড়িত আমি অত্যাচাবী। শুদ্ধ মনে কব যে তুমি মানুষ আমি মানুষ, তুমি ভগ্নী আমি ভাই। মনে কব সেই শৈশব কাল, যখন তুমি আমায় কোলে কবে' বেড়াতে, আমাব গণ্ডদেশ চুমায় চুমায় ভবে' দিতে, আমাকে কোলে কবে' জড়িয়ে শুয়ে থাকতে। মনে কব—আমবা সেই দুই মাতৃহীন ভাইভগ্নী।—দিদি!

সত্যবতী। ভগবান্—

মহাবৎ। দিদি—

সত্যবতী। আব পাবি না! যা হবাব তা হয়েছে।—ছোট ভাইটি আমাব। যাও, আমি তোমাব সর্ব্ব অপবাধ ক্ষমা কবেছি। ভগবানেব

কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনিও তোমায় ক্ষমা করেন। যাও ভাই! তুমি আর আমার কাছে মোগল সেনাপতি মহাবৎ খাঁ নও! তুমি শুধু আমার সেই ছোট ভাই মহীপৎ।—যাও ভাই!

মহাবৎ। তবে এসো দিদি। [প্রণাম করিলেন]

সত্যবতী। আয়ুষ্মান হও ভাই।—চ'ল' এসো বৎস।

হেদায়েৎ। কোথা যাবে! আমরা তোমায় বন্দী কর্ব্ব।

মহাবৎ। কারও সাধ্য নাই যে আমার সম্মুখে আমার ভগ্নীর একটি কেশ স্পর্শ করে।—যাও ভগ্নী!

হেদায়েৎ। তুমি আর সেনাপতি নও মহাবৎ খাঁ। এখন আমরা তোমার কথা মানিনা! সেনাপতি এখন সাহাজাদা খুরম।

['সাজাহানের প্রবেশ।]

সাজাহান। উত্তম! তবে আমি স্বয়ং সে আজ্ঞা দিচ্ছি। যাও মা! নিঃশঙ্কে ঘরে ফিরে যাও।

হেদায়েৎ। কিন্তু এ নারী পথে ঘাটে বিদ্রোহের গান গেয়ে বেড়াচ্ছে, সাহাজাদা।

সাজাহান। আমি দূর হ'তে সে গান শুনেছি। সে এক হতাশাময় গভীর দুঃখের গান।

হেদায়েৎ। এতে যদি রাজ্যে অশান্তি হয় সাহাজাদা!

সাজাহান। সে অশান্তি দমন কর্ত্তে মোগলসম্রাট জানে। হেদায়েৎ আলি খাঁ! মেবারে কেন—সমস্ত ভারতবর্ষে, তা'র কোন সন্তান তা'র মায়ের নাম গাওয়ার জন্য যদি এই বিপুল মোগলসাম্রাজ্য একখণ্ড শরতের মেঘখণ্ডের মত উড়ে যায়—ত সে যাক্। মোগলসাম্রাজ্য এমন বালুর ভিত্তির উপর গঠিত নয় হেদায়েৎ! সে সাম্রাজ্য ভারতবাসীর গাঢ় স্নেহের

উপব প্রতিষ্ঠিত। মোগলসম্রাট কখন কোন সঙ্গত, ন্যায়োচিত, ভক্তি-পবিত্র মাতৃপূজায় বাধা দিবে না। তা'ব জন্য যদি তা'ব এ সাম্রাজ্য দিতে হয়—দিবে। বুঝলে হেদায়েৎ!

হেদায়েৎ। যে আজ্ঞা সাহাজাদা।

সাজাহান। গাও মা! দুঃখ তা নয়, যে তুমি এই গান গেয়ে বেড়াচ্ছ; দুঃখ এই, যে সে গান শুনবাব লোক আজ মেবাবে নাই। গাও মা কোন ভয় নাই। আমি শুনবো। আমি তোমাব মাবেব ভূত গবিমাব সঙ্গে অশ্রু মিশিযে কাঁদতে জানি।—গাও মা! গাও বালক! আমিও সে গানে যোগ দিব। গাও হেদায়েৎ আলি! গাও সৈনিকগণ!

[গাহিতে গাহিতে সকলেব প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—উদয় সাগবের তীব। কাল—সন্ধ্যা।

মানসী একাকিনী!

মানসী। আমাব উপর দিযে একটা ঝড বযে' গিয়েছে। আবাব সমুদ্রেব সেই মৃদু গম্ভীব অনাদি সঙ্গীত শুনতে পাচ্ছি—শতগুণ মধুব। মেঘ কেটে গিয়েছে। আবার আকাশেব সেই নক্ষত্রোজ্জ্বল অবাবিত নীলিমা দেখ্‌তে পাচ্ছি,—শতগুণ নির্ম্মল। আমাব কর্ত্তব্য পথ আজ জীবনেব ক্ষুদ্র সুখ দুঃখেব সীমা ছাড়িয়ে, বহুদূবে প্রসাবিত দেখ্‌ছি।

কল্যাণীর প্রবেশ।

মানসী। কে? কল্যাণী?

কল্যাণী। হাঁ রাজকুমারী।

মানসী। আবার রাজকুমারী! তোমার সঙ্গে আমার এক নূতন সম্বন্ধ হয় নাই!—এই! আবার কাঁদছো কল্যাণী! ছিঃ বোন্!

কল্যাণী। না আর কাঁদবো না। কিন্তু বোন্—আর যে সৈতে পারি না। তাই তোমার কাছে আজ ছুটে এলাম। আমায় সান্ত্বনা দাও।

মানসী। তোমার সমস্ত দুঃখভার আমাকে দাও; আর আমার সুখ তুমি নাও কল্যাণী।

কল্যাণী। তোমার সুখ!

মানসী। হাঁ আমার সুখ। দুঃখ আমাকে পিষে ফেলবে ঠিক ক'রে এসেছিল—তা সে পারে নাই, পার্ব্বেও না। আমি দুঃখকে হিংস্র জন্তুর মত বেঁধে বশ করে' নিজের কাজে লাগাবো। দুঃখ আমার বড় উপকার করেছে কল্যাণী। এতদিন আমি সুখের রাজ্যে বাস করে' এসেছিলাম—দুঃখের রাজ্য দূর থেকে একটা কুজ্ঝটিকার মত দেখছিলাম। আজ সেই রাজ্যে বাস করে' এসেছি। শত্রুকে জেনেছি, চিনেছি। আর সে আমায় অসতর্ক অবস্থায় পাবে না। এতদিন জীবন অপূর্ণ ছিল, আজ পূর্ণ হয়েছে।

কল্যাণী। ধন্য তুমি বোন্।

মানসী। তুমিও ধন্য হবে কল্যাণী?

কল্যাণী। কেমন করে' বোন্!

মানসী। এ কাজে আমার সহায় হও। এসো, আমরা দুইজন

মনুষ্যেব কল্যাণে জীবন উৎসর্গ কবি। তোমার কল্যাণী নাম সার্থক হউক!—আমাব সহায় হবে?

মানসী। হব।

মানসী। বেশ তবে। দেখ সান্ত্বনা পাও কি না। এ ব্রত যাব তা'র কিসেব দুঃখ?

কল্যাণী। উত্তম! সেখানেই আমাব ব্যর্থ প্রেম পূর্ণ হোক।

মানসী। তুমি মহাবৎ খাঁকে এখনও ঘৃণা কর?

কল্যাণী। বোন্! সে দিন গর্ব্ব কবে' তাঁকে তাই বলে' এসেছিলাম। কিন্তু বুঝে দেখেছি, যে তাঁকে ঘৃণা .কর্ব্বাব শক্তি আমাব নাই। বাল্য-কালে যা'ব স্মৃতি ধ্যান কবে' বড় হয়েছি, যৌবনে যা'কে জীবনেব ধ্রুবতাবা কবে' বেবিয়েছিলাম; এ হতাশার অন্ধকাবে যাব চিন্তা আমাব অন্তবে রাবণেব চিতাব মত অবিবত ধূধূ কবে' জ্বল্ছে;—তাকে ঘৃণা কর্ত্তে পার্ব্বো না। সে কেবল কথাব কথা।

মানসী। তাব' প্রয়োজন নাই কল্যাণী!—তুমি তোমার প্রেমকে মনুষ্যত্বে ব্যাপ্ত কর! সান্ত্বনা পাবে। বিশ্বপ্রেম প্রতিদান চায় না; যোগ্য অযোগ্য বিচাব কবে না। সে সেবা কবেই সুখী।—

[সত্যবতীব প্রবেশ।]

সত্যবতী। মানসী! তোমাব বাবা তোমায় ডাক্ছেন।

মানসী। বাবা ফিবে এসেছেন?

সত্যবতী। হাঁ মা।

মানসী। মোগলেব সঙ্গে সন্ধি হয়েছে?

সত্যবতী। না, বাণা দেখলেন যে সাহাজাদা খুবম যে রাণাব বন্ধুত্ব

ভিক্ষা করে' পত্র লিখেছিলেন সে মৌখিক প্রার্থনা। সে একটা আকাশ-কুসুম, একটা মৃগতৃষ্ণিকা।

মানসী। কেন মা।

সত্যবতী ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন—"মানসী! বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে, হাতে হাতে। পদাঘাতের অঙ্গে পৃষ্ঠের বন্ধুত্ব হয় না; জয়ধ্বনির সঙ্গে আর্ত্তনাদের বন্ধুত্ব হয় না। সাহাজাদা চায়, যে রাণা দুর্গের বাহিরে গিয়ে সম্রাটের ফর্ম্মান নেন।—মানসী! রাণা প্রতাপসিংহের পুত্রের এ অপমানের চেয়ে মৃত্যু ভালো।

মানসী। বাবা কি কর্ব্বেন?

সত্যবতী। রাণা আজ সামন্তদের ডেকে তাঁর পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যভার ত্যাগ করেছেন। তিনি রাণীর সঙ্গে রাজ্য ছেড়ে গিয়ে বনে বাস কর্ব্বেন।—আজ মেবারের পতন হ'ল' মানসী!

মানসী। মা সত্যবতী! মেবারের পতন কি আজ আরম্ভ হোল! না মা; তার পতন আজ হয় নি। তার পতন বহুদিন পূর্ব্ব হতে আরম্ভ হয়েছে। এ পতন সেই পরম্পরার একটি গ্রন্থি মাত্র।

সত্যবতী। সে পতন কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে মা।

মানসী। যে দিন থেকে সে নিজের চোখ বেঁধে আচারের হাত ধরে' চলেছে। যে দিন থেকে সে ভাবতে ভুলে গিয়েছে। মা! যত দিন স্রোত বয়, জল শুদ্ধ থাকে। কিন্তু সে স্রোত যখন বন্ধ হয়, তখনই তাতে কীট জন্মে। তাই এই জাতিতে আজ এই নীচ স্বার্থ, ক্ষুদ্রতা, ভ্রাতৃদ্রোহিতা, বিজাতিবিদ্বেষ জন্মেছে।' সেই উদার অতি উদার হিন্দুধর্ম্ম—আজ প্রাণহীন একখানি আচারের কঙ্কাল। যার ধর্ম্ম গেল মা, তার পতন হবে

না? জাতি যে পাপে ডবে' গেল তা' দেখবার কেউ অবসর পায় না। মেবার গেল বলে' ক্রন্দন কর্লে কি হবে মা!

সত্যবতী। এ দুঃখে কি তবে এই সান্ত্বনা?

মানসী। না, তার চেয়েও বড় সান্ত্বনা আছে। সে সান্ত্বনা এই, যে মেবার গিয়েছে যাক্; তার চেয়ে বড় সম্পৎ আমাদের হোক্। আমি চাই, যে আমার ভাই নৈতিক বলে শক্তিমান হোক; যে সে দুঃখে, নৈরাশ্যে, ঝঞ্ঝার অন্ধকারে, ধর্ম্মকে জীবনের ধ্রুবতারা করুক। যদি তা সে না করে, ত সে উচ্ছন্ন যাক্; আমি ক্ষুব্ধ নহি।

সত্যবতী। ভাই উচ্ছন্ন যাবে, আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌বো?

মানসী। প্রাণপণ চেষ্টা কর্ব্ব তাকে টেনে তুল্‌তে। তবু যদি না পারি—ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়ম পূর্ণ হোক্। যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয়—ত মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হয়ে যাক্। দেশ স্বাধীনতা ডুবে যাক্—এ জাতি আবার মানুষ হোক।

সত্যবতী। তা কি হবে মা?

মানসী। কেন হবে না। আমাদের সেই সাধনা
সাধনা কখন নিষ্ফল হয় না। এ জাতি আবার মানুষ হবে।

সত্যবতী। সে কবে।

মানসী। যে দিন তা'রা এই অথর্ব্ব আচারের ক্রীতদাস না হয়ে' নিজে আবার ভাব্‌তে শিখ্‌বে, যে দিন তাদের অন্তরে আবার ভাবের স্রোত বৈবে, যে দিন তা'রা যা উচিত যা কর্ত্তব্য বিবেচনা কর্ব্বে, নির্ভয়ে তাই করে যাবে, কারো প্রশংসার অপেক্ষা রাখবে না, কারো ভ্রূকুটীর

দিকে ভ্রূক্ষেপ কর্ব্বে না, যে দিন তা'রা যুগজীর্ণ পুঁথি ফেলে দিয়ে—নব ধর্ম্মকে বরণ কর্ব্বে।

সত্যবতী। কি সে ধর্ম্ম মানসী?

মানসী। সে ধর্ম্ম ভালোবাসা। আপনাকে ছেড়ে, ক্রমে ভাইকে, জাতিকে, মনুষ্যকে, মনুষ্যত্বকে ভালো বাস্‌তে শিখতে হবে। তার পরে আর তাদের—নিজের কিছুই কর্ত্তে হবে না, ঈশ্বরের কোন অজ্ঞেয় নিয়মে তাদের ভবিষ্যৎ আপনিই গড়ে' আসবে। জাতীয় উন্নতির পথ শোণিতের প্রবাহের মধ্য দিয়া নয় মা, জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়া। যে পথ বঙ্গের শ্রীচৈতন্যদেব দেখিয়ে গিয়েছেন, সেই পথে চল মা। নহিলে নিজে নীচ, কুটিল, স্বার্থসেবী হয়ে, রাণা প্রতাপসিংহের স্মৃতি মাথায় রেখে, ভূত গৌরবের নির্ব্বাণ প্রদীপ কোলে করে', চিরজীবন হাহাকার কর্লেও কিছু হবে না।

[সকলের প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—উদয় সাগরের তীর। কাল—মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা।

রাণা অমরসিংহ—একাকী।

রাণা। মেবারের আকাশ ক্রোধে গর্জ্জন কর্চ্ছে। মেবারের পাহাড় লজ্জায় মুখ ঢাকৃছে। মেবারের হ্রদ ক্ষোভে তটতলে আছড়ে পড়ছে।

মেবারের কুল-দেবতারা রোষে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আমার হাতে আমার মেবার, রাণা প্রতাপের মেবারের, আজ পতন হোল।—ওঃ [পাদচারণ করিতে লাগিলেন]—এই যে মহাবৎ খাঁ।

[মহাবৎ খাঁর প্রবেশ]

রাণা। বন্দেগি খাঁ সাহেব।

মহাবৎ। মেবারের রাণার জয় হোক্।

রাণা। মোগল সেনাপতি! তোমায় শুদ্ধ হত্যার বিদ্যাই জানা আছে তা নয়। দেখ্‌ছি তুমি ব্যঙ্গ কর্ত্তেও বেশ পটু। "মেবারের রাণার জয় হোক"ই বটে!

মহাবৎ। না রাণা, আমি ব্যঙ্গ করি নাই।

রাণা। কর না কর বড় যায় আসে না।—যাক্, মহাবৎখাঁ আমি একবার তোমার সাক্ষাৎ চেয়েছিলাম!

মহাবৎ। আজ্ঞা করুন।

রাণা। বিনয়ী বটে! শোন। আমি এমন একটা কাজ কর্ত্তে তোমায় ডেকেছি, যা তুমি ছাড়া আর কেউ কর্ত্তে পারে না।

মহাবৎ। আদেশ করুন।

রাণা। মহাবৎ খাঁ, আগে আমার পানে চাহো দেখি; বল দেখি তুমি আমার কে?

মহাবৎ। আমি আপনার ভাই।

রাণা। ভায়ের উচিত কাজ করেছো। তোমার পিতামহের প্রপিতামহের মেবার তুমি মোগলের পদদলিত করেছ। তার রক্ত স্রোতে তোমার হাত দুখানি রঞ্জিত করেছো!

মহাবৎ। আমি সম্রাটের নিমখ খেয়েছি রাণা।

রাণা। সে কতদিন থেকে মহাবৎ খাঁ? যাক্, তোমার কাজ তুমি করেছো। তা'র জন্য তোমার সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডা করা বৃথা। যে বিধর্ম্মী মোগলের উচ্ছিষ্টভোজী, তা'র পক্ষে এ কাজ অনুচিত হয় না নিজে একটা অনিয়ম; উদ্দাম, স্বেচ্ছাচারের উদ্বমন; তার ঐ কা অনুচিত হয় নি। তুমি মেবার ধ্বংস করেছো। সে কাজ এখনও পূর্ণ হয় নি। তা'র সঙ্গে মেবারের রাণারও শেষ কর। এই না তরবারি। [তরবারি দিতে গেলেন]

মহাবৎ। রাণা—

রাণা। প্রতিবাদ কোরো না। শোন আমায় বধ কর। তাতে তোমার কালিমা বেশী বাড়বে না। আর তোমায় কোন অপ্রিয় কাজ কর্ত্তে আমি তোমাকে বল্‌ছি না। আমি জানি, তুমি আমার রক্ত পান কর্‌বার জন্য আকুল পিপাসায় ফেটে মরে' যাচ্ছ। তোমার ঐ দক্ষিণ হস্ত আমার হৃৎপিণ্ড উপ্‌ড়ে ফেলবার জন্য উদ্যত আগ্রহে কাঁপছে। এই নেও সে হৃৎপিণ্ড। [আমায় বধ

মহাবৎ। রাণা, মহবৎ খাঁ এত হীন নহে। আমি মেবারভূমি তরবারির আঘাতে ও অগ্নিদাহে শ্মশান করেছি সত্য। তবু আমি অন্যায় যুদ্ধ করিনি; ন্যায় যুদ্ধ করিছি।

রাণা। ন্যায় যুদ্ধ? একে ন্যায় যুদ্ধ বল মহাবৎ? একটী ক্ষুদ্র জনপদের মুষ্টি[illegible] নার উপরে একটা সাম্রাজ্যের বিপুল বাহিনীর ভার; একটা [illegible] উপর সমুদ্রের তরঙ্গপাত; শিশুর আত্মার উপর নরকের [illegible] না! ধিক্—তুমি জিতেছো। এখন সে কাজ [illegible] তরবারি নাও। এই তরবারি রাণা প্রতাপসিংহ মর [illegible] দিয়ে গিয়েছিলেন—বলেছিলেন "দেখো যেন তার অপমান

'হয়"। আমি তার অপমান করেছি! সে অপমান আমার রক্তে হয়ে যাক।

বৎ। রাণা, মহাবৎ খাঁ যোদ্ধা; সে জল্লাদ নয়।

রাণা। তবে যুদ্ধ কর। তোমার অস্ত্র নাও! [নিজে তরবারি নিলেন]

'বৎ। রাণা, আমি মেবারের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিত্যাগ করেছি।

রাণা। সে কবে থেকে মহাবং? অস্ত্র নাও—অস্ত্র নাও—আজ মেবা. র শ্মশানের উপর, মৃত মাতার শব স্কন্ধে করে', আমি তোমায় দ্বন্দ্ব,দ্ধে আহ্বান কর্চ্ছি।

মহাবৎ। রাণা শুনুন।

রাণা। ে া কথা শুন্‌বো না। ভীরু—ম্লেচ্ছ—কুলাঙ্গার! যুদ্ধ কর। দেখি তোমা. কি শৌর্য্য কি বীর্য্য দেখে সমস্ত ভারত মহাবৎ খাঁর নামে কম্পমান। অস্ত্র ন.ও— ছ ড়বো না। অধম! নরকের কীট! শয়তান!—

মহাবং। উত্তম রা.. -তবে তাই হোক [তরবারি নিষ্কাসিত করিলেন] সাবধান রাণা। ম. াবৎ খাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতে যদি কেউ থাকে ত তুমি—তবু সাবধান।

উভয়ে তর. ারি নিষ্ক' সিত করিলেন।

রাণা। আজ ভাইয়ে ভাই . যু — যা জগতে . নি। পৃথিবীতে প্রলয় হোক।

এমন সময় আ. লায়িত কেশা বিস্রস্তবাসা মানসী মধ্যে দাঁড়াইলে.।

মানসী। একি পিতা! এ'কি—[মহাবৎ খাঁব দিকে চাহিয়া] ক্ষান্ত হোন্।

বাণা। দূবে চলে' যাও মানসী। এ যুদ্ধে বাধা দিও না।

মানসী। ক্ষান্ত হউন পিতা! সর্ব্বনাশ যা হবাব হয়েছে। সে সর্ব্বনাশ আব নিজেব ভ্রাতৃবক্তে বঞ্জিত কর্ব্বেন না। এ শোকেব সান্ত্বনা হত্যা নহে। এব সান্ত্বনা—আবাব মানুষ হওয়া।

বাণা। মানুষ হওযা—সে কি বকম কবে' মানসী?

মানসী। শত্রুমিত্রজ্ঞান ভুলে গিযে। বিদ্বেষ বর্জ্জন কবে'। নিজে' কালিমা, দেশেব কালিমা, বিশ্বপ্রেমে ধৌত কবে' দিযে!—গাও চাবণীগণ সেই গান যা .মাদেব শিখি ছ—"আবাব তোবা মানুষ হ"। সেই গান এখানে .ও, মেবাবেব কাননে, উপত্যকায়, গ্রামে, গান গেয়ে বেড়াও।—গাও।

বাণা অমবসিংহ ও মহাবৎ খাঁ ক .পর্ব্ব শ্য দেখিলেন। বকবসনপবিহিতা চাবা .হতে গা ত সেখানে প্রবেশ কবিল। মানসী সেই গানে .জ যোগ দিলেন।

চাবণী গের গা.।

—আব। তোরা মানুষ হ
,—আবাব তোরা মানুষ হ'॥
 র, পরকে নিয়ে আপন কর্;
াব নিজেব ঘর—আবাব তোরা মানুষ হ'।

শত্রু হয় হোক না, যদি সেথায় পাস্ মহৎ প্রাণ,
তাহারে ভাল বাসিতে শেখ্, তাহারে কর্ হৃদয় দান।
মিত্র হোক্—ভণ্ড যে—তাহারে দূর করিয়া দে ;—
সবার বাড়া শত্রু সে , —আবার তোরা মানুষ হ'।
জগৎ জুড়ে দুইটী সেনা পরস্পর বাড়ায় চোখ ;—
পুণ্যসেনা নিজের কর্, পাপের সেনা শত্রু হোক্ ;
ধর্ম্ম যথা সেথায় থাক্ ; ঈশ্বরের মাথায় রাখ্ ;
স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক - আবার তোরা মানুষ হ'।

রাণা। মহাবৎ!

মহাবৎ। কামব!

রাণা। তোমার কোন দোষ নাই। আমাদেরই দোষ। ক্ষমা কর ভাই।

মহাবৎ। ক্ষমা কর ভাই।

[আলিঙ্গন বদ্ধ।]

যবনিকা পতন।